কোর-আন শরিফ

০০০০০০০০০✱০০০০০০০

পারা আ'ম

(সঠিক বঙ্গানুবাদ)

ত্রিংশৎ অধ্যায়।

০—✱)(০০০০)(০০০০)(✱—০

বঙ্গের আউলিয়াকুল শ্রেষ্ঠ শাইখুল মিল্লাতে অদ্দিন, ইমামুল হুদা,

হাদিয়ে জামান সুপ্রসিদ্ধ পীর শাহ্ সুফী

আলহাজ্জ হজরত মাওলানা—

মোহাম্মদ আবুবকর সিদ্দিকী (রহঃ)

কর্ত্তৃক অনুমোদিত

জেলা উত্তর ২৪ পরগণা, বশিরহাট মাওলানাবাগ নিবাসী—

খ্যাতনামা পীর, মুহাদ্দিছ, মুফাচ্ছির, মুবাহিছ, ফকিহ

শাহ, সুফী আলহাজ্জ হজরত আল্লামা—

মোহাম্মদ রুহুল আমিন (রহঃ)

কর্ত্তৃক প্রণীত

তদীয় ছাহেবজাদা শাহসুফী জনাব হজরত পীরজাদা মাওলানা

মোহাম্মদ আবদুল মাজেদ (রহঃ) এর পুত্রগণের পক্ষে

মোহাম্মদ শরফুল আমিন কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

বশিরহাট "নবনূর প্রেস" হইতে মুদ্রিত।

✪ ষষ্ঠ সংস্করণ সন ১৪০৫ সাল ✪

সাহায্য মূল্য ৯০ টাকা মাত্র

সূচীপত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين و الصلوة و السلام على رسوله سيدنا محمد و اله و صحبه اجمعين

০—★—০

কোর-আন শরিফ

সঠিক বঙ্গানুবাদ

পারা—আ'ম

ত্রিংশত অধ্যায়

সুরা নবা
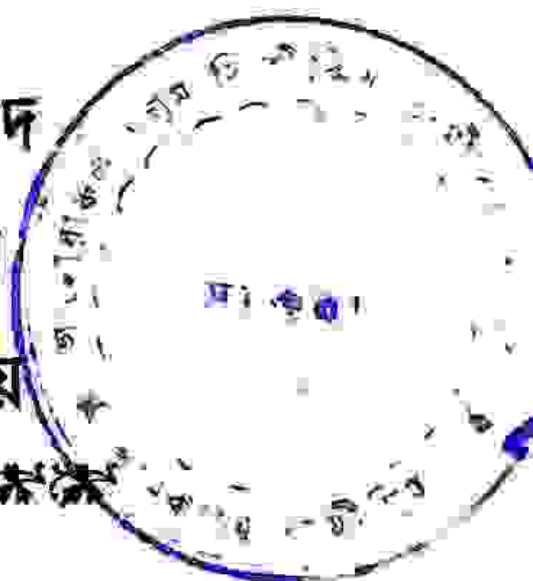
এই সুরা মক্কা শরিফে অবতীর্ণ হইয়াছিল ; ইহাতে তুইটী রুকু ও চল্লিশটী আয়াত আছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ *

পরম দাতা দয়ালু খোদাতায়ালার নামে (আরম্ভ করিতেছি)।

শানে-নজুল।

তফছির হোছায়নিতে বর্ণিত আছে, যে সময় হজরত নবি করিম (ছাঃ) লোকদিগকে ইস্লামের দিকে আহ্বান করিতে, কোরআন শুনাইতে এবং বিচার দিবসের (কেয়ামতের) ভয় দেখাইতে লাগিলেন, সেই সময়ে বিধর্ম্মিগণ তাঁহার প্রেরিতত্ব (পয়গম্বরি), কোর-আন ও কেয়ামতের সম্বন্ধে বাদানুবাদ করিতে লাগিল এবং তাহারা একে অন্যের নিকট বা হজরত নবি (ছাঃ) এর নিকট কিম্বা মোছলমানদিগের নিকট তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল ; উক্ত সময়ে এই ছুরা অবতীর্ণ হয়।

(১) عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ (২) عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيْمِ (৩) الَّذِي هُمْ فِيْهِ مُخْتَلِفُوْنَ ۵ (৪) كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ ۵ (৫) ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ ٥

১। তাহারা কি বিষয়ে পরস্পরে জিজ্ঞাসা করিতেছে ? ২-৩। সেই মহাসংবাদ বিষয়ে, যাহাতে তাহারা ভিন্ন মত ধারণ করিতেছে।

৪। নিশ্চয় সত্বর তাহারা জানিতে পারিবে। ৫। তৎপরে নিশ্চয় সত্বর তাহারা জানিতে পারিবে।

টীকা।

১--৩। কোন কোন টীকাকার বলেন, মহাসংবাদের মর্ম্ম এস্থলে কোর-আন বুঝিতে হইবে, কেননা বিধর্ম্মিগণ ইহার সম্বন্ধে বিরোধ করিত, ইহাকে খোদাতায়ালার প্রেরিত বাক্য স্বীকার না করিয়া মানব-রচিত কবিতাবলী, জাদুগণকের কথা বা প্রাচীন লোকদের গল্প-কাহিনী বলিয়া অভিহিত করিত। কোনও টীকাকার

বলেন, উক্ত মহাসংবাদের মর্ম্ম হজরতের প্রেরিতত্ব (পয়গম্বরী) হইবে, কেননা বিধর্ম্মিরা তাহাকে কুহকী, ভাব প্রবণ কবি ও উন্মত্ত ইত্যাদি বলিয়া ধারণা করিত।

অনেকের মত এই যে, ইহার মর্ম্ম বিচার দিবসে (কেয়ামতে) পুনর্জ্জীবিত হওয়া বুঝিতে হইবে; কেননা বিধর্ম্মীদের মধ্যে কেহ কেহ বলিত, মৃত্যুর পর কেয়ামতে পুনর্জ্জীবিত হওয়া অসম্ভব। কেহ বলিত, পুনর্জ্জীবিত হওয়া সন্দেহের বিষয়, ইহা হইতেও পারে এবং না হইতেও পারে। কেহ বলিত, কেয়ামত আধ্যাত্মিক জগৎ, উহাতে বাহ্য ফল বা শাস্তি প্রদত্ত হইবে না, বরং আত্মার বিকাশ সাধিত হইবে এবং আত্মিক (রুহানি) উন্নতি বা অশান্তি লাভ হইবে। কেহ বলিত, বিচার-দিবসের পুনরুত্থান সত্য, কিন্তু প্রতিমা সকল আমাদিগের জন্য সুপারিস করিবে। কেহ বলিত, কেয়ামতে পুনর্জ্জীবিত হওয়া অসত্য নহে, কিন্তু সদাসত্যের ফলাফলের জন্য এই জগতে পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যু হইতে থাকিবে; অবশেষে মানুষ একেবারেই ধ্বংসমুখে পতিত হইবে। এমাম রাজি শেষোক্ত টীকাকারদিগের মতটী প্রামাণ্য বলিয়াছেন।

৪—৫। খোদাতায়ালা ঐ সমস্ত কথার প্রতিবাদে বলিতেছেন যে, "বিধর্ম্মীরা হজরতের পয়গম্বর হওয়া, কোর-আন শরিফের আরশ, বা আকাশ হইতে অবতীর্ণ হওয়া ও কেয়ামতে মানুষের পুনর্জ্জীবিত হওয়া সম্বন্ধে বিরোধ ও জিজ্ঞাসাবাদ করিতেছে। নিশ্চয় তাহারা প্রথমে মৃত্যুকালে, তৎপরে কেয়ামতে উক্ত বিষয়-গুলির সত্যতা বুঝিতে পারিবে। কিম্বা প্রথমে, কেয়ামত ও হাশরের দিবসে, তৎপরে দোজখে উহা বুঝিতে পারিবে।"—তফসীর কবির, হোছায়নি ও বয়জবি।

(ক) একটি লোক পঞ্চাশ বৎসর সৎকার্য্য করিয়া ও মহা কষ্টে কাল যাপন করিতে লাগিল এবং উক্ত সৎকার্য্যের প্রতিফল পাইল না।

এইরূপ একটী লোক পঞ্চাশ বৎসর অসৎকার্য্যে লিপ্ত থাকিয়াও মহাসুখে কালাতিপাত করিতে লাগিল, কিন্তু উক্ত অসৎকার্য্যের কোনই শাস্তি পাইল না। খোদাতায়ালা ন্যায় বিচারক, ইহাতে কাহারও সন্দেহ নাই। এক্ষেত্রে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, তিনি নিশ্চয়ই নিজ ন্যায়পরায়ণতার গুণে কোন এক সময়ে উক্ত সৎ বা অসৎ ব্যক্তিকে সৎকার্য্যের প্রতিফল বা মন্দ কার্য্যের শাস্তি প্রদান করিবেন এবং তজ্জন্য তাহাদিগকে ঐ সময় পুনর্জ্জীবিত করিবেন। উক্ত সময়কেই "কেয়ামত" বলে।

(খ) পুনর্জ্জন্মবাদীরা বলেন, মৃত্যুর পর মানবদেহ ভস্ম বা মৃত্তিকা হইয়া যায় এবং তাহার আত্মা ভাল মন্দ কার্য্যের ফলাফল ভোগের জন্য নব নব দেহে প্রবেশ করিয়া পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণকরিতে এবং সুখ দুঃখ ভোগ করিতে থাকে। এক্ষেত্রে অসৎদেহ আজীবন মন্দ কার্য্য করা সত্ত্বেও নিষ্কৃতি পাইল এবং অন্য একটি নির্দ্দোষ দেহ শাস্তি ভোগ করিতে লাগিল, এইরূপ একটি সৎকর্ম্মশীল দেহ কোন সুফল পাইল না এবং নূতন সৃষ্ট একটি দেহ সৎকর্ম্ম না করিয়াও সুখ ভোগ করিতে লাগিল, ইহাতে খোদাতায়ালার ন্যায়বিচারের মর্য্যাদা রক্ষিত হইতে পারে না, কাজেই পুনঃ পুনঃ জন্মের মত অমূলক।

(গ) যদি মানুষ অসৎকার্য্যের শাস্তি ভোগের জন্য পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করে এবং সৎলোকেরা সৎকার্য্যের ফল প্রাপ্তির জন্য পুনর্জ্জন্ম গ্রহন করে তবে অসৎ লোকদের দ্বিতীয় জন্মে চিরকাল দুঃখ ভোগ ও সৎলোকদের দ্বিতীয় জন্মে চিরকাল সুখভোগ একান্ত বাঞ্ছনীয়; কিন্তু জগতে এরূপ একজনকেও দেখা যায় না—যে সংসারে কেবল নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ বা কেবল সুখই ভোগ করে, সুতরাং পুনর্জ্জন্মের মত অমূলক।

(ঘ) যদি মানুষ অসৎ কার্য্যের শাস্তির জন্য ইহজগতে পুনঃ পুনঃ হীন জন্মগ্রহন করিতে করিতে পশু, পক্ষী, বৃক্ষ ইত্যাদি আকারে পরিণত হয়, তবে বর্ত্তমান কালে অসৎকার্য্যের সংখ্যা বেশী হওয়ায় প্রাচীন কালের লোকসংখ্যা বর্ত্তমানকালের লোকসংখ্যা অপেক্ষা নিশ্চয়ই অধিক হইত, কিন্তু প্রাচীন কালের ও একালের আদম-শুমারীর দ্বারা বুঝা যায় যে, এ কালের লোকসংখ্যা বেশী, কাজেই মানুষের ইহজগতে পুনর্জ্জন্ম গ্রহন দাবী অমূলক।

(ঙ) যদি মানুষের সুখ দুঃখ দেখিয়া তাহার পূর্ব্বজন্ম মানিয়া লইতে হয়, তবে সৃষ্টীর প্রারম্ভে প্রথমজগতে আসিবার কালে, মানব জাতির যে সুখ দুঃখ হইয়াছিল উহার কারন কি নির্দ্দেশ করা যাইবে ? যদি মানুষ ভাল মন্দ কার্য্যের ফলাফলের জন্য পুনর্জ্জন্ম গ্রহন করে, তবে তাহার প্রথম জন্মের কারন কি ? পিতামাতা কিম্বা শিক্ষক পুত্রের বা শিষ্যের ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য বেত্রাঘাত করেন, ইহা কোন পাপের শাস্তি নহে ; এইরূপ জগতে মানুষের দুঃখ ভোগ তাহার ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য হইয়া থাকে, ইহা অমূলক পূর্ব্বজন্মের ফলস্বরূপ হইতে পারে না।

(চ) খৃষ্টান ও ব্রাহ্মরা বলেন, পরজগতে আত্মার বিকাশ ভিন্ন দৈহিক কোন জীবন হইবে না, বাহ্যিক কোন ফলাফল দেওয়া যাইবে না, এতদুত্তরে বলা যাইতে পারে যে, মানবদেহ আত্মার সংযোগে ভাল মন্দ কার্য্য করে, এক্ষনে যদি দেহ ভাল মন্দ কার্য্য করিয়াও পরজগতে আত্মার ন্যায় সুখ দুঃখ ভোগ না করে তবে খোদাতায়ালার ন্যায় বিচারের বিঘ্ন ঘটিবে ; কাজেই পর-জগতে মানুষের দৈহিক ও আত্মিক উভয় প্রকার সুখ দুঃখ ভোগ করা অনিবার্য্য।

তফছিরে খাজেনে বর্ণিত আছে, খোদাতায়ালা নিম্নোক্ত সৃষ্টি কৌশলের কথা প্রকাশ করিয়া প্রমান করিতেছেন যে, তিনি

অদ্বিতীয়, তিনিই জগৎ সৃষ্টি ও লয় করিতে সক্ষম এবং বিচার ও ভাল মন্দ কার্য্যের প্রতিফল প্রদানের জন্য জগৎ ও সমস্ত জগদ্বাসীকে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করিতে সক্ষম। —বঙ্গানুবাদক।

(৬) الم نجعل الارض مهادا ٥ (٧) والجبال اوتادا ٥

৬—৭। আমি কি ভূতলকে শয্যা ও পর্ব্বতমালাকে কীলক সকল করি নাই?

টীকা :—

৬। এমাম রাজি লিখিয়াছেন—খোদাতায়ালা এস্থলে ভূতলকে শয্যা বলিতেছেন, ভূতলকে শয্যা স্বরূপ গণ্য করিতে হইলে ইহার মধ্যে কয়েকটী গুণ থাকা আবশ্যক। প্রথম এই যে, পৃথিবীর (পরিভ্রমণ শীল না হইয়া) স্থিতিশীল হওয়া আবশ্যক, নচেৎ উহা কিরূপে আরামদায়ক শয্যা হইবে? যদি পৃথিবী পরিভ্রমনশীল হয়, তবে উহার গতি নীচের দিকে হইবে, কিম্বা পূর্ব্বদিকে হইবে। যদি নিচের দিকে হয়, তবে কোন ব্যক্তি উচ্চস্থান হইতে লম্ফ প্রদান করিলে, ভূমিতে পৌছিতে পারিবে না, কারন পৃথিবী মানুষ অপেক্ষা বহু সংখ্যকগুণে ভারি এবং ইহাও স্বতঃসিদ্ধ যে, দুইটি বস্তু এক সময়ে ফেলিয়া দিলে, বেশী ভারি বস্তুটী অগ্রগমন করে; এই হিসাবে মানুষ উচ্চস্থান হইতে লম্ফ প্রদান করিলে, কখনও ভূমিকে ধরিতে পারিবে না। আর যদি পৃথিবী পুর্ব্ব দিকে ধাবমান হয়, তবে মানুষ পূর্ব্বদিকে লম্ফ প্রদান করিয়া কখনও গন্তব্যস্থানে যাইতে পারিবে না, কেননা পৃথিবী মানুষ অপেক্ষা বহুগুণে দ্রুতগামি, কাজেই মৃদুগামি বস্তু দ্রুতগামী বস্তুকে ধরিতে পারিবে না। সুতরাং মানুষ লম্‌ফ প্রদান করিয়া আপন

স্থান ত্যাগ করিতে পারিবে না। যখন মানুষ উচ্চস্থান হইতে অধোগমন করে, পৃথিবীতে পৌছিতে পারে বা পূর্ব্বদিকে লম্ফ প্রদান করিলে, গন্তব্যস্থানে পৌছিতে পারে, তখন পৃথিবী যে স্থিতিশীল, ইহা সুনিশ্চিত।

দ্বিতীয়, পৃথিবী প্রস্তর ও স্বর্ণের তুল্য কঠিন নহে, কঠিন হইলে উহাতে শয়ন ও গমনাগমন করা কঠিন হইত এবং উহাতে শস্য বপন করা ও এমারতাদি নির্ম্মাণ করা অসম্ভব হইত। আরও উহা পানির ন্যায় তরল নহে, অন্যথা উহাতে পা রাখিলে ডুবিয়া যাইত।

তৃতীয়, মৃত্তিকা পানিতে ডুবিয়া যায়, এ ক্ষেত্রে পৃথিবীর সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হওয়া স্বভাবসিদ্ধ, কিন্তু খোদাতায়ালা ভূমির স্বভাব পরিবর্ত্তন করিয়া উহার কতকাংশ সমুদ্রের উপর ভাসাইয়া রাখিয়াছেন, ইহাতে উহা মানুষের বিছানা হইবার যোগ্য হইয়াছে।

অনুবাদক

মন্তব্য :—পৃথিবীর ভ্রাম্যমান হওয়া একেবারে অযৌক্তিক, নিম্নে ইহার কয়েকটী দার্শনিক প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে;—

প্রথম প্রমাণ এই যে, গোলাকার পৃথিবীর পরিধি ২৫০০০ পঁচিশ হাজার মাইল, উহা প্রত্যেক ২৪ ঘণ্টায় আপন আবর্ত্তন-পথে একবার আবর্ত্তন করে; এ ক্ষেত্রে ৩৬৫ দিবসে ৯১২৫০০০ একানব্বই লক্ষ পঁচিশ হাজার মাইল অতিক্রম করে। তদ্ব্যতীত বেশী পথ উহার পক্ষে অতিক্রম করা অসম্ভব, কেননা প্রত্যেক গোলাকার বস্তু উহার পরিধির পরিমাণ ভিন্ন বেশী পথ অতিক্রম করিতে পারে না। আবার বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা বলেন, সূর্য্য পৃথিবী হইতে ৯২৭০০০০০ নয় কোটি সাতাইশ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত। পৃথিবী সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া যে কক্ষপথে প্রদক্ষিণ করে, তাহার পরিমাণ ৬০ কোটি মাইল, কিন্তু যে পৃথিবী বৎসরে মাত্র একানব্বই লক্ষ পঁচিশ

হাজার মাইল পথ ব্যতীত অতিক্রম করিতে পারে না. উহা কিরূপে ৬০ কোটি মাইল ক্ষণপত অতিক্রম করিবে ? ইহাতে প্রমাণিত হইল যে. পৃথিবীর গতিশীল হওয়া অমূলক ।

দ্বিতীয় ;—কোন গোলাকার বস্তু গড়াইয়া দিলে. কেবল এক দিকে গড়াইয়া যায়, এক সময় দুই দিকে উহার গড়াইয়া যাওয়া অসম্ভব । এই হিসাবে যদি পৃথিবী স্বীয় আহ্নিক গতিতে পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব দিকে আবর্ত্তন করে. তবে উহার বার্ষিক গতিতে ঋতু পরিবর্ত্তনার্থে উত্তর দিক হইতে দক্ষিণ দিকে এবং দক্ষিণ দিক হইতে উত্তর দিকে পরিভ্রমণ করা অসম্ভব, অতএব পৃথিবীর পরিভ্রমণশীলতা যুক্তিবিরুদ্ধ মত ।

তৃতীয়:—স্থল অপেক্ষা পানি কয়েক গুন বেশী । একটি পাত্রে পানি রাখিয়া উহা ঘুরাইলে উক্ত পানি সম্পূর্ণ পড়িয়া যায়, এক্ষেত্রে পৃথিবী আবর্ত্তনপথে আবর্ত্তন করিলে অবশ্য সমুদ্রের পানি শূন্যমার্গে পড়িয়া যাইত ।

চতুর্থ:—মানুষ ভূমিকম্পের সময়ে পৃথিবীর দোলায়মান হওয়া বুঝিতে পারে. নদী পুষ্করিণীর পানি উথলিয়া উঠে এবং মানুষ দাড়াইয়া থাকিতে পারে না । বৈজ্ঞানিকদের মতে যখন পৃথিবী স্বীয় আবর্ত্তন পথে প্রত্যেক ঘণ্টায় সহস্র মাইলের বেশী পথ আবর্ত্তন করে. তখন মানুষ কেন উহা বুঝিতে পারে না ?

পঞ্চম,—বৈজ্ঞানিকগণ বলেন. বিষুব রেখার নিকটবর্ত্তী স্থানে পৃথিবীর গতি প্রত্যেক ঘণ্টায় হাজার মাইল. তাহা হইলে প্রত্যেক মিনিটে উহার গতি ১৬$\frac{২}{৩}$ মাইল হইবে. আর কামব্রিজ বিদ্যালয়ে পরীক্ষিত হইয়াছে যে, একটী তোপ উপরের দিকে ছুড়িলে. এক মিনিটের মধ্যে উহার গোলা যে স্থান হইতে ছাড়া হইয়াছিল. প্রায় সেই স্থানে পড়ে. যদি প্রতি মিনিটে পৃথিবীর গতী ১৬$\frac{২}{৩}$ মাইল হইত, তবে উক্ত গোলাটী ১৬$\frac{২}{৩}$ মাইল দূরে পতিত হইত ।

ষষ্ঠ—যদি কেহ বলেন যে, যেরূপ পৃথিবী দ্রুত গমন করিতেছে, সেইরূপ তদুপরি বায়ুস্তর দ্রুত গমন করিয়া থাকে, কাজেই গোলাটী বাতাসের প্রবল শক্তিতে পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে আকর্ষিত হইয়া থাকে। তদুত্তরে আমরা বলিতে পারি যে, একজন লোক একটী তীর পৃথিবীর গতি-পথের দিকে, আর একটি উহার বিপরীত দিকে নিক্ষেপ করিল, কিন্তু দুইটি তীর উভয় দিক সমান পথে পড়িল। যদি বায়ুস্তরের শক্তিতে তোপের গোলা ১৬ $\frac{২}{৩}$ মাইল পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে আকর্ষিত হয়, তবে বিপরীত দিকে নিক্ষিপ্ত তীরটির গতি প্রথমটি হইতে অতি সামান্যই হইত, অতএব পৃথিবীর ও বায়ুস্তরের উপরোক্ত প্রকার গতি যুক্তি-বিরুদ্ধ মত।

সপ্তম—যদি বায়ুস্তরের এত আকর্ষণ শক্তি হইত যে, একটি তোপের গোলা এক মিনিটে ১৬ মাইল দূরে আকর্ষণ করে, তবে উহার বিপরীত দিকে ধাবিত ট্রেণগুলি কিছুতেই পথ অতিক্রম করিতে পারিত না।

অষ্টম—যে ট্রেণখানি ঘন্টায় ৩০ মাইল চলে, উহাতে আরোহণ করিলে অতি তেজে বায়ু আরোহীদের গাত্রে লাগে, যদি পৃথিবী ঘন্টায় ১০০০ মাইল করিয়া চলিত, তবে প্রতিক্ষণেই পৃথিবীতে প্রবল ঝটিকা প্রবাহিত হইত।

নবম—২৪ মিনিটের ভূমিকম্পে কত পর্ব্বত বিধ্বস্ত হয়, কত অট্টালিকা ধরাশায়ী হয় ও কত গ্রাম-নগর নদী আকারে পরিণত হয়, ভূপৃষ্ঠের কত স্থান ফাটিয়া ভীষণ গহ্বরের আকার ধারণ করে, কত নদ-নদীর অস্তিত্ব লোপ পায়। যদি পৃথিবী ঘণ্টায় সহস্র মাইল পরিভ্রমণ করিত, তবে জগতে কত প্রকার ভয়ানক কাণ্ড ঘটিত।

বর্ত্তমান সময়ে কেহ কেহ পৃথিবীর পরিভ্রমণশীলতা সপ্রমাণ করিবার জন্য পবিত্র কোরআনের তিনটী আয়ত পেশ করিয়া থাকেন।

উহার প্রথম এই আয়ত :—

الم نجعل الارض مهادا

কিন্তু উক্ত আয়তের টীকায় এমাম রাজি, এমাম এবনে কছির প্রভৃতি টীকাকারগণ লিখিয়াছেন যে উক্ত আয়তের "মেহাদ" مهاد শব্দের অর্থ শয্যা, ইহাতে উহার স্থিতিশীল হওয়া প্রমাণিত হয়।

উহার দ্বিতীয় সুরা ইয়াছীনের আয়ত :—

و كل فى فلك يسبحون

তফ্‌ছির কবিরের উক্ত আয়তের এইরূপ মর্ম্ম লিখিত আছে, "চন্দ্র, সূর্য্যের প্রত্যেকটি কক্ষপথে দ্রুত গমন করিতেছে।

উক্ত আয়তে পৃথিবীর পরিভ্রমণশীলতা প্রমাণিত হয় না।

তৃতীয়—সুরা নমলের আয়ত :—

و يوم ينفخ فى الصور ففزع من فى السموات و من

فى الارض الا من شاء الله و كل اتوه داخرين ٥ و ترى

الجبال تحسبها جامدة و هى تمر مر السحاب صنع

الله الذى اتقن كل شىء ٥

"আর যে দিবস ছুরে ফুৎকার করা যাইবে, তখন যাহারা আকাশ সমূহে ও যাহারা পৃথিবীতে আছে তাহারা ভীত হইবে, কেবল খোদা-তায়ালা যাহাকে ইচ্ছা করিয়াছেন (তিনি ভীত হইবেন না) এবং প্রত্যেকেই লাঞ্ছিত ভাবে তাহার নিকট আসিবে এবং তুমি পর্ব্বত

সকলকে স্থির দেখিবে, অথচ উহা মেঘের গতিতে গমন করিবে। খোদাতায়ালার সৃষ্টি কৌশল, যিনি প্রত্যেক পদার্থ দৃঢ় করিয়াছেন।

পাঠক, উক্ত আয়তে স্পষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে যে, উহা প্রলয়-কালের (কেয়ামতের) অবস্থা। সম্পূর্ণ আয়তসমূহ পাঠ করিলে উহা স্পষ্টই অনুমিত হয়, কিন্তু কেহ কেহ পৃথিবীর ভ্রমণশীলতা প্রমাণ করিবার জন্য কেবল পর্ব্বত ধাবিত হওয়ার প্রসঙ্গটুকু উদ্ধৃত করিয়াছেন, যাহা হউক, সম্পূর্ণ আয়তের মর্ম্ম সম্বন্ধে এমাম রাজি প্রভৃতি টীকাকারগণ আমাদের সিদ্ধান্তের অনুরূপ মর্ম্মই প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু উক্ত মতবলম্বীগণ এস্থলে তিনটী আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন। প্রথম এই যে, প্রলয়কালে পর্ব্বতসমূহ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া উড়িয়া যাইবে, তবে কি করিয়া উহাকে স্থির ধারণা করা যাইবে? দ্বিতীয়, প্রলয়কালে কেহ জীবিত থকিবে না, সুতরাং تری "তুমি দেখিতেছ" এইরূপ শব্দ প্রয়োগ করা উপযুক্ত হয় না। তৃতীয়, উহাকে দৃঢ়কারি খোদাতালার সৃষ্টিকৌশল বলা হইয়াছে, তবে কিরূপে প্রলয়কালে উহার ধ্বংসকারক অবস্থা হইবে।

প্রথম প্রশ্নের উত্তর

তফছির কবিরের ৮ম খণ্ডে (৩০৬ পৃষ্ঠায়) লিখিত আছে, "প্রলয়কালে পর্ব্বত সকলের কয়েক প্রকার অবস্থা হইবে, প্রথমে উহা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে, দ্বিতীয় উহা ধূনিত লোমের ন্যায় হইবে; তৃতীয় উহা ধূলিকার ন্যায় হইবে, চতুর্থ উহা স্থানচ্যুত হইবে; পঞ্চম প্রবল বায়ু উহাকে; শূন্য পথে দ্রুতগতিতে উড়াইয়া লইয়া যাইবে, কিন্তু দর্শক উহা স্থির অনুভব করিবে, যেরূপ দ্রুত-ভ্রমণশীল মেঘমালা স্থির বলিয়া বোধ হয়।" উপরোক্ত বর্ণনায় লেখকের আপত্তি খণ্ডন হইয়া গেল।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর

এমাম রাজি তফছির কবিরের উক্ত খণ্ডে (৪৮২ পৃষ্ঠায়) ছুরা ফিলের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন, হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) হস্তী-স্বামীদের ও আবরাহা বাদশাহের অবস্থা দেখেন নাই, ইহা সত্বেও খোদাতায়ালা বলিয়াছেন, (হে মোহাম্মদ), তোমার প্রতিপালক হস্তী-স্বামীদের সহিত কি করিয়াছিলেন, তাহা তুমি কি দেখ নাই? ইহার কারণ এই যে, উক্ত আয়তে تری শব্দ رویت ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, উহার অর্থ—জ্ঞান-চক্ষে দর্শন করা চর্ম্ম-চক্ষে দর্শন করা হয়। হজরত উক্ত ঘটনা লোকমুখে শুনিয়া বিশ্বাস করিতেন সেই হেতু উক্ত শব্দ বলা ঠিক হইয়াছে; প্রলয়কালে কেহ জীবিত না থাকিলেও প্রত্যেকের আত্মা অক্ষুণ্ণ থাকিবে এবং প্রত্যেক আত্মা কেয়ামতের ঘটনাবলী বুঝিতে পারিবে; কাজেই উক্ত শব্দ প্রয়োগ করা সুসঙ্গত হইয়াছে।

দ্বিতীয়, উক্ত আয়তে বর্ণিত হইয়াছে, "প্রত্যেকে লাঞ্ছিতভাবে উপস্থিত হইবে," যখন মানুষ তথায় উপস্থিত হইবে, তখন কি জন্য দেখিতে পারিবে না?

———

তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর

এমাম রাজি আরও লিখিয়াছেন, ইতিপূর্ব্বে অনেক বিষয় বর্ণিত হইয়াছে—যাহা খোদাতায়ালা ব্যতীত অন্য কেহ করিতে সক্ষম হয় না, সেই হেতু উক্ত বিষয়গুলিকে সৃষ্টি কৌশল বলা হইয়াছে।

মূল কথা এই যে, লেখক কোর-আন শরিফের তিনটী আয়ত হইতে অযথাভাবে পৃথিবীর পরিভ্রমণশীলতা প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, ইহা তাঁহার ভ্রান্ত ধারণা ও বাতিল ব্যাখ্যা মাত্র।

(বঙ্গানুবাদক)

৭। এমাম হাকেম ছহিহ ছনদে হজরত এবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, "যে সময় খোদাতায়ালা জগত সৃষ্টির ইচ্ছা করেন, সেই সময় তিনি বায়ু দ্বারা সমুদ্রকে তরঙ্গময় করেন, উহাতে এক প্রকার ফেনা প্রকাশিত হয়, উহা ঠিক কা'বা গৃহের নিম্নভাগে ছিল, তৎপরে উহা প্রসারিত করিয়া এত বড় দীর্ঘ প্রস্থ-বিশিষ্ট ভূতলে পরিণত করেন, তখন ভূতল বিকম্পিত হইতে লাগিল, সেই সময় খোদাতায়ালা পর্ব্বতমালা সৃষ্টি করেন, উহা খোটা স্বরূপ হওয়ায় ভূতল স্থির হইয়া গেল।—তঃ দোর্‌রে-মনছুর।

এমাম তেরমেজি, জনাব হজরত নবি করিমের (ছাঃ) একটি হাদিছে বর্ণনা করিয়াছেন, "যে সময় খোদাতায়ালা ভূতল সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তখন উহা কাঁপিতেছিল, তৎপরে তিনি পর্ব্বতমালা সৃষ্টি করিয়া ভূতলের প্রতি হুকুম করিয়াছিলেন, ইহাতে ভূতল স্থির হইয় গেল। ফেরেশতাগণ পর্ব্বতমালার কাঠিন্য ভাব দর্শন করিয়া আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "হে প্রতিপালক! তোমার সৃষ্টীর মধ্যে পর্ব্বত অপেক্ষা কঠীনতর কোন বস্তু আছে কি না?" তিনি বলিলেন, "অবশ্য আছে, লৌহ।" তাঁহারা বলিলেন, "হে আমাদের প্রতিপালক! লৌহ অপেক্ষা অধিকতর কঠিন কোন বস্তু আছে কি না?" তিনি বলিলেন, "অবশ্য আছে, অগ্নি।" তাঁহারা বলিলেন, "অগ্নি অপেক্ষা কঠিনতর বস্তু আছে কি না?" তিনি বলিলেন, "অবশ্য আছে পানি।" তাঁহারা বলিলেন, "পানি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বস্তু আছে, কি না?" তিনি বলিলেন, 'অবশ্য আছে, বায়ু।' তাঁহারা বলিলেন, "হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি বায়ু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কোন বস্তু সৃজন করিয়াছ কি না?" তিনি বলিলেন, "অবশ্য আছে, যে দান আদম সন্তান ডাহিন হস্তে বিতরণ করে, যেন বাম হস্ত হইতে গোপন রাখে।" মেশকাত।

কেহ কেহ বলেন, সপ্তম আয়ত উল্লিখিত "আওতাদ" শব্দ দ্বারা প্রধান প্রধান বিশিষ্ট অলিউল্লাহ্‌দিগের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে ; কারণ তাঁহারা পর্ব্বতমালার ন্যায় স্থায়ী থাকেন এবং তাঁহাদের (দোওয়ায়) জগৎ ও জগদ্বাসিগণ শান্তিতে থাকেন। এবনে আতা বলিয়াছেন, যে অলিউল্লাহ্‌গণ পুর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া একই পদে স্থায়ী থাকেন, তাঁহারাই 'আওতাদ' নামে আখ্যাত হইয়াছেন। জগতে চারিজন 'আওতাদ' আছেন। জগতের পূর্ব্ব প্রান্তের রক্ষক আবদুল হাই নামে, পশ্চিম প্রান্তের রক্ষক আবদুল আলিম নামে, উত্তর প্রান্তের রক্ষক আবদুল মুরিদ নামে ও দক্ষিণ প্রান্তের রক্ষক আবদুল কাদের নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। আর সাতজন 'আবদাল' নামীয় অলিউল্লাহ্‌ আছেন, তাঁহারা পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন সপ্তাংশের (সাত একলিমের) রক্ষণাবেক্ষণ করেন, তাঁহাদের একজন মৃত্যুপ্রাপ্ত হইলে, তন্নিম্ন পদস্থ 'নজিব' নামক একজন অলিউল্লাহ্‌ তাঁহার পদ অধিকার করেন এই পরিবর্ত্তনশীলতার জন্য তাঁহারা 'আবদাল' নামে অবিহিত হন। আর চল্লিশজন অলিউল্লাহ্‌ 'নজিব' নামে অবিহিত আছেন, আরও তিনশত অলি-উল্লাহ্‌ 'নকিব' নামে আখ্যাত আছেন। তাঁহাদের মধ্যে কোতবোল-আবদাল' ও 'কোতবোল-এরসাদ" নামক দুইজন শ্রেষ্ঠতম অলিউল্লাহ্‌ আছেন। পীর আবু ছঈদ খার্‌রাজ বলিয়াছেন, আবদাল অপেক্ষা আওতাদের দরজা শ্রেষ্ঠতর, কেননা আবদাল একপদ হইতে অন্য পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।—তঃ রুহোল বয়ান।

এমাম আহমদ বর্ণনা করিয়াছেন, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন, চল্লিশজন আবদাল শাম দেশে থাকেন তাঁহাদের মধ্যে কোন একজন মৃত্যুপ্রাপ্ত হইলে, খোদাতায়ালা অন্য একটি লোককে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করেন। তাঁহাদের জন্যই বারিপাত হইয়া থাকে, মুছলমানগণ তাঁহাদের দ্বারা শত্রু-

দলের উপর জয়লাভ করিবেন এবং তাঁহাদের দ্বারা শামবাসিগণ আছমানি বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবেন। মেশকাত ৫৮২ পৃষ্ঠা।

এবনে আছাকের বর্ণনা করিয়াছেন, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন, খোদাতায়লা তিনশত অলিউল্লাহ সৃষ্টি করিয়াছেন, যাঁহাদের হৃদয় হজরত আদম (আঃ) এর হৃদয়ের অনুসরণ করে। আর চল্লিশ জনকে হজরত মুছা (আঃ) এর হৃদয়ের অনুসরণে, আর সাত জনকে হজরত এবরাহিম (আঃ)এর হৃদয়ের অনুসরণে, পাঁচ জনকে হজরত জিবরাইব (আঃ)এর অনুসরণে, তিন জনকে হজরত মিকাইল (রাঃ) এর অনুসরণে এবং একজনকে হজরত ইস্রাফিলের অনুসরণে সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহাদের একজন মৃত্যুপ্রাপ্ত হইলে, তন্নিম্ন পদস্থ অন্য একজন তাঁহার স্থান অধিকার করেন। তাঁহাদের জন্যেই এই উম্মত হইতে আছমানী বিপদ দূরীভূত হয়। শেখ আলাউদ্দিন বলিয়াছেন, হাদিস শরিফে সাতজন আবদালের কথা প্রমাণিত হইয়াছে। মেরকাত ৫ম খণ্ড, ৬৫৩ পৃষ্ঠা।

কাহারাও মতে "খোদাতায়ালা প্রত্যেক সময়ে চারি সহস্র অলিউল্লাহ নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন, তন্মধ্যে প্রধান প্রধান তিনশত অলিউল্লাহ 'আখইয়ার' নামে অভিহিত হয়েন। চল্লিশ জন "আবদাল" নামে, সাতজন "আবরার" নামে, চারিজন "আওতাদ" নামে, তিনজন 'নোকাবা" নামে, আর একজন 'কোতব" ও 'গওছ" নামে আখ্যাত হয়েন। ফতুহাতে বর্ণিত আছে যে, জগতের সপ্তাংশের প্রত্যেকাংশে এক একজন অলিউল্লাহ আছেন, খোদাতায়ালা তাঁহাদের দ্বারা জগতের রক্ষণাবেক্ষণ করেন, এই সাতজন আবদাল নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।" কাশফুল মহজুব।

আয়ত সমূহের ইশারা ঃ—

কেহ কেহ বলিয়াছেন, এস্থলে অলিউল্লাহদের হৃদয়কে ভূমি ও

মায়ারেফাতের গুপ্ত তত্ত্ব সমূহকে পর্ব্বতমালা ও জ্ঞানকে কীলক বলা হইয়াছে। আয়ত দুইটির মুল মর্ম্ম এই যে, খোদাতায়ালা অলিউল্লাহ্‌দের (সাধকদের) হৃদয়ভূমিকে সজ্জিত করিয়াছেন এবং তাহার তাজ্জাল্লি (রহমতের জ্যোতিঃ) আকর্ষণ করিতে উক্ত হৃদয়ক্ষেত্রে মায়ারেফাতের পর্ব্বতমালা ও সূক্ষ্মজ্ঞানের কীলক দ্বারা দৃঢ় করিয়াছেন ;— তঃ আরায়েছোল বায়ান।

(৮) وَّ خَلَقْنٰكُمْ اَزْوَاجًا ۙ (৯) وَّ جَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ۙ (১০) وَّ جَعَلْنَا الَّيْلَ لِبَاسًا ۙ (১১) وَّ جَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ۖ

৮। আর তোমাদিগকে জোড়া জোড়া সৃষ্টী করিয়াছি। ৯। আর তোমাদের নিদ্রাকে বিশ্রাম করিয়াছি। ১০। আর রাত্রিকে আবরণ করিয়াছি। ১১। আর দিবাকে জীবিকা সঞ্চয়ের সময় করিয়াছি।

টীকা ;—

৮। খোদাতায়ালা বলিতেছেন, আমি তোমাদিগকে স্ত্রী পুরুষ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছি, উদ্দেশ্য এই যে, একে অন্যের সম্মিলনে শান্তিলাভ করিবে। উভয়ের সহায়তায় সংসারের কার্য্যকলাপ সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবে এবং জগতে বংশ বৃদ্ধি পাইবে। আরও এইরূপ মর্ম্ম হইতে পারে, আমি তোমাদিগকে বিপরীত বিপরীত অবস্থায় অধীন করিয়াছি,—দরিদ্র, মহৎ, সুস্থ, পীড়িত, বিদ্বান, নিরক্ষর, বলবান, দুর্ব্বল, পুরুষ ও স্ত্রী; উদ্দেশ্য এই যে, ইহা দ্বারা তোমাদিগকে পরীক্ষা করা হইবে; উন্নত ব্যক্তি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিবে ও অবনত ব্যক্তি ধৈর্য্য ধারণ করিবে। তঃ রুহল বয়ান।

৯। মানুষ দিবাভাগে নানারূপ কায়িক ও মানসিক পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া পড়ে, রাত্রিতে তাহারা নিদ্রাভিভূত হইলে, সমস্ত

ক্লেশ দূরীভূত হইয়া যায়। সেই হেতু খোদাতায়ালা নিদ্রাকে বিশ্রাম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ১০। লোকে রাত্রিতে অন্ধকারে শত্রুর চক্ষু হইতে গুপ্তভাবে পলায়ণ করিতে বা শত্রুর প্রতি অতর্কিতভাবে আক্রমণ করিতে পারে, কিম্বা অপ্রকাশ্য বিষয় গোপন করিতে সক্ষম হয়; ফলকথা এই যে, ইহার দ্বারা মানবের অশেষ কল্যাণ সাধিত হয়, সেই হেতু খোদাতায়ালা রাত্রিকে আবরণ বলিয়াছেন।

১১। মানুষ দিবাভাগে জীবিকা অন্বেষণ করে, সেই হেতু খোদাতায়ালা দিবাকে জীবিকা অন্বেষণের কাল বলিয়াছেন।—তঃ কবির।

উক্ত ৯।১০।১১ আয়তের এইরূপ মর্ম্ম হইতেও পারে, যথা—আমি নিদ্রাকে এক প্রকার মৃত্যু করিয়াছি এবং দিবাকে তোমাদের পুনর্জ্জীবনের সময় করিয়াছি। নিদ্রাবস্থায় এক প্রকার ধূম ঊর্দ্ধগামী হইয়া মস্তিষ্কের স্নায়ুকে অবশ করিয়া ফেলে, ইহাতে আত্মার জ্যোতিঃ শরীরের বাহ্যিক অংশ ত্যাগ করিয়া যায়, আর প্রকৃত মৃত্যুকে উক্ত জ্যোতিঃ শরীরের বাহ্যিক ও আন্তরিক উভয় অংশ ত্যাগ করে; কাজেই নিদ্রা মৃত্যুর তুল্য এবং মানুষ প্রভাতে চেতনা পাইলে, যেন নব জীবন লাভ করে। ফতুহাত মক্কিয়াতে বর্ণিত আছে, লোকে যে সময় নিদ্রাভিভূত থাকে, সেই সময় অলিউল্লাহগণ গুপ্তভাবে মোশাহাদা ইত্যাদি তরিকত কার্য্যে নিমগ্ন থাকেন, সেই হেতু রাত্রিকে আবরণ বলা হইয়াছে। শায়খোল ইছলাম বলেন, যাঁহারা রাত্রি জাগিয়া নির্জ্জনে বিনম্র ভাবে একাগ্রচিত্তে তাহাজ্জদ পড়েন, তাঁহাদের পক্ষে রাত্রি আবরণ স্বরূপ।—তঃ রুহোল বায়ান।

আয়ত সমূহের প্রকৃত মর্ম্ম পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে; ইহা ব্যতীত তৎ সমস্তের এক প্রকার আধ্যাত্মিক মর্ম্ম আছে, যথা—

হজরত নবি করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন, কোর-আন শরিফ সাত অক্ষরে অবতীর্ণ হইয়াছে ; উহার প্রত্যেক আয়তের দুই প্রকার মর্ম্ম আছে, স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট এবং প্রত্যেকের এক একটী সীমা ও বুঝিবার স্থল আছে"—হাদিছ।

ছৈয়দ জালালদ্দিন বর্ণনা করিয়াছেন, "আরবি অভিধান ও ব্যাকরণ অবগত হইলে, কোরআন শরিফের স্পষ্ট মর্ম্ম অবগত হওয়া যায়, মহাবিদ্বানগণ ও পীরগণ খোদা-প্রদত্ত জ্ঞানের দ্বারা উহার অস্পষ্ট মর্ম্ম ও নিগূঢ় তত্ত্ব অবগত হইয়া থাকেন। তফছির মা'য়ালেমে লিখিত আছে যে, বিচক্ষণ বিদ্বানগণ খোদাতায়ালার অনুগ্রহে এরূপ নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝিতে সক্ষম হয়েন যে, সাধারণ লোকেরা উহা বুঝিতে সক্ষম হয় না।

তাবিলাত-নজমিয়াতে বর্ণিত আছে, ভূমির মর্ম্ম মানবদেহে ইহা সুখ-সম্ভোগের শয্যা স্বরূপ। পর্ব্বতের মর্ম্ম কঠিন নাফ্‌ছ (জীবাত্মা), ইহা দ্বারা মানব-দেহ দৃঢ় করা হইয়াছে। খোদাতায়ালা মানুষের দেহে রুহের (আত্মার) সহিত নাফ্‌সের সংযোগ করিয়াছেন ; একে অপরের প্রেমে ও প্ররোচনায় আকৃষ্ট হইয়া থাকে। মানুষ যে সময় ভোগ বিলাসে ও ইন্দ্রিয় চরিতার্থে উন্মত্ত হইয়া খোদাতায়ালাকে ভুলিয়া থাকে, তখন যেন মৃতপ্রায় হয়। দিবস তুল্য আত্মার পক্ষে জীবাত্মা (নাফ্‌ছ) যেন অন্ধকারাচ্ছন্ন রজনী তুল্য। নাফ্‌ছের দৌরাত্ম্যে জ্যোতিষ্মান রুহ যেন সমাধি ক্রোড়ে জ্যোতিঃ হীন হইয়া থাকে। তৎপরে রুহের প্রভাব বিস্তৃত হইলে যখন মানুষ এবাদত ও খোদাপ্রাপ্তি তত্ত্বে নিমগ্ন হয়, তখন যেন পুনর্জ্জীবিত হইয়া বিচরণ করে। বঙ্গানুবাদক।

(২১ وَ بَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ۙ ২১) وَ جَعَلْنَا

سِرَاجًا وَّهَّاجًا ﴿١٣﴾ وَّاَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرٰتِ

مَاءً ثَجَّاجًا ﴿١٤﴾ لِّنُخْرِجَ بِهٖ حَبًّا وَّنَبَاتًا ﴿١٥﴾

وَّجَنّٰتٍ اَلْفَافًا ﴿١٦﴾

১২। আর তোমাদের উপর এই সপ্ত (আছমান) প্রস্তুত করিয়াছি। ১৩। আর উজ্জ্বল প্রদীপ সৃষ্টি করিয়াছি। ১৪। আর বারিবর্ষণকারী মেঘমালা হইতে—কিম্বা অন্যার্থে মেঘ পরিচালক বায়ুর দ্বারা মুষলধারায় বারিপাত করিয়াছি। ১৫-১৬। এই জন্য যে, তদ্দ্বারা শস্য ও উদ্ভিদ এবং ঘন বৃক্ষরাজিতে পরিবেষ্টিত উদ্যান সকল বাহির করি।

টীকা ;—

১০। ছহিহ তেরমেজি ও মছনদে-আহমদে বর্ণিত আছে, জনাব হজরত-নবি করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন, "তোমাদের মস্তকের উপর আকাশ আছে, উহা সুরক্ষিত ছাদ ও তরঙ্গমালা; পৃথিবী হইতে উহার দূরত্ব পাঁচ শত বৎসরের পথ; এইরূপ সাত খণ্ড আকাশ গণনা করিয়া বলিলেন যে, উক্ত আকাশ সমূহের একটির দূরত্ব অপরটি হইতে পাঁচ শত বৎসরের পথ, তদুপরি উক্ত প্রকার ব্যবধানে আরশ আছে। মেশকাত, ৪১০ পৃষ্ঠা।

হজরত এবনে-আব্বাছ (রাঃ) ও অন্য একদল ছাহাবা বর্ণনা করিয়াছেন যে, আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির পূর্ব্বে আরশ ও পানি এই দুইটি বস্তু ছিল; তৎপরে খোদাতায়ালা বায়ু সৃজন করিয়া উহা পানির উপর প্রবল বেগে প্রবাহিত করেন, ইহাতে উহা হইতে এক প্রকার ধূম উৎপন্ন হইয়া উৰ্দ্ধদেশে গমন করে, তৎপরে উহাকে সপ্তভাগে বিভক্ত করিয়া সপ্ত আকাশ সৃষ্টি করিলেন। তঃ আজিজি।

সপ্ত আকাশ ব্যতীত আরশ ও কুরছির উল্লেখ কোরআন ও হাদিছে আছে। এমাম হাছান বাছারি বলিয়াছেন, আরশ ও কুরছি একই বস্তু। অন্যান্য টীকাকার বলেন, সপ্ত আকাশের উপর ও আরশের সম্মুখে কুরছি নামক এক প্রকাণ্ড পদার্থ আছে, উহার সম্বন্ধে অনেক হাদিছ বর্ণিত হইয়াছে, অতএব আরশ ও কুরছি পৃথক বস্তু; এমাম রাজি তফছির কবিরে, শেখ এছমাইল হক্কি তফছির রুহোল বায়ানে ও ছৈয়দ মাহমুদ আলুছি তফছির রুহোল মায়ানিতে শেষোক্ত মত সমর্থন করিয়াছেন।

অনুবাদক ;—

আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, "আকাশ কোন বস্তু নহে, দূর-বীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা উহার কোন অস্তিত্ব দৃষ্টিগোচর হয় না; শুধু গ্রহ-উপগ্রহ ইত্যাদি নক্ষত্ররাজি দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। সুতরাং যদি আকাশের অস্তিত্ব থাকিত, তবে গ্রহগুলির ন্যায় উহাও দৃষ্টীগোচর হইত।" উহার উত্তরে আমরা বলি, প্রাচীন জোতিষতত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা কেবল সপ্ত গ্রহের অনুসন্ধান পাইয়াছিলেন, তৎপরে আধুনিক জোতিষ শাস্ত্রবিদ পণ্ডিতেরা নূতন নূতন যন্ত্র আবিষ্কার করিয়া আরও প্রায় ২৬টি গ্রহ উপগ্রহের অনুসন্ধান করিয়াছেন। প্রথমোক্ত পণ্ডিতেরা উপযুক্ত যন্ত্রাদির অভাবে নিম্নোক্ত গ্রহ উপগ্রহগুলির বিষয় অবগত হইতে পারেন নাই। সেইরূপ শূন্যমার্গে নক্ষত্রপুঞ্জের উপরিভাগে—বহু দূরে যে আকাশ অবস্থিত, আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ উহার তথ্যোদ্‌ঘাটনের উপযুক্ত যন্ত্র আবিষ্কার করিতে এখনও সক্ষম হয় নাই। যদি তাঁহারা কখনও এরূপ যন্ত্র আবিষ্কার করিতে পারেন, তখন আকাশও তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হওয়া অসম্ভব নহে।

দ্বিতীয়, রাত্রিকালে কোন দূরবর্ত্তী বৃক্ষে একটি প্রদীপ জ্বালাইয়া দিলে, প্রদীপটি দৃষ্টি-গোচর হয়, কিন্তু মূল বৃক্ষটি দৃষ্টি-

গোচর হয় না ; কেননা বৃক্ষটি প্রদীপের ন্যায় উজ্জ্বল নহে। সেইরূপ দূরবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা আকাশে অবস্থিত নক্ষত্রমালা দৃষ্টিগোচর হইলেও, মূল আকাশ দৃষ্টিগোচর হয় না ; ইহার কারণ আকাশ নক্ষত্র পুঞ্জের ন্যায় উজ্জ্বল পদার্থ নহে।

কোরআন শরিফের অনেক স্থলে সপ্ত আকাশের কথা আছে। আদি পুস্তকের প্রথম ও অষ্টম অধ্যায়ে, মথির ইঞ্জিলের তৃতীয় অধ্যায়ে, লুকের অষ্টাদশ অধ্যায়ে ও প্রকাশিত বাক্যের অষ্টম অধ্যায়ে আকাশের উল্লেখ আছে। এইরূপ হিন্দুদের বেদেও উহার অস্তিত্ব স্বীকার করা হইয়াছে।

পাঠক, আধুনিক দর্শন ও বিজ্ঞান অনেক বিষয়ে আনুমানিক সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে, উহাকে অকাট্য সত্য বলিয়া বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। কোরআন শরিফের অকাট্য সত্য গ্রন্থ, কোরআন শরিফের বিরুদ্ধ মতের এরূপ কাল্পনিক দর্শন বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব কিছুতেই স্বীকার করা যাইতে পারে না। বর্ত্তমান কালে এমন একদল লোকের আবির্ভাব হইয়াছে, যাঁহারা কোরআন ও ধর্ম্মগ্রন্থকে গড়িয়া পিটিয়া বিজ্ঞানের অনুকুলে প্রকাশ করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন, ইহাতে তাঁহারা কোরআন শরিফের অর্থ পরিবর্ত্তন করিতে ও সহস্র সহস্র মহা ধীশক্তি সম্পন্ন মুছলমান বিদ্বানের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিতে দ্বিধা বোধ করেন না। প্রাচীন মুছলমান পণ্ডিতগণ যে মতগুলি বাতীল এবং নিতান্ত যুক্তিহীন সাব্যস্ত করিয়া গিয়াছেন, ইঁহারা তৎসমস্তকে নব নব সাজে সজ্জিত করিয়া লোক সমাজে প্রকাশ করতঃ জ্ঞানী বিদ্বান মণ্ডলীর নিকট হাস্যাস্পদ হইতেছেন।—বঙ্গানুবাদক।

কেহ কেহ বলেন, "চন্দ্র, সূর্য্য, বুধ, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি প্রভৃতি সপ্ত গ্রহকে কোরআন শরিফের সাবয়া' সামাওয়াত (আকাশ) বলা হইয়াছে।"

উক্ত মতাবলম্বিগণ সর্ব্ব ভাষা ও সর্ব্ব বিষয়জ্ঞ পণ্ডিত হইবার দাবী করেন, কিন্তু ইঁহারা কোরআন শরিফের এরূপ অযথা ব্যাখ্যা করেন যে, তাহা দেখিয়া একান্তই বিস্মিত হইতে হয়। আকাশ পৃথক বস্তু এবং চন্দ্র, সূর্য্য ইত্যাদি গ্রহ ও উপগ্রহ পৃথক বস্তু। কোরআন ও হাদিছে উহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে।

কোরআন, ছুরা ছাফ্‌ফাত ;—

انا زينا السماء الدنيا بزينة ن الكواكب

"নিশ্চয় আমি ভূমণ্ডলের আকাশকে তারকা ভূষণে ভূষিত করিয়াছি।"

ছুরা ইয়াছিন ,—

كل في فلك يسبحون

"প্রত্যেকটী (চন্দ্র ও সূর্য্য) আকাশে সন্তরণ করিতেছে।"

ছুরা নুহ ;—

الم تري كيف خلق الله سبع سموات طبقا و جعل القمر فيهن نورا و جعل الشمس سراجا *

তোমরা কি দেখ নাই, কি প্রকারে খোদাতায়ালা সপ্ত আকাশ স্তরে স্তরে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আকাশ সমূহে চন্দ্রকে জ্যোতিঃ ও সূর্য্যকে দীপ স্থির করিয়াছেন ?

ছুরা বোরুজে و السماء ذات البروج 'বোরুজ যুক্ত আকাশের শপথ।" বোরুজের অর্থ চন্দ্র সূর্য্যের কক্ষপথ সমূহ।

ছুরা এন্‌ফেতার :—

اذا السماء انفطرت و اذا الكواكب انتثرت *

যখন আকাশ বিদীর্ণ হইবে এবং যখন নক্ষত্রপুঞ্জ পড়িয়া যাইবে।

উপরোক্ত আয়ত সমূহের দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, আকাশ পৃথক বস্তু; গ্রহ, উপগ্রহ ইত্যাদি নক্ষত্রপুঞ্জ উহাতে বিচরণ করে; উভয় এক বস্তু হইতে পারে না।

খোদাতায়ালা সপ্ত আকাশকে এরূপ দৃঢ় ও সুরক্ষিতভাবে সৃজন করিয়াছেন যে, বহু যুগ অতিবাহিত হইয়াছে, কিন্তু উহাতে কোন ছিদ্র বা ধ্বংসের চিহ্ন প্রকাশিত হয় নাই।

কাদিয়ানি মিষ্টার মোহম্মদ আলী সাহেব দৃঢ় সপ্তের অর্থ সপ্ত দৃঢ় আছমান না লিখিয়া সপ্ত গ্রহ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মৌলবী আকরম খাঁ সাহেব আমপারার অনুবাদের ১৭৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—"অনেকে বলেন—ইহা দ্বারা সাত আছমানকে বুঝাইতেছে। আমার মতে ইহা দ্বারা প্রধান গ্রহ সাতটীকে বুঝাইতেছে।" পাঠক, তফছিরে-বাহরে-মুহিতের ৮/৪১১ পৃষ্ঠায়, তফছিরে কবিরের ৮/৩০৪ পৃষ্ঠায়, রুহোল বায়ানের ৪/৫৫ই পৃষ্ঠায়, ছেরাজোল-মোনিরের ৪।৪৬৯ পৃষ্ঠায়, তফছিরোর রহমানের ৩।৩৮২ পৃষ্ঠায়, নায়ালেম ও খাজেনের ৭।১৬৬ পৃষ্ঠায়, এবনো জরিরের ৩০।৩।৪ পৃষ্ঠায়, বয়জবির ৫।১৬৯ পৃষ্ঠায়, এবনো কছিরের ১০।১৪৩ পৃষ্ঠায় ও ফৎহোল-বায়ানের ১০।১৬১ পৃষ্ঠায় দৃঢ় সপ্তের অর্থ সাতটি সুদৃঢ় আছমান বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। মৌলবী আকরম খাঁ সাহেব দুনইয়ার সমস্ত তফছিরের বিপরীতে উহার অর্থ সাতটি গ্রহ হওয়া মনোনীত করিলেন, ইহাতে তিনি কাদিয়ানী লেখকের অনুসরণ করিলেন কিনা? তিনি কি সাত আছমানের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন?

১৩। হজরত এবনে-আব্বাছ (রাঃ) জনাব হজরত নবি করিম (সাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, খোদাতায়ালা হজরত আদমের (আঃ) সৃষ্টির পূর্ব্বে সূর্য্যের ন্যায় দুইটি সমুজ্জ্বল উত্তপ্ত পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তৎপরে হজরত জিবরাইল (আঃ)

খোদাতায়ালার হুকুমে উহাদের একটির উপর ডানা মালিশ করিলেন, ইহাতে উহার উত্তাপ দূরীভূত হইয়া কেবল উহার জ্যোতিঃ বাকী থাকিল, এইটি চন্দ্র নামে অভিহিত হইয়াছে। চন্দ্রে যে কাল বর্ণের রেখা দৃষ্টিগোচর হয়, উহা ডানা দ্বারা তেজ হ্রাস করিবার চিহ্ন।—তঃ রুহোল-বায়ান।

যেরূপ প্রদীপ দীপ্তিমান ও উত্তপ্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ সূর্য্যও দীপ্তিমান ও উত্তপ্ত হইয়াছে। এই জন্য খোদাতায়ালা এস্থলে সূর্য্যকে উত্তপ্ত ও উজ্জ্বল প্রদীপের সহিত তুলনা দিয়াছেন।—তঃ কবির।

১৪—১৬। খোদাতায়ালা বায়ু দ্বারা মেঘ পরিচালনা করিয়া তদ্দ্বারা অবিরল ধারায় বারি বর্ষণ করেন, মৃত্তিকা উক্ত বারিপাতে সিক্ত হওয়ায় উহা হইতে শস্য, তরু-লতা ও উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়।

—তঃ কবির।

মূল মন্তব্য :—

ভূতল, পর্ব্বত, সূর্য্য ও আকাশ কিছুই ছিল না, তৎপরে খোদাতায়ালা, ধূম, জোতিঃ ইত্যাদি হইতে উক্ত বৃহৎ বস্তুকে সৃষ্টি করিয়াছেন। এরূপ সুনিপুণ মহিমান্বিত খোদাতায়ালা মানবকে মৃত্যুর পরে পুনর্জ্জীবিত করিতে সক্ষম। যিনি প্রথমবারে মানবকুলকে স্ত্রী-পুরুষ করিয়া সৃজন করিয়াছেন, নিশ্চয় তিনি দ্বিতীয়বার তাহাদিগকে সৃজন করিতে সক্ষম। খোদাতায়ালা প্রত্যেক মানুষকে রাত্রিতে অচৈতন্যাবস্থায় নিদ্রাভিভুত রাখিয়া প্রভাতে চৈতন্য দান করেন, ইহাও মৃত্যুর পরে পুনর্জ্জীবিত করিবার লক্ষণ, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয় মানুষকে পুনর্জ্জীবিত করিতে পারেন। যে খোদাতায়ালা জলীয় বাষ্প ইত্যাদিকে মেঘমালায় পরিণত করিয়া থাকেন, তিনি অস্থিবিশেষ হইতে মানুষকে কেন পুনর্জ্জীবিত করিতে পারিবেন না ? যে খোদাতায়ালা ধরণীগর্ভ হইতে

নির্জ্জীব বীজকে সজীব শস্য তরু ও লতারূপে পরিণত করিতে পারেন, তিনি পরমাণু সমষ্টী হইতে মানব দেহকে কেন পুনর্জ্জীবিত করিতে পারিবেন না ? খোদাতায়ালা মানবকুলের হিতার্থে এরূপ মহান অপূর্ব্ব বস্তু সকল সৃষ্টি করিয়া জগদ্বাসিদিগের-বিশেষতঃ মানবকুলের অশেষ কল্যান সাধন করিয়াছেন, সেই মানব জাতি তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করিয়া গোনাহরাশি সঞ্চয় করিয়াছে, কেহ বা তাঁহার আদেশ পালন করতঃ সাধু পদবাচ্য হইয়াছে; এক্ষণে যদি তিনি তাহাদিগকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া ভাল মন্দ কার্য্যের ফলাফল না দেন তবেত তাঁহার সৃষ্টির উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে, কাজেই পরজগতে মানবের পুনর্জ্জীবিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী —তঃ রুহোল-মায়ানি ।

আয়ত সমূহের ইশারা :

জমি—হৃদয়, মেঘমালা—রুহ, বারি বিদ্যা ও জ্ঞান, শস্য ও উদ্ভিদ – প্রেম, আসক্তি ও মোহ অর্থাৎ খোদাতায়ালা আত্মা দ্বারা হৃদয়ে বিদ্যা ও জ্ঞান প্রকাশ করেন, উদ্দেশ্য এই যে, উহা দ্বারা প্রেম, আসক্তি ও মোহ হৃদয় ভূমিতে অঙ্কুরিত হয় ।

খোদাতায়ালা এস্থলে বিচার দিবসের বর্ণনা করিতেছেন :—

(১৭) اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيْقَاتًا ۙ

১৭। নিশ্চয় বিচার নিষ্পত্তির দিবস নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ।

টীকা :—

১৭। হজরত জিবরাইল (আঃ), জনাব হজরত নবি করিম (সাঃ) কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, বিচার-দিবস (কেয়ামত) কোন সময় হইবে। তদুত্তরে হজরত বলিয়াছিলন, যেরূপ তুমি উহার নির্দ্দিষ্ট সময় জান না, সেইরূপ আমিও জানি না ; ছহিহ বোখারী ও মোসলেম ।

হজরত বলিয়াছেন, কেয়ামতের পূর্ব্বে নিম্নোক্ত লক্ষণগুলি প্রকাশ পাইবে, এলম (ধর্ম্মবিদ্যা) লোপ পাইবে, অজ্ঞতা, ব্যভিচার ও মদ্যপানের প্রাদুর্ভাব হইবে। পুরুষদের সংখ্যা অল্প ও স্ত্রীলোকের সংখ্যা অধিক হইবে, এমন কি একজন পুরুষ ৫০ জন স্ত্রীলোকের অভিভাবক হইবে। ছহিহ বোখারী ও মোছলেম।

সেই সময় অনেক লোক বেদয়াত ও বাতীল মত প্রকাশ করিবে, মিথ্যা কথা হাদিস বলিয়া প্রকাশ করিবে বা আপনাদিগকে পয়গম্বর বলিয়া দাবী করিবে। ছহিহ মোছলেম।

সেই সময় মানুষের মধ্যে বিশ্বাস ও সত্যপরায়ণতা একেবারে থাকিবে না; লোকে গচ্ছিত বস্তুকে নষ্ট করিবে এবং অযোগ্য ব্যক্তির প্রতি মহৎ মহৎ কার্য্য অর্পিত হইবে। ছহিহ বোখারী।

সেই সময় লোকে জাকাত দিতে ত্রুটি করিবে, অর্থ ও সম্ভ্রম লাভ করিবার ইচ্ছায় বিদ্যাভ্যাস করিবে, মছজিদে উচ্চশব্দ করিবে, পাপাত্মা ও নির্ব্বোধ লোকেরা সমাজের ও দলের নেতা হইবে, মুছলমানেরা গীতবাদ্য করিতে মত্ত হইবে, লোকে প্রাচীন লোকদের উপর অভিসম্পাত করিবে, অত্যাচারের ভয়ে একে অন্যের সম্মান ও সমাদর করিবে, মুছলমানেরা রেশমী বস্ত্র পরিধান করা হালাল জানিবে; এমতাবস্থায় মানুষের উপর মহা বিপদ উপস্থিত হইবে। ইহার পরে প্রবল ঝটিকা, ভুমিকম্প মানুষের ভূমি গর্ভে ধ্বংস হওয়া, রূপ পরিবর্ত্তন হওয়া আকাশ হইতে প্রস্তর নিক্ষিপ্ত হওয়া ইত্যাদি চিহ্ন প্রকাশ পাইবে। ছহিহ তেরমেজি।

সেই সময় মানুষের উপর এরূপ কঠিন বিপদ সকল উপস্থিত হইবে যে, তাহারা কবরের উপর গড়াগড়ি দিয়া মৃত্যু কামনা করিবে। ছহিহ মোছলেম।

সেই সময় অতিরিক্ত রক্তপাত হইবে, বহুবার ভুমিকম্প হইবে, এবং প্রায় ত্রিশজন মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চক লোক আপনাদিগকে পয়গম্বর বলিয়া দাবী করিবে। ছহিহ বোখারী ও মোছলেম।

যে সময় মুসলমানদিগের উপর এরূপ বিপদ আসিবে যে, তাঁহারা কোন আশ্রয় স্থান পাইবে না, সেই সময় এমাম মাহ্‌দী প্রকাশিত হইয়া আরবের খলিফা হইবেন, তিনি জগতকে সুবিচার পরিপূন করিবেন এবং সাত বৎসর খেলাফত কার্য্য সম্পাদন করিয়া তিনি ইহধাম ত্যাগ করিবেন। ছহিহ মোস্তাদরেক ও আবু দাউদ।

তৎপরে দাজ্জাল প্রকাশ পাইয়া লোকের ইমান নষ্ট করিবে। হজরত ঈছা (আঃ) আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইয়া দাজ্জালের হত্যা সাধন করিবেন। তৎপরে ইয়াজুজ ও মাজুজ নামক এক বিরাট বাহিনী প্রকাশিত হইয়া মানব জাতির ধ্বংশ সাধন করিবে; ইহাতে হজরত ঈছা (আঃ) খোদাতায়ালার নিকট প্রার্থনা করিয়া তাহাদের নিপাত সাধন করিবেন। তৎপরে হজরত ঈছা (আঃ) ইহলীলা সম্বরণ করিবেন। তৎপরে 'দাব্বাতোল-আরজ নামক একটি বহুরূপী প্রাণী প্রকাশ পাইয়া জগৎ প্রদক্ষিণ করিয়া ঈমানদার ও কাফেরদিগের মধ্যে পৃথক পৃথক চিহ্ন স্থাপন করিবে। তৎপরে পশ্চিম আকাশ হইতে সূর্য্য উদয় হইবে। তৎপরে ভূমিকম্প হইয়া পূর্ব্বদেশের একস্থান, পশ্চিমদেশের এক স্থান ও আরবীয় উপদ্বীপের একস্থান বিধ্বস্ত হইবে। তৎপরে একটি জগদ্ব্যাপী ধুম বাহির হইবে, ইহাতে কাফেরগণ অচৈতন্য ও ঈমানদারগণ শ্লেষ্মাক্রান্ত হইবে। তৎপরে একটি অগ্নি ঈমন দেশ হইতে বাহির হইয়া মানুষকে শাম দেশের দিকে বিতাড়িত করিবে। তৎপরে একটি প্রবল ঝটিকা প্রবাহিত হইয়া লোকদিগকে সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করিবে। তৎপরে খোদা-তায়ালা একটি বায়ু প্রবাহিত করিবেন—যাহাতে সমস্ত ঈমানদার লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। যে সময় ভূমিতে "আল্লাহ" রব উচ্চারণ করে, এরূপ কোন লোক থাকিবে না এবং সকলে লাত ওজ্জা ইত্যাদি প্রতিমা পূজা করিবে, সেই সময় হজরত

ইস্রাফিল (আঃ) সুরে ফুৎকার করিবেন, ইহাতে সমস্ত প্রাণী মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। ছহিহ মোছলেম।

(১৮) يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ فَتَأْتُوْنَ أَفْوَاجًا ۙ

১৮। যে দিবস ছুরে ফুৎকার করা হইবে, তখন তোমরা দলে দলে উপস্থিত হইবে।

টীকা :—

১৮। প্রথমবার ইস্রাফিল (আঃ) ছুরে ফুৎকার করিলে, মানুষেরা মৃত্যু প্রাপ্ত হইবে, তৎপরে তাহাদের দেহ সকল বিনষ্ট হইবে, কেবল নিতম্বের নিকটস্থ একখণ্ড অস্থি স্থায়ী থাকিবে। খোদাতায়ালা চল্লিশ বৎসর পরে নীহারের ন্যায় এক প্রকার বারিপাত করিবেন, ইহা দ্বারা মানুষের দেহ পুনরায় গঠিত হইবে। তৎপরে হজরত ইস্রাফিল (আঃ) পুনরায় ছুরে ফুৎকার করিবেন, ইহাতে মৃতেরা পুনর্জ্জীবিত হইয়া গোর ভেদ করিয়া দণ্ডায়মান হইবে, এতাবস্থায় এই প্রকার শব্দ হইবে যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন কর। ছহিহ মোছলেম

মানুষেরা পুনর্জ্জীবিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া বিচার স্থানের দিকে ধাবমান হইবে। ঈহুদিদের একদল, খ্রীষ্টান-দের একদল, অগ্নি-উপাসকদের একদল, পৌত্তলিকদিগের একদল, ঈমানদারদের একদল এবং প্রত্যেক পয়গম্বরের অনুসরণকারীদের মধ্যে পৃথক পৃথক মতাবলম্বিগণ পৃথক পৃথক দলে বিভক্ত হইবে। ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যকারিদের ভিন্ন ভিন্ন দল হইবে। নামাজিদের একদল, রোজাদারদের একদল, ব্যভিচারী, দস্যু, মদ্যপায়ী, অহঙ্কারী, অসচ্চরিত্র, দয়ালু, ধৈর্য্যধারী ও কৃতজ্ঞ প্রভৃতি লোকদের পৃথক পৃথক দল হইবে।

সহিহ হাদিছে বর্ণিত হইয়াছে, যাহারা বিনা যুক্তিযুক্ত কারণে লোকের নিকটে ভিক্ষা করিবে, তাহাদের মুখে ক্ষত হইবে। যাঁহারা ধর্ম্মযুদ্ধে শহিদ (নিহত) হইয়াছেন, তাঁহারা রক্তাক্ত শরীরে উপস্থিত হইবেন এবং তাহাদের ক্ষত স্থান হইতে মৃগনাভীর সুগন্ধ আসিতে থাকিবে। যে স্ত্রীলোকেরা উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিত, গন্ধকের পীরহান তাহাদের পরিধেয় হইবে।

তফছির ছায়ালবিতে বর্ণিত আছে, "মুসলমানদের দশটী দলের দশ প্রকার চিহ্ন হইবে—প্রথম, যাহারা পৃথিবীতে পরছিদ্রান্বেষণ করিত ও লোকের মধ্যে বিবাদ ঘটাইয়া দিত তাহারা সেই সময় বানরের রূপে পরিণত হইবে। দ্বিতীয়, যাহারা উৎকোচ গ্রহণ করিত বা অবৈধভাবে অর্থ সংগ্রহ করিত, তাহারা শূকরের রূপ ধারণ করিবে। তৃতীয় সুদখোরগণ—ইহাদের মস্তক নীচের দিকে ও পা উর্দ্ধ দিকে থাকিবে, ফেরেশতাগণ তাহাদিগকে মুখের উপর দিয়া টানিয়া লইয়া যাইবেন। চতুর্থ যে বিচারক কাজী ন্যায় বিচার করিতেন না এবং যে ব্যবস্থাদাতাগণ (মুফতিগণ) অন্যায় হুকুম দিতেন, তাহারা অন্ধ হইয়া উঠিবেন। পঞ্চম, যাহারা আপন কৃত সৎকার্য্যের গৌরব করিত ও নিজেদের সাধু হওয়ার পরিচয় দিত, তাঁহারা বধির ও বোবা হইয়া উঠিবে। ষষ্ঠ, যে আলেম ও পীরগণ লোকদিগকে সদুপদেশ দিতেন ও তদ্বিপরীত কার্য্য করিতেন, তাহাদের জিহ্বা লম্বা হইয়া বুকে পড়িবে ও তাহাদের মুখ হইতে পূঁজ রক্ত নির্গত হইতে থাকিবে, লোকেরা উহা দেখিয়া ঘৃণা করিতে থাকিবে। সপ্তম, যাহারা বিনা কারণে পশু জাতিকে কষ্ট দিত এবং প্রতিবেশীর উপর উৎপীড়ন করিত, তাহাদের হস্ত পদ কর্ত্তিত হইবে। অষ্টম, যাহারা লোকের গুপ্ত কথা অত্যাচারী কর্ম্মচারীদের নিকট প্রকাশ করিয়া তাহাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করিত, তাহাদিগকে অগ্নিময় শূলকাষ্ঠের উপর টাঙ্গান যাইবে। নবম,

যাহারা ব্যভিচার করিত এবং জাকাৎ ও ফেৎরা না দিয়া টাকা কড়ি অপব্যয় করিত, তাহাদের শরীর মৃত জন্তুর অপেক্ষা বেশী দুর্গন্ধময় হইবে, লোকে উক্ত দুর্গন্ধের জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িবে। দশম, যাহারা অহঙ্কার ও আত্মগরিমায় উন্মত্ত থাকিত, গন্ধকের লম্বা পিরহান তাহাদের পরিধেয় হইবে।" কেহ কেহ উক্ত হাদিছের ছনদকে জইফ ধারণা করিয়াছেন। পক্ষান্তরে ঈমানদার সাধুগণও কয়েক দলে বিভক্ত হইবেন, কতক পূর্ণিমা চন্দ্রের তুল্য এবং কতক নক্ষত্রের তুল্য জ্যোতিঃ বিশিষ্ট হইবেন। কতক জ্যোতির্ম্ময় আসনে, কতক স্বর্ণময় আসনে ও কতক রাশিকৃত মৃগনাভী ও জাফরানের উপর উপবেশন করিবেন। তঃ আজিজি।

(১৯) وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ اَبْوَابًا ۙ

১৯। এবং আকাশ উদ্ঘাটিত করা হইবে, পরে উহা বহু দ্বার হইয়া যাইবে।

টীকা ;—

১৯। আকাশ খণ্ড বিখণ্ড হইয়া যাইবে, ইহাতে দর্শকেরা উহাকে বহু দ্বার বিশিষ্ট বলিয়া ধারণা করিবে। ফেরেশতাগণ নেকী বদী খাতা সহ নামিয়া আসিবেন। মানুষের প্রত্যেক কার্য্য আকাশে উত্থিত হইবার পর এক এক প্রকার আকৃতি ধারণ করিয়াছিল, উহা সেই সময় মানুষের দৃষ্টিগোচর হইতে থাকিবে। সপ্তম আকাশের উপর বেহেশত অবস্থিত, আকাশ ইহার আবরণ স্বরূপ হইয়া আছে; সপ্ত আকাশ খণ্ড খণ্ড হইয়া গেলে, উহা প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। তখন মানুষেরা বেহেশতে প্রবেশের পথ ও তথাকার অপূর্ব্ব বস্তু সকল দর্শন করিতে পারিবে। তঃ আজিজি।

(২০) وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ۙ

২০। এবং পর্ব্বত মালা পরিচালিত করা হইবে, পরে উহা মরীচিকা হইয়া যাইবে।

টীকা :—

২০। কেয়ামতে পর্ব্বত সকল খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইবে এবং উহা এরূপ বালুকা স্তরের ন্যায় বোধ হইবে—যাহাকে লোকে দূর হইতে পানি বলিয়া ধারণা করে। পর্ব্বত সকল ভূতলের কীলক স্বরূপ ছিল, উহা বিধ্বস্ত হওয়ায় ভূতলও বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে। ইহার নীচে যে দোজখ লুকায়িত ছিল, উহা প্রকাশ হইয়া পড়িবে। আকাশ ও ভূতল বিধ্বস্ত হওয়ায় চন্দ্র, সূর্য্য, মেঘ ইত্যাদি বিলুপ্ত হইবে। তঃ আজিজি।

খোদাতায়ালা এস্থলে দোজখের অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন :—

(২১) اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ۙ (২২) لِّلطَّاغِيْنَ مَاٰبًا ۙ

২১।২২। নিশ্চয় দোজখ প্রতীক্ষাকারী বা গন্তব্য স্থান; দুর্ব্বৃত্ত লোকদের বাসস্থান হইবে।

টীকা :—

২১।২২। জাহান্নামের উপর ভয়ঙ্কর ও বিশাল সেতু (পুল) স্থাপন করা যাইবে, সৎ-অসৎ সকলকেই উক্ত দোজখের উপর দিয়া পুল অতিক্রম করিতে হইবে। ফেরেশতাগণ তথায় শিকল, অগ্নিময় শলাকা, মুগুর ইত্যাদি লইয়া কাফেরদিগকে ধরিবার জন্য দণ্ডায়মান থাকিবেন এবং তাহাদিগকে দোজখে নিক্ষেপ করিবেন। ঈমানদারগণকেও দোজখের উপর দিয়া পুল অতিক্রম করিতে হইবে, তাহারা উহার ভয়ানক অবস্থা দর্শন করা ব্যতীত অন্য কোনরূপ কষ্ট ভোগ করিবেন না। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বিদ্যুতের ন্যায়, কেহ বা প্রবল বায়ুর ন্যায় এবং কেহ বা দ্রুতগামী ঘোটকের ন্যায় পুল অতিক্রম করিয়া বেহেশতে

পৌঁছিবেন। গোনাহগার মুসলমানগণ উঠিতে পড়িতে সাত সহস্র বৎসর পরে পুল পার হইতে পারিবে। হজরত ফোজাএল বলিয়াছেন, পুল ১৫ সহস্র বৎসরের পথ হইবে; পাঁচ সহস্র বৎসরের পথ উৰ্দ্ধদিকে গমণ করিতে হইবে, পাঁচ সহস্র বৎসরের পথ সমতল ভাবে যাইতে হইবে এবং অবশিষ্ট পাঁচ সহস্র বৎসরের পথ নীচের দিকে নামিতে হইবে। কয়েক শ্রেণীর লোক পুল অতিক্রম করিবার সময় আলোক (নূর) প্রাপ্ত হইবেন,—প্রথম, যাঁহারা সৰ্ব্বদা সময় মত নামাজ পড়িতেন, দ্বিতীয়,—যাঁহারা অন্ধকারে মসজিদে নামাজ পড়িতে যাইতেন, তৃতীয়, যাঁহারা জোমার রাত্রে সুরা কাহাফ পাঠ করিতেন; চতুর্থ, যে ইমানদারেরা অন্ধ হইয়াছিলেন; পঞ্চম, যাহারা হজ্জ করিতে নিৰ্দ্দিষ্ট স্থানে প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। ষষ্ঠ, যাহারা হজ্জ করিতে মস্তক মুণ্ডন করিয়াছিলেন; সপ্তম, যে ব্যক্তিরা জেহাদে শরাঘাতে আহত হইয়াছিলেন; অষ্টম, যাহারা কোন মুসলমানের বিপদ উদ্ধার করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে যাহারা মানুষের প্রতি অত্যাচার করিত, তাহাদের পক্ষে উক্ত সময় মহান্ধকার হইবে।

নিম্নোক্ত লোকগুলি অতি সহজে পুল অতিক্রম করিতে পারিবেন:—

প্রথম—যাঁহারা পরাক্রমশালী ব্যক্তির নিকট সুপারিশ করিয়া কোন মুসলমানের উপকার করিয়াছেন বা বিপদ উদ্ধার করিয়াছেন।

দ্বিতীয়—যাঁহারা কোন ধনাঢ্য ব্যক্তিকে বলিয়া দিয়া কোন দরিদ্রের সাহায্য করাইয়া দিয়াছেন।

তৃতীয়—যাহারা নির্দ্দোষ ভাবে হালাল বস্তু দ্বারা বস্তু দান করিয়াছেন।

চতুর্থ—যাহারা লোকের আগ্রহ না থাকা সত্ত্বেও হজরতের

সুন্নত তাহাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন এবং শরিয়তে কোন অমূলক মতের ভাঁজ দেন নাই।

পঞ্চম—যাঁহারা এবাদতের জন্য অধিক সময় মসজিদে থাকিতেন।

ষষ্ঠ—যাঁহারা খোদার হুকুমের প্রতি রাজি ও খোদার জেকরে সংলিপ্ত থাকিতেন।

সপ্তম—যাঁহারা মোনাফেকদের আক্রমণ হইতে কোন ইমানদারের সম্ভ্রম রক্ষা করিয়াছেন।

অনেকে বলেন যে, পুল কেশ হইতে বেশী সূক্ষ্ম হইবে, কিন্তু আবদুল্লাহ এবনে মোবারক বর্ণনা করিয়াছেন যে, পুল কোন ব্যক্তির জন্য কেশ হইতেও সূক্ষ্মতর আবার কোন কোন ব্যক্তির জন্য বড় প্রান্তরের ন্যায় প্রশস্ত হইবে। বহুরোহ ছাফেরাহ।

(ক) কলউবি গ্রন্থে বর্ণিত আছে, পীর হজরত এবরাহিম ইষ্টক নির্ম্মাণের জন্য অগ্নি জ্বালাইতে ছিলেন, এমতাবস্থায় একজন য়িহুদী কর্জ্জ আদায় করিবার ইচ্ছায় তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। পীর সাহেব বলিলেন "তুমি ইছলাম গ্রহণ কর তাহা হইলে তোমাকে দোজখে প্রবেশ করিতে হইবে না।" য়িহুদী বলিল, "আমাদের উভয়কে দোজখে প্রবেশ করিতে হইবে, কেননা তোমাদের কোরআন শরিফে আছে:—প্রত্যেক ব্যক্তি (পুল ছেরাত পার হইবার সময়) দোজখে প্রবেশ করিবে। এক্ষণে যদি তুমি আমার মুছলমান হওয়া ভাল মনে কর, তবে ইছলামের শ্রেষ্ঠত্ব আমাকে কিছু দেখাও।" পীর এবরাহিম বলিলেন তোমার চাদরখানি আন, তৎপরে তিনি তাহার ও নিজের এই দুই খানি চাদর লইয়া জলন্ত উনানে নিক্ষেপ করিলেন, কিছুক্ষণ পরে পীর এব্রাহিম দুই খণ্ড চাদর বাহির করিয়া দেখেন যে, য়িহুদীর চাদর খানি ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে,

কিন্তু তাঁহার নিজের চাদর খানিতে অগ্নি স্পর্শ করে নাই। তখন তিনি বলিলেন, আমরা উভয়ে পুল পার হইবার সময় দোজখের উপর দিয়া যাইব, কিন্তু তুমি দগ্ধীভূত হইবে অথচ আমি ঐরূপ নিরাপদে থাকিব। য়িহুদী তৎক্ষণাৎ ইসলাম গ্রহণ করিল।

(খ) নাস্তিকেরা বলে, পুল কেশ অপেক্ষা বেশী সূক্ষ্ম হইলে ইমানদারেরা কিরূপে উহার উপর দিয়া গমণ করিতে সক্ষম হইবেন ?

তদুত্তরে আমরা বলি, বায়ু যতক্ষণ শিশির আকারে থাকে, ততক্ষণ উহা নীচে থাকে, তৎপরে যখন উহা বিশুদ্ধ হইয়া বাষ্পাকারে পরিণত হয়, তখন উহা উর্দ্ধগামী হয়। সেইরূপ গোনাহগারেরা বিচারের দিবসে পাপভারে অধোগামী হইবে এবং পুলের উপর দাঁড়াইয়া থাকিতে না পারিয়া দোজখে পড়িয়া যাইবে। সৎলোকেরা উক্ত সময় আত্মিক শক্তি সম্পন্ন ও নির্ম্মল জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান হইয়া বায়ুর ন্যায় উর্দ্ধগামী হইবেন এবং সহজে উক্ত পুল অতিক্রম করিতে সক্ষম হইবেন।

(গ) জড়বাদীরা বলে, বেহেশত দোজখ পুল ছেরাত ইত্যাদির যেরূপ অবস্থা কোরআন ও হাদিছে বর্ণিত হইয়াছে; তাওরাত, ইঞ্জিল ইত্যাদি ধর্ম্ম-পুস্তকে উহা সেইরূপ কেন বর্ণিত হয় নাই ?

উত্তর :—অন্যান্য নবিদিগের ধর্ম্ম পূর্ণ পরিণতি প্রাপ্ত হয় নাই, সেই হেতু তাহাদের ধর্ম্ম-পুস্তকে সমস্ত বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ নাই। ইসলাম পূর্ণ-পরিণত ধর্ম্ম, সেই হেতু কোরআন ও হাদিছ শরিফে প্রত্যেক বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। কোরআন বজ্রনিনাদে ঘোষণা করিয়াছে :—

اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتى ●

অর্থাৎ—"অদ্য তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম্ম পূর্ণ করিলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার দ্বীন পূর্ণ করিলাম।"

প্রচলিত ইঞ্জিলেও লিখিত আছে যে, প্রাচীন ধর্ম্ম পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই, যথা—'কিন্তু সেই সহায় ; পবিত্র আত্মা যাঁহাকে পিতা আমার নামে পাঠাইয়া দিবেন, তিনি সকল বিষয়ে তোমাদিগকে শিক্ষা দিবেন। যোহন, ১৪ অঃ—২৬ পদ।

"তোমাদিগকে বলিবার আমার আরও অনেক কথা আছে, কিন্তু তোমরা এখন সে সকল সহ্য করিতে পারিবে না। পরন্তু সত্যের আত্মা যখন আসিবেন, তখন পথ দেখাইয়া তোমাদিগকে সমস্ত সত্যে লইয়া যাইবেন ; কারণ তিনি আপনা হইতে কিছু বলিবেন না, কিন্তু যাহা যাহা শুনেন তাহাই বলিবেন এবং আগামী ঘটনাও তোমাদিগকে জানাইবেন। যোহন ১৬ অঃ ১২—১৪ পদ।

যেরূপ অগ্নি হইতে উত্তাপ ও পানি হইতে শৈত্য প্রকাশিত হয়, সেইরূপ মানুষের প্রত্যেক সদসৎ কার্য্যের এক এক প্রকার চিহ্ন তাহাদের হৃদয়পটে অঙ্কিত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ মরণান্তে গোরে এবং বিচার দিবসে প্রত্যেক সৎ অসৎকার্য্য এক এক প্রকার মূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রকাশিত হইবে। যেরূপ শাখা-প্রশাখা পুষ্প ও পত্র ইত্যাদি একটি ক্ষুদ্র বীজের মধ্যে নিহিত থাকে, তৎপরে ভবিষ্যতে ক্রমে ক্রমে উহা প্রকাশিত হইতে থাকে, সেইরূপ মানবের প্রত্যেক কার্য্যের মধ্যে এক প্রকার মূর্ত্তি নিহিত থাকে, মরণান্তে গোরে বা বিচার দিবসে উহা প্রকাশিত হইতে থাকিবে। মানুষের কথা ফনোগ্রাফে আবদ্ধ হইয়া ক্রমে ক্রমে প্রকাশ হইতে থাকে। যদি বাক্যের কোন আধ্যাত্মিক রূপ না থাকিত, তবে উহা ফনোগ্রাফে কি প্রকারে আবদ্ধ থাকিত। লোক কোন কার্য্য ঘটিবার পূর্ব্বে স্বপ্নযোগে উহার একটি ভীষণ আকৃতি দেখিতে পায়,

তৎপরে উক্ত ঘটনা ঘটিয়া থাকে। যদি প্রত্যেক বিষয়ে এক এক প্রকার আত্মিক রূপ না থাকিত, তবে কোন ঘটনা না ঘটিবার পূর্ব্বে কিরূপে উহা দৃষ্টিগোচর হইত ? স্বপ্নযোগে মানুষের বাহ্যিক ভাব অনেকটা বিলুপ্ত হয় এবং আত্মিক ভাব প্রকাশিত হয়, সেই হেতু মানুষ অনেক কার্য্যের আত্মিক রূপ দেখিতে পায়। সেইরূপ মৃত্যুকালে বা মৃত্যু অন্তে কবর বা বিচার দিবসে মানুষের বাহ্যিক ভাব একেবারে বিদূরীত হইয়া সম্পূর্ণ আত্মিক ভাবের বিকাশ হইবে, সেই হেতু সকলেই ঐ সময়ে ফেরেশতা, বেহেশত ও দোজখ এবং নেকী বদির আত্মিক রূপ দেখিতে সক্ষম হইবে এবং বিচার-দিবসে উক্ত প্রকার রূপধারী নেকী বদি ওজন করাও সম্ভব হইবে। খোদাতায়ালার অসীম দয়া ও দান বেহেশতের রূপ ধারণ করিয়া ও তাঁহার ভীষণ কোপ দোজখের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রকাশিত হইবে।

শরিয়ত পুলছেরাতের রূপ ধরিয়া দোজখের উপর উপস্থিত হইবে। যাঁহারা শরিয়ত সুচারুরূপে পালন করিয়াছেন, তাঁহারা বিদ্যুৎ, বায়ু ও ঘোটক ইত্যাদির গতিতে উহা অতিক্রম করিয়া বেহেশতে পৌঁছিবেন। আর যাহারা উহা পালন করে নাই, তাহারা উহা অতিক্রম করিতে না পারায় দোজখে পতিত হইবে। যাঁহাদের হৃদয় পবিত্র ছিল, তাঁহাদের পবিত্রতা আলোক রূপে প্রকাশিত হইবে। কোরবাণীর জীব বাহকরূপে উপস্থিত হইবে। হজরতের প্রেরিতত্ব (পয়গম্বরী) 'কওছর' নামক প্রস্রবণ রূপ ধারণ করিবে। শরিয়তের প্রতি স্থিরতা ওজনের পাল্লা হইয়া প্রকাশিত হইবে। তছবিহ বৃক্ষের রূপ ধারণ করিবে। কোরআনের ছুরা সমূহ মেঘ হইয়া আসিবে। এইরূপ নামাজ, রোজা, হজ্জ, জাকাত, দান, পরোপকার ইত্যাদি সৎকার্য্য সকল মনোরম অট্টালিকা, স্বর্ণ-রৌপ্যের পাত্র, সুন্দরী হুর ইত্যাদি বিভিন্ন রূপ ধারণ

করিবে। অবশেষে করুণাময় খোদাতায়ালার দর্শন লাভ, শান্তি লাভ ইত্যাদি হইবে। সেই দিবস মৃত্যুকে মেষরূপে ও পৃথিবীকে বৃদ্ধা স্ত্রীলোক রূপে আনয়ণ করা হইবে। অসৎকার্য্য সকল দোজখের শাস্তিদায়ক বস্তু সকলের রূপ ধারণ করিবে; কৃপণতা ইত্যাদি সর্পের রূপ, মদ্য পান ও অহঙ্কার পুঁজ রক্ত রূপ এবং ব্যভিচার জলন্ত উনানের রূপ ধারণ করিবে। এইরূপ অন্যান্য অসৎকার্য্য সমূহ অগ্নি, শিকল, বৃশ্চিক এবং জক্কুম তরু ও উত্তপ্ত পানি রূপে পরিবর্ত্তিত হইবে। মূল কথা এই যে, ইছলাম ধর্ম্ম গুপ্ততত্ত্ব জ্ঞানের ভাণ্ডার, অন্যান্য ধর্ম্মে ইহার একাংশ প্রকাশিত হয় নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

—বঙ্গানুবাদক।

لَّبِثِيْنَ فِيْهَآ اَحْقَابًا ۚ (٢٣)

২৩। (তাহারা) তথায় অনন্তকাল অবস্থিতি করিবে।

টীকা:—

২৩। কাফেরেরা তথায় বহু 'হোকবা' থাকিবে। আহকাব احقاب হোকব শব্দের বহুবচন, হোকবার অর্থ ৮০ বা ১০০ বৎসর কিম্বা ৭০ সহস্র বৎসর, কিন্তু উহার প্রত্যেক দিবস এক এক সহস্র বৎসরের তুল্য হইবে। কামুছ অভিধানে সঙ্খ্যাতীত অনির্দ্দিষ্ট কাল বা বহু বৎসর অর্থও লিখিত আছে। ফার্'া বলেন, উহার অর্থ যুগের পর যুগ। রবি ও কাতাদা বলেন, এস্থলে উহার অর্থ অনন্তকাল। মোফরাদাতোল কোরআনে আছে যে, উহার অর্থ অনির্দ্দিষ্ট কাল হওয়াই সমধিক উৎকৃষ্ট মত।

পাঠক! অনির্দ্দিষ্ট কাল বলিলে, বহুকাল বা অনন্তকাল উভয় অর্থই বুঝা যায়। এস্থলে অনন্তকাল অর্থই যুক্তিযুক্ত, কেননা আল্লাহতায়ালা কাফেরদের সম্বন্ধে অন্য স্থানে বলিয়াছেন:—

يريدون ان يخرجوا منها و ما هم بخارجين منها و لهم عذاب مقيم ۞

"উক্ত কাফেরেরা ঐ দোজখ হইতে বাহির হওয়ার ইচ্ছা করিবে, অথচ তাহারা উহা হইতে বাহির হইতে পারিবে না এবং তাহাদের জন্য স্থায়ী শাস্তি রহিয়াছে।" মূল কথা, কাফেরেরা অনন্তকাল দোজখে অবস্থিতি করিবে। এবনো-জরির বলেন, আয়তের প্রকৃত অর্থ এই যে, কাফেরেরা দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত দোজখে উত্তপ্ত পানি ও বিগলিত রক্ত পান করিতে থাকিবে, তৎপরে অন্য প্রকার শাস্তি ভোগ করিবে; এস্থলে বিশিষ্ট প্রকার শাস্তির সময়ের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, কাফেরেরা দোজখে কতকাল থাকিবে, সে সম্বন্ধে এস্থলে কিছু বলা হয় নাই, কাজেই এস্থলে হোকবা শব্দের অর্থ নির্দ্দিষ্টকাল হইলেও অন্যান্য আয়তে যে কাফেরদের অনন্ত কাল দোজখে থাকার কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার বৈলক্ষণ ঘটিতে পারে না। মৌঃ আকরম খাঁ সাহেব দুইটি দুর্ব্বল মত উল্লেখ করিয়া উহার অসারতা প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাতে সাধারণ মুসলমানের ধর্ম্ম-বিশ্বাসে সন্দেহ উৎপাদন ব্যতীত অন্য কিছু লাভ হয় নাই। তফছিরকারকের পক্ষে সুন্নত অল-জামায়াতের মত দৃঢ় করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য নহে কি? তিনি অন্য স্থানে এই বিষয়ের আলোচনা করার অঙ্গীকার করিয়াছেন, দেখা যাউক, তিনি সেই স্থলে সুন্নত জামায়াতের মতের অনুসরণ করেন বা কাদিয়ানি মতের দিকে ঝুকিয়া পড়েন।

(২৪) لا يذوقون فيها بردا و لا شرابا ۞ (২৫) الا حميما و غساقا ۞

২৪।২৫। তাহারা তথায় উত্তপ্ত পানি ও বিগলিত রক্ত মাংস ব্যতীত শৈত্য ও পানীয় দ্রব্য আস্বাদন করিবে না।

২৪।২৫। দোজখবাসিরা অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইয়া যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকিবে এবং ক্ষুধা তৃষ্ণায় মহা বিব্রত হইতে থাকিবে। তথায় বাহ্যিক ও আন্তরিক কষ্ট নিবারণের জন্য শীতল বায়ুর লেশ বা পানীয় দ্রব্যের আস্বাদ পাইবে না, বরং উত্তপ্ত পানি পান করিতে পাইবে। ইহাতে ক্ষুধা তৃষ্ণা আরও বৃদ্ধি পাইবে। দোজখিদের বিগলিত শরীরের মাংস, ক্লেদ, পূঁজ রক্তই তাহারা ভক্ষণ করিতে পাইবে; উক্ত বিষাক্ত পদার্থ তাহাদের পাকস্থলী বিনষ্ট করিয়া দিবে। তঃ আজিজি।

জনাব হজরত নবি করিম (সাঃ) বলিয়াছেন, "উক্ত পানি তাহাদের মস্তকের উপর ঢালিয়া দেওয়া মাত্র তাহাদের উপরিস্থ ওষ্ঠ, মস্তক অবধি এবং নিম্নস্থ ওষ্ঠ, নাভি অবধি লম্বা হইয়া পড়িবে এবং উদরে প্রবেশ করা মাত্র আঁতড়িগুলি ছিন্ন বিছিন্ন হইয়া বাহির হইয়া যাইবে।" হজরত আরও বলিয়াছেন, "যদি উক্ত পূঁজ রক্তের এক ডোল পরিমাণ জগতে নিক্ষেপ করা যায়, তবে জগদ্বাসিরা দুর্গন্ধময় হইয়া যাইবে।" — মেশকাত।

(২৬) جَزَاءً وِفَاقًا ۚ (২৭) اِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ۙ (২৮) وَّ كَذَّبُوا بِاٰيٰتِنَا كِذَّابًا ۚ

২৬। ন্যায্য শাস্তি দেওয়া যাইবে। ২৭। নিশ্চয় তাহারা বিচারের প্রতীক্ষা করিত না; ২৮। এবং আমার নিদর্শনালীর প্রতি বিশেষরূপে মিথ্যা দোষে দোষারোপ করিত।

টীকা :—

২৬—২৮। কেহ কেহ বলেন, মানুষ জগতে নির্দ্দিষ্ট কালাবধি গোনাহ করে, কাজেই তাহাদের গোনাহ সীমাবদ্ধ, এক্ষেত্রে

পরকালে তাহাদের শাস্তি ও অসৎকার্য্যের পরিমাণ সীমাবদ্ধ হওয়া আবশ্যক। ইহাতে স্পষ্টই অনুমতি হয় যে, কাফেরদের অনন্তকাল অবধি দোজখের শাস্তি ভোগ করা জ্ঞান ও বিচার-বিরুদ্ধ। খোদাতায়ালা তদুত্তরে বলিতেছেন, অনন্তকালাবধি কাফেরদের দোজখে স্থিতি করা উপযুক্ত শাস্তি হইয়াছে, কেননা তাহাদের গোনাহ অনন্ত ও অসীম, যেহেতু তাহারা বিচার নিষ্পত্তির (হিসাবের) আশা রাখিত না; তাহাদের এইরূপ ধারণা ছিল যে, যদি তাহারা অনন্তকাল জীবিত থাকে, তবে তদবধি তাহারা উক্ত কাফেরেরা কার্য্যে সংলিপ্ত থাকিবে, কিন্তু হঠাৎ মৃত্যু তাহাদিগকে গ্রাস করায়, তাহাদের উক্ত কার্য্য রহিত হইয়া গিয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ—অসৎকার্য্যের আসক্তি তাহাদের আত্মায় বদ্ধমূল হইয়াছিল এবং ইহা উহাদের অবিচ্ছিন্ন স্বভাব স্বরূপ হইয়াছিল। আত্মা অনন্ত ও উহার স্বভাবসিদ্ধ গুণ উহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না, সুতরাং এই জন্যই তাহাদিগকে অনন্তকাল শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। তাহারা খোদাতায়ালার আয়ত সমূহ অস্বীকার করিত, এই দোষে তাহাদের আত্মা কলুষিত হইয়াছিল। এই আত্মার নিত্য ও স্থায়ী বিকারের জন্য তাহারা অনন্তকাল পর্য্যন্ত কঠিন হইতে কঠিনতর শাস্তি পাইতে থাকিবে। তঃ আজিজি।

(ক) খোদাতায়ালা মানবজাতিকে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, প্রাণ ও জীবিকা ইত্যাদি পার্থিব সুখ-প্রদ অসীম দানের অধিকারী করিয়াছেন; এক্ষণে যে কৃতজ্ঞ লোক (কাফের) উক্ত অসীম দানের অসদ্ব্যবহার করিয়া জীবনাতিবাহিত করে, তাহার পক্ষে অনন্ত শাস্তি ভোগ করাই যুক্তি যুক্ত।

(খ) বিচারপতিগণ অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে আসামী-দের কাহাকে পাঁচ বৎসর, কাহাকে দশ বৎসর, কাহাকে ২০ বৎসর কারাদণ্ড প্রদান করেন, কিন্তু রাজ বিদ্রোহীর

জন্য চরম শাস্তি স্বরূপ প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা প্রদান করেন; সেইরূপ যে ধর্মদ্রোহী ব্যক্তি খোদাতায়ালার সহিত কোণ বস্তুর অংশী স্থাপন করে, তাহার পক্ষে অনন্ত শাস্তি ভোগ করাই যুক্তিসিদ্ধ মত।

(২৯) وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَٰهُ كِتَٰبًا ۝

২৯। এবং আমি প্রত্যেক বিষয় লিপিযোগে আয়ত্ত করিয়াছি।

টীকা ;—

২৯। যদি কেহ বলে, অসৎ কার্য্যের প্রতি আত্মার আসক্তি ও খোদাতায়ালার নিদর্শনাবলীর প্রতি আত্মার অবজ্ঞা করা মানুষের অগোচর; যতক্ষণ ইহার সাক্ষী ও প্রমাণ পাওয়া না যায়, ততক্ষণ উহার জন্য শাস্তি দেওয়া কিরূপ যুক্তি-সঙ্গত হইবে। তদুত্তরে খোদাতায়ালা বলিতেছেন, আমি তোমাদের অসৎকার্য্য সমূহের সংবাদ অবগত আছি এবং ফেরেশতাগণ কর্ত্তৃক উহা লিপি বদ্ধ করাইয়া রাখিয়াছি। তঃ আজিজি।

(৩০) فَذُوقُوا۟ فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ۝

৩০। এখন তোমরা স্বাদ গ্রহণ কর; অনন্তর আমি কখনও শাস্তি ব্যতীত তোমাদিগের প্রতি বৃদ্ধি করিব না।

টীকা ;—

৩০। একই শরীর বহুকাল শাস্তি ভোগ করিতে থাকিলে, উহা আর তাহার পক্ষে যন্ত্রণা বলিয়া অনুভূত হয় না; সেই হেতু খোদাতায়ালা দোজখিদের শরীরের চর্ম্ম দগ্ধীভূত হওয়ার পরে দ্বিতীয়বার নূতন চর্ম্ম সৃষ্টি করিবেন। এইরূপ প্রত্যেক ঘণ্টায় ৭০ বার তাহাদের চর্ম্ম পরিবর্ত্তন করা হইবে। সুতরাং তাহারা

যতবার অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইবে, নূতন অনুভূতি লইয়া তাহারা ভস্মীভূত হইয়া যাইবে। পুনরায় তাহারা অতিরিক্ত শীতল স্তরে আনীত হইবে। ইহাতে তাঁহাদের শিরা ও গ্রন্থিসমূহ নিষ্পদ হইয়া যাইবে। এইরুপ তাহারা তৃষ্ণার্থ হইয়া পানীয় বস্তু প্রার্থনা করিলে, মেঘ হইতে উষ্ট্রের ন্যায় বৃহৎ বৃহৎ সর্প ও বৃশ্চিক নিক্ষিপ্ত হইবে। ইহারা একবার দংশন করিলে সহস্র বৎসর বিষের যন্ত্রণা থাকিবে। এইরূপে ক্রমেই যন্ত্রণা বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। তঃ আজিজি, ১ম রুকু (৩০ আঃ)।

খোদাতায়ালা এক্ষণে এস্থলে বেহেশতের অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন।

(٣١) اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ مَفَازًا ۙ (٣٢) حَدَائِقَ وَ اَعْنَابًا ۙ

(٣٣) وَّ كَوَاعِبَ اَتْرَابًا ۙ (٣٤) وَّ كَاْسًا دِهَاقًا ۙ (٣٥)

لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّ لَا كِذَّبًا ۙ

৩১। নিশ্চয় ধর্ম্মভীরু (পরহেজগার) লোকদিগের জন্য মুক্তি বা মনোরথ সিদ্ধির স্থান: ৩২। ফলপূর্ণ প্রাচীর পরিবেষ্টিত উদ্যান সকল ও দ্রাক্ষা ফল সকল; ৩৩। ও সমবয়স্কা নব যুবতী কুমারী সকল; ৩৪। এবং পুনঃ পুনঃ পরিবেশনকারী সুরাপূর্ণ পাত্র আছে; ৩৫। তথায় তাহারা প্রলাপ ও মিথ্যাবাদ শুনিবেনা।

টীকা:—

৩১—৩৫। বেহেশতীগণ পুল অতিক্রম করিয়া যাইবেন; দোজখ তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। তাহারা বেহেশতে পৌঁছিবেন; তথায় তাহাদের সমস্ত মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে। তাহারা তথায় নানাবিধ ফল পূর্ণ উদ্যান পাইবেন। অতুলনীয় রূপবতী ও

সমবয়স্কা স্ত্রীলোক সকল পাইবেন, তাহারা তাহাদের পার্থিব স্ত্রীসকল প্রাপ্ত হইবেন। উক্ত স্ত্রী পুরুষদের বয়স ৩৩ বৎসর হইবে, কিন্তু স্ত্রীলোকগুলিকে অষ্টাদশ বর্ষীয়া বলিয়া বোধ হইবে। তাঁহারা বারম্বার পূর্ণ মাত্রায় সুরা পান করিবেন, কিন্তু ইহাতে পার্থিব সুরার ন্যায় নেশা থাকিবে না, বরং উহাতে খোদাতায়ালার প্রেম প্রবল হইবে। হজরত এবনে আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, বেহেশতী বস্তু সমূহের নাম পার্থিব বস্তু সমূহের নামের ন্যায় হইবে, কিন্তু তৎসমুদয়ের গুণ ও স্বাদ অন্য প্রকার হইবে। —তঃ আজিজি।

টিপ্পনী :—

গোল্ডসেক সাহেব এস্থলে ইন্দ্রিয়-সম্ভোগ জনিত বেহেশতের উপর দোষারোপ করিয়াছেন, তদুত্তরে আমরা বলি, কোর-আন শরিফে যেরূপ বেহেশতের শারীরিক সুখ-সম্ভোগের কথা আছে, সেইরূপ আত্মিক সুখ ভোগের কথাও আছে, খোদাতায়ালার প্রেম লাভ, দর্শন লাভ ও শান্তি লাভ ইত্যাদির কথা কোর-আন শরিফের বহুস্থানে উল্লিখিত হইয়াছে।

বাহ্য সুখ-দুঃখ ভোগের কথা যে কেবল কোরআন শরিফে আছে, এমন নহে, বরং প্রত্যেক প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থে ইহার কিছু না কিছু আভাষ আছে, যেমন প্রচলিত ইঞ্জিলে (বাইবেলে) উক্ত হইয়াছে ;—"আর আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, এখন অবধি আমি এই দ্রাক্ষা ফলের রস আর কখনও পান করিব না, সেই দিন পর্য্যন্ত যখন আমি আপন পিতার রাজ্যে তোমাদের সঙ্গে ইহা নূতন পান করিব।" মথি, ২৬ অঃ, ২৯ পদ।

"আমার পিতা যেমন আমার জন্য নিরূপণ, করিয়াছেন, আমি তেমনি তোমাদের জন্য এক রাজ্য নিরূপণ করিতেছি, যেন তোমরা আমার রাজ্যে আমার মেজে ভোজন পান কর।" লুক ২২ অঃ, ২৯।৩০ পদ।

"যে কোন ব্যক্তি আমার নাম প্রযুক্ত ভ্রাতা কি ভগ্নিগণ কি পিতা কি মাতা কি স্ত্রী কি সন্তান কি ক্ষেত্র কি বাটি পরিত্যাগ করে, সে তাহার শতগুণ পাইবে এবং অনন্ত জীবনের অধিকারী হইবে।" মথি, ১৯ অঃ, ২৯ পদ।

"মেষ শাবকের বিবাহ্ উপস্থিত হইল এবং তাহার ভার্য্যা আপনাকে প্রস্তুত করিল।" প্রকাশিত বাক্য ১৯ অঃ, ৭ পদ। আরও উক্ত পুস্তকের ২১।২২ অধ্যায়ে বেহেশতের উচ্চ প্রাচীর ও দ্বাদশ পুরদ্বার, জীবন-জলের নদী ও জীবন বৃক্ষের কথাও আছে।

جَزَآءً مِّنْ رَّبِّكَ عَطَآءً حِسَابًا ﴿۳۶﴾ رَّبِّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمٰنِ لَا يَمْلِكُوْنَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿۳۷﴾

৩৬—৩৭। তোমার প্রতিপালক হইতে বিনিময় পুরস্কার (কার্য্যকলাপের) হিসাবে; (যিনি) আকাশ সকল, পৃথিবী ও উভয়ের মধ্যস্থিত বস্তুর প্রতিপালক, দয়াশীল; তাহারা তাঁহার সহিত কথোপকথন করিতে সক্ষম হইবে না।

টীকা ;—

৩৬—৩৭। খোদাতায়ালা মানুষের প্রত্যেক কার্য্যের দরুণ এক এক প্রকার প্রতিফল দিবেন; নামাজের জন্য এক প্রকার প্রতিফল, রোজার জন্য এক প্রকার প্রতিফল, জাকাতের জন্য এক প্রকার প্রতিফল দিবেন; কিন্তু কার্য্যের পরিমাণে প্রতিফল দিবেন না, কেননা মানুষের কার্য্য অসম্পূর্ণ ও নানা দোষে দোষান্বিত; খোদা-তায়ালা ইহা সত্বেও দয়াপরবশ হইয়া উক্ত প্রকার প্রত্যেক কার্য্যের

পরিবর্ত্তে দশ, সাত শত, সহস্র বা তদধিক নেকি প্রদান করিবেন, প্রকৃত পক্ষে ইহা তাঁহার অনুগ্রহ বা দান।

যিনি সমস্ত আকাশ পৃথিবী ও তন্মধ্যস্থ যাবতীয় বস্তুর প্রতিপালক, মানুষের প্রতি তাঁহার দান অনন্ত; তাঁহার দানের পরিবর্ত্তে মানুষের উপসনা (এবাদাত) অতি নগণ্য, ইহা সত্ত্বেও তিনি মানুষকে বেহেশতের অনন্ত শান্তি দান করিবেন, ইহা তাঁহার অসীম অনুগ্রহ ও দান; কিন্তু তাঁহার এই অজস্র দান সত্ত্বেও কেহ বিচার দিবসে তাঁহার বিনা হুকুমে নিজের জন্য বা আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের জন্য কোন কথা বলিতে সক্ষম হইবে না।—তঃ আজিজি।

সহিহ বোখারি ও মোসলেমের একটি হাদিছে বর্ণিত আছে "খোদাতায়ালার একশত দয়া (রহমত) আছে; তন্মধ্যে কেবল এক শতাংশ জ্বেন, দৈত্য, মানুষ এবং চতুষ্পদ ও হিংস্র জন্তুর মধ্যে প্রেরণ করিয়াছেন; সেই হেতু তাহাদের একে অন্যের প্রতি দয়া অনুগ্রহ করিয়া থাকে এবং চতুষ্পদেরা স্ব স্ব বৎসের প্রতি স্নেহ করিয়া থাকে। আর তিনি উহার অবশিষ্ট ৯৯ অংশ বিচার দিবসে ঈমানদার মানুষের প্রতি বিতরণ করিবেন।"

ছহিহ তেরমেজি ও এবনে মাজার হাদিছে বর্ণিত আছে "হজরত নবি করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন, খোদাতায়ালার শাস্তি ও কোপ সম্বন্ধে যাহা আমি অবগত আছি, যদি তোমরা তাহা অবগত হইতে পারিতে, তবে অতি অল্পই হাস্য করিতে, অধিক পরিমাণ রোদন করিতে; স্ত্রীলোকের সংসর্গ ত্যাগ করিতে এবং প্রান্তরে ধাবিত হইয়া খোদতায়ালার নিকট ক্রন্দন করিতে।"

ছহিহ বোখারী ও মোসলেমের হাদিছে বর্ণিত আছে, "জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন, খোদাতায়ালা যে সমস্ত শাস্তি প্রদান করিবেন, যদি কোন ঈমানদার উহা অবগত হইতে

পারিত, তবে তাহার হৃদয় হইতে বেহেশতের আশা একেবারে দূরীভূত হইত। আর খোদাতায়ালা যে সমস্ত দয়া-অনুগ্রহ প্রকাশ করিবেন, যদি কোন কাফের তাহা জানিত, সে কখনও নিরাশ হইত না।"

প্রকৃত কথা এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে খোদাতায়ালার শাস্তি ও কোপের ভয় করিয়া সৎকার্য্য করা এবং তাহার দয়া-অনুগ্রহের জন্য প্রতিক্ষা করা আবশ্যক। (বঙ্গানুবাদক)

(৩৮) يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلٰٓئِكَةُ صَفًّا ۙ لاطق

لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ۝

৩৮। সে দিবস আত্মা (রুহ) ও ফেরেশতাগণ (স্বর্গীয় দূতগণ) সারি সারি দণ্ডায়মান হইবেন, সর্ব্বপ্রদাতা (খোদা-তায়ালা) যাহাকে অনুমতি দেন এবং যিনি ন্যায্য কথা বলেন, তাহা ব্যতীত (অন্য কেহ) কথা বলিতে পারিবে না।

টীকা :—

৩৮। বিচার দিবসে পার্থিব প্রত্যেক বস্তুর আত্মা নব নব রূপ ধারণ পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইয়া কাহারও কাহারও জন্য সাক্ষ্য দিবে বা সুপারিশ করিবে। কোর-আন শরিফের ছুরা সকল, নামাজ, রোজা, আকাশ, পৃথিবী এমন কি, রাত্র ও দিবস পর্য্যন্ত মানুষের সদসৎ কার্য্যের সাক্ষ্য দিবে। আজানদাতার আজানের শব্দ যতদূর পৌঁছিত, ততদূরের প্রস্তর, বৃক্ষ, ঢিল, কাষ্ঠ ইত্যাদি তাহার জন্য সাক্ষ্য দিবে।

হাদিস শরিফে বর্ণিত আছে, "কঙ্কর, বৃক্ষ ও প্রস্তর পয়গম্বর-দিগের সহিত কথোপকথন করিয়াছিল এবং তাঁহাদিগকে ছালাম

করিয়াছিল। কেয়ামতের নিকটবর্ত্তী সময়ে গুহস্থিত বস্তু সকল গুহস্থকে অনেক গুপ্ত সংবাদ অবগত করাইবে।" কোর-আন শরিফে বর্ণিত আছে, পার্থিব প্রত্যেক বস্তু খোদাতায়ালার তছবিহ পাঠ করে। এইরূপ প্রত্যেক বস্তু কেয়ামতে এক এক রূপ আকৃতি ধারণ করিয়া সাক্ষ্য দিবে এবং সুপারিশ করিবে। কেহ বলেন, উক্ত আয়তের রুহ শব্দে মানুষের আত্মা বুঝিতে হইবে। কেহ উহার অর্থ ফেরেশতা হজরত জিবরাইল বা কোর-আন বলিয়াও প্রকাশ করিয়াছেন। কেহ বলেন, রুহ একজন ভয়ঙ্কর ফেরেশতার নাম— যিনি সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর সমান হইবেন। কেহ বলেন, উহা এক জীব, যাহা ফেরেশতা জেন বা মানুষ হইতে স্বতন্ত্র। ভুতলস্থিত ও সমস্ত আকাশস্থিত ফেরেশতাগণ সারি সারি দণ্ডায়মান হইয়া খোদাতায়ালার আদেশ পালন; সদসৎ কার্য্যের ওজন ও নেকী বদীর খাতা সকল প্রকাশ করিবেন এবং সৎ লোকদিগকে পুল পার করাইতে থাকিবেন। (তঃ আজিজি)।

উক্ত আয়তের শেষাংশের দুই প্রকার অর্থ হইতে পারে,— প্রথম এই যে, খোদাতায়ালা যে যে ফেরেশতা ও আত্মাদিগকে অনুমতি দিবেন, এবং যাহারা ন্যায় সঙ্গত কথা বলিবেন, তাহারাই কেবল অন্যের জন্য সুপারিশ করিতে বা সাক্ষ্য দিতে পারিবেন।

দ্বিতীয় এই যে, যাহারা কলেমা পাঠ করিয়া ঈমান গ্রহণ করিয়াছেন এবং মৃত্যু পর্য্যন্ত উক্ত ঈমানের উপর স্থায়ী থাকেন, ইহা সত্ত্বেও খোদাতায়ালা তাহাদের জন্য সুপারিশ করিতে অনুমতি দিবেন, ফেরেশতাগণ ও পবিত্র ব্যক্তিগণ কেবল তাহাদের জন্যই সুপারিশ করিবেন। (তঃ এবনে জরির)।

গোল্ডসেক সাহেব কোর-আন অনুবাদের ১৩, ৩৩, ৭৬, ২৪৮ ও ২৪৯ পৃষ্ঠার ফুট নোটে হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর শাফায়াত

সম্বন্ধে যে আপত্তি করিয়াছেন, উহা যে বাতিল, তাহা নিম্নলিখিত বিবরণে বেশ বুঝিতে পারিবেন।

কাফেরদের জন্য কাহারও সুপারিস গ্রাহ্য হইবে না।

কোর-আন শরিফে আছে :—

ان الله لا يغفر ان يشرك به

"নিশ্চয় খোদাতায়ালা তাঁহার সহিত অংশী স্থাপন করা মার্জ্জনা করিবেন না।"

সুরা মায়েদা,—

ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا و مثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيمة ما تقبل منهم و لهم عذاب اليم ●

নিশ্চয় যাহারা ধর্ম্মদ্রোহী হইয়াছে, যদি নিশ্চয় তাহাদের জন্য পৃথিবীস্থ যাবতীয় পদার্থ ও তৎসঙ্গে তত্তুল্য দ্রব্য থাকে, এই জন্য যে, তাহারা উহা দ্বারা পুনরুত্থান দিবসের শাস্তি হইতে বিনিময় দেয়, তবে তাহাদের নিকট হইতে উহা গ্রহন করা যাইবে না এবং তাহাদে জন্য কষ্টদায়ক শাস্তি আছে।

সুরা তওবা ;—

استغفر لهم اولا تستغفر لهم ط ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ط ذلك بانهم كفروا بالله ورسوله

"তুমি তাহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর, কিম্বা তাহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা না কর, যদি তুমি ৭০ বার তাহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর, তবুও খোদাতায়ালা তাহাদিগকে ক্ষমা করিবেন না এই জন্য যে, তাহারা খোদাতায়ালা ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষের (রছুলের) সহিত ধর্ম্মদ্রোহীতা (কাফেরী) করিয়াছে।"

খোদাতায়ালার বিনা অনুমতিতে কেহ কাহারও ছুপারিশ করিতে পারিবে না বা কাফেরদিগের জন্য কাহারও ছুপারিশ গ্রাহ্য হইবে না, ইহা প্রচলিত ইঞ্জিলেও আছে :—

"যাহারা আমাকে হে প্রভু! হে প্রভু! বলে, তাহারা সকলেই যে স্বর্গ রাজ্যে প্রবেশ করিতে পাইবে এমন নয়, কিন্তু যে ব্যক্তি আমার স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা পালন করে সে পাইবে। সেই দিন অনেকে আমাকে বলিবে, হে প্রভু! হে প্রভু! আপনার নামেই আমরা কি ভাব-বাণী বলি নাই? আপনার নামেই কি ভূত ছাড়াই নাই? অপনার নামেই কি পরাক্রম কার্য্য করি নাই? তখন আমি তাহাদিগকে স্পষ্টই বলিব, আমি কখনও তোমাদিগকে জানি নাই; হে অধর্ম্মচারীরা, আমার নিকট হইতে দূর হও।" মথি: ৭ অঃ ২১—২৩ পদ।

"মনুষ্যদের সকল পাপ ও নিন্দার ক্ষমা হইবে, কিন্তু পবিত্র আত্মার নিন্দার ক্ষমা হইবে না। আর যে কেহ মনুষ্য পুত্রের বিরুদ্ধে কোন কথা কহে, সে ক্ষমা পাইবে না, ইহকালেও নয়, পরকালেও নয়।" মথি, ১২ অঃ ৩১—৩৩ পদ।

"তিনি তাহাকে কহিলেন, তুমি কি চাও? তিনি কহিলেন, আজ্ঞা করুন, যেন আপনার রাজ্যে আমার দুই পুত্রের একজন আপনার দক্ষিণ পার্শ্বে, আর একজন বাম পার্শ্বে বসিতে পায়। * * * তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা আমার পাত্রে পান করিবে বটে, কিন্তু যাহাদের জন্য আমার পিতা কর্ত্তৃক স্থান প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাদের ভিন্ন আর কাহাকেও দক্ষিণ পার্শ্বে বসিতে দিতে আমার অধিকার নাই।" মথি, ২০ অঃ ২১—২৩ পদ।

ছহিহ বোখারীতে বর্ণিত আছে, হজরত এবরাহিম (আঃ) কেয়ামতের দিবস তাঁহার পিতা আজরকে বিষণ্ণ বদনে মলিন মুখে

দর্শন করিয়া বলিবেন, "হে পিতঃ আমি কি তোমাকে আমার অবাধ্য হইতে নিষেধ করি নাই ?" তখন তাহার পিতা বলিবে, "অদ্য আমি তোমার অবাধ্য হইব না।" তৎপরে হজরত এব্রাহিম (আঃ) বলিবেন, "হে আমার প্রতিপালক, আপনি আমাকে পুনরুত্থানের দিবস লাঞ্ছিত করিবেন না বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। যদি আমার পিতা দোজখবাসী হয়, তবে ইহা অপেক্ষা লাঞ্ছনা আর কি হইবে ? তদুত্তরে খোদাতায়ালা বলিবেন, "নিশ্চয় আমি কাফেরদিগের উপর বেহেশত রুদ্ধ (হারাম) করিয়াছি।" তৎপরে তাঁহাকে বলা হইবে, "তোমার পদদ্বয়ের নীচে কি আছে ? ইহাকে তিনি (সেই দিকে) দৃষ্টি করিয়া একটি লোমধারী রক্তাক্ত পা দেখিতে পাইবেন। তৎপরে উক্ত পশুর হস্তপদ ধরিয়া দোজখে নিক্ষেপ করা হইবে।"

কোর-আন শরিফের ছুরা হুদে বর্ণিত আছে ঃ—

নুহ তাহার পুত্রকে ডাকিলেন, সে এক পার্শ্বে ছিল, হে আমার পুত্র, আমার সঙ্গে নৌকায় আরোহণ কর এবং কাফেরদের সঙ্গী হইও না।" সে বলিল, সত্বর আমি পর্ব্বতের আশ্রয় গ্রহণ করিব, উহা আমাকে পানি হইতে রক্ষা করিবে।" তিনি বলিলেন, "অদ্য খোদাতায়ালা যাহার প্রতি দয়া করিয়াছেন, তাহা ব্যতীত কেহই তাঁহার হুকুম হইতে মুক্তি পাইবে না।" তৎপরে তাহাদের উভয়ের মধ্যে তরঙ্গ অন্তরাল হইয়া গেল এবং উক্ত পুত্র নিমজ্জিতদের অন্তর্ভুক্ত হইল। * * * এবং নুহ আপন প্রতিপালককে ডাকিয়া বলিল, হে আমার প্রতিপালক, নিশ্চয় আমার পুত্র, আমার স্বজনের মধ্যে, এবং নিশ্চয় তোমার অঙ্গীকার সত্য এবং তুমি সমস্ত আদেশ প্রদাতাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম আদেশ-প্রদাতা। খোদাতায়ালা বলিলেন, "হে নুহ, নিশ্চয় উক্ত পুত্র তোমার স্বজন নহে, নিশ্চয় তাহার কার্য্য অসৎ অনন্তর এ

বিষয়ে তোমার জ্ঞান নাই, উহার সম্বন্ধে তুমি যাজ্ঞা করিও না।"

কোন কোন খৃষ্টান পাদরী কোর-আন শরিফের সুরা ফাৎহের আয়ত উল্লেখ করিয়া বলেন যে, হজরত মোহাম্মদ (সঃ) ঈমানদার-দের জন্যও সুপারিশ করিতে পারিবেন না; আয়তটি এই :—

"অতি সত্বর যাযাবর আরবদিগের মধ্যে পশ্চাদগামী লোক সকল তোমাকে বলিবে, আমাদের ধন সম্পত্তি সমূহ ও স্বজন সকল আমাদিগকে সংলিপ্ত রাখিয়াছিল, সুতরাং আপনি আমাদের জন্য মার্জ্জনা প্রার্থনা করুন। তাহারা আপনাদের রসনায় উহা বলে—যাহা তাহাদের হৃদয়ে নাই। (হে মোহাম্মদ) বল, অনন্তর কে তোমাদের নিমিত্ত খোদাতায়ালা হইতে কোন বিষয় (রক্ষা করিতে) সক্ষম হইবে? অবশ্য খোদাতায়ালা তোমরা যাহা করিতেছ, তাহা অবগত আছেন। বরং তোমরা ধারণা করিয়াছ যে, মহা প্রেরিত পুরুষ মোহাম্মদ (সঃ) ও ঈমানদারগণ তাহাদের স্বজন-দিগের দিকে কখনও প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন না এবং তোমাদের হৃদয়ে উহা সজ্জিত (বদ্ধমূল) হইয়াছে এবং তোমরা কুকল্পনার কল্পনা করিয়াছ, এবং তোমরা ধ্বংসশীল শ্রেণী হইয়াছ। এবং যে ব্যক্তি খোদাতায়ালা ও তাহার প্রেরিত পুরুষের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করে, অনন্তর আমি ধর্ম্মদ্রোহীদের জন্য দোজখ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি।"

পাঠক, উক্ত আয়তে কয়েকটি বিষয় অনুমতি হয়, প্রথম এই যে, আয়তটি কাফেরদের (মোনাফেকদের) বিষয়ে কথিত হইয়াছে, ঈমানদারদের জন্য নহে। দ্বিতীয় এই যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন পয়গম্বর কাহারও মুক্তি দিতে সক্ষম নহেন, অবশ্য তাঁহারা খোদাতায়ালার অনুমতিতে ঈমানদারদের সুপারিশ করিতে পারিবেন।

যাহারা হজরত ঈছা (আঃ) কে খোদার অংশ ধারণা করিয়া পূজা করে, খোদাতায়ালা তাহাদের সম্বন্ধে বলিতেছেন :—

قل اتعبدون من دون الله ما لا يملك ضرا و لا نفعا

"বল (হে মোহাম্মদ), তোমরা কি খোদাতায়ালা ব্যতীত এরূপ ব্যক্তির পূজা করিতেছ যে কোন ক্ষতি লাভ করিতে সক্ষম নহে।" ছুরা মাএদা রুকু, ১৪।

হজরত ঈছা (আঃ) খ্রীষ্টানদের সম্বন্ধে বিচার দিবসে বলিবেন :

ان تعذبهم فانهم عبادك و ان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم ۞

"(হে খোদাতায়াল), যদি তুমি তাহাদিগকে শাস্তি দাও তবে নিশ্চয় তাহারা তোমার দাস। আর যদি তুমি তাহাদিগকে মার্জ্জনা কর, তবে নিশ্চয় তুমি পরাক্রমশালী বিজ্ঞ।"

ছুরা মাএদা রুকু, ১৯।

হজরত ঈছা (আঃ) নিজের মুক্তির জন্য খোদাতায়ালার দয়াপ্রার্থী :—

لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم- قل فمن يملك من الله شيا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم و امه و من فى الارض جميعا ☐

"অবশ্য নিশ্চয় যাহারা বলে যে, নিশ্চয় মরয়েমের পুত্র (হজরত ঈছা) মছিহ, খোদাতায়ালা তাহারা কাফের হইয়াছে বল (হে মোহাম্মদ), অনন্তর কোন্ ব্যক্তি খোদাতায়ালা হইয়া কোন বিষয় (রক্ষা করিতে) ক্ষমতাবান হইবে, যদি তিনি মরয়মের পুত্র মছিহ, ও তাঁহার মাতা এবং পৃথিবীর যাবতীয় মানুষকে ধ্বংস করিতে ইচ্ছা করেন।" ছুরা মাএদা, রুকু, ৭।

প্রচলিত ইঞ্জিলেও বর্ণিত আছে যে—যীশু নিজকে রক্ষা করিতে সক্ষম নহেন যথা :—

"পরে তিনি (যীশু) কিঞ্চিৎ অগ্রে গিয়া উবুড় হইয়া পড়িয়া প্রার্থনা করিয়া কহিলেন, হে আমার পিতঃ! যদি হইতে পারে তবে এই পান-পাত্র (মৃত্যু) আমার নিকট হইতে দূরে যাউক।" মথি, ২৬ অঃ ২৯ পদ।

"আপনাকে রক্ষা কর; যদি ঈশ্বরের পুত্র হও, ক্রুশ হইতে নামিয়া আইস। * * * প্রধান যাজকেরা বিদ্রূপ করিয়া কহিল, ঐ ব্যক্তি (যীশু) অন্যান্যলোককে রক্ষা করিত, আপনাকে রক্ষা করিতে পারে না। * * যীশু উচ্চরবে চীৎকার করিয়া ডাকিয়া কহিলেন, "ঈশ্বর আমার, তুমি কেন আমায় পরিত্যাগ করিয়াছ" মথি, ২৭ অঃ ৪০ ৪১ ৪২ পদ।

শাফায়াত দুই প্রকার, 'শাফায়াতে কোবরা' ইহার অধিকারী কেবল শেষ হযরত মোহাম্মদ (ছাঃ) হইবেন। ইনিই প্রথমে খোদাতায়ালার নিকট হইতে বিশ্বাসী মানব জাতির সুপারিশ করার অনুমতি প্রাপ্ত হইবেন; তৎপরে ফেরেশতাগণ, অন্যান্য পয়গম্বরগণ ও সাধু পুরুষগণ বিশ্বাসী লোকদের সুপারিশ করিবেন। ইহাকে 'শাফায়াতে ছোগরা' বলে।

কোর-আন শরিফে অনেক স্থলে হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ)এর শাফায়াত পদ প্রাপ্তির সংবাদ আছে;—

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا

اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ۝

"এবং নিশ্চয় যখন তাহারা নিজেদের আত্মার উপর অত্যাচার করে, (তখন) যদি তাহারা তোমার নিকট উপস্থিত হয়, তৎপরে তাহারা খোদাতায়ালার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং রছুল (হজরত মোহাম্মদ) তাহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন, তবে

অবশ্য তাহারা খোদাতায়ালাকে ক্ষমাশীল, দয়াশীল পাইবে।” ছুরা নেছা, রুকু, ৯।

এই আয়তে প্রমাণিত হইতেছে যে, হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) বিশ্বাসী পাপীদের জন্য ইহজগতে ও পরজগতে সুপারিশ করিলে, উহা খোদাতায়ালার নিকট গ্রহণীয় হইবে।

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَا انْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ۝ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ ●

“অনন্তর খোদাতায়ালার দয়াতে তুমি (হে মোহাম্মদ) তাহাদের জন্য কোমল হইয়াছ। আর যদি তুমি কর্কশভাষী কঠোর হৃদয় হইতে, (তবে) অবশ্য তাহারা তোমার নিকট হইতে পলায়ন করিত। অতএব তুমি তাহাদিগকে মার্জ্জনা কর ও তাহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর।” আল-এমরান রুকু, ১৭।

এই আয়তে হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) খোদাতায়ালা কর্ত্তৃক শাফায়াতের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

এবং অবশ্য শীঘ্র তোমার প্রতিপালক তোমাকে দান করিবেন,

وَ لَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى

পরে তুমি সন্তুষ্ট হইবে।, সুরা জোহা।

তফছিরে কবির, দোররে-মনছুর, রুহোল মায়ানি ও এবনে-জারির ইত্যাদিতে উল্লেখ আছে যে, হজরত আলী ও এবনে-আব্বাছ (রাঃ) উক্ত আয়তের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করিয়াছেন, খোদা-

তায়ালা হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ)কে শাফায়াতের পদ দান করিয়াছেন।

হজরত নবি করিম (ছাঃ) উক্ত আয়ত অবতীর্ণ হওয়ার পরে বলিয়াছিলেন যে, আমার একজন উম্মত দোজখে থাকিতে, আমি কখনও সন্তুষ্ট হইবনা।

عَسٰى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا ○

"সত্বরই তোমার প্রতিপালক তোমাকে প্রশংসিত স্থানে প্রেরণ করিবেন।" বনি এস্রাইল রুকু, ৯

কাজি বয়জবি ও এমাম রাজি প্রভৃতি টীকাকারগণ বলিয়াছেন, হজরত মোহম্মদ (ছাঃ) কেয়ামতে শাফায়াতের স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া খোদাতায়ালার বর্ণনাতীত প্রশংসা করিবেন, যে স্থানে অন্য কোন নবী দাঁড়াইতে পারিবেন না, সুতরাং সকলেই একবাক্যে তাঁহার প্রশংসা করিবেন।

ছহিহ বোখারি ও মোছলেমে বর্ণিত আছে, হজরত বলিয়াছেন সমস্ত ঈমানদার কেয়ামতে হজরত আদম, নূহ, এব্রাহিম, মুছা ও ইছা প্রভৃতি পয়গম্বরগণের নিকট শাফায়াতের জন্য গমন করিবেন কিন্তু তাঁহাদের কেহই শাফায়াত করিতে স্বীকার করিবেন না, অবশেষে আমি শাফায়েত স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাদের জন্য খোদাতায়ালার নিকট সুপারিশ করিব, খোদাতায়ালা আমার শাফায়াত মঞ্জুর করিবেন, উক্ত স্থানকেই মাকামে-মহমুদ (প্রশংসিত স্থান) বলে। বঙ্গানুবাদক।

(৩৯) ذٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ ۚ فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰى

رَبِّهٖ مَاٰبًا ○

৩৯। উক্ত দিবস সত্য, অনন্তর যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে, সে আপন প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন স্থান প্রস্তুত করুক।

টিকা :—

৩৯। জগতে সদসৎ, সত্যবাদী, মিথ্যাবাদী, ধাম্মিক, অধাম্মিক একত্র অবস্থিতি করিতে থাকে,কিন্তু কেয়ামতে তাহাদের মধ্যে পার্থক্য করা যাইবে; অর্থাৎ উহারা একে শান্তিময় স্থান প্রাপ্ত হইবে এবং অন্যে অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইবে; এক্ষনে যাহার ইচ্ছা হয়, জগতে থাকিয়া খোদাতায়ালার দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করুক। তঃ আজিজি।

(৪০) إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا ۚ يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا ۚ

৪০। নিশ্চয় আমি তোমাদিগকে নিকটবর্ত্তী শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করিলাম। যে দিবস মানুষ যাহা তাহারা হস্তদ্বয় অগ্রে প্রেরণ করিয়াছে তাহা দেখিবে এবং ধর্ম্মদ্রোহী (কাফের) বলিবে; "হায় আক্ষেপ !„ যদি আমি মৃত্তিকা হইতাম, (তবে ভাল হইত)। রুকু, ২, আয়ত, ১০।

টিকা :—

৪০। খোদাতায়ালা কোর-আন শরিফ বা হজরত নবী করিমের দ্বারা গোরের শাস্তির ভয় দেখাইয়াছেন, যাহারা নিগূঢ় তত্ত্ব এই যে, মানুষ নেকি-বদি যাহা করিয়াছে, তাহা ভয়াবহ, তমসাচ্ছন্ন কিম্বা আলোকময় রূপ ধারণ করিয়া গোরে তাহার নিকট উপস্থিত হইবে। গোনাহগারেরা যে গোনাহরাশি সঞ্চয় করায়াছিল, উহা সর্প, বৃশ্চিক অগ্নি ইত্যাদির ন্যায় ভীষণ আকৃতি

ধারণ করিয়া তাহাদের উপর আক্রমণ করিবে, ইহাতে তাহাদের আত্মা মহা কষ্টানুভব করিবে। তঃ আজিজি।

মানুষ নিদ্রিতাবস্থায় দর্শন করে যে, যেন একটি ব্যাঘ্র তাহার প্রতি আক্রমণ করিয়া তাহার শরীরের মাংস খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেলিয়াছে ;—প্রকৃত পক্ষে কোন একটি ভাবি বিপদ ব্যাঘ্রের ন্যায় ভীষণ আকৃতি ধারণ করিয়া তাহার আত্মার প্রতি আক্রমণ করে, ইহাতে সেই ব্যক্তি আত্মঘটিত যন্ত্রণা সর্ব্বাঙ্গে অনুভব করিতে থাকে। এইরূপ মৃত্যুর পরে আত্মার প্রতি যন্ত্রণা হইলে, মানুষের সর্ব্বাঙ্গে উহা অনুভূত হইতে থাকিবে। বঙ্গানুবাদক।

হজরত বলিয়াছেন, গোর সৎলোকের জন্য বেহেশতের একটি উদ্যান স্বরূপ, আর অসৎলোকদের জন্য দোজখের একটি অগ্নিময় গহ্বর স্বরূপ। ছহিহ তেরমেজি।

হজরত বলিয়াছেন, প্রত্যেক প্রভাত ও সন্ধ্যায় সৎলোককে গোরের মধ্যে তাহার বেহেশতের স্থান, আর অসৎ লোককে তাহার দোজখের স্থান প্রদর্শন করান হয়। ছহিহ বোখারী ও মোছলেম।

হজরত বলিয়াছেন, "গোর পরকালের প্রথম স্থান, যে ব্যক্তি উহাতে মুক্তি পাইবে, তৎপরবর্ত্তী প্রত্যেক স্থান তাহার পক্ষে সহজ হইবে। আর যে ব্যক্তি উহাতে মুক্তি পাইবে না, তৎপরবর্ত্তী প্রত্যেক স্থান তাহার পক্ষে কঠিন হইবে। আমি কখনও গোরের তুল্য ভয়াবহ কঠিন অন্য কোন স্থান দর্শন করি নাই।" ছহিহ তেরমেজি ও এবনো মাজা।

হজরত বলিয়াছেন, কাফেরদের প্রতি গোরের মধ্যে ৯৯টি বিষাক্ত অজগর নিয়োজিত করা হইবে, সেগুলি কেয়ামত পর্য্যন্ত উহাকে দংশন করিবে ; যদি ইহার একটি অজগর ভূতলে ফুৎকার করে, তবে কখনও তাহাতে তরু, লতা উৎপন্ন হইবে না। ছহিহ তেরমেজি।

পদ ও নিজেদের মহাবিপদ দেখিতে পাইবে, সেই সময়ে বলিতে থাকিবে, হায়! যদি আমরা পৃথিবীতে অহঙ্কার ও আত্মগরিমা না করিতাম এবং মৃত্তিকার-তুল্য বিনয়ী হইতাম, তবে অদ্য আমরা এইরূপ শাস্তিগ্রস্ত হইতাম না। কোন কোন ভাষ্যকার লিখিয়াছেন, যে সময় খোদাতায়ালা ইবলিছকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তুমি কি জন্য আদমকে ছেজদা কর নাই? তদুত্তরে ইবলিছ বলিয়াছিল, তুমি আমাকে অগ্নি হইতে এবং আদমকে মৃত্তিকা হইতে সৃষ্টি করিয়াছ। আমি উচ্চপদস্থ অগ্নিজাত হইয়া কিরূপে ঘৃণিত মৃত্তিকা-সৃষ্ট আদমকে ছেজদা করিব? যে সময় ইবলিছ কেয়ামতে মৃত্তিকাজাত হজরত আদম ও আদম সন্তানদের গৌরবজনক পদ অবলোকন করিবে, তখন ক্ষোভে মর্ম্মাহত হইয়া বলিবে, আক্ষেপ! যদি আমি মৃত্তিকাজাত হইতাম, তবে কি ভাল হইত।—তঃ আজিজি।

টিপ্পনী:—

বাবু গিরিশচন্দ্র সেন আয়তের অনুবাদে লিখিয়াছেন, "এবং নিদ্রাকে তোমাদের বিশ্রাম করিয়াছি।" এস্থলে এইরূপ অনুবাদ হইবে;—এবং তোমাদের নিদ্রাকে বিশ্রাম করিয়াছি।" তিনি ২৫ আয়তে غساقا 'গাচ্ছাক' শব্দের অর্থ শীত লিখিয়াছেন, কিন্তু উহার অর্থ পূঁজ, ক্লেদ, অসহ্য শীতল পানীয়, কিম্বা দুর্গন্ধ বস্তু।

তিনি ৩৮ আয়তে ফেরশতাগণ স্থলে 'দেবগণ' লিখিয়াছেন। আরও উক্ত আয়তের অনুবাদে লিখিয়াছেন, "তখন পরমেশ্বর যে ব্যক্তিকে অনুমতি করিবেন সে ব্যতীত কথা কহিবে না এবং সে ঠিক বলিবে।" এস্থলে এইরূপ অনুবাদ হইবে:—তখন রহমান (সর্ব্বপ্রদাতা আল্লাহ) যাহাকে অনুমতি দিয়াছেন বা দেন এবং যিনি ঠিক কথা বলেন, তাহা ব্যতীত (অন্য লোক) কথা বলিতে পারিবে না।" তিনি ৩৯ আয়তে مابا শব্দের অর্থ 'স্থান'

ফল, শস্য ও মাংসের দ্বারা মানবদেহের পুষ্টি সাধিত হয়; ফল, শস্য ও মাংসের উৎপত্তি মৃত্তিকা হইতে হইয়াছে, অতএব মানব-দেহের মূল মৃত্তিকা। কেহ বিদেশে বিপন্ন হইলে, আক্ষেপ করিয়া বলিতে থাকে, যদি আমি মাতৃভূমি জন্মস্থান ত্যাগ না করিতাম তবে ভাল হইত। সেইরূপ যে সময় কাফের গোনাহরাশির ভীষণ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া মহা শাস্তি ভোগ করিবে, সেই সময় দুঃখে ক্ষোভে মর্ম্মাহত হইয়া বলিবে, হায় আক্ষেপ! যদি আমরা মৃত্তিকা রূপে থাকিতাম এবং মানবাকারে পরিণত না হইতাম তবে ভাল হইত। তঃ আজিজি।

হজরত এবনে আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, কেয়ামতের দিবসে পশুরা জীবিত হইয়া একে অপর হইতে প্রতিশোধ লইবে, তৎপরে খোদাতায়ালার হুকুমে উহারা মৃত্তিকা হইয়া যাইবে। বিধর্ম্মী ব্যক্তি পশু জাতিকে মৃত্তিকা হইতে ও আপনাকে মহা শাস্তিগ্রস্ত হইতে দেখিয়া আক্ষেপ করিয়া বলিবে, যদি আমিও মৃত্তিকা হইয়া যাইতাম, তবে শাস্তি হইতে মুক্তি পাইতাম। তঃ এবনে জরির।

হজরত বলিয়াছেন, অহঙ্কারীরা কেয়ামতে ক্ষুদ্র পিপীলিকার ন্যায় মানুষাকারে পুনর্জ্জীবিত হইবে; প্রত্যেক স্থান হইতে তাহাদিগকে লাঞ্ছনা বেষ্টন করিবে; তাহারা দোজখের বুলাছ নামক কারাগারের দিকে বিতাড়িত হইবে, সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন অগ্নি তাহাদিগকে পরিবেষ্টন করিবে এবং দোজখীদের শরীরের বিগলিত রক্ত ও মাংস তাহাদের খাদ্য হইবে। ছহিহ তেরমেজি।

হজরত বলিয়াছেন, বিনয়ী শিষ্ট লোক বেহেশতে প্রবেশ করিবে।—মেশকাত।

কোন কোন তরিকত-পন্থি বিদ্বান উক্ত আয়তের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, "যে সময় অহঙ্কারীরা কেয়ামতে বিনয়ী লোকদের উচ্চ

লিখিয়াছেন, এস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন স্থল বা আশ্রয় স্থল লিখিলে ভাল হইত। তিনি ৪০ আয়তে 'হস্তদ্বয়' স্থলে কেবল হস্ত এবং 'কাফের' স্থলে 'কাফেরগন' লিখিয়াছেন।

———

সুরা নাজেয়াত (৭৯)।

মক্কায় অবতীর্ণ। ৪৬ আয়ত, ২রুকু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ★

পরম দাতা দয়ালু খোদাতায়ালার নামে (আরম্ভ করিতেছি)

(১) وَالنّٰزِعٰتِ غَرْقًا ۙ (২) وَّالنّٰشِطٰتِ نَشْطًا ۙ

(৩) وَّالسّٰبِحٰتِ سَبْحًا ۙ (৪) فَالسّٰبِقٰتِ سَبْقًا ۙ

(৫) فَالْمُدَبِّرٰتِ اَمْرًا ۘ

১। কঠিনরূপে আকর্ষণকারিদলের শপথ। ২। এবং সহজে বহিস্কারকদলের (অন্যার্থে আনন্দে উৎসবকারিদলের) শপথ। ৩। এবং সন্তরণে সন্তরণকারিদলের শপথ। ৪। অনন্ত অগ্রগমনে অগ্রগামিদলের শপথ। ৫। তৎপরে কার্য্যের তত্ত্বাবধানকারিদলের শপথ।

১—৫। খোদাতায়ালা উক্ত পঞ্চ আয়তে পঞ্চ দলের শপথ করিয়া কেয়ামতে মানবের পুনর্জ্জীবিত হইবার মত দৃঢ় করিতেছেন, কিন্তু উক্ত পঞ্চ শ্রেণীর ব্যাখ্যায় নিম্নোক্ত কয়েক প্রকার মত বর্ণিত হইয়াছে।

১। তরিকতপন্থী বিদ্বানগণ বলেন, তরিকতাবলম্বিগণের হৃদয় (কাল্‌ব) দুষ্ট নাফছকে দুষ্প্রবৃত্তি হইতে পবিত্র পথের দিকে আকর্ষণ করিয়া থাকে, খোদা-প্রেমিক দিগের হৃদয় নাফ্‌ছের (রিপুর) বিরুদ্ধাচরণকে তুচ্ছজ্ঞান ও সৎকার্য্যের বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া পরমানন্দে ফরজ, নফল ইত্যাদি কার্য্যে সংলিপ্ত থাকে ; মায়ারেফাত সাগরে সন্তরণকারিদের হৃদয় বহু সাধ্য সাধনা করিয়া 'হাল' ও মকাম সিদ্ধ করিয়া থাকে ; সিদ্ধ পীরদিগের হৃদয় তরিকতের শেষ সীমা পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া অন্য সমশ্রেণী হইতে অগ্রগমন করিয়া থাকে এবং মায়ারেফাতের সিদ্ধ পীরদিগের হৃদয় সিদ্ধি লাভ করনান্তে মানবজাতির শিক্ষা-দীক্ষা দানে রত থাকে। খোদাতায়ালা উক্ত পঞ্চ শ্রেণীর শপথ করিয়া কেয়ামতের সত্যতা দৃঢ় করিতেছেন।

২। শরিয়ত পন্থী বিদ্বানগণ উক্ত পঞ্চ শ্রেণীর ব্যাখ্যায় বর্ণনা করিয়াছেন, নূতন শিক্ষার্থিগণ ধারণা শক্তির প্রভাবে মুল্যগ্রন্থ ও টীকা হইতে নিগূঢ় মর্ম্ম আবিষ্কার করেন। মধ্যম শ্রেণীর শিক্ষার্থি-গণ কঠিন কঠিন শব্দ ও মর্ম্মের সরল মীমাংসা করেন। উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষার্থিগণ প্রত্যেক বিদ্যার বিধানগুলি আয়ত্ত করিয়া জ্ঞানের সাগরে সন্তরণ করেন। বিচক্ষণ পণ্ডিতমণ্ডলী নিজ নিজ বিবেক দ্বারা গুপ্ততত্ত্ব আবিষ্কারে একে অন্য হইতে অগ্রগমন করেন। সূক্ষ্মতত্ত্ববিদ্ সুধিগণ গ্রন্থ প্রণয়ন ও নিয়মাবলী বিধিবদ্ধ করেন। খোদাতায়ালা উক্ত পঞ্চ শ্রেণীর শপথ করিয়া কেয়ামতের অবস্থা প্রকাশ করিতেছেন।

৩। যোদ্ধাগণ উক্ত পঞ্চ শ্রেণীর মর্ম্মে প্রকাশ করেন যে, ধর্ম্ম যোদ্ধাগণ হস্ত দ্বারা সজোরে ধনুক আকর্ষণ করেন, তাঁহারা ধর্ম্ম দ্রোহিদের দিকে শর নিক্ষেপ করেন, কিম্বা তাহারা মহা হর্ষে রণক্ষেত্রে গমন করেন। জেহাদের ঘোটক সকল রণক্ষেত্রে এরূপ

দ্রুতগমন করে যে, যেন দর্শকেরা তৎসমুদয়কে সন্তরণকারী বলিয়া অনুভব করে। সৈন্যেরা রণে মত্ত হইয়া একে অন্যের অনুগামী হয়। নরপতি ও সেনাপতিগণ যুদ্ধের সুব্যবস্থা প্রদান করেন। খোদাতায়ালা তৎসমস্তের শপথ করিয়াছেন।

৪। জ্যোতিবের্ত্তা পণ্ডিতগণ উক্ত পঞ্চ শ্রেণীর ব্যাখ্যায় বলেন, ইহা গতিশীল নক্ষত্রগুলির অবস্থা,—যেরূপ শর ধনুক দ্বারা নিক্ষিপ্ত হইলে, দ্রুতগতিতে গমন করে, সেইরূপ গতিশীল নক্ষত্রগুলি আরিশের অনুসরণে দ্রুত গমন করে। দ্বিতীয়, উহারা পৃথকভাবে গতিশীল হইয়া এক রাশি হইতে অন্য রাশিতে উপস্থিত হয়। তৃতীয়, যে সময় উহারা আপন কেন্দ্রের দিকে গমন করে, তখন দর্শক অনুমান করে যেন মৎস্য নদীবক্ষে সন্তরণ করিতেছে। চতুর্থ উহারা কখন সমসূত্রে গতিশীল হইয়া এবং কখন পৃথক্ পৃথক্ গতিতে গতিশীল হইয়া একে অপরের অনুগামী হয়। পঞ্চম, উহারা পৃথক্ পৃথক্ অবস্থায় পৃথক্ পৃথক্ পথে পরিচালিত হইয়া ঋতু পরিবর্ত্তনে ও সময় নির্দ্ধারণ ইত্যাদি ব্যাপারে নিযুক্ত থাকে।

৫। উপদেশক বিদ্বান্‌গণ উক্ত পঞ্চ শ্রেণীর ব্যাখ্যায় প্রকাশ করেন যে, ফেরেশতাগণ কাফেরদের আত্মা কঠিন শাস্তি সহকারে আকর্ষণ করেন; সৎ ঈমানদারদিগের আত্মা সহজে বাহির করেন মানুষের মৃত্যুর পর আত্মা লইয়া আকাশ পথে ধাবমান হয়েন; সৎলোকের আত্মা ইল্লিনের দিকে ও অসৎ লোকের আত্মা ছিজ্জিনের দিকে লইয়া যাইতে, একে অন্য হইতে অগ্রগমন করেন এবং সৎলোকের সৎকার্য্যের প্রতিফল ও অসৎলোকের পাপ কার্য্যের শাস্তি দিবার তত্ত্বাবধান করেন।—তঃ বয়জবি, কবির ও আজিজি।

(ক) হজরত এব্রাহিম (আঃ) যে সময় 'খলিলুল্লাহ' (খোদার বন্ধু) উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন, সেই সময় হজরত

আজরাইল (আঃ) এই শুভ সংবাদ লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি খোদাতায়ালার প্রশংসা করিয়া বলিলেন, হে মৃত্যুর ফেরেশতা, আপনি কি প্রকারে ধর্ম্মদ্রোহীদের প্রাণ বাহির করেন, আমাকে অবগত করান। ইহাতে তিনি তাঁহাকে অন্যদিকে ফিরিতে বলিলেন, হজরত এব্রাহিম (আঃ) অন্য দিকে ফিরিয়া পুনরায় তাঁহার দিকে ফিরিয়া দেখেন যে, সেই ফেরেশতা এক কৃষ্ণবর্ণ আকৃতিতে পরিণত হইয়াছে। তাঁহার মস্তক আকাশ স্পর্শ করিয়াছে; তাঁহার মুখমণ্ডল হইতে অগ্নিশিখা বহির্গত হইতেছে; তাঁহার শরীরের প্রত্যেক লোম এক একটি মানুষের রূপ ধারণ করিয়াছে এবং তাঁহার মুখ ও কর্ণ হইতে অগ্নিশিখা বাহির হইতেছে। হজরত এব্রাহিম (আঃ) ইহা দর্শন করিয়া অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন, তৎপরে চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার প্রথম আকৃতি দর্শনে বলিলেন, যদি ধর্ম্মদ্রোহীরা কেবল আপনার এই ভীষণ আকৃতি দর্শন করে, তবে ইহাই তাহাদের পক্ষে যথেষ্ট শাস্তি হইবে। তৎপরে তিনি বলিলেন, আপনি কি ভাবে ইমানদারের আত্মা বাহির করেন? ফেরেশতা তাঁহাকে অন্য দিকে ফিরিতে বলিলেন, তিনি অন্য দিকে ফিরিয়া দেখেন যে, তিনি এক সুন্দর সুগন্ধ-যুক্ত শুভ্র পরিচ্ছদধারী যুবকে পরিবর্ত্তিত হইয়াছেন, ইহাতে তিনি বলিলেন, যদি সাধু লোক অন্য কোন আনন্দে ও শান্তি লাভ না করিয়া কেবল আপনার এই জ্যোতিষ্মান রূপ দর্শন করে, তবে ইহাই তাঁহাদের পক্ষে যথেষ্ট আনন্দ হইবে।

হজরত আজরাইলের অনেক সহকারী ফেরেশতা আছেন, তিনি দয়ার ফেরেশতাগনকে সাধু লোকদের প্রাণ বাহির করিতে এবং শাস্তির ফেরেশতাগনকে ধর্ম্মদ্রোহীদের প্রাণ বাহির করিতে প্রেরণ করেন। তাঁহারা মানুষের প্রাণকে কণ্ঠাবধি আকর্ষন করিলে, হজরত আজরাইল (আঃ) নিজে উহা বাহির করেন।

হজরত ছোলায়মান (আঃ) তাঁহার কোন বন্ধুর মৃত্যুকালে তাঁহার নিকট উপস্থিত ছিলেন, এমতাবস্থায় তিনি বলিলেন, হে আজরাইল, আপনি উক্ত সাধু ব্যক্তির প্রাণ অতি সহজে বাহির করুন, তদুত্তরে তিনি বলিলেন, আমি প্রত্যেক সাধু ব্যক্তির প্রাণ অতি সহজে বাহির করি।—বাহ্‌রোছ-ছাফেরাহ।

(খ) হজরত আবু হোরায়রা (রাঃ) একটি হাদিছে উল্লেখ করিয়াছেন, ফেরেশতাগণ সৎলোকের প্রাণ বাহির করিবার সময় বলিতে থাকেন, হে পবিত্র আত্মা, তুমি পবিত্র দেহে ছিলে, এখন প্রশংসনীয় অবস্থায় বাহির হও, তোমার জন্য চির শান্তি ও মহানন্দ আছে। খোদাতায়ালা তোমার প্রতি প্রসন্ন। ইহাতে প্রাণ বহির্গত হইয়া যায়। তৎপরে ফেরেশতাগণ উক্ত আত্মাকে প্রথম আকাশের নিকট লইয়া গেলে উহার দ্বার উদ্‌ঘাটন করা হয়, আকাশস্থিত ফেরেশতাগণ বলেন ইনি কে? তাঁহারা বলেন, অমুকের পুত্র অমুক, তাঁহারা বলেন, ধন্য! পবিত্র আত্মা পবিত্র দেহে ছিলে, সুযশ সহকারে প্রবেশ কর, তোমার জন্য মহানন্দ, চির শান্তি এবং খোদাতায়ালা তোমার প্রতি প্রসন্ন। এই অবস্থায় তাঁহাকে সপ্তম আকাশে লইয়া যাওয়া হয়।

ফেরেশতাগণ অসৎ লোকের প্রাণ বাহির করিবার সময় বলেন, হে অপবিত্র আত্মা, তুমি অপবিত্র দেহে ছিলে, তুমি কলুষিত অবস্থায় বাহির হও, তোমার জন্য উত্তপ্ত জল, পুঁজ রক্ত ও ক্লেদ আছে, ইহাতে উক্ত আত্মা বহির্গত হইয়া যায়, তৎপরে তাঁহারা উহাকে আকাশ পর্যন্ত লইয়া উহার দ্বার উদ্‌ঘাটন করিতে বলেন, তাঁহারা বলেন, এই ব্যক্তি কে? তদুত্তরে ইহারা বলেন, অমুক ব্যক্তি। ফেরেশতাগণ বলেন, অপবিত্র দেহে ছিলে, কলুষিত ভাবে ফিরিয়া যাও, তোমার জন্য আকাশের দ্বার উদ্‌ঘাটন করা হইবে না, তৎপর উহাকে তথা হইতে গোরের দিকে নিক্ষেপ করা হয়।—এবনে মাজা ও বয়হকি।

(গ) এক হাদিসে উল্লিখিত হইয়াছে, এক সময় একজন ছাহাবা নামাজে নিম্নোক্ত দোওয়া পড়িয়াছিলেন :—

اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه

ইহাতে হজরত নবি করিম (সাঃ) বলিয়াছিলেন, আমি এক দল ফেরেশতাকে দেখিয়াছি যে, তাঁহারা প্রত্যেকে উক্ত কলেমাটি গ্রহণ করিতে অগ্রগমন করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন।—মেশকাত।

হজরত এবনে আব্বাস (রাঃ) একটি হাদিসে বর্ণনা করিয়াছেন, খোদাতায়ালা হজরত নবী করিম (সাঃ) কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, ফেরেশতাগণ কোন্ বিষয় লইবার জন্য একে অন্য হইতে অগ্রগামী হইবার চেষ্টা করেন? হজরত বলিলেন, আমি এ বিষয় অবগত নহি। তখন খোদাতায়ালার অনুগ্রহের (রহমতের) জ্যোতিঃ আমার হৃদয়ে পতিত হইল, ইহাতে আমি আকাশ ও ভূতলস্থিত প্রত্যেক বিষয় অবগত হইলাম। তৎপরে খোদাতায়ালা বলিলেন, ফেরেশতাগণ কি বিষয়ে একে অন্য হইতে অগ্রগামী হইবার চেষ্টা করেন? হজরত বলিলেন, 'কাফফারাত ও 'দারাজাত' গ্রহণ করিবার জন্য তাহারা অগ্রগামী হইতে চেষ্টা করেন। মসজিদে অক্তিয়া জামায়াত পড়িতে যাওয়া, নামাজ অন্তে মসজিদে বিলম্ব করা ও কষ্টের সময়ে সম্পূর্ণরূপে অজু করা এই তিন কার্য্যকে 'কাফফারাত' বলে। প্রত্যেক মুসলমানকে ছালাম করা, অতিথিকে খাদ্য দান করা এবং রাত্রিতে মানুষের শয়নাবস্থায় নামাজ পড়া। এই কার্য্যগুলিকে 'দারাজাত' বলে।

—মেশকাত

(ঘ) ফেরেশতাগণ খোদাতায়ালার হুকুমে আকাশ হইতে ভূতল পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্যের পরিচালনা করেন। খোদাতায়ালা কদরের রাত্রিতে এক সালের কার্য্যলিপি 'লওহো-মহফুজ' হইতে ফেরেশতাগণের নিকট প্রেরণ করেন, তাঁহারা অধীনস্থ ফেরেশতা-

গণের নিকট প্রতিমাসে বা প্রতিদিবসে উহা প্রকাশ করেন। তাঁহারা খোদার হুকুম অনুযায়ী উহা সম্পূর্ণরূপে পরিচালনা করেন। খতিব বলেন, হজরত জিবরাইল, মিকাইল, ইস্রাফিল ও আজরাইল (আঃ) বায়ু ও মেঘ পরিচালনা, উদ্ভিদ উৎপাদন প্রাণ বাহির ইত্যাদি কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন।—তঃ এবনে কছির।

গোল্ডসেথ সাহেব বলিয়াছেন, "এই সমুদয় বাক্যের অর্থ, হৃদয়ঙ্গম করা নিতান্ত দুষ্কর। তফছির লেখকদের সাহায্য অবলম্বন করিলেও কোন সন্তোষজনক মীমাংসা পাওয়া যায় না, যেহেতু তাহারা ইহার নানাবিধ মতান্তর ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

তদুত্তরে আমরা বলি, কোরআনের আয়ত সংক্ষিপ্ত হইলেও উহার বহু প্রকার অর্থ আছে, এক একজন তফছির লেখক এক এক প্রকার অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, সমস্তই উহার প্রকৃত অর্থ, কাজেই তৎসমস্তকে মতান্তর বলা যাইতে পারে না, এইরূপ অর্থগুলিকে জটিল ও দুরূহ বলা যাইতে পারে না।

খোদাতায়ালা শপথ করিবার পরে কেয়ামতের অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন।

(৬) يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ۙ (৭) تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ۙ

(৮) قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَّاجِفَةٌ ۙ (৯) اَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ۘ

(৬) যে দিবস কম্পবান কম্পিত হইবে। (৭) পশ্চাদগামী উহার পশ্চাদগমন করিবে। (৮) হৃদয় সকল সেই দিবস বিকম্পিত হইবে। (৯) তাহাদের চক্ষু সকল নত হইবে।

টীকা:—

৬/৭ হজরত এবনে আব্বাস (রাঃ) ষষ্ঠ ও সপ্তম আয়াতের মর্ম্মে প্রকাশ করিয়াছেন যে, উহাতে দুইবার সিঙ্গা ফুৎকার

করিবার কথা বর্ণিত হইয়াছে। হজরত ইস্রাফিল (আঃ) প্রথমবার সিঙ্গায় ফুৎকার করিবেন, ইহাতে সকল মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হইবে ও জগতের প্রত্যেক বস্তু বিধ্বস্ত হইবে, ইহার চল্লিশ বৎসর পরে উক্ত ফেরেশতা দ্বিতীয়বার সিঙ্গায় ফুৎকার করিবেন, ইহাতে সমস্ত মানুষ জীবিত হইবে।

এমাম মোজাহেদ উক্ত আয়তদ্বয়ের মর্শ্মে বলিয়াছেন, প্রথমে ভূতল ও পর্ব্বত কম্পিত হইবে, অবশেষে উহা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে। কিম্বা আসমান চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া উহার তারকারাশি খসিয়া পড়িবে। এমাম এবনে জয়েদ বলিয়াছেন, প্রথমে ভূমিকম্প হইবে, তৎপরে কেয়ামত উপস্থিত হইবে।—তঃ এবনে জরির, কবির ও এবনে কছির।

এমাম ছিউতি (রঃ) লিখিয়াছেন :—

হজরত এবনে মছউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, ছুর শৃঙ্গের রূপে সৃজিত হইয়াছে। এমাম অহাব বলেন, খোদাতায়ালা উহা শ্বেত মুক্তা হইতে সৃষ্টি করিয়া আর্শকে বলিলেন, উহা গ্রহণ কর। ইহাতে ছুর আর্শের সহিত সম্মিলিত হইল। তৎপরে হজরত ইস্রাফিল (আঃ) কে উহা উঠাইয়া লইতে বলায় তিনি উহা উঠাইয়া লইলেন। জগতে যত সংখ্যক জীব আছে, উহার তত সংখ্যক ছিদ্র আছে। উহার মধ্যদেশে আকাশ ও পৃথিবীর ন্যায় একটি গোলাকার মুখ আছে। হজরত ইস্রাফিল (আঃ) উহার উপর নিজের মুখ রাখিয়াছেন, তৎপরে খোদাতায়ালা তাঁহাকে বলিলেন, আমি তোমাকে ছুরের পরিচালক করিলাম, তুমি উহাতে ফুৎকার ও শব্দ করিবে। তখন তিনি আর্শের সম্মুখে গমন করিয়া উহার নিম্নদেশে বাম পা ও উহার অগ্রভাগে ডাহিন পা রাখিলেন। যতদিবস খোদাতায়ালা তাঁহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, ততদিবস তিনি আর্শের দিকে দৃষ্টি করিয়া আছেন। কোন্ সময়

উহাতে শব্দ করিতে খোদাতায়ালার হুকুম হয়, তিনি ইহার অপেক্ষা করিতেছেন।

এমাম কোরতবি বলেন, অধিকাংশ বিদ্বান বলেন যে, হজরত ইস্রাফিল (আঃ) দুইবার ছুর বাদ্য বাজাইবেন, কিন্তু এমাম এবনে হাজার প্রভৃতি বলিয়াছেন যে, প্রথমবার হজরত ইস্রাফিল (আঃ) ফেরেশতার সহকারী একজন ফেরেশতা উহা বাজাইবেন, শেষবারে হজরত ইস্রাফিল (আঃ) স্বয়ং উহাতে ফুক দিবেন।

হজরত ঈছা (আঃ) ইহজগত ত্যাগ করার পর মানুষেরা সাত বৎসর কাল সুখে কালযাপন করিবে, তৎপরে শাম (সুরিয়া) দেশের দিক্ হইতে এক প্রকার শীতল বায়ু প্রবাহিত হইবে, ইহাতে যাহার হৃদয়ে ঈমানের চিহ্ন মাত্র থাকিবে, সে মৃত্যু প্রাপ্ত হইবে। তৎপরে শয়তানের প্রলোভনে সকল লোকই প্রতিমা পূজা করিতে আরম্ভ করিবে। যে সময় খোদাতায়ালার নাম উচ্চারণ করে, এরূপ কোন লোক জগতে থাকিবে না, সেই সময় ফেরেশতা ছুর বাদ্যে হুংকার করিবেন, তাহাতে জগতের সমস্ত প্রাণী প্রাণত্যাগ করিবে, কেবল হজরত জিবরাইল, মিকাইল, ইস্রাফিল, আজরাইল ও আর্শের বাহক কয়েকজন ফেরেশতা জীবিত থাকিবেন, তৎপরে খোদাতায়ালার হুকুমে আজরাইল উপরোক্ত ফেরেশতাদের অবশেষে নিজের প্রাণ বাহির করিবেন। মৃতদের মধ্যে সকলই অচৈতন্য হইয়া যাইবেন, কেবল হজরত মুছা (আঃ) অচৈতন্য হইবেন কিনা, ইহা স্থির করা যায় না। চল্লিশ বৎসর এইভাবে কাটিবে, জগতে কেহই থাকিবে না। আল্লাহতায়ালা সেই সময় বলিবেন, "অদ্য কাহার রাজত্ব?" কেহই উত্তর দিবে না, স্বয়ং খোদাতায়ালা বলিবেন, অদ্বিতীয় কোপান্বিত খোদারই রাজত্ব।

মানুষের সমস্ত শরীর মৃত্তিকায় পরিণত হইয়াছিল, কেবল এক খণ্ড অস্থিকে মৃত্তিকা ধ্বংস করিতে সক্ষম হয় নাই। কেয়ামতে

মানব শরীর তদ্দ্বারা গঠিত হইবে। তৎপরে আর্শের নিম্নদেশ হইতে চল্লিশ দিবস বারিপাত হইতে থাকিবে, যেরূপ মেঘ বর্ষণে উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়, সেইরূপ খোদাতায়ালার হুকুমে মানবদেহ গঠিত হইবে। এইরূপ পশু পক্ষী ইত্যাদির দেহ গঠিত হইবে। তৎপরে প্রত্যেকের আত্মা হজরত ইস্রাফিল ফেরেশতার ছুরে সংগৃহীত করা হইবে, সেই সময়ে তিনি খোদাতায়ালার হুকুমে বয়তুল মোকাদ্দছের প্রস্তরের উপর দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, হে আত্মা সকল, তোমরা আপন আপন দেহে প্রবেশ কর, হে বিধ্বস্ত অস্থি, বিচ্ছিন্ন চর্ম্ম ও বিক্ষিপ্ত লোম সকল, তোমরা বিচারের জন্য সংগৃহীত হও, ইহাতে সমস্ত জীব পূর্ব্বের ন্যায় জীবিত হইবে। সেই সময় হজরত জিব্রাইল (আঃ) স্বীয় হস্ত ভূতলের নিম্নদেশে প্রবেশ করাইয়া এরূপ ভাবে উহা আন্দোলিত করিবেন যে, ভূতল বিদীর্ণ হইয়া যাইবে এবং প্রত্যেক জীব দণ্ডায়মান হইবে। —বহুরোছ ছাফেরাহ।

পাঠক, সাহাবা ও তাবেয়ীগণের এবং অধিকাংশ তফছিরকারকগণের মতে এস্থলে কেয়ামতের অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু আবু মোছলেম ইছফেহানী বলেন, উক্ত আয়তদ্বয়ে কেয়ামতের অবস্থা উল্লিখিত হয় নাই, বরং যুদ্ধের অবস্থা উল্লিখিত হইয়াছে। আয়তদ্বয়ের অর্থ এই যে, যে সময় কোরেশ ইত্যাদি একদল শত্রু সৈন্য হজরত নবি (ছাঃ) এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে অগ্রসর হইবে, তৎপরে তাহাদের দ্বিতীয় দল প্রথম দলের পশ্চাতে ধাবিত হইবে, সেই সময় মোনাফেকদিগের অন্তর ভয়ে কম্পিত হইবে এবং চক্ষু নত হইবে, তখন তাহারা বলিবে, আমাদিগকে মৃত্যুর পরে কঙ্কালসার হইয়াও কি পুনরায় পৃথিবীতে জীবিত হইতে হইবে যে, এত কষ্ট ও ভয় সহ্য করিব? যদি পুনর্জ্জীবিত হইতে হয়, তবে মহা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। — তঃ কঃ।

যদিও আবু মোসলেমের উল্লিখিত নম্বটি আয়তগুলির শব্দের সহিত মিল খায়, কিন্তু অধিকাংশ তফছির কারকের মতের বিরুদ্ধ হওয়ায় আমরা উক্ত প্রকার মত সমর্থন করিতে পারি না।

এস্থলে মৌলবী আকরাম খাঁ সাহেব কিরূপ কল্পিত মত লিখিয়াছেন তাহাও শুনুন :—

"যে দিবস বর্ণিত ধর্ম্মযুদ্ধ আরম্ভ হইবে এবং তাহার ফলে পৃথিবী কাঁপিয়া উঠিবে (অথবা যেদিন সমর আয়োজনে কোরেশ প্রভৃতির এছলাম বৈরী দল, রণসাজে সজ্জিত হইয়া বহির্গত হইবে)। তাহাদিগের সহায় আর একদল যোদ্ধা, মুছলমান-দিগের সহিত যুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে পূর্ব্বকথিত প্রথম দলের অনুসরণ করিবে। অন্যায়ের পক্ষপাতী যাহারা তাহাদিগের মধ্যে অনেকের বুক সেদিন ভয়ে ধুক্ ধুক্ করিতে থাকিবে; এবং অপমান ও পরাজয়ের আশু সম্ভাবনা দেখিয়া ক্ষোভে ও লজ্জায় তাহাদিগের দৃষ্টিগুলি অবনমিত হইয়া পড়িবে (তাহাদের আর মাথা তুলিয়া তাকাইবার মুখ থাকিবে না)। মক্কাবাসীগণ এই ভবিষ্যদ্বাণীতে বিশ্বাস করা দূরে থাকুক উল্টা ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করিয়া বলিতেছে, আমরা কি তবে প্রথমেই বিতাড়িত হইব! যখন মোহাম্মদের এই ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবে পরিণত হইবে, তখন কি আমরা অন্তঃসারশূন্য অস্থিতে পরিণত হইয়া যাইব? বিদ্রূপ করিয়া তাহারা আরও বলে—"বটে! তবে তা এই প্রত্যাবর্ত্তন ও পলায়ন আমাদিগের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর হইবে।"

উপরোক্ত বিবরণে বুঝা গেল যে, খাঁ সাহেব না অধিকাংশ তফছিরকারকের মত গ্রহণ করিলেন, না আবু মোছলেম ইছফেহানীর মত গ্রহণ করিলেন, নিজেই একটি অভিনব ব্যাখ্যা প্রকাশ করিয়াছেন।

আবু মোছলেমের তফছির অনুযায়ী ষষ্ঠ ও সপ্তম আয়তে কাফেরদিগের যুদ্ধের অবস্থা উল্লিখিত হইয়াছে। অষ্টম ও নবম আয়তে যে মোনাফেকেরা হজরতের সহকারী হইয়া যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিল, তাহাদের অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। ১০ হইতে ১২ আয়তে মোনাফেকদিগের কেয়ামতে পুনর্জ্জীবিত হওয়ার প্রতি এনকার করার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। ১৩।১৪ আয়তে আল্লাহতায়ালার উক্ত কথার প্রতিবাদের কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

খাঁ সাহেব ৬ হইতে ১২ আয়ত পর্য্যন্ত মোশরেকদের অবস্থা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

তৎপরে দুইটি আয়তকে দুনিয়ার অবস্থা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এক্ষেত্রে খাঁ সাহেবের তফছির তাঁহার স্বকল্পিত মত হইল, ইহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু উহা সত্বেও তিনি আমপারার তফছিরের ১৬১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—"অন্যান্য মতাবলম্বীগণ এই সকল শব্দের যে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, তাহার অধিকাংশই বিশেষ কষ্ট কল্পনা প্রসূত বলিয়াই আমার মনে হয়।

কি আশ্চর্য্য! সাহাবা ও তাবেয়ীগণের তফছির কল্পনা প্রসূত হইল, আর বর্ত্তমান যুগের লোকের তফছির প্রকৃত তফছির হইল, এইরূপ দাবি কতদূর সঙ্গত, তাহা ন্যায়বান লোকের বিচারাধীন।

৮।৯ যে দিবস সুর বাদ্যে ফুৎকার করা যাইবে এবং মানুষেরা গোর ভেদ করিয়া বিচার স্থানে উপস্থিত হইবে, ঐ দিবস ধর্ম্মদ্রোহী কেয়ামত অমান্যকারীদের হৃদয় এরূপ ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িবে যে, উপরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে সাহস করিবে না এবং অনিমেষ নেত্রে দণ্ডায়মান থাকিবে।

খোদাতায়ালা এস্থলে কাফেরদের উক্তি উল্লেখ করিয়া উহার প্রতিবাদ করিতেছেন।

(১০) يَقُولُونَ ءَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ ۞

(১১) ءَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً ۞ (১২) قَالُوا تِلْكَ إِذًا

كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ۝ (১৩) فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ (১৪)

فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ۝

১০। তাহারা বলিতেছে, আমরা নিশ্চয় কি পূর্ব্বাবস্থায় পরিবর্ত্তিত হইবে ? ১১। যে সময় আমরা বিকৃত অস্থিপুঞ্জ হইব (সেই সময় আমরা কি জীবিত হইব ?) ১২। তাহারা বলিল, সেই সময় উহা ক্ষতিজনক প্রত্যাবর্ত্তন হইবে। ১৩। অনন্তর উহা এক ভীষণ শব্দ ভিন্ন আর কিছু নহে। ১৪। তৎপরে হঠাৎ তাহারা ছাহেরা'তে উপস্থিত হইবে।

টীকা :—

১০—১৪। ধর্ম্মদ্রোহিগণ বিদ্রূপভাবে বলিয়া থাকে, আমরা কঙ্কালসার হইয়া কিরূপে কেয়ামতে পুনরায় জগতের ন্যায় দেহ ধারণ করিব ? যদি এইরূপ পুনর্জ্জীবিত হইতে হয়, তবে আমাদিগকে মহা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। খোদাতায়ালা তদুত্তরে বলিতেছেন ইহা তোমরা কঠিন মনে করিও না, ইস্রাফিল ফেরেশতা ছুর বাদ্যে একবার ফুৎকার করিলেই তাহারা 'ছাহেরা'তে উপস্থিত হইবে।—তঃ কবির।

এমাম সুফইয়ান বলেন, শাম (সুরিয়া) দেশের একটি স্থানের নাম ছাহেরা। এমাম আবুল আলিয়া বলেন, ছাহেরা 'বয়তোল মোকাদ্দছ'কে বলা হয়।

এমাম অহাব বলেন, ছাহেরা জেরুজালেমের একটি পর্ব্বতের নাম। হজরত এবনে আব্বাস (রাঃ), ছয়ীদ ও কাতাদা বলেন

ছাহেরার অর্থ ভূখণ্ড। এমাম হাছান বাছারি, একরামা, জোহাক ও এবনে জায়েদ বলেন, উহার অর্থ ভূপৃষ্ঠ। এমাম মোজাহেদ উহার অর্থ সমতল ভূমি বলিয়াছেন।—তঃ এবনে জরির।

এমাম হাকেম, বাজ্জাজ, তেবরানি ও বয়হকি কয়েকটি হাদিস উল্লেখ করিয়া সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, মানুষ কেয়ামতে জেরু জালেমে সমবেত হইবে এবং তথায় তাহাদের বিচার নিষ্পত্তি হইবে।—বহুরোছ-ছাফেরাহ।

এমাম রাজি বলেন, ইহাতে বিদ্বানমণ্ডলীর মতভেদ হইয়াছে যে, ছাহেরা ইহজগতের ভূমি বা পরজগতের ভূমি হইবে, উহার পরজগতের ভূমি হওয়া যুক্তিযুক্ত মত। তঃ কবির।

এমাম এবনে আবি হাতেম বর্ণনা করিয়াছেন, তৃণলতাশূন্য অতি শুভ্র ভূমি বিচারের স্থান হইবে। এমাম রবি বলেন, বিচার দিবসে এই ভূতলেরই পরিবর্ত্তে অন্য একটি ভূখণ্ড প্রকাশিত হইবে —যাহাতে কোন গোনাহ অনুষ্ঠিত বা রক্তপাত হয় নাই।—তঃ এবনে কছির।

টিপ্পনী

কেয়ামত অমান্যকারীরা বলেন, মানুষ মৃত্যুপ্রাপ্ত হইলে শরীরস্থ অগ্নি, বায়ু, পানি ও মৃত্তিকা নিজ নিজ আকরে স্থান গ্রহণ করে; এক্ষেত্রে কিরূপে উক্ত বিচ্ছিন্ন বস্তু সমূহ হইতে মানব দেহ পুনঃ গঠিত হইবে? দ্বিতীয়, একটি মানবের শরীর বহু জীবের উদরস্থ হইয়া বিধ্বস্ত হইয়া গেল তৎপরে বিচার দিবসে কি প্রকারে উক্ত বিলুপ্ত বস্তুগুলি সংগৃহীত হইবে?

উঃ মানব সৃষ্টির পূর্ব্বে উক্ত চারিটী বস্তু বিচ্ছিন্নভাবে নিজ নিজ আধারে ছিল, তৎপরে মানুষ পানাহার আরম্ভ করিল; খাদ্য দ্রব, মৃত্তিকা, পানি, বায়ু ও অগ্নির সাহায্যে শস্যাকারে পরিণত হয়, তবে উহা মানবের উদরস্থ হয়; উহার কিছু অংশ বীর্য্যাকারে

পরিবর্ত্তিত হয় ; অবশেষে উহাতে সন্তানের অস্থি, মাংস ও মজ্জা ইত্যাদি গঠিত হয় । যখন খোদাতায়ালা ইহজগতে বিক্ষিপ্ত আকরস্থিত বস্তু সমূহ হইতে মানব দেহ সৃষ্টি করিতে সক্ষম তখন নিশ্চয় তিনি পরজগতে বিচ্ছিন্ন বস্তু সমূহ হইতে তৎসমুদয় সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইবেন ।

দ্বিতীয়, যেরূপ মহিমান্বিত সৃষ্টিকর্ত্তা হজরত আদম (আঃ) কে প্রথম হইতে বিনা পিতা মাতায় সৃষ্ট করিতে সক্ষম হইয়াছেন, সেইরূপ মানব দেহকে পরজগতে বিনা পিতা মাতায় সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইবেন ।—বঙ্গানুবাদক ।

এমাম রাজি লিখিয়াছেন, যে সময় হজরত নবি করিম,(সাঃ) কোরেশদিগকে ইছলামের দিকে আহ্বান করিয়াছিলেন, সেই সময় তাহারা কেয়ামতে মৃতদের পুনর্জ্জীবিত হইবার কথা অস্বীকার করিয়া, তাঁহার প্রতি বিদ্রূপ বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিল, ইহাতে তিনি মর্ম্মান্তিক কষ্টানুভব করিতে লাগিলেন ; সেই হেতু খোদা-তায়ালা কয়েকটি আয়ত অবতারণ করিয়া হজরত মুছা (আঃ) ও ধর্ম্মদ্রোহী ও পাপিষ্ঠ ফেরয়াওনের ঘটনা উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়াছেন এবং ইহাও প্রকাশ করিয়াছেন যে, ফেরয়াওন রাজত্ব, ঐশ্বর্য্য ও সৈন্য-সামন্তে কোরেশদিগের অপেক্ষা বহুগুণে প্রবল হইয়াও ধর্ম্মদ্রোহিতা ও অবাধ্যতার কারণে বিনষ্ট হইয়াছিল, কোরেশগণকে তৎশ্রবণে শিক্ষা লাভ করা আবশ্যক নচেৎ তাহাদেরও ঐরূপ পরিণতি হইবে ।—তঃ কবির ।

হজরত মুছা (আঃ) ও ফেরয়াওনের বৃত্তান্ত

যে সময় হজরত ইউছোফ (আঃ) মিসর দেশে ছিলেন, সেই সময় তথাকার বাদশাহ ও অধিবাসিগণ ইমানদার হইয়াছিলেন,

সেই অবধি ইস্রায়িল বংশধরগণ উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তৎপরে ফেরয়াওনের রাজত্বকালে তাঁহার অনুসরণে মিসরবাসিগণ পৌত্তলিক হইয়া যায় এবং ফেরয়াওন ইস্রায়িল বংশধরগণকে পৌত্তলিক দলে পরিণত করার জন্য বল প্রয়োগ করেন, কিন্তু তাঁহারা স্বধর্ম্ম ত্যাগ করেন নাই। সেই অবধি ফেরয়াওন তাঁহাদের প্রতি নানাবিধ উৎপীড়ন আরম্ভ করেন, তাঁহাদিগকে দাস দাসীরূপে পরিণত করেন এবং নানা প্রকার জঘন্য কার্য্য করিতে বাধ্য করেন। ইস্রায়িল বংশধরগণ অগত্যা নানাবিধ নিগ্রহ সহ্য করিতেছিলেন। এক সময় জ্যোতির্ব্বেত্তা পণ্ডিতগণ নওরোজ পর্ব্বে ফেরয়াওনকে বলিতে লাগিলেন যে, ইস্রায়িল বংশধরদের মধ্যে একটি পুত্র ভাবী কালে মিসরীগণকে বিনষ্ট ও তাঁহাদের রাজ্যকে বিধ্বস্ত করিবে। তৎশ্রবণে ফেরয়াওন ভীতি বিহ্বল হইয়া ইস্রায়েল বংশজ পুত্রসন্তানগুলিকে হত্যা করিতে আদেশ প্রচার করেন। তদাদেশ মতে বহু শিশু সন্তানকে পিতা মাতার সাক্ষাতে হত্যা করা হয়। ফেরয়াওন আত্ম গৌরবে উন্মত্ত হইয়া বলিয়াছিলেন যে, আমি আমা ব্যতীত অন্য কাহাকেও তোমাদের উপাস্য বলিয়া জানি না। ইহার চল্লিশ বৎসর পরে বলিয়াছেন, আমিই তোমাদের প্রধান প্রতিপালক (খোদা)। হজরত মুছা (আঃ) ভূমিষ্ঠ হইলে, তাঁহার মাতা খোদাতায়ালা কর্ত্তৃক 'এলহাম' (সংবাদ) প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে একটি সিন্দুকে রাখিয়া নীল নদীতে ভাসাইয়া দেন। সিন্দুকটি ভাসিতে ভাসিতে ফেরয়াওনের অট্টালিকার নিম্নদেশে উপস্থিত হয়; তাঁহার স্ত্রী হজরত আছিয়া (আঃ) তাঁহার অনুমতিতে তাঁহাকে সন্তানরূপে গ্রহণ করিয়া প্রতিপালন করেন। হজরত মুছা (আঃ) যখন যৌবন প্রাপ্ত হইলেন, সেই সময়ে তিনি একজন মিসরীয় লোককে জনৈক ইস্রায়িল বংশীয় লোকের প্রতি অত্যাচার করিতে দেখিয়া,

মিসরীয়কে এক চপেটেঘাত করেন ; ইহাতে তাহার প্রাণবিয়োগ ঘটে। মিসরীয়গণ ফেরয়াওনকে জ্ঞাপন করিল যে, যে ইস্রায়িল বংশজ পুত্র মিসর রাজ্য ধ্বংস করিবে, বোধ হয় সেই পুত্রটী আপনার প্রতিপালিত 'মুছা' হইবে। সকলেই তাঁহার হত্যার জন্য ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল ; হজরত মুছা (আঃ) কোনও লোক দ্বারা এই সংবাদ প্রাপ্তে তথা হইতে হেজরত করিয়া (ইরাক প্রদেশস্থ) মাদইয়ান নামক নগরে উপনীত হন। তথায় তিনি একটি বৃক্ষের ছায়ায় উপবেশন করিয়া দেখিলেন যে, দুইটি বালিকা ছাগ-ছাগীর জন্য কূপের জল উত্তোলন করিতে না পারায়, রাখালের প্রতীক্ষা করিতেছে। তিনি তাহাদের প্রতি সদয় হইয়া কূপজল উত্তোলন করিয়া দিলেন, ইহারা হজরত শোয়ায়েবের (আঃ) কন্যা ছিল। কিছুক্ষণ পরে একটি বালিকা তাঁহাকে আপন পিতার নিকট ডাকিয়া লইয়া গেল। হজরত শোয়ায়েব (আঃ) তাঁহার হেজরতের বিবরণ শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দেন এবং তাঁহাকে দশ বৎসর কাল ছাগ-ছাগী রক্ষণাবেক্ষণ শর্ত্তে আপন কন্যার সহিত বিবাহ দিতে প্রতিশ্রুত হন। নির্দ্দিষ্টকাল অতিবাহিত হইলে, বিবাহ কার্য্য সম্পাদিত হইল। কন্যাটী কিছু ছাগ-ছাগী দান চাহিলে পিতা বলিলেন, এ বৎসর যে ছাগী শাবকগুলি ভিন্ন বর্ণধারী হইবে, তৎসমস্ত তুমি পাইবে। সেই বৎসর ভিন্ন বর্ণ ধারী অনেক শাবক হইয়াছিল। হজরত মুছা (আঃ) প্রাপ্ত ছাগ-ছাগী সহ স্ত্রীকে লইয়া মিসরাভিমুখে যাত্রা করিয়া তুর পর্ব্বতের নিকটস্থ 'তোয়া' নামক প্রান্তরে উপস্থিত হইলেন। শীতের জন্য অগ্নি অনুসন্ধান করিতে করিতে অনতিদূরে অগ্নি দেখিতে পাইলেন, উহার সন্নিকটস্থ হইয়া বৃক্ষের শাখায় প্রজ্বলিত অগ্নি দর্শনে বিস্মিত হইলেন. হঠাৎ একটি শব্দ হইল, "হে মুছা, নিশ্চয় আমি খোদা ; তুমি আমার উপাসনা ও নামাজ সম্পাদন কর, কেয়ামত নিশ্চয়

সংঘটিত হইবে। তুমি পবিত্র প্রান্তরে আছ, পাদুকাদ্বয় খুলিয়া রাখ; আমি তোমাকে ইস্রায়িল বংশধরদিগের পয়গম্বর-রূপে মনোনীত করিলাম। হে মুছা, তোমার দক্ষিণ হস্তে কি আছে?" তিনি তদুত্তরে বলিলেন, ইহা আমার যষ্টি। আমি ইহার উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া থাকি, ইহা দ্বারা আমার ছাগ-ছাগীদের নিমিত্ত বৃক্ষপত্র সংগ্রহ করিয়া থাকি; ইহা দ্বারা আমার অন্যান্য অনেক কার্য্য সম্পাদিত হয়।" খোদাতায়ালা বলিলেন, তুমি উহা ভূমিতে নিক্ষেপ কর।" তিনি উহা ভূমিতে নিক্ষেপ করা মাত্র দেখিলেন যে, উহা একটি সর্প হইয়া ধাবমান হইতেছে। খোদাতায়ালা বলিলেন, "তুমি ইহা ধারণ কর, ভীত হইও না।" তিনি উহা ধারণ করা মাত্র উহা যষ্টি আকারে পরিণত হইল। হে মুছা, তুমি আপন হস্ত পার্শ্বদেশে—বোগলের নীচে রাখ, তিনি তাহাই করিলেন, ইহাতে তাঁহার হস্ত চন্দ্রের ন্যায় আলোকময় হইয়া গেল। ইহাকে 'ইয়াদে বয়জা" বলে। হে মুছা, তুমি ফেরয়াওনের নিকট গমন কর। ফেরয়াওন বনি-ইস্রায়েলকে দাসা দাসী করিয়া রাখিয়াছে বং নানারূপ নির্য্যাতন করিতেছে এবং আত্মম্ভরিতায় উন্মত্ত হইয়া আপনাকে খোদা বলিয়া ধারণা করিতেছে। তুমি তাহাকে ইমান গ্রহরণ করিতে মিষ্ট ভাষায় উপদেশ প্রদান কর।" হজরত মুছা বলিলেন, "হে খোদা, আমি তাহার অত্যাচারের ভয় করি, তুমি আমার হৃদয়কে প্রসারিত কর এবং আমার ভ্রাতা হারুনকে আমার সহকারী নিয়োজিত কর। খোদা তায়ালা বলিলেন, "তোমরা ভয় করিও না, আমি তোমাদের সহায় তোমরা তাহাকে বল, আমরা তোমাদের প্রতিপালকের প্রেরিত-পুরুষ (রছুল), তুমি বনি-ইস্রায়িলের প্রতি অত্যাচার করিও না এবং তাহাদিগকে আমাদের সঙ্গে প্রেরণ কর।" তৎপরে তিনি হজরত হারুন (আঃ) কে সঙ্গে লইয়া ফেরয়াওনের নিকট গমন করতঃ

খোদার হুকুম শুনাইলেন, ইহাতে মিশরাধিপতি বলিলেন, হে মুছা, তোমার প্রতিপালক কে? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, "যিনি প্রত্যেক বস্তুর সৃষ্টিকর্ত্তা এবং তোমাদের পিতা মাতার প্রতিপালক, তিনিই আমাদের প্রতিপালক।" নরপতি বলিলেন, "যদি খোদাতায়ালার অদ্বিতীয়ত্ব অমান্যকারী নরকগামী হয়, তবে প্রাচীন লোকদের অবস্থা কি হইবে?" তিনি বলিলেন, তাহাদের অবস্থা খোদাতায়ালাই অবগত আছেন।" মিসররাজ নিরুত্তর হইয়া বলিলেন, আমি তোমাকে প্রতিপালন করিয়াছিলাম, তুমি অন্যায় ভাবে একটি লোককে হত্যা করিয়া পলায়ন করিয়াছিলে, এখন তুমি প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছ। হজরত মুছা (আঃ) বলিলেন, খোদাতায়ালা আমাকে ক্ষমা করিয়াছেন, আমাকে প্রেরিতত্ব (পয়গম্বরী) দান করিয়াছেন এবং তোমাকে তাঁহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে ও বনি ইস্রায়িলকে আমার সঙ্গে প্রেরণ করিতে আদেশ করিয়াছেন। নৃপতি বলিলেন, তোমার প্রেরিতত্বের প্রমাণ কি? তিনি নিজের যষ্ঠি নিক্ষেপ করিলেন, উহা একটি অজগরে পরিণত হইল. ইহাতে মিসররাজ ভয়াতুর হইয়া বলিলেন, তুমি উহা দূর কর। তিনি উহা ধরিলেন, তৎক্ষণাৎ উহা পূর্ব্বের ন্যায় যষ্ঠি হইয়া গেল, ফেরয়াওন বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন। হজরত মুছা (আঃ) আপন হস্ত পার্শ্বদেশে—বগলের নীচে রাখিয়া বাহির করিলেন ইহা চন্দ্রের মত আলোকময় হইয়া গেল। মহীপাল ইহা দর্শনে তৃপ্ত হইলেন। এইরূপ অলৌকিক ক্রিয়া অবলোকন করতঃ তাহার হৃদয় বিগলিত ও ঈমানের দিকে আকৃষ্ট হওয়ায়, তাঁহার নিকট অবকাশ চাহিলেন। তৎপরে হামান প্রভৃতি মন্ত্রীবর্গকে নির্জ্জনে ডাকিয়া পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন, তদীয় মন্ত্রী হামান বলিল, আপনি ব্যতীত অন্য নরপতি আর কে আছে? অনেক দিবস আপনার খোদা হওয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে,

এক্ষণে আপনি তাহার কথা বিশ্বাস করিবেন না। ইনি একজন কুহকী, কুহক প্রভাবে আপনাকে কিছু দেখাইয়াছে; যদি উহা সত্য হইত, তবে উক্ত ব্যক্তি কেন দীনহীন হইত? যদি উহা প্রকৃত কোন কিছু হইত তবে আপনাকে ও তাহার অন্যান্য বিপক্ষদলকে বিনষ্টকরিয়া ফেলিত। ঐ ব্যক্তি কুহক বলে লোককে বাধ্য করিয়া এই দেশের রাজা হইতে চাহিতেছে। ইহা অপেক্ষা প্রধান কুহকী এ দেশে অনেক আছে। মিসররাজ উক্ত মন্ত্রীর কুপরামর্শে প্রতারিত হইয়া হজরত মুছা (আঃ) এর প্রতি অনত্যারোপ করিতে লাগিলেন এবং যাদুকরদিগকে সংগ্রহ করিতে যত্নবান হইলেন। তাহারা ফেরয়াওন ও তাহার সৈন্যগণ সহ বহু পুরস্কারের লোভে সদলবলে এক প্রান্তরে উপস্থিত হইল এবং ভোজবিদ্যার প্রভাবে বৃহৎ সর্প প্রস্তুত করিয়া দেখাইলে, ফেরয়াওন আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া বলিতে লাগিলেন, এইবার মুছা বিনষ্ট হইবে। হজরত মুছা (আঃ) বলিলেন, হে ঐন্দ্রজালিকগণ তোমাদের যাহা প্রকাশ করিতে ইচ্ছা হয় তাহা কর, তখন তাহারা কুহক বলে বৃহৎ বৃহৎ সর্প প্রকাশ করিল; হজরত মুছা (আঃ) খোদাতায়ালার হুকুমে যষ্টি নিক্ষেপ করায় উহা বৃহৎ অজগর মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক যাদুকরদিগের সর্প ইত্যাদিকে গ্রাস করিয়া ফেরয়াওনের দিকে ধাবমান হইল। হজরত মুছা (আঃ) উহা ধরিয়া লইলেন, তৎক্ষণাৎ উহা যষ্টি হইয়া গেল। যাদুকরগণ হজরত মুছা ও তাঁহার খোদাতায়ালার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিল। ফেরয়াওন অপদস্থ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং কুহকীদিগকে আবদ্ধ করিলেন। হামান কুটচক্রের জাল বিস্তার করিয়া বলিতে লাগিল, মহারাজের প্রতি যাদু ফলদায়ক হয় না। মুছা ও বনি ইস্রায়িল বিভ্রাট ঘটাইবে ও আপনার খোদায়ী নষ্ট করিবে, আপনি ইহাতে কেন প্রতিবন্ধক হন? ইহাতে ফেরয়াওন প্রতারিত হইয়া

কুহকীগণকে ও ইস্রায়িল বংশধরগণকে হত্যা করিতে হুকুম দিলেন এবং আপনাকে খোদা বলিয়া দাবী করিতে লাগিলেন। ইস্রায়িল বংশধরগণ তাহার অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া হজরত মুছার (আ:) নিকট আশ্রয় চাহিলেন, তৎশ্রবণে তিনি বলিলেন, তোমরা ধৈর্য্য ধারণ কর, অতি সত্বর খোদাতায়ালা তোমাদের শত্রুদিগকে বিনষ্ট করিবেন এবং তোমাদিগকে এ দেশের রাজা করিবেন। ফেরয়াওনের দল নানারূপ উৎপীড়ন আরম্ভ করিল, খোদাতায়ালা তাহাদের প্রতি সাত দিবস মুষলধারে বারিপাত করাইলেন। ইহাতে তাহাদের গৃহ প্লাবিত হইয়া গেল; মিসরীয়গণ হজরত মুছা (আ:) কে বলিল, আপনি খোদাতায়ালার নিকট আমাদের বিপদ উদ্ধারের কামনা করুন; আমরা আপনার ধর্ম্মে দীক্ষিত হইব। তাঁহার প্রার্থনায় বারিপাত বন্ধ হইল ও পানি শুষ্ক হইয়া গেল; তৎপরে তাহারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করিল; পরে তিনি পর্য্যায়ক্রমে পঙ্গপাল, উকুন, ভেক ও রক্ত ইত্যাদির উপদ্রব প্রেরণ করেন, তাহারা প্রত্যেকবারে বিষণ্ণ হইয়া তাহার নিকট ধর্ম্ম স্বীকারের অঙ্গীকারে উদ্ধার প্রার্থনা করে এবং উপদ্রব দূরীভূত হওয়ার পরেই অঙ্গীকার ভঙ্গ করে। অবশেষে খোদাতায়ালা ফেরয়াওন ও তাহার দলকে জল মগ্ন করিয়া দেন। নিম্নোক্ত আয়ত সমূহে উপরোক্ত ঘটনা বিবৃত হইতেছে :—

(১৫) هَلْ أَتٰكَ حَدِيْثُ مُوسٰى ○ (১৬) إِذْ نَادٰهُ

رَبُّهٗ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۚ (১৭) اِذْهَبْ اِلٰى

فِرْعَوْنَ إِنَّهٗ طَغٰى ○ (১৮) فَقُلْ هَلْ لَّكَ اِلٰى اَنْ تَزَكّٰى ۙ

(১৯) وَاَهْدِيَكَ اِلٰى رَبِّكَ فَتَخْشٰى ۚ (২০)

فَاَرٰىهُ الْاٰيَةَ الْكُبْرٰى ۚ (২১) فَكَذَّبَ وَعَصٰى ۚ (২২)

ثُمَّ اَدْبَرَ يَسْعٰى ۚ (২৩) فَحَشَرَ ۚ فَنَادٰى ۚ

(২৪) فَقَالَ اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى ۚ (২৫) فَاَخَذَهُ

اللّٰهُ نَكَالَ الْاٰخِرَةِ وَالْاُوْلٰى ۚ (২৬) اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ

لَعِبْرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى ۚ

১৫। তোমার নিকট (হে মোহাম্মদ) মুছার বৃত্তান্ত আসিয়াছে কি? ১৬। যে সময় তাঁহার প্রতিপালক তাঁহাকে 'তোয়া' (নামক) পবিত্র প্রান্তরে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন। ১৭। তুমি ফেরয়াওনের নিকট গমন কর; নিশ্চয় সে সীমা অতিক্রম করিয়াছে। ১৮।১৯। অনন্তর তুমি বল, তোমার কি (ইচ্ছা) আছে যে, পবিত্র হইবা এবং আমি তোমাকে তোমার প্রতিপালকের দিকে পথ প্রদর্শন করিব, পরে তুমি ভীত হইবা? ২০। তৎপরে তিনি তাহাকে বৃহৎ নিদর্শন দেখাইলেন। ২১। অনন্তর সে অসত্যারোপ করিল এবং বিরুদ্ধাচরণ করিল। ২২। তৎপরে চেষ্টা করিতে (বা ধাবমানাবস্থায়) পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করিল। ২৩। তৎপরে (কুহকীদিগকে) সংগ্রহ করিল, পরে ডাকিল। ২৪। তৎপরে বলিল, "আমি তোমাদের পরম প্রতিপালক। ২৫। অনন্তর খোদাতায়ালা তাহাকে পরকাল ও ইহকালের শাস্তিতে নষ্ট করিলেন। ২৬। নিশ্চয় ইহাতে যে ব্যক্তি ভয় করে, তাহার জন্য অবশ্য উপদেশ আছে। রু, ১।২৬ আঃ।

টীকা :—

১৫। খোদাতায়ালা বলিলেন, হে মোহাম্মদ, তুমি ত মুছা বৃত্তান্ত অবগত আছ। ১৬। যে সময় তিনি শ্বশুরালয় হইতে মিসরাভিমুখে গমন কালীন শাম দেশের অন্তর্গত তুর পর্ব্বতের নিকটস্থ পবিত্র তোয়া প্রান্তরে উপস্থিত হইয়াছিলেন, সেই সময় তিনি প্রেরিতত্ব লাভ করিয়াছিলেন এবং নিম্নোক্ত প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৭। হে মুছা, তুমি মিসর-রাজ ফেরয়াওনের নিকট গমন কর, কেননা সে আত্ম-গৌরবে উন্মত্ত হইয়া আপনাকে খোদা বলিয়া দাবী করিতেছে এবং এস্রায়িল সন্তান-গণকে দাসদাসী রূপে পরিণত করিয়াছে। ১৮—১৯। তুমি তাহাকে বল, তুমি কি সমস্ত দোষ হইতে পবিত্র হইতে, খোদা প্রাপ্তি জ্ঞান লাভ করিতে এবং ধর্ম্ম ভীরু হইতে বাসনা রাখ? খোদাতায়ালা আমাকে স্বীয় প্রেরিত পুরুষ মনোনীত করিয়া তোমার পথ-প্রদর্শনের জন্য প্রেরণ করিয়াছেন।

২০। ফেরয়াওন হজরত মুছা (আঃ) এর প্রেরিতত্বের দাবী শ্রবণ করিয়া তাঁহার কোন নিদর্শন দেখিতে চাহিলেন, ইহাতে তিনি যষ্টিকে অজগর ও হস্তকে আলোকময় চন্দ্রতুল্য করিয়া দেখাইলেন। ২১। ফেরয়াওন মন্ত্রীদের কুমন্ত্রণায় পড়িয়া হজরত মুছার (আঃ) নিদর্শনকে কুহক বলিয়া তাঁহার প্রতি অসত্যারোপ করিলেন এবং তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিলেন। ২২। তৎপরে ফেরয়াওন অজগর দর্শনে ভীত হইয়া পলায়ন করিলেন, কিম্বা কুট চক্রে জাল বিস্তার করিবার উদ্দেশ্যে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলেন। ২৩—২৪ তৎপরে ফেরয়াওন অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য বহু কুহকীকে সংগ্রহ করিলেন, তাহারা যাদু বলে বৃহৎ বৃহৎ অজগর প্রস্তুত করিয়া দেখাইল : ইহাতে মিসর-রাজ হজরত মুছার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী ধারণা করতঃ সগর্ব্বে ঘোষণা করিলেন, আমি তোমাদের

প্রতিপালক। ২৫। এমাম হাছান ও কাতাদা (রঃ) এই আয়তের মর্ম্মে প্রকাশ করিয়াছেন, খোদাতায়ালা ফেরয়াওনকে ইহজগতে জলমগ্ন করিলেন এবং পরজগতে মহা শাস্তিতে নিক্ষেপ করিলেন। এমাম মোজাহেদ, শাবি, ছইদ ও মোকাতেল উক্ত আয়তের মর্ম্মে বলিয়াছেন, ফেরয়াওন প্রথমে বলিয়াছিলেন, আমি আমা ব্যতীত তোমাদের উপাস্য অন্য কাহকেও জানি না। ইহার ৪০ বৎসর পরে বলিয়াছিলেন, আমি তোমাদের মহা প্রতিপালক। খোদাতায়ালা ফেরয়াওনকে তাহার প্রথমে ও শেষ এই বাক্যদ্বয়ের জন্য মহা শাস্তিতে ধৃত করিয়াছিলেন। কাফফাল বলিয়াছেন, ফেরয়াওন প্রথমে হজরত মুছার (আঃ) উপর অসত্যারোপ করিয়াছিলেন এবং শেষে আপনাকে মহা প্রতিপালক বলিয়া দাবি করিয়াছিলেন, এই উভয় পাপের প্রতিফলে তাহাকে জলমগ্ন করেন। ২৬। যাহার হৃদয়ে ভয় আছে, সে হজরত মুছা (আঃ) ও অহঙ্কারী ফেরয়াওনের বৃত্তান্ত পাঠ করিলে, কখনও খোদাতায়ালা রপ্রতি দোষারোপ ও হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর দোষারোপ করিবে না। —তঃ কবির।

টিপ্পনী ;—

ধর্ম্মদ্রোহীরা বলিয়া থাকে যে, খোদাতায়ালা কেয়ামতে বিকৃত অস্থিপুঞ্জ হইতে কিরূপে মানবকে পুনর্জ্জীবিত করিবেন? খোদাতায়ালা উহার প্রতিবাদে বলিয়াছেন যে, আমি যদি একখানা নির্জ্জীব যষ্টি হইতে সজীব সৃষ্টি করিতে পারি, তাহা হইলে কেন অস্থিপুঞ্জ হইতে মানবদেহ গঠন করিতে পারিব না? —বঙ্গানুবাদক।

খোদাতায়ালা কেয়ামতে মানবের পুনর্জ্জীবিত হওয়ার আরও কয়েকটি উদাহরণ প্রকাশ করিতেছেন :—

(٢٧) ءَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنٰهَا ق

(٢٨) رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوّٰهَا لا (٢٩) وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا

أَخْرَجَ ضُحٰهَا ٥ (٣٠) وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰهَا لا (٣١)

أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعٰهَا ٥ (٣٢) وَالْجِبَالَ أَرْسٰهَا

لا (٣٣) مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ لا

২৭। তোমরা কি সৃষ্টির মধ্যে দৃঢ়তর কিম্বা আকাশ ? তিনি (খোদা) উহা সৃজন করিয়াছেন। ২৮। উহার ছাদ (বা উর্দ্ধ) উচ্চ করিয়াছেন; তৎপরে উহা ঠিক করিয়াছেন। ২৯। ও উহা রাত্রি অন্ধকার করিয়াছেন এবং উহার জ্যোতিঃ প্রকাশ করিয়াছেন। ৩০। এবং তৎপরে ভূখণ্ডকে প্রসারিত করিয়াছেন। ৩১। উহা হইতে উহার পানি ও উহার তৃণক্ষেত্র বাহির করিয়াছেন। ৩২। এবং পর্ব্বতগুলিকে সুদৃঢ় করিয়াছেন। তোমাদের ও তোমাদের চতুষ্পদ পশুদের হিতার্থে (তিনি এই সমস্ত বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন)।

টীকা :—

২৭। খোদাতায়ালা বলিতেছেন, মানুষ অপেক্ষা আকাশ অতি বৃহৎ, তিনি যখন এরূপ বৃহৎ আকাশ সৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন তখন মানুষকে পুনর্জ্জীবিত করা তাঁহার পক্ষে অতি সহজ তঃকরিব।

২৮। খোদাতায়ালা আকাশ এত উচ্চ করিয়াছেন যে, পৃথিবী হইতে উহার দূরত্ব পাঁচ শত বৎসরের পথ। আরও তিনি এরূপ

সুচারুরূপে উহার গঠন কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন যে, উহাতে কোন প্রকার তারতম্য বা ছিদ্র পরিলক্ষিত হয় না।—তঃ কবির।

২৯। খোদাতায়ালা রাত্রিকে অন্ধকার ও দিবসকে আলোকময় করিয়াছেন। উক্ত আয়তে আকাশের রাত্রি ও দিবা এই জন্য বলা হইয়াছে যে, সূর্য্যের উদয় ও অস্তমিত হওয়ার জন্য রাত্রি দিবা হয়, আর উহার উদয় ও অস্তমিত হওয়া আকাশের আবর্ত্তনে ঘটিয়া থাকে, সেই হেতু উহা বলা হইয়াছে।—তঃ কবির।

৩০। এই আয়তে অনুমিত হয় যে, প্রথমে আকাশের সৃষ্টি হইয়াছিল, আর ছুরা হামিম-ছেজদাতে অনুমিত হয় যে, প্রথমে ভূখণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছিল, ইহার মীমাংসায় এমাম রাজি বলেন, প্রথমে ভূখণ্ড সঙ্কীর্ণ ও গোলাকার ভাবে সৃজিত হইয়াছিল, তৎপরে আকাশ সৃজিত হয়, অবশেষে ভূখণ্ড বৃহদাকারে প্রসারিত করা হয়। কিম্বা প্রথমে ভূখণ্ড সৃজিত হইয়াছিল, কিন্তু উহাতে তরু, লতা, তৃণ ইত্যাদি সৃজিত হইয়াছিল না, তৎপরে সপ্ত খণ্ড আকাশ সৃজিত হয়, অবশেষে ভূখণ্ডকে তরু, লতা, তৃণ ইত্যাদি সহ সজ্জিত করা হয়।—তঃ কবির।

আর ইহাও উহার মর্ম্ম হইতে পারে যে, খোদাতায়ালা প্রথমে ভূতলস্থ প্রত্যেক বস্তু অস্পষ্টভাবে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তৎপরে সপ্ত আকাশ ঠিক করিয়া অবশেষে ভূখণ্ডস্থিত প্রত্যেক অস্পষ্ট বস্তুকে প্রকাশ করেন।—তঃ এবনে কছির।

৩১। ভূখণ্ডের চতুর্দ্দিকে লবণাক্ত সমুদ্র সকল আছে, তৎসমস্তের মধ্যে বহু প্রাণী জীবন ধারণ করিয়া থাকে, কিন্তু ভূতলস্থিত প্রাণী সমূহ তদ্দারা জীবন ধারণ করিতে পারে না সুতরাং খোদাতায়ালা তাহাদের জীবিকার জন্য উক্ত ভূখণ্ডের মধ্য হইতে মিষ্ট পানির নদী প্রস্রবণ ও জলাশয় প্রবাহিত করিয়াছেন এবং শস্য ও তৃণক্ষেত্র প্রকাশ করিয়াছেন।

৩২।৩৩ খোদাতায়ালার পর্ব্বতমালাকে সুদৃঢ় করিয়াছেন এবং তদ্দ্বারা কম্পবান ভূখণ্ডকে স্থির করিয়াছেন। পর্ব্বতমালা ভূখণ্ডের মেরুদণ্ড স্বরূপ।

এই সমস্ত বস্তু কেবল মানব জাতি ও পশু জাতির কল্যাণের জন্য সৃজিত হইয়াছে। যে খোদাতায়ালা এরূপ পৃথিবীতে সৃষ্টি করিতে সক্ষম, তিনি মানুষকে পুনর্জ্জীবিত করিতেও সক্ষম।

এমাম রাজি বলিয়াছেন :-

খোদাতায়ালা আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনা করিয়া কেয়ামতে মনুষ্যের পুনর্জ্জীবিত হওয়া যে অসম্ভব নহে, তাহাই সপ্রমাণ করিয়া কেয়ামতের অবস্থা প্রকাশ করিতেছেন :—

(٣٤) فَاِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرٰى ٥ (٣٥) يَوْمَ

يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ مَا سَعٰى ۵ (٣٦) وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ

لِمَنْ يَّرٰى ٥ (٣٧) فَاَمَّا مَنْ طَغٰى ۵ (٣٨) وَاٰثَرَ

الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۵ (٣٩) فَاِنَّ الْجَحِيْمَ هِيَ الْمَاْوٰى ۵

(٤٠) وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ

عَنِ الْهَوٰى ۵ (٤١) فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاْوٰى ۵

৩৪। অনন্তর যে সময় মহা বিভ্রাট উপস্থিত হইবে, সেই সময় মনুষ্য পুনর্জ্জীবিত হইবে।

৩৫। সে দিবস মনুষ্য যাহা চেষ্টা করিয়াছিল, তাহা স্মরণ করিবে। ৩৬। এবং যে ব্যক্তি দর্শন করে তাহার জন্য দোজখ প্রকাশ করা যাইবে। ৩৭। অনন্তর কিন্তু যে অবাধ্য হইয়াছে; ৩৮। এবং পার্থিব জীবনকে সমধিক পছন্দ করিয়াছে; ৩৯। পরে নিশ্চয় সেই দোজখ (তাহার) বাসস্থান। ৪০। এবং কিন্তু যে ব্যক্তি আপন প্রতিপালকের নিকট দণ্ডায়মান হওয়ার ভয় করিয়াছে এবং মনকে কুপ্রবৃত্তি হইতে বিরত রাখিয়াছে; ৪১। পরে নিশ্চয় সেই বেহেশতে (তাহার) অবস্থিতি স্থান।

টীকা :—

৩৪—৩৬। যে দিবস কেয়ামত উপস্থিত হইবে, সেই দিবস মনুষ্য পুনর্জ্জীবিত হইয়া নিজের নেকি বদির খাতা পাঠ করিয়া জীবনের সমস্ত নেকিবদি স্মরণ করিবে এবং দোজখ প্রকাশিত হইয়া প্রত্যেক ধার্ম্মিক ও অধার্ম্মিকের দৃষ্টিগোচর হইবে ;—তঃ কবির

(হজরত আএশাছিদ্দিকা (রাঃ) জনাব নবি করিম (সাঃ) কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আপনি কি কেয়ামতে নিজেদের আত্মীয় স্বজনকে স্মরণ করিবেন? তদুত্তরে হজরত বলিয়াছিলেন, তিন সময় কেহ কাহাকে স্মরণ করিবে না; প্রথম, যে সময় নেকিবদী পাল্লায় ওজন করা হইবে। দ্বিতীয়, যে সময় নেকিবদীর খাতা প্রকাশ করা হইবে। তৃতীয়, যে সময় পুলছেরাত অতিক্রম করিতে হইবে।—ছহিহ আবু দাউদ।

হজরত নবি করিম (সাঃ) বলিয়াছেন সত্তর সহস্র শিকলে আবদ্ধ করিয়া দোজখকে বিচার প্রান্তরে আনয়ন করা হইবে এবং সত্তর সহস্র ফেরেশতা প্রত্যেক শিকলকে ধরিয়া টানিবে। ছহিহ মোছলেম।

৩৭—৩৯। যে ব্যক্তি খোদাতায়ালার হুকুম অমান্য করিয়া নাস্তিক, অংশীবাদী ও ধর্ম্মদ্রোহী হইয়াছে এবং পারলৌকিক শান্তি

ত্যাগ করিয়া পার্থিব জীবন পছন্দ করিয়াছে, সে ব্যক্তি নিশ্চয় দোজখবাসী হইবে। আর যে ব্যক্তি পৃথিবীতে খোদাতায়ালার ভয় করিয়া রিপু দমন করিতে ও গোনাহ সমূহ হইতে নিরস্ত থাকিতে সক্ষম হইয়াছে, কিম্বা যে ব্যক্তি বিচার দিবসে খোদাতায়ালার সাক্ষাতে দণ্ডায়মান হইয়া নেকীবদীর হিসাব দিতে হইবে এই ভয়ে কুপ্রবৃত্তি হইতে নিজের চিত্তকে নিবৃত্ত রাখিয়াছে, সে ব্যক্তি নেকীবদীর খাতা পাঠ করিয়া ও দোজখের ভীষণ অগ্নি দর্শন করিয়া আতঙ্কিত হইলেও বেহেশতবাসী হইবে।

হজরত এবনে আব্বাছ (রা:) বলিয়াছেন, উপরোক্ত আয়ত সমূহ আবু ওজায়ের ও হজরত মোছয়াব (রা:) এর সম্বন্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিল, তাহারা ওমায়রের দুই পুত্র ছিল। হজরত মোছয়াব ইসলাম গ্রহণান্তে নিজ অর্থ সম্পত্তি ত্যাগ করতঃ একখানি কম্বল মাত্র সঙ্গে লইয়া মদীনা শরিফে হেজরত করেন, হজরত তাঁহার জন্য দোয়া করিয়াছিলেন। ইনি ওহোদ যুদ্ধে হজরতের রক্ষক ছিলেন, সেই সময়ে একটি তীর তাঁহার উদরে বিদ্ধ হইয়াছিল। হজরত তাঁহার এই অবস্থা দর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন, আমি খোদাতায়ালার নিকট তোমার এই কার্য্যের সুফল চাহিতেছি, হজরত বলিয়াছিলেন, আমি মোছয়াবের মরণান্তে তাঁহার পরিধেয় একখানি অমূল্য চাদর ও তাঁহার পায়ে স্বর্ণময় পাদুকা দেখিয়াছি। আবু ওজাএর সম্পত্তিশালী ও ধর্মদ্রোহী ছিল, বদর যুদ্ধে মদিনা বাসী মুছলমানগণ কর্ত্তৃক বন্দী হইয়াছিল, আবুওজায়ের বলিল, আমি মোছয়াবের ভ্রাতা, ইহাতে তাঁহারা তাহার বন্ধন উন্মুক্ত করিয়া দেন এবং যত্ন করেন। প্রাতে তাঁহারা হজরত মোছয়াব (রা) কে ইহা অবগত করাইলে, তিনি বলিলেন, ঈমানদারগণ আমার ভ্রাতা ওজায়ের আমার ভ্রাতা নহে, আপনারা উহার বন্ধন দৃঢ় করুন। তৎপরে তাহার মাতা অনেক অর্থ প্রেরণ করে, ইহাতে ওজায়ের

মুক্তি লাভ করে। কাশ্শাফ প্রণেতা বলেন, ওজাএর ওহোদ যুদ্ধে আপন ভ্রাতা কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিল।—তঃ রুহোল-মায়ানি।

কোন কোন বিদ্বান্ বলিয়াছেন, উক্ত আয়ত সমূহ সাধারণ দোজখী ও বেহেশতীদের জন্য কথিত হইয়াছে।—তঃ কবির।

হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি খোদাতায়ালার ভয়ে রোদন করে, সে ব্যক্তি কখনও দোজখে প্রবেশ করিবে না।—ছহিহ তেরমেজি।

হজরত বলিয়াছেন, হে লোক সকল, তোমরা রোদন কর, আর যদি তোমরা সহজে রোদন করিতে না পার, তবে বলপূর্ব্বক ক্রন্দন কর, কেননা দোজখবাসীরা দোজখে এরূপ ক্রন্দন করিবে যে, তাহাদের চক্ষের পানি ঝরণার ন্যায় প্রবাহিত হইবে, তৎপরে চক্ষের পানি শুষ্ক হইয়া গেলে, রক্ত প্রবাহিত হইবে, ইহাতে তাহাদের চক্ষুতে ক্ষত হইয়া যাইবে।—মেশকাত।

হজরত নবী করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তিকে কোন একটি সুন্দরী সৎবংশোদ্ভবা স্ত্রীলোক (ব্যভিচারের জন্য) আহ্বান করে, ইহাতে যদি সে ব্যক্তি বলে, "আমি খোদাতায়ালার ভয় করি।" খোদাতায়ালা এরূপ ব্যক্তিকে কেয়ামতে আর্শের ছায়ায় স্থান প্রদান করিবেন। আর যে ব্যক্তি নির্জ্জনে খোদাতায়ালার জেক্র করিতে (ভীতিবিহ্বল হইয়া পড়ে) ইহাতে তাহার চক্ষের পানি পড়িতে থাকে, খোদাতায়ালা এই ব্যক্তিকেও আর্শের ছায়ায় স্থান দিবেন। ছহিহ বোখারী ও মোছলেম।

খলিফা হারুনোর রশিদ এক সময় তাঁহার সহধর্ম্মিণী জোবায়দা বিবির সহিত বাদানুবাদ করিতে করিতে বলিলেন, আমি ন্যায়-বিচারক খলিফা, ন্যায় বিচারক খলিফা বেহেশতবাসী হইবেন। তৎশ্রবণে জোবায়দা বিবি বলিলেন, আপনি অত্যাচারী, গোনাহগার আপনি বেহেশতবাসী হইবার দাবী করিয়া খোদা-

তায়ালার প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছেন এবং আমি আপনার উপর হারাম হইয়াছি। এই ঘটনার মীমাংসার জন্য তিনি এমাম মোহাম্মদ বেনে হাছান (রঃ) কে আহ্বান করিলেন। তিনি বলিলেন, হে খলিফা, আপনি কোন গোনাহ করিতে গিয়া খোদাতায়ালার ভয়ে অভিভূত হইয়াছিলেন কি? তিনি বলিলেন, অবশ্য হইয়াছিলাম, তখন এমাম মোহাম্মদ (রহঃ) বলিলেন, আমি সাক্ষ্য প্রদান করিতেছি যে, কোরআন শরিফের ছুরা রহমানের আয়ত অনুসারে আপনি বেহেশতের মধ্যে দুইটী উদ্যান পাইবেন।—তঃ রুহোল-বায়ান।

হজরত কেয়ামতের অবস্থা বর্ণনা করিলে, ধর্ম্মদ্রোহীরা বিদ্রূপ ভাবে বলিতে লাগিল, কেয়ামত কোন সময় হইবে? সেই সময় নিম্নোক্ত আয়ত কয়েকটি অবতীর্ণ হইয়াছিল।—তঃ রুহোল বায়ান।

(۴۲) يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسٰهَا (۴۳)

فِيْمَ اَنْتَ مِنْ ذِكْرٰىهَا ۞ (۴۴) اِلٰى رَبِّكَ مُنْتَهٰىهَا ۞

(۴۵) اِنَّمَا اَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَّخْشٰىهَا ۞ (۴۶) كَاَنَّهُمْ

يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوْا اِلَّا عَشِيَّةً اَوْ ضُحٰىهَا ۞

৪২। তাহারা তোমাকে কেয়ামতের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছে যে, কোন সময় উহার সঙ্ঘটন করা হইবে? ৪৩। তুমি (হে মোহাম্মদ), উহার বর্ণনা সম্বন্ধে কিসে আছ? ৪৪। তোমার প্রতিপালকের দিকে উহার সীমা। ৪৫। তুমি কেবল ঐ ব্যক্তির ভয় প্রদর্শক—যে উহার (কেয়ামতের) ভয় করে। ৪৬। যে

দিবস তাহারা উহা দর্শন করিবে, (সে দিবস তাহারা ধারণা (করিবে), যেন তাহারা অপরাহ্নে বা উহার পূর্ব্বাহ্ন ব্যতীত বিলম্ব করে নাই। রু. ২—আ, ২০।

টীকা :—

৪২—৪৪। কোরেশগণ হজরতকে প্রশ্ন করিতেছিল যে, কেয়ামত কোন্ সময়ে উপস্থিত হইবে? হজরত ইহার জন্য খোদাতায়ালার নিকট এতদ্ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন;—সেই সময়ে খোদাতায়ালা সংবাদ দিলেন যে, কেয়ামতের নির্দ্দিষ্ট সময় কেবল খোদাতায়ালাই অবগত আছেন। উহার সম্বন্ধে আপনার জিজ্ঞাসা করার কোনই আবশ্যক নাই, যেহেতু উহা প্রকাশ করিলেও তাহারা বিশ্বাস করিবে না। কোন কোন বিদ্বান্ উহার অর্থে বলিয়াছেন, তাহারা কি বিষয়ে প্রশ্ন করিতেছে? আপনি উহার নিদর্শন স্বরূপ; যেহেতু আপনি শেষ প্রেরিত পুরুষ, আপনার পরে অন্য কোন লোক নবী হইবে না। —তঃ কবির।

৪৫। আপনি ভীতিপ্রদর্শক; কিন্তু আপনার ভীতি প্রদর্শন ঐ ব্যক্তির পক্ষে ফলদায়ক হইবে, যে কেয়ামতের ভয় করে।

৪৬। যে দিবস তাহারা কেয়ামতের মহাসঙ্কট দর্শন করিবে, সেই দিবস তাহারা মনে করিবে যে, তাহারা পৃথিবীতে কেবল দিবসের শেষ দুই প্রহর কিম্বা প্রথম দুই প্রহর, অথবা দিবসের শেষ এক প্রহর বা প্রথম এক প্রহর অবস্থিতি করিয়াছিল।—তঃ কবির ও আজিজি।

টিপ্পনী :—

পরলোকগত বাবু গিরিশচন্দ্র সেন উক্ত ছুরার ১৮।১৯ আয়তের অনুবাদে লিখিয়াছেন;—"অনন্তর বল, পবিত্র হওয়ার দিকে তোমার কি (অভিলাষ) আছে? ১৮।১৯। এবং আমি তোমাকে তোমার প্রতিপালকের দিকে পথ প্রদর্শন করিব, পরে তুমি

ভয় পাইবে।" এই প্রকার অনুবাদ ঠিক হয় নাই, বরং প্রকৃত অনুবাদ এইরূপ হইবে,—অনন্তর বল, "তোমার কি (অভিলাষ) আছে যে, তুমি পবিত্র হইবে এবং আমি তোমাকে তোমার প্রতিপালকের দিকে পথ প্রদর্শন করিব, পরে তুমি ভয় পাইবে? আর ঐ ছুরার ৩৬ আয়তের অনুবাদে লিখিয়াছেন;—"যে দর্শন করিতেছে" এ স্থলে "যে দর্শন করে" হইবে। আরও ৪৫ আয়তে অনুবাদে লিখিয়াছেন;—"যাহারা তাঁহাকে ভয় করে" এ স্থলে তিনি "যাহারা খোদাকে ভয় করে" এই মর্ম্ম প্রকাশ করিতেছেন কিন্তু উহার প্রকৃত মর্ম্ম এইরূপ হইবে;—যাহারা উহার (উক্ত কেয়ামতের) ভয় করে।

আরও ৪৬ আয়তে "প্রাতঃকাল" লিখিয়াছেন, এ স্থলে "উহা প্রাতঃকাল" হইবে।

আরও ৩২।৩৩ আয়তের অনুবাদে লিখিয়াছেন,—এবং গিরি শ্রেণীকে তোমাদের ও তোমাদের গ্রাম্য পশুদিগের লাভের জন্য দৃঢ়বদ্ধ করিয়াছেন। এ স্থলে প্রকৃত অনুবাদ এইরূপ হইবে;— "এবং গিরিশ্রেণীকে দৃঢ়বদ্ধ করিয়াছেন।" ৩২। তোমাদের এবং তোমাদের গ্রাম্য পশুদিগের লাভের জন্য (আমি উপরোক্ত কতক-গুলি বস্তু সৃষ্টি করিয়াছি)।" ৩৩। আরও তিনি ৬।৭ আয়তে টীকায় লিখিয়াছেন, "এক সুরধ্বনি অনুসরণে আর এক সুরধ্বনি হইবে, দুইবার সুরধ্বনি হইলেই মৃত সকল জীবিত হইয়া কবর হইতে বাহির হইবে।" টীকাকারেরা বলিয়াছেন, প্রথম সুরধ্বনি সকলেই মরিয়া যাইবে, দ্বিতীয় সুরধ্বনিতে সকলেই জীবিত হইবে, উভয় সুরধ্বনির মধ্যে ৪০ বৎসরে ব্যবধান হইবে। তাহা হইলে 'দুইবার সুরধ্বনি' স্থলে 'দ্বিতীয়বার সুরধ্বনি হইবে।

মৌলবী আকরাম খাঁ সাহেব ১৮।১৯ আয়তের অনুবাদে লিখিয়াছেন—(১৮) "তদনন্তর (তাহাকে) বল, তুমি কি শুদ্ধচারি

হইতে চাও ?" (১৯) "আর আমি তোমাকে তোমার প্রভুর পানে (পৌঁছিবার পথ) দেখাইয়া দিতেছি, তাহাতে তুমি ভয় করিবা।" ইহার ভাবার্থ ঐরূপ লিখিয়াছেন, কিন্তু উপরোক্ত স্থলে নিম্নোক্ত প্রকার অনুবাদ হওয়া যুক্তিযুক্ত ;—(১৮) তদনন্তর (তাহাকে) বল, তোমার কি (ইচ্ছা) আছে যে, তুমি শুদ্ধাচারী হইবা। (১৯) এবং আমি তোমাকে তোমার প্রতিপালকের দিকে পথ দেখাইব, পরে তুমি ভীত হইবা ?"

ছুরা আ'বাছ (৮০)

(মক্কাতে অবতীর্ণ), ৪২ আয়াত, —১ রুকু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

সর্ব্বপ্রদাতা দয়ালু খোদাতায়ালার নামে (আরম্ভ করিতেছি)।

শানে-নজুল।

এক সময়ে জনাব হজরত নবি করিম (সাঃ) ওৎবা, শায়বা, আবুজেহল, আব্বাছ, ওমাইয়া ও অলিদ প্রভৃতি কোরেশ বংশের অধিনেতাদিগকে ইসলামের দিকে এই আশায় আহ্বান করিতে-ছিলেন যে, তাহাদের ইসলাম গ্রহণে অন্যান্য বহু লোক ইছলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে পারে। সেই সময়ে এবনে-ওম্মে-মকতুম নামক একজন অন্ধ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন,—আপনি আমাকে কোর-আন ও যাহা খোদাতায়ালা আপনাকে শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা শিক্ষা দিন।" এবং তিনি

বারম্বার এইরূপ বলিতেছিলেন, যাহাতে হজরতের কথোপকথনের বাধা হইতেছিল ; ইহাতে হজরত অসন্তুষ্ট হইয়া আপন মুখমণ্ডল মলিন করিয়া ফিরাইয়া লইলেন ; সেই সময় নিম্নোক্ত আয়ত সমূহ অবতীর্ণ হইয়াছিল। এই আয়ত সকল অবতীর্ণ হওয়ার সময়ে হজরতের মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইতেছিল। তৎপরে তিনি এবনে ওম্মে মক্‌তুমের পশ্চাতে ধাবিত হন ; তাহাকে মছজিদে লইয়া নিজের চাদরের উপরে বসিতে স্থান দেন এবং তাঁহাকে সন্তুষ্ট করেন। তৎপরে যে কোন সময়ে তিনি তাঁহার নিকটে আসিতেন, তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণ ও যথাবিহিত সম্মান করিতেন এবং দুইবার মদিনা শরিফে খলিফা পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন ;—তঃ কবির ও হোছায়নি।

(١) عبس و تولّى ۝ (٢) ان جاءه الاعمى ۝

(٣) و ما يدريك لعله يزكى ۝ (٤) او يذكر

فتنفعه الذكرى ۝ (٥) اما من استغنى ۝ (٦) فا

نت له تصدى ۝ (٧) و ما عليك الا يزكى ۝ (٧)

و اما من جاءك يسعى ۝ (٩) و هو يخشى ۝ (١٠)

فانت عنه تلهى ۝

১। তিনি মুখমণ্ডল বিরস করিলেন এবং মুখ ফিরাইলেন। ২। (এই জন্য) যে, একজন অন্ধ তাঁহার নিকট আসিয়াছে। ৩। এবং তুমি কি জান—সম্ভবতঃ সে ব্যক্তি পবিত্র হইবে।

কিম্বা উপদেশ গ্রহণ করিবে। তৎপরে (তোমার) উপদেশ গ্রহণ তাহাকে উপকৃত করিবে। ৫।৬। কিন্তু যে ব্যক্তি নিশ্চিন্ত হইয়াছে, অনন্তর তুমি তাহার জন্য জন্য সচেষ্ট হইতেছ। এবং সে, যে বিশুদ্ধ না হয়, ইহাতে তোমার উপর (কোন দোষ) নাই। ৮—১০। আর কিন্তু যে ব্যক্তি তোমার নিকট ধাবমান অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে, এবং সে ভয় করিতেছে, অনন্তর তুমি তাহা হইতে বিমুখ হইতেছ।

টীকা।

১—২। একজন অন্ধ জনাব হজরত নবি করীমের (ছাঃ) নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহার নাম আবদুল্লাহ, তাঁহার পিতার নাম সোয়ায়বা; সে ব্যক্তি সাধারণতঃ এবনে ওম্মে-মকতুম নামে অভিহিত হইতেন। হজরত কোরেশ বংশের অধিনেতাদিগের নিকট ইছলাম ধর্ম্ম প্রচার করিতেছিলেন। ইনি তাহার এই প্রচার কার্য্যে বাধা দিয়া বলিতে লাগিলেন, আপনি আমাকে কোরআন শিক্ষা দিন। সেই হেতু হজরত আপন মুখমণ্ডল মলিন করিয়া তাঁহার দিক হইতে ফিরাইয়া লইলেন। — তঃ কবির।

৩—৪। খোদাতায়ালা বলিতেছেন, হে নবী সেই অন্ধ আপনার উপদেশ শ্রবণে পাপ কার্য্য-হইতে বিশুদ্ধ হইতে পারে, কিম্বা আপনার উপদেশে উপকৃত হইয়া সৎকার্য্যে সংলিপ্ত হইতে পারে, ইহা ত আপনি অবগত নহেন।—তঃ কবির।

সেই অন্ধের হৃদয় আপনার উপদেশে পবিত্র ও জ্যোতিষ্মান হয়, তৎপরে সে লোকটি সিদ্ধপুরুষ (অলিয়ে কামেল) হয় কিম্বা আপনার উপদেশে লোকটি মহা বিদ্বান হয়, ইহা ত আপনি জ্ঞাত নহেন।—তঃ আজিজি।

আর এইরূপ মর্ম্মও হইতে পারে,—উক্ত ধর্ম্মোদ্রোহী যে আপনার উপদেশ শ্রবণে ধর্ম্মাদ্রোহীতা ত্যাগ করিয়া ইসলাম গ্রহণ

করিবে, বা আপনার উপদেশে উপকৃত হইয়া সত্য পথে ধাবিত হইবে, আপনি ত জানেন না।—তঃ কবির।

৫—৭। যে আবুজেহল প্রভৃতি খোদাতায়ালা বা ঈমান হইতে বিমুখ হইয়াছে, এবং আপনি তাহাদিগকে উপদেশ দানে রত হইয়াছেন, যদি তাহারা ইসলাম গ্রহণ না করে, আপনার কোনই ক্ষতি হইবে না। আপনার কার্য্য কেবল সংবাদ পৌঁছাইয়া দেওয়া।—তঃ কবির।

৮—১০। যে অন্ধ লোকটি খোদাতায়ালার ভয়ে ভীত, ধর্ম্ম-দ্রোহীদের অত্যাচারে আশঙ্কাযুক্ত, পথিমধ্যে পদস্খলিত হইবার সন্দেহে ত্রাসিত এবং সৎপথ প্রাপ্তির জন্য আপনার দিকে ধাবিত, আপনি তাহাকে উপদেশ দানে কুণ্ঠিত হইতেছেন।—তঃ কবীর।

টিপ্পনী—

গোল্ডসেক সাহেব লিখিয়াছেন, এই আয়তে ও ইহার পরবর্ত্তী আয়ত সমূহে মহম্মদ সাহেবের একটি গুরুতর দোষের উল্লেখ হইতেছে। একদিন মহম্মদ সাহেব কোরেশদের কয়েকজন সম্ভ্রান্ত লোকের সহিত আলাপ করিতেছিলেন, এমন সময়ে এক অন্ধ ব্যক্তি তাঁহার নিকট কিছু শিক্ষা করিতে চাহিলেন, ইহাতে তিনি অবহেলা করিয়া ভ্রূকুটি প্রদর্শন পূর্ব্বক মুখ ফিরাইলেন, এই অন্যায় ব্যবহারের কথা এই আয়তে উল্লিখিত হইয়াছে। তদুত্তরে আমরা বলি,

এমাম রাজী লিখিয়াছেন, "কেহ যেন মনে না করেন যে, হজরত নবী করীম (ছাঃ) এই ঘটনায় অন্যায় কার্য্য করিয়াছিলেন। কারণ এবনে-ওম্মে-মকতুম মুসলমান থাকা সত্ত্বেও কোরআন শিক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন; সুতরাং ইনি কিছু বিলম্বে শিক্ষা পাইলেও কোন ক্ষতি হইত না। অথচ আবুজেহল, শায়বা, অলীদ ও ওৎবা কাফের ছিল, হজরতের উপদেশে তাহাদের ইসলামে দীক্ষিত

হইবার সম্ভাবনা ছিল, এস্থলে বিলম্ব করিলে ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা থাকায়, হজরত অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার কোন দোষ হইতে পারে না, বরং তাঁহার উপদেশ দানে বাধা দেওয়ায় এবনে ওম্মে-মক্তুমেরই দোষ হইয়াছে।

দ্বিতীয়—যদিও এবনে-ওম্মে-মকতুম অন্ধ ছিলেন, তথাচ তিনি কাফেরদিগের সহিত হজরতের কথোপকথন শ্রবণ করিতেছিলেন এবং তাহাদিগকে ইসলামে দীক্ষিত করিতে হজরতের বিশেষরূপে চেষ্টান্বিত হওয়া জানিতে পারিয়াছিলেন। ইহা সত্ত্বেও হজরতের এই মহাকার্য্যে বাধা দেওয়া, এবনে-ওম্মে-মকতুমের দোষ হইয়াছে, ইহাতে হজরতের কোন দোষ হইতে পারে না।

তৃতীয়—খোদাতায়ালা কোরআন শরীফে সাধারণ লোকের পক্ষে আবরণের অন্তরালে (অসময়ে) হজরতকে ডাকিতে নিষেধ করিয়াছেন; অনুযায়ী উক্ত ঘটনায় এবনে ওম্মে–মকতুমের পক্ষে হজরতের সহিত এরূপ অপ্রাসাঙ্গিক ভাবে কথা বলা অন্যায় হইয়াছিল, সুতরাং এরূপ অপ্রাসাঙ্গিক কথায় হজরতের অসন্তুষ্ট হওয়াতে কোন দোষ হইতে পারে না

চতুর্থ–তিনি ছাহাবাগণকে নীতি ও সভ্যতা শিক্ষা দিতে আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; এ ক্ষেত্রে হজরতের পক্ষে ম্লান মুখ করিয়া একজনকে শিক্ষা দেওয়ার কর্ত্তব্য কার্য্যই করা হইয়াছে। ইহাতে তাঁহার কোন দোষ হইতে পারে না। তবে হজরতের এরূপ কার্য্যে সাধারণ লোকের এরূপ অন্যায় ধারণা হইতে পারিত যে, তিনি মহৎ ধনাঢ্য লোকদিগের প্রতিবেশী আগ্রহ ও অনুগ্রহ প্রকাশ করেন এবং দরিদ্রদের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেন। এই ধারণা দূরীভূত করণেচ্ছায় উপদেশ স্বরূপ খোদাতায়ালা উক্ত কয়েকটি আয়ত অবতারণ করেন। তঃ কবীর।

উপরোক্ত ঘটনায় কয়েকটি শিক্ষা আছে ঃ—

প্রথম, এই যে, হজরত নবী করীম (ছাঃ) কোন কোন সময়ে কেয়াছ করিয়া কার্য্য করিতেন।

দ্বিতীয়, মালিকের পক্ষে স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিকে মধ্যে মধ্যে সদুপদেশ দান করা কর্ত্তব্য।

তৃতীয়, কোন লোক দৃশ্যতঃ জঘন্য বোধ হইলেও, তাহার প্রতি অবজ্ঞার ভাব প্রকাশ করা উচিত নহে।

চতুর্থ, প্রত্যেককে এমন কি দরিদ্র বা অন্ধ হইলেও শিক্ষার চেষ্টা করা একান্ত আবশ্যক।

পঞ্চম, শিক্ষক ও পীরের পক্ষে শিষ্য ও মুরিদের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ করা আবশ্যক।

ষষ্ঠ, শিক্ষক ও দীক্ষাগুরুর পক্ষে দরিদ্র ও মহৎ শিষ্যদের মধ্যে প্রভেদ না করা উচিত।

সপ্তম, যদি মহতের কোন কার্য্যে দুর্ব্বলের হৃদয়ে আঘাত লাগে, তবে দুর্ব্বলকে সন্তুষ্ট করা ও তাহার পদ বৃদ্ধি করা শ্রেয়ঃ।

অষ্টম, আপন আত্মীয় স্বজন ধর্ম্মদ্রোহী হইলে, তাহাদের সংশ্রব ত্যাগ করিয়া অন্য ধার্ম্মিক লোকের সঙ্গ লাভ করা উচিত। তঃ আজিজি।

(١١) كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ۝ (١٢) فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ ۝

(١٣) فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ ۝ (١٤) مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ ۝

(١٥) بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ۝ (١٦) كِرَامٍ بَرَرَةٍ ۝

১১। আর এরূপ করিবেন, নিশ্চয় ইহা (কোরআনের আয়ত সকল) উপদেশ। ১২। অনন্তর যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে

উহা পাঠ করুক। ১৩।১৪। (উহা) সম্মানিত, সমুন্নত, পবিত্র পুস্তিকা সমূহে (লিখিত)। ১৫—১৬। গৌরবান্বিত সাধু লিপিকরদিগের হস্ত সমূহে (সমর্পিত)।

টীকা :—

১১—১২। খোদাতায়ালা বলিতেছেন, "হে প্রেরিত পুরুষ, আপনি ইহার পর দরিদ্রদিগকে কোরআন শরিফ শিক্ষা দিতে বিলম্ব করিবেন না।" বাসরা নিবাসী এমাম হাছান (রাঃ) বলিয়াছেন যে, যে সময়ে হজরত জিবরাইল (আঃ) প্রথমোক্ত আয়তসমূহ পাঠ করিতেছিলেন, সেই সময়ে হজরতের মুখমণ্ডল ত্রাসে বিবর্ণ হইতেছিল, তৎপরে যে সময়ে এই আয়ত অবতীর্ণ হইল ;—"আপনি আর এরূপ করিবেন না।" সেই সময়ে তাঁহার ত্রাস বিদূরিত হইয়া গেল। তঃ কবির॥

কোরআন শরিফ উপদেশ প্রদাতা ; ইহা পাঠে খোদার নাম, গুণাবলী, ক্রিয়াকলাপ ও হুকুম ইত্যাদির বিষয় স্মরণ হয় এবং মায়ারেফাত, এবাদত, প্রেম, ভয় ও আশা ইত্যাদির পথ প্রসারিত হয়। যে ব্যক্তি ভক্তি সহকারে ইচ্ছা করে, উহা পাঠ করুক।—তঃ আজিজ।

১৩—১৬। উক্ত কোরআন এরূপ পুস্তিকাসমূহে লিখিত হইয়াছে, যাহা খোদাতায়ালার নিকট সম্মানিত ; যাহা সপ্তম আকাশে সমুন্নত ছিল, যাহা পবিত্র ফেরেশ্‌তাগণ ব্যতীত কোন শয়তান স্পর্শ করিতে পারে না এবং যাহা উক্ত ফেরেশ্‌তা-দিগের হস্তে সমর্পিত হইয়াছে, যাহারা উহা সুরক্ষিত প্রস্তর ফলক (লওহো মহফুজ) হইতে উদ্ধৃত করিয়া প্রথম আকাশে আনয়ন করিয়াছেন, (কিম্বা যাহারা খোদাতায়ালা ও তাহার প্রেরিত পুরুষদের মধ্যে দুত রূপে নিয়োজিত আছেন), যাহারা খোদাতায়ালার নিকট গৌরবান্বিত এবং যাহারা অতি সাধু বা

তাঁহার একান্ত আজ্ঞাবহ। আয়ত কয়েকটির নিম্নোক্ত প্রকার মর্ম্ম হইতে পারে ;—উক্ত আয়ত সমূহের মর্ম্ম প্রাচীন প্রেরিত পুরুষদিগের পবিত্র, সম্মানিত ও সমুন্নত ধর্ম্মপুস্তক সমূহে নিহিত আছে এবং উহা শেষ প্রেরিত পুরুষের সাধু, মহৎ লেখক ছাহাবাগণ কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছে।"

এমাম রাজি।

এমাম রাজি বলেন, খোদাতায়ালা এস্থলে প্রকাশ করিতেছেন যে, কোরআন শরিফ এরূপ পবিত্র, সম্মানিত ও সমুন্নত যে যদি ধর্ম্মদ্রোহিরা উহা অমান্য করে, তবে তাহাতে আপনার কি ক্ষতি হইবে? ইহাতে আপনি দুঃখিত হইবেন না এবং দরিদ্র বিশ্বাসীদিগকে উপদেশ দানে কুণ্ঠিত হইবেন না।—তঃ কবির।

(١٧) قُتِلَ الْاِنْسَانُ مَا اَكْفَرَهٗ ۝ (١٨) مِنْ اَيِّ

شَيْءٍ خَلَقَهٗ ۝ (١٩) مِنْ نُطْفَةٍ ط خَلَقَهٗ فَقَدَّرَهٗ ۝

(٢٠) ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَّرَهٗ ۝ (٢١) ثُمَّ اَمَاتَهٗ فَاَقْبَرَهٗ ۝

(٢٢) ثُمَّ اِذَا شَاءَ اَنْشَرَهٗ ۝

১৭। মনুষ্য নিহত হউক, সে কত বড় অকৃতজ্ঞ। ১৮। তিনি (খোদা) তাহাকে কোন্ বস্তু হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন? ১৯। বীর্য্য হইতে; তিনি তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তৎপরে তাহাকে নিয়মের অধীন করিয়াছেন। ২০। তৎপরে পথ তাহার পক্ষে সহজ করিয়াছেন। ২১। তাহার জীবন-বায়ু বাহির করিয়া লইলেন, অনন্তর তাহাকে গোর দিতে আদেশ করিলেন। ২২। তৎপরে যখন ইচ্ছা করেন, তাহাকে জীবিত করিবেন।

টীকা :—

কতিপয় টীকাকার বলেন, উক্ত আয়ত সকল আবু-লাহাবের পুত্র অকৃতজ্ঞ ওতবার সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছিল। অন্য একদল বলেন, "হজরত যাহার সহিত কথোপকথন করিতে গিয়া এবনে-ওম্মে মকতুমের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তাহার জন্যই উহা অবতীর্ণ হইয়াছে।" আর এক দল বলেন, "যে ধনাঢ্য ব্যক্তি দরিদ্রের প্রতি অবজ্ঞা ভাব প্রকাশ করে, তাহার জন্যই উক্ত আয়ত সকল অবতীর্ণ হইয়াছে।" মহাত্মা এমাম রাজি শেষোক্ত মতই সমর্থন করিয়াছেন।—তঃ আজিজি।

১৭। ওৎবা কিম্বা অহঙ্কারী ব্যক্তি বিধ্বস্ত হউক, যেহেতু সে ধনসম্পত্তির লোভে খোদাতায়ালার অসীম দান পাইয়াও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিল না।—তঃ আজিজি।

১৮—১৯। এই আয়তে খোদাতায়ালা মনুষ্যের তিনটি অবস্থার কথা প্রকাশ করিয়াছেন,—খোদাতায়ালা বলিতেছেন, আমি তাহাকে এক বিন্দু অস্পৃশ্য (অপবিত্র নাপাক) পানি হইতে সৃষ্টি করিয়াছি। নিয়মিতরূপে বীর্য্য হইতে রক্ত, রক্ত হইতে মাংস, অস্থি তৎপরে হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, রসনা ইত্যাদি সৃষ্টি করিয়াছি, এবং তাহার জীবিকা ও আয়ু ইত্যাদি নির্দ্ধারিত করিয়াছি। ইহা মনুষ্যের প্রথম অবস্থা।—তঃ আজিজি।

২০। এই আয়তের তিন প্রকার মর্ম্ম হইতে পারে, প্রথম খোদাতায়ালা সন্তানের প্রসবের পথ সহজ করিয়াছেন, কারণ মাতৃগর্ভে সন্তানের মস্তক জননীর মস্তকের দিকে এবং তাহার পা জননীর পায়ের দিকে থাকে; তৎপরে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে খোদাতায়ালার হুকুমে সন্তান নিজের মস্তক মাতার পায়ের দিকে ও নিজের পা মাতার মস্তকের দিকে ফিরাইয়া থাকে। ইহাতে সন্তান উক্ত সঙ্কীর্ণ স্থান হইতে সহজে বহির্গত হইতে পারে।

দ্বিতীয়, মনুষ্যকে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত জগতের হিতাহিত বুঝিবার পথ সহজ করেন। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর খোদা-তায়ালার হুকুমে রোদন করিয়া নিজের ক্ষুধা পিপাসার অবস্থা অবগত করাইয়া থাকে। তৎপরে খোদাতায়ালার শিক্ষায় মাতৃস্তন হইতে দুগ্ধ পান করিবার নিয়ম অবগত হয়। তৎপরে আজীবন ভাল মন্দ বুঝিতে শিক্ষা পায়।

তৃতীয়—খোদাতায়ালা তাহাকে সত্য, অসত্য ও সদসৎ বুঝিবার জ্ঞান প্রদান করেন, তৎপরে ধর্ম্মপুস্তক ও প্রেরিত পুরুষ প্রেরণ করিয়া মুক্তির পথ সহজ করিয়া দেন। ইহা মানুষের দ্বিতীয় অবস্থা।—তঃ কবির।

২১। তৎপরে খোদাতায়ালার হুকুমে মানবের মৃত্যু হইলে তিনিই তাহার গোর দিবার নিয়ম শিক্ষা দিয়াছেন। যে সময় হজরত আদম (আঃ) এর পুত্র কাবিল তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র হাবিলের প্রাণবধ করে, তখন মৃতের সংকার কিরূপে করিতে হইবে, তাহা স্থির করিতে না পারায়, কাবিল তাহাকে একটি চাদের আবৃত করিয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে বহন করিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। ইহাতে কাবিল নিরতিশয় ক্লান্ত হইয়া এক প্রান্তরে ক্ষুণ্ণ মনে উপবেশন করিয়াছিল; হঠাৎ দুইটি কাক পক্ষী তাহার নিকট আবির্ভূত হইয়া একে অন্যটিকে নিহত করিল। তৎপরে স্বীয় চঞ্চু দ্বারা মৃত্তিকা খনন করিয়া মৃতটীকে উহাতে প্রোথিত করিল ও তদুপরি কতকটা মৃত্তিকা দিয়া আচ্ছাদিত করিয়া রাখিল। কাবিল ইহা দর্শন করিয়া হাবিলকে তদনুরূপ গোরে প্রোথিত করিল। ইহা খোদাতায়ালার শিক্ষা ছিল।

যে সময় হজরত আদম (আঃ) ইহলোক ত্যাগ করেন, সেই সময়ে ফেরেশতাগণ অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার সন্তানগণকে গোছল, কাফন ও দফন করিবার নিয়ম শিক্ষা দেন; ইহাও খোদাতায়ালার শিক্ষা

খোদাতায়ালা মনুষ্যকে গোর দিতে হুকুম করিয়াছেন, ইহার কয়েকটি কারণ আছে ;—

প্রথম এই যে, যদি মনুষ্যকে গোরে প্রোথিত না করিয়া ভূমির উপর নিক্ষেপ করা হইত, তবে উহার দুর্গন্ধে মানুষের মস্তিষ্ক কলুষিত হইয়া যাইত ; মানুষ উহার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিত, উহার অপবাদ করিত, হিংস্র জীব উহাকে ছিন্ন বিছিন্ন করিয়া ভক্ষণ করিত, তাহাতে উহার মহা অপযশ হইত ; উহার গুপ্তাঙ্গ ও দোষ সকল লোকসমক্ষে প্রকাশ হইয়া পড়িত এবং লোকের নিকট উহা জঘন্য প্রতীয়মান হইত ; এই হেতু গোর দিবার হুকুম হইয়াছে।

দ্বিতীয়, ভূমি গচ্ছিত বস্তুকে রক্ষা করে ; অগ্নি উহা ধ্বংস করে সেই কারণে মানব স্বর্ণ রৌপ্য প্রভৃতি ভূমি গর্ভে প্রোথিত করে এবং কোন বস্তু ধ্বংস করিতে ইচ্ছা করিলে উহা অগ্নিতে নিক্ষেপ করে। এক্ষেত্রে মৃতকে দগ্ধীভূত করা অপেক্ষা গচ্ছিত স্বরূপ ভূগর্ভে প্রোথিত করাই উত্তম।

তৃতীয়, লোক অতি কদর্যঃ বস্তুকেই অগ্নিতে দগ্ধীভূত করে ; সুতরাং মৃতকে দগ্ধীভূত করিলে, উহার মর্য্যাদা নষ্ট করা হয়, কাজেই উহা গোরে প্রোথিত করা উত্তম।

চতুর্থ,—মৃতকে গোরে প্রোথিত করিলে, উহার দুর্গন্ধ প্রকাশ পায় না এবং উহার লজ্জা-স্থান লোকের অগোচর থাকে, কিন্তু অগ্নিতে দগ্ধীভূত করিলে উহার দুর্গন্ধে লোকের কষ্ট হয় এবং উহার গুপ্তাঙ্গ সমূহ প্রকাশিত হইয়া পড়ে।

পঞ্চম,—মানুষের উৎপত্তি মৃত্তিকা হইতে এবং জেন ও দৈত্যের উৎপত্তি অগ্নি হইতে হইয়াছে। কাজেই মনুষ্যকে তাহার উৎপত্তির নিদান মৃত্তিকায় অর্পন করা আবশ্যক।

ষষ্ঠ,—মনুষ্যকে দগ্ধীভূত করিলে, তাহার সূক্ষ্ম আত্মা বায়ু-অগ্নিতে মিশ্রিত হইয়া জেন ও দৈত্যদের ভাবাপন্ন হইয়া যায়,

সেই হেতু এইরূপ লোক দৈত্য ও শয়তানের ন্যায় মানুষকে কষ্ট দিতে থাকে।

সপ্তম,—মানুষের আত্মা পিতার তুল্য, তাহার দেহ পুত্রের তুল্য এবং ভূমি মাতার তুল্য। মৃত্তিকা হইতে দেহের উৎপত্তি, উহার খাদ্য, ঔষধ ও পরিচ্ছদের উৎপত্তি এবং মৃত্তিকা উহার বাসস্থান, সেই হেতু ভূমিকে মাতা বলা হইয়াছে। অগ্নি পাচিকার তুল্য, কেননা কেবল মানুষের খাদ্যসামগ্রী উহা দ্বারা রন্ধন করা হয়। যদি কেহ বিদেশে গমন করিতে ইচ্ছা করে, তবে পুত্রকে পাচিকার নিকট অর্পণ না করিয়া মাতার নিকটেই অর্পণ করিয়া যায়। এক্ষেত্রে মৃত্যুকালে আত্মা যে সময় পরলোক (বিদেশে) গমন করিতে ইচ্ছা করে, সেই সময় আপন পুত্র স্বরূপ দেহকে উহার মাতৃতুল্য ভূমিগর্ভে অর্পণ করাই উহার কর্ত্তব্য। পাচিকাতুল্য অগ্নিতে নিক্ষেপ করা কখনও যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না।—তঃ আজিজি।

মানব গোরের মধ্যে বহুকাল অবস্থান করিবে, তৎপরে খোদাতায়ালা কেয়ামতের সময় তাহাকে পুনর্জ্জীবিত করিবেন এবং তৎকৃত সদসৎ কার্য্যের বিচার করিয়া তাহার প্রতিফল দিবেন ইহা মানুষের শেষ অবস্থা। এমাম রাজি বলেন, খোদাতায়ালা বলিতেছেন, "আমি যে মনুষ্যকে অপরূপ অস্পৃশ্য পদার্থ হইতে উৎপন্ন করিয়া এত সুখ-সম্পদ প্রদান করিয়াছি, সেই মানব কিরূপ আত্মগরিমায় উন্মত্ত হইয়া দরিদ্র বিশ্ববাসীদিগের প্রতি গর্ব্ব প্রদর্শন করে এবং আপন প্রভুর অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে?" এইরূপ লোকের অস্তিত্ব লোপ হওয়া সঙ্গত।—তঃ কবির।

(٢٣) كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ ۝ (٢٤) فَلْيَنْظُرِ

الْإِنْسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ ۝ (٢٥) أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ۝

(২৬) ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ۝ (২৭) فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ۝

(২৮) وَّ عِنَبًا وَّ قَضْبًا ۝ (২৯) وَّ زَيْتُونًا وَّ نَخْلًا ۝

(৩০) وَّ حَدَائِقَ غُلْبًا ۝ (৩১) وَّ فَاكِهَةً وَّ أَبًّا ۝

(৩২) مَّتَاعًا لَّكُمْ وَ لِأَنْعَامِكُمْ ۝

২৩। নহে না, তিনি যাহা তাহাকে আদেশ করিয়াছেন, সে ব্যক্তি কখনও তাহা সমাপ্ত করে নাই। ২৪। অনন্তর মানব যেন নিজের খাদ্য দ্রব্যের দিকে লক্ষ্য করে। ২৫। নিশ্চয় আমি বিশেষরূপে বারিপাত করিয়াছি। ২৬। তৎপরে আমি বিশেষরূপে ভূমিকে বিদীর্ণ করিয়াছি। ২৭—৩২। তৎপরে আমি উহাতে শস্য, দ্রাক্ষা, সব্জী, জয়তুন, খোরমা, বৃক্ষ ও ঘন তরু রাজিতে পরিবেষ্টিত উদ্যান সকল এবং ফল তৃণ উৎপাদন করিয়াছি। তোমাদের চতুষ্পদ জন্তু সকলের হিতার্থে—(আমি উক্ত বস্তু সকল সৃষ্টি করিয়াছি):—

টীকা :—

২৩—৩২। যদি কেহ ধারণা করে যে, খোদাতায়ালা যেরূপ আমাদিগকে ইহজগতে নানারূপ ধন-সম্পত্তি, সুখ-শান্তি দান করিয়াছেন, সেইরূপ তিনি পরজগতে উক্ত প্রকার সুখ-শান্তিতে রাখিবেন, কেননা সম্মানিত ব্যক্তিকে অপদস্থ করা ন্যায়নীতির বিরুদ্ধ কার্য্য। খোদাতায়ালা তদুত্তরে বলিতেছেন, তাহারা যেন এরূপ ধারণার বশবর্ত্তী না হয়, কেননা তিনি তাহাদের প্রতি যে সমস্ত আদেশ করিয়াছিলেন, তাহারা সমুদয় পালন করিতে কখনও যত্নবান হয় নাই, সুতরাং তাহাদিগকে এই বিরুদ্ধাচরণের জন্য

অবশেষে যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। সম্মানিত বস্তুকে অপদস্থ করা অন্যায়, ইহা অমূলক কথা, মনুষ্যের খাদ্যের দিকে লক্ষ্য করিলে এই কথা সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে। খোদাতায়ালা মনুষ্যের খাদ্য উৎপাদন করিবার জন্য বারি বর্ষণ করেন ও ভূমি বিদারণ করেন, তৎপর উহাতে ফল শস্য উৎপাদন করেন; অনন্তর এত যত্ন সহকারে প্রতিপালন করিবার পরে উহাকে অপবিত্র বিষ্ঠায় পরিণত করেন। এইরূপ সম্মানিত মনুষ্য জাতি কার্য্যদোষে দোজখের জঘন্য কীটরূপে পরিণত হইবে।—তঃ আজিজি।

এমাম রাজি লিখিয়াছেন, খোদাতায়ালা উপরোক্ত বস্তুগুলির কথা উল্লেখ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন যে, যে খোদাতায়ালা উপরোক্ত বস্তুগুলি সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি অদ্বিতীয়; কেয়ামতে মনুষ্যকে পুনর্জ্জীবিত করিতে সক্ষম এবং যে খোদাতায়ালা মনুষ্যের প্রতি অজস্র নিয়ামত দান করিয়াছেন, তাঁহার অবাধ্য হওয়া কাহারও উচিত নহে এবং আপন সমশ্রেণীর উপর অবজ্ঞা ও অহঙ্কার করা উচিত নহে।—তঃ কবির।

এক্ষণে খোদাতায়ালা কেয়ামতের অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন;—

[৩৩] فَاِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ ۝ [৩৪] يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ ۝ [৩৫] وَاُمِّهٖ وَاَبِيْهِ ۝ [৩৬] وَصَاحِبَتِهٖ وَبَنِيْهِ ۝ [৩৭] لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَاْنٌ يُّغْنِيْهِ ۝

৩৩। অনন্তর যে সময়ে ভীষণ শব্দ উপস্থিত হইবে
৩৪—৩৬। যে দিবস মানুষ আপন ভ্রাতা ও আপন মাতা ও আপন

পিতা ও আপন স্ত্রী এবং আপন পুত্র সকল হইতে পলায়ন করিবে। ৩৭। সেই দিবস তাহাদের প্রত্যেক ব্যক্তির এরূপ এক অবস্থা হইবে যে, তাহাকে (অন্যের চিন্তা হইতে) উদাসীন রাখিবে।

টীকা ;—

৩৩—৩৬। হজরত ইস্রাফিল (আঃ) কেয়ামতের দিবসে দ্বিতীয় বার ছুরে ফুৎকার করিলে, আত্মীয় স্বজনেরা একে অন্য হইতে পলায়ন করিবে, এই পলায়নের তিনটি কারণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে ; প্রথম একে অন্যের নিকট অধিকারের দাবী করিবে ; ভাই, ভাইকে বলিবে, তুমি আপন অর্থদ্বারা আমার সাহায্য কর নাই। পিতামাতা পুত্রকে বলিবে, তুমি আমাদের সেবা ভক্তি করিতে ত্রুটি করিয়াছিলে। স্ত্রী স্বামীকে বলিবে, তুমি আমাকে হারাম খাওয়াইয়াছিলে এবং আমার হক নষ্ট করিয়াছিলে। পুত্র পিতাকে বলিবে, তুমি আমাকে ধর্ম্মবিদ্যা শিক্ষা প্রদান ও সৎপথ প্রদর্শন কর নাই। এইরূপ দাবীর ভয়ে একে অন্য হইতে পলায়ন করিবে। প্রথমেই কাবিল হাবিল হইতে পলায়ন করিবে। ঋণগ্রস্থ ব্যক্তি আপন ঋণদাতা হইতে পলায়ন করিবে।

দ্বিতীয়—অসৎ লোকেরা সাধু লোকদিগের নিকট সাহায্য ও সুপারেশ প্রার্থনা করিবে। কিন্তু সকলেই নিজের ভয়ে আত্মহারা হইয়া কেহ কাহারও সাহায্য করিতে সাহস করিবে না ; এই হেতু একে অন্য হইতে পলায়ন করিবে। হজরত এবরাহিম (আঃ) আপন পিতা মাতা হইতে হজরত নুহ (আঃ) আপনার স্ত্রী ও পুত্র হইতে এবং হজরত লুত (আঃ) আপন স্ত্রী হইতে লুক্কায়িত থাকিতে চেষ্টা করিবেন।

তৃতীয়,—লোকে আত্মীয় স্বজনের অশেষ যন্ত্রণা দর্শন করতঃ সহ্য করিতে না পারিয়া তাহাদের নিকট হইতে পলায়ন করিবে।—তঃ কবির ও আজিজি।

৩৭। প্রত্যেক ব্যক্তি কেয়ামতের ভীষণ ভাব দর্শন করতঃ চিন্তা-সাগরে নিমগ্ন হইয়া থাকিবে, কেহ অন্যের অবস্থা তদন্ত করিতে সক্ষম হইবে না।—তঃ কবির।

কোরআন ও হাদিছে বর্ণিত আছে, "খোদাতায়ালার একদল বন্ধু (অলি) কেয়ামতের ভয়ে ভীত হইবেন না; তাঁহারা জ্যোতির আসনে সমাসীন হইবেন।" অবশ্য খোদাতায়ালার প্রেমে উন্মত্ত থাকিবেন। পয়গম্বরগণ নিজেদের আত্মার উদ্ধার কামনা করিবেন, কিন্তু খোদাতায়ালার হুকুম হইলে, তাঁহারা অনুগত বিশ্বাসিদিগের জন্য সুপারেশ করিতেও পারিবেন। উপরোক্ত স্থলে সাধারণ লোকের অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে।—বঙ্গানুবাদক।

(৩৮) وُجُوهٌ يَّوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ۙ (৩৯) ضَاحِكَةٌ

مُّسْتَبْشِرَةٌ ۚ (৪০) وَوُجُوهٌ يَّوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ۙ

(৪১) تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ۗ (৪২) اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ۧ

৩৮—৩৯। সে দিবস কতকগুলি আনন দীপ্তিমান, সহাস্য ও প্রফুল্ল হইবে। ৪০। আর সে দিবস কতকগুলি আনন হইবে যাহার উপর ধুলি (মালিন্য) প্রকাশিত হইবে। ৪১। উহাকে কালিমা আচ্ছন্ন করিবে। ৪২। ইহারাই সেই ধর্ম্মদ্রোহী দুর্বৃত্ত

টীকা

৩৮—৪২। কেয়ামতের দিবস দুই শ্রেণীর লোক হইবে, প্রথম সৎলোক, ইহাদের মুখমণ্ডল রাত্রিতে তাহাজ্জোদ পড়ার জন্য অজু করিবার জন্য এবং জেহাদ করিবার জন্য উ[illegible] হইবে

হিসাব হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য সহাস্য হইবে এবং পরজগতের উচ্চ সম্মান ও খোদার সন্তোষ লাভ হওয়ার জন্য সহাস্য হইবে। তঃ কবির।

দ্বিতীয়,—ধর্মদ্রোহী ও দুর্বৃত্ত ; গোনাহ ও ধর্মদ্রোহিতার জন্য তাহাদের মুখমণ্ডল বিবর্ণ ও কালিমাময় হইবে। তঃ আজিজি।

টিপ্পনী :—

পরলোকগত বাবু গিরিশচন্দ্র সেন মহাশয় উক্ত সুরার চতুর্থ আয়তের অনুবাদে লিখিয়াছেন ; "উপদেশ গ্রহণ করিতেছে * * উপকৃত করিতেছে কিন্তু এস্থলে প্রকৃত অনুবাদ এইরূপ হইবে ; যথা "উপদেশ গ্রহণ করিবে * * উপকৃত হইবেন।

আরও ১২ ১৬ আয়তের অনুবাদে লিখিয়াছেন ;—"পরে যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে, সে সাধু মহাত্মা লেখকদিগের হস্তে (লিখিত) যে শুদ্ধ, উন্নত, সম্মানিত পুস্তিকাপুঞ্জ—তাহা আবৃত্তি করুক।" এই অনুবাদ ঠিক হয় নাই ; প্রকৃত অনুবাদ এইরূপ হইবে,—অনন্তর যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে, উহা (আয়তসমূহ) আবৃত্তি করুক। ১৩—১৪। (যাহা) সম্মানিত, সমুন্নত, পবিত্র পুস্তিকাপুঞ্জে (লিখিত)।" ১৫—১৬। মহাত্মা সাধু লেখকদিগের হস্তে (সমর্পিত)।

তিনি ১৭ আয়তের অনুবাদে লিখিয়াছেন,—"কিসে তাঁহাকে বিদ্রোহী করিল ? এস্থলে "সে কত বড় অকৃতজ্ঞ।" অনুবাদ করিলে খুব সরল হইত।

আরও ২১ আয়তের অনুবাদে লিখিয়াছেন,—"অবশেষে তাহাকে কবরে স্থাপিত করিলেন।" এস্থলে প্রকৃত অনুবাদ এইরূপ হইবে ;—অবশেষে তাহাকে কবরে স্থাপন করিবার আদেশ করিলেন।"—আরও ২২ আয়তের অনুবাদে লিখিয়াছেন ;—যখন ইচ্ছা করিলেন, তাহাকে বাঁচাইলেন। এস্থলে প্রকৃত

অনুবাদ এইরূপ হইবে,—যখন ইচ্ছা করেন তাহাকে জীবিত করিবেন।"

আরও ২৩ আয়তের অনুবাদে লিখিয়াছেন ;—সে তাহা সম্পাদন করে না।" এস্থলে প্রকৃত অনুবাদ এইরূপ হইবে ;— "সে তাহা কখনও সম্পাদন করে নাই।"

আরও ২৬ আয়তের অনুবাদে 'ক্ষেত্র' স্থলে 'ভূমি' লিখিলে ভাল হইত।

আরও ৩৪ আয়তে 'সেই দিবস' স্থলে 'যে দিবস' হইবে এবং ৩৬ আয়তে 'পুত্র' স্থলে 'পুত্রগণ' হইবে।

সুরা—তক্‌ভীর (৮১)।

মক্কাতে অবতীর্ণ, ২৯ আয়ত, ১ রুকু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞

সর্ব্বপ্রদাতা দয়ালু খোদাতায়ালার নামে (আরম্ভ করিতেছি)।

হজরত বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি স্বচক্ষে কেয়ামত দেখিতে ইচ্ছা করে, তাহাকে সুরা তক্‌ভীর পাঠ করা আবশ্যক।" হজরত আবুবকর (রাঃ) হজরত নবী করিম (সাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আপনি এত সত্বর কি জন্য দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছেন? তিনি তদুত্তরে বলিলেন, "হুদ, আকেয়া, মোরছালাত, নাবা ও তক্‌ভীর এই পাঁচটি সুরা আমাকে দুর্ব্বল করিয়াছে।" তঃ আজিজ।

(١) اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۙص (٢) وَاِذَا النُّجُوْمُ انْكَدَرَتْ ۙص (٣) وَاِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ۙص (٤) وَاِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ۙص (٥) وَاِذَا الْوُحُوْشُ حُشِرَتْ ۙص (٦) وَاِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ۙص (٧) وَاِذَا النُّفُوْسُ زُوِّجَتْ ۙص (٨) وَاِذَا الْمَوْءٗدَةُ سُئِلَتْ ۙ (٩) بِاَيِّ ذَنْۢبٍ قُتِلَتْ ۚ (١٠) وَاِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ۙص (١١) وَاِذَا السَّمَآءُ كُشِطَتْ ص (١٢) وَاِذَا الْجَحِيْمُ سُعِّرَتْ ۙص (١٣) وَاِذَا الْجَنَّةُ اُزْلِفَتْ ۙص (١٤) عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّآ اَحْضَرَتْ ؕ

১। যে সময়ে সূর্য্যকে সঙ্কুচিত করা হইবে। ২। ও যে সময়ে নক্ষত্র সকল মলিন হইবে। ৩। ও যে সময়ে পর্ব্বত সকলকে পরিচালিত করা হইবে। ৪। ও যে সময়ে আসন্ন প্রসবা উষ্ট্রি সকলকে পরিত্যাগ করা হইবে। ৫। ও যে সময়ে বন্য পশু সকলকে একত্রিত করা হইবে। ৬। ও যে সময়ে সমুদ্র সকল প্রজ্জ্বলিত করা হইবে। ৭। ও যে সময়ে জীবাত্মা সকলকে সম্মিলিত করা হইবে। ৮।৯ ও যে সময়ে জীবিতাবস্থায় গোরে প্রোথিত কন্যা জিজ্ঞাসিত হইবে, "কোন্ অপরাধে তাহাকে নিহত

করা হইয়াছিল ? ১০। ও যে সময়ে কার্য্যলিপি সকল উন্মুক্ত করা হইবে। ১১। ও যে সময়ে আকাশ উদ্ঘাটিত করা হইবে। ১২। ও যে সময়ে দোজখ প্রজ্জ্বলিত করা হইবে। ১৩। ও যে সময়ে বেহেশত সন্নিকট করা হইবে। ১৪। (সেই সময়ে) প্রত্যেক আত্মা যাহা উপস্থিত করিয়াছে, তাহা জানিতে পারিবে।

টীকা ;—

খোদাতায়ালা এই সুরায় কেয়ামতের দ্বাদশটি ঘটনার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন ;—

১। সেই সময় সূর্য্য জ্যোতিঃহীন হইবে। হজরত এবনে আব্বাছ (রাঃ) এমাম হাছান, কাতাদা ও মোজাহেদ হইতে উক্ত প্রকার মর্ম্ম বর্ণিত হইয়াছে। এমাম কোরতবি উহার অর্থে প্রকাশ করিয়াছেন, সূর্য নিক্ষিপ্ত হইবে। হজরত নবি করিম (সাঃ) বলিয়াছেন, কেয়ামতে চন্দ্র ও সূর্য্যকে পণিরের চাকা কিম্বা নিহত বৃষের তুল্য দোজখে নিক্ষেপ করা যাইবে। এমাম আবু ছাল্‌মা এই হাদিসটি এমাম, হাছান (রাঃ)র নিকট বর্ণনা করিতেছিলেন ; ইহাতে তিনি বলিলেন, "চন্দ্র সূর্য্যের কি দোষ ?" এমাম আবু ছাল্‌মা বলিলেন, "আমি তোমার নিকট হজরতের হাদিস বর্ণনা করিতেছি।" ইহাতে এমাম হাসান (রাঃ) নিস্তব্ধ হইলেন। এমাম রাজি উক্ত প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন. "চন্দ্র ও সূর্য্য" দুইটি নির্জীব জড় পদার্থ উক্ত জড় পদার্থদ্বয়কে দোজখে নিক্ষেপ করিলে উক্ত উভয় বস্তুর কোন যন্ত্রণা হইতে পারে না। উক্ত বস্তুদ্বয়কে দোজখে নিক্ষেপ করিলে দোজখের অগ্নি অধিক উত্তপ্ত হইতে পারে, এই হেতু উক্ত কার্য্য করা হইবে।

এমাম এবনে আবিদ্দুনইয়া ও এমাম এবনে-আবি-হাতেম উহার অর্থে বর্ণনা করিয়াছেন যে, সূর্য্যকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হইবে।—তঃ কবির, রুহোল মায়ানি ও আজিজি।

এমাম এবনে-জরির বলেন, সুর্য্যকে সঙ্কুচিত করা হইবে। এই মর্ম্মই বেশী যুক্তিযুক্ত। —তঃ এবনে কছির।

মূলতথা, সুর্য্যকে সঙ্কুচিত করিয়া সমুদ্রে, অবশেষে দোজখে নিক্ষেপ করা হইবে, ইহাতে উহা জ্যোতিঃহীন হইয়া পড়িবে। ইহাতে সমস্ত মতের মধ্যে সমতা স্থাপিত হইয়া গেল।

আল্লামা হক্কি হজরত এবনে আব্বাছ (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, কেয়ামতে চন্দ্র ও সূর্য্য সঙ্কুচিতাবস্থায় আর্শের পার্শ্বে ছেজদায় পতিত হইয়া বলিবে, "হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা তোমার আদেশ পালন করিয়াছি, অংশীবাদীরা আমাদের উপাসনা করিয়াছে, এজন্য আমাদিগকে শাস্তিতে নিক্ষেপ করিও না। আমরা তাহাদিগকে উপাসনা করিতে বলি নাই।" খোদাতায়ালা বলিবেন, তোমরা সত্য কথা বলিয়াছ, আমি তোমাদের উভয়কে আর্শের জ্যোতিঃ হইতে সৃষ্টি করিয়াছি, এক্ষণে তোমরা আর্শের সহিত মিলিত হও।" অনন্তর তখনি উহারা আর্শের সহিত মিলিত হইবে। কিন্তু হাদিছে বর্ণিত হইয়াছে যে, চন্দ্র ও সূর্য্য দোজখে নিক্ষিপ্ত হইবে। আল্লামা হক্কি উপরোক্ত বিরোধ ভঞ্জনের জন্য বলিয়াছেন, চন্দ্র ও সূর্য্যের মধ্যে দুইটি বস্তু আছে, জ্যোতিঃ ও উত্তাপ। উভয়ের জ্যোতিঃ আর্শের সহিত মিলিত হইবে এবং উত্তাপ দোজখে নিক্ষিপ্ত হইবে।"—তঃ রুহোল-বায়ান।

২। সে সময়ে নক্ষত্রপুঞ্জ জ্যোতিঃশূন্য হইবে। ইহা হজরত এবনে আব্বাছ (রাঃ)-এর এক মত। তাঁহার অন্য এক মতানুযায়ী এইরূপ মর্ম্ম হইবে যে,—"নক্ষত্র সমূহ ভূপতিত হইবে।" তিনি আরও বলিয়াছেন, "আকাশ সে দিবস নক্ষত্র বর্ষণ করিবে।" ইহাতে আকাশস্থিত সমস্ত নক্ষত্র ভূমিতে পতিত হইবে। এমাম আতা বলিয়াছেন, "তারকারাশি ফানুশে রক্ষিত আছে; ফানুশগুলি

জ্যোতিষ্মান শিকলে আবদ্ধ আছে; উক্ত শিকলগুলি ফেরেশতা-গণের হস্তে আছে। ফেরেশতাগণ মৃত্যু প্রাপ্ত হইলে, শিকলগুলি তাহাদের হস্ত হইতে পতিত হইবে; কাজেই নক্ষত্রগুলি ভূপতিত হইয়া যাইবে।—তঃ কবির ও রুহোল মায়ানি।

৩। পর্ব্বত সকল স্থানচ্যুত হইবে কিম্বা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া ধুনিত লোম বা ধূলি কণার ন্যায় শূন্য পথে উড়িয়া যাইবে। যখন পর্ব্বত সকলের এই অবস্থা হইবে, তখন ভূমিও বিধ্বস্ত হইবে।—তঃ রুহোল মায়ানী।

৪। সে সময়ে পার্থিব ধন-সম্পত্তি সমূহ পরিত্যক্ত হইবে। উহার মালীকগণ কেয়ামতের ভয়ে আকুল হইয়া উহার দিকে ভ্রূক্ষেপ করিবে না, এমনকি, যে আরবদের নিকট আসন্ন-প্রসবা উষ্ট্রী সকল অতি আদরের বস্তু, সেই আরবেরা কেয়ামতের দিবসে উক্ত জন্তু সকল জীবিত হইলেও তৎসমুদয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিব না।— তঃ আজিজি।

৫। সে সময়ে বন্য পশু সকল একত্রিত (অন্যার্থে জীবিত) হইবে। যে সমস্ত পশু বনে ও পর্ব্বতে থাকে এবং মনুষ্যের নিকট হইতে পলায়ন করে, উহারা কেয়ামতে জীবিত হইয়া উহার ভয়াবহ অবস্থা দর্শনে ভয়াতুর অবস্থায় মনুষ্যের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিবে যে সমস্ত পশু মনুষ্যের খাদ্য ছিল এবং মনুষ্য উহাদিগকে শীকার করিতে সচেষ্ট থাকিত, উহারা কেয়ামতের দিবস মনুষ্যের সহিত একত্রিত হইবে; কিন্তু মনুষ্য কেয়ামতের ভীষণ ভাব দর্শনে উহাদিগকে শীকার করিতে চেষ্টা করিবে না। হজরত এবনে আব্বাছ (রাঃ) ও কাদাতা বলিয়াছেন, কেয়ামতে বন্য ও পার্ব্বত্য জন্তু সকল জীবিত হইবে, উদ্দেশ্য এই যে, উহাদের একে অন্য হইতে প্রতিশোধ লইবে, ইহাতে খোদাতায়ালার ন্যায় বিচার প্রকাশিত হইবে।" তৎপরে উহারা মৃত্তিকায় পরিণত হইবে। যে সমস্ত জন্তু খোদাতায়ার নামে জবহ, করা হইয়াছিল, উহারা

বেহেশতের মৃত্তিকা হইয়া যাইবে। ছহিহ মোছলেম ও তেরমেজিতে বর্ণিত আছে, হজরত বলিয়াছেন যে, "নিশ্চয় তোমরা কেয়ামতে স্বত্বাধিকারীর স্বত্ব অর্পন করিবে, এমনকি, শৃঙ্গবিহীন পশু শৃঙ্গধারী পশু হইতে প্রতিশোধ লইবে। এমাম এবনে জরির বলেন, "বন্য পশু সকল একত্রিত হইবে, এই অর্থ ই বেশী যুক্তিযুক্ত। তঃ এবনে জরির, কবির ও রুহোল মায়ানী।

৬। সমস্ত সমুদ্রের পানী সুবৃহৎ অগ্নিস্তরে পরিণত হইবে; হজরত আলী (রাঃ) বলিয়াছেন, "সমুদ্রের নীচে দোজখ লুক্কায়িত আছে; উহা সেই দিবস প্রকাশিত হইবে এবং সমুদ্র জ্বলন্ত অগ্নিতে পরিপূর্ণ হইবে।" হজরত এবনে আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, খোদাতায়ালা চন্দ্র, সূর্য্য ও নক্ষত্রপুঞ্জকে সঙ্কুচিতাবস্থাও সমুদ্রে নিক্ষেপ করিবেন; তৎপরে উহার উপর বায়ু প্রবাহিত করিবেন, ইহাতে উহা অগ্নিময় হইয়া যাইবে।" এমাম রাজি বলিয়াছেন, খোদাতায়ালা ইচ্ছা করিলে, পানিকে অগ্নিতে পরিণত করিতে পারেন।" আধুনিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা বলেন, "মেঘে মেঘে ঘর্ষণ হওয়ায় বজ্রপাত হইয়া থাকে।" পানি বাষ্পাকারে জমিয়া মেঘে পরিণত হয়, সুতরাং এস্থলে পানি হইতে অগ্নির সৃষ্টি হওয়া প্রমাণিত হইল। অতএব খোদাতায়ালা সমুদ্রের পানিকে মেঘমালা রূপে পরিণত করিয়া অগ্নিস্তরে পরিবর্ত্তিত করিতে পারেন, ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই। এমাম জেহাক উহার ব্যাখ্যায় বলেন, "শমুদ্র সকল প্রবাহিত হইবে।" সমুদ্র সকলের মধ্যে অনেক ভূখণ্ড ও পর্ব্বত অন্তরাল স্বরূপ হইয়া আছে, কাজেই একটি সমুদ্র অন্য সমুদ্রের সহিত মিশ্রিত হইতে পারে না; কিন্তু কেয়ামতে ভূমিকম্প হওয়ায় ভূতল ও পর্ব্বত সমূহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া স্থানচ্যুত হইবে। ইহাদের মধ্যে কোন অন্তরাল থাকিবে না; সুতরাং সেই সময় সমস্ত সমুদ্র এক বিশাল সমুদ্রে পরিণত হইবে। এমাম এবনে-

জরীর বলেন, এই মর্ম্মটি বেশী যুক্তিযুক্ত। এমাম কাতাদা উহার মর্ম্মে বলেন, সমুদ্রের সমস্ত পানি শুষ্ক হইয়া যাইবে ; এমন কি এক বিন্দু পানিও থাকিবে না।—তঃ এবনে জরির ও কবির।

আল্লামা আলুছি বলেন যে, যদি কেহ বলেন, "সূর্য্য পৃথিবী হইতে বহুগুণে বৃহৎ, অতএব উহা কিরূপ সমুদ্রে নিক্ষেপ সম্ভবপর হইবে? তদুত্তরে আমরা বলি, কেয়ামতে সূর্য্যের আয়তন সঙ্কুচিত করা হইবে। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা বলেন, প্রাচীনকাল অপেক্ষা বর্ত্তমান কালে সূর্য্যের আয়তন সঙ্কুচিত হইতেছে ; তাহা হইলে ক্রমশঃ আরও সঙ্কুচিত হইয়া উহা সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইবে, ইহাতে কিছুই বিচিত্র নহে এবং সেই হেতুই কোরআন শরিফে সূর্য্যের সঙ্কুচিত হইবার কথা উল্লেখ আছে। তঃ রুহোল বায়ান।

উপরোক্ত ছয়টি ঘটনা জগৎ বিধ্বস্ত হইবার পূর্ব্বেও ঘটিতে পারে ; কিন্তু নিম্নোক্ত ছয়টি ঘটনা কেয়ামতের সময় সংঘটিত হইবে।—তঃ কবির।

৭। যে সময় আত্মা সকল দেহের সহিত সংযোজিত করা হইবে। সাধুগণ সাধুগণের সহিত, দুর্বৃত্তেরা দুর্বৃত্তদিগের সহিত এবং মধ্যম শ্রেণীর লোক মধ্যম শ্রেণীর সহিত মিলিত হইবে। পৃথিবীতে যাহারা যাহাদের সংস্রবে থাকিত, কেয়ামতে তাহারা তাহাদের সহিত মিলিত হইবে। যাহারা অত্যাচারিদের সংসর্গে থাকিত, তাহারা অত্যাচারিদের সহিত মিলিত হইবে। প্রত্যেক ব্যক্তি স্বমতাবলম্বিদের সহিত, ইহুদী ইহুদীদিগের সহিত খ্রীষ্টান খ্রীষ্টানদের সহিত মিলিত হইবে। বিশ্বাসীদের আত্মা সুন্দরী হুরের ও ধর্ম্মদ্রোহীদের আত্মা শয়তানের সংসর্গ লাভ করিবে। প্রত্যেক আত্মা স্বীয় কার্য্য-কলাপের আত্মিক আকৃতির সহিত মিলিত হইবে।—তঃ এবনে জরির, এবনে কছির ও কবির।

৮। আরববাসিরা কোন কন্যা ভূমিষ্ঠ হইলে তাহাকে জীবন্ত গোরে

প্রোথিত করিত। ইহার কারণ, কেহ দারিদ্রতা হেতু কন্যা প্রতি পালনে কষ্ট ভোগ করিতে হইবে মনে করিয়া, কেহ বা নিজ অপেক্ষা নিম্ন শ্রেণীর লোকের সহিত কন্যার বিবাহ দিলে, লজ্জায় পতিত হইবে, এইরূপ আশঙ্কা করিয়া (উক্ত নির্ম্মম কার্য্য করিত)। কোরআন শরিফের স্থানে স্থানে এইরূপ নিষ্ঠুর কুকার্য্যের নিন্দাবাদ বর্ণীত হইয়ছে। জনাব হজরত নবি করিমের (সাঃ) সময়ে উক্ত কুপ্রথা বন্ধ হইয়া যায়। কেয়ামতে উক্ত বালিকা-দিগকে জিজ্ঞাসা করা হইবে যে, তোমরা কোন্ অপরাধে নিহত হইয়াছিলে? উদ্দেশ্য এই যে, কেয়ামতে প্রত্যেক স্বত্ব নষ্টকারি বা ক্ষতিকারীকে ক্ষতিপূরণের জন্য বাধ্য করা হইবে; তন্মধ্যে প্রাণঘাতকদিগকে প্রাণহত্যা করার কারণ জিজ্ঞাসা করা হইবে এবং তাহাদিগকে ইহার ক্ষতিপূরণে মহাশাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

মাতৃগর্ভে সন্তানের দেহে চারি মাস পরে আত্মা ফুৎকার করা হয়, তৎপরে কোন প্রকার ঔষধ ব্যবহারে গর্ভ নাশের চেষ্টা করা সিদ্ধ নহে। যদি কেহ উক্ত সময় গর্ভপাত করে, তবে সে প্রাণ-হত্যার দায়ী হইবে, কিন্তু আত্মা ফুৎকার করিবার পূর্ব্বে গর্ভপাত করান কাহারও মতে হারাম এবং কাহারও মতে আবশ্যক বশতঃ হারাম নহে। —তঃ কবির ও আজিজি।

ছহিহ মোছলেমে বর্ণিত আছে যে, হজরত নবি করিম (সাঃ) (ছাহাবাগণকে) বলিয়াছিলেন, "দরিদ্র কাহাকে বলে, তোমরা কি জান?" তাঁহারা (তদুত্তরে) বলিয়াছিলেন,—"যার অর্থ সম্পত্তি নাই সেই ব্যক্তি আমাদের মধ্যে দরিদ্র।" হজরত বলি-লেন, "আমার ওম্মতের মধ্যে নিশ্চয় ঐ ব্যক্তি দরিদ্র হইবে,—যে বিচার দিবসে নামাজ, রোজা ও জাকাত সহ উপস্থিত হইবে, অথচ সে ব্যক্তি পৃথিবীতে একজনকে কটু বাক্য বলিয়াছিল, একজনের প্রতি অযথা ভাবে ব্যভিচারের অপবাদ প্রদান করিয়াছিল, এক

জনের অর্থ আত্মসাৎ করিয়াছিল, একজনের রক্তপাত করিয়াছিল, এবং একজনকে প্রহার করিয়াছিল, অনন্তর প্রত্যেককে (উহার প্রতিশোধ) তাহার নেকি প্রদত্ত হইবে; যদি সকলের প্রাপ্যাংশ পাওয়ার পূর্ব্বে তাহার সমস্ত নেকি নিঃশেষিত হইয়া যায়, তবে তাহাদের গোনাহ সকল উহার উপর চাপাইয়া তাহাকে দোজকে নিক্ষেপ করা হইবে।

৯। সেই সময়ে কার্য্যলিপি সকল উন্মুক্ত করা হইবে। হজরত কাতাদা বলিয়াছেন,—"মৃত্যুর পরে সৎলোকের কার্য্যলিপি 'ইল্লিন' নামক স্থানে এবং অসৎলোকের কার্য্যলিপি 'ছিজ্জিন' নামক স্থানে রক্ষিত হয়। কেয়ামতের দিবস আর্শের নিম্নদেশ হইতে কার্য্যলিপি সকল উড়াইয়া দেওয়া হইবে। প্রত্যেকের কার্য্যলিপি তাহার নিকট উপস্থিত হইবে। সৎলোক সম্মুখের দিক হইতে ডাহিন হস্তে উহা প্রাপ্ত হইবে। অসৎলোক পশ্চাতের দিক হইতে বাম হস্তে উহা প্রাপ্ত হইবে। সৎলোকের কার্য্যলিপি فى جنة عالية "উচ্চ বেহেশতে" এবং অসৎলোকের কার্য্যলিপিতে فى سموم حميم উত্তপ্ত বায়ু ও পানিতে লিখিত হইবে।—তঃ আজিজি।

১০। সেই সময় আকাশ উদঘাটীত করা হইবে এবং আকাশ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলে প্রত্যেক বিষয়ের আত্মিক রূপ তথা হইতে প্রকাশিত হইবে। অনন্তর ফেরেস্তাগণ তথা হইতে অবতীর্ণ হইবেন। কেহ কেহ উহার অর্থে বলেন যে, আকাশ টানিয়া সঙ্কীর্ণ করা হইবে। আবার কেহ কেহ বলেন যে, আকাশকে স্থানচ্যুত করা হইবে।—তঃ খাজেন ও আজিজি।

১১। সে সময়ে দোজখের অগ্নি ধর্ম্মদ্রোহিদের জন্য বেশী তেজ করা হইবে।—তঃ খাজেন।

১২। সেই সময়ে আকাশের উপরিভাগ হইতে বেহেশতকে বিচার প্রান্তরে বিশ্বাসীগণের নিকট আনয়ন করা হইবে।—তঃ আজিজি।

১৩। যে সময়ে কেয়ামতে উপরক্ত দ্বাদশটী ঘটনা সংঘটিত হইবে, সেই সময়ে প্রত্যেক মানুষ নিজের কৃত নেকী-বদী দেখিয়া লইবে।

(١٥) فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ ۵ (١٦) الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ۵

(١٧) وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ۵ (١٨) وَالصُّبْحِ إِذَا

تَنَفَّسَ ۵ (١٩) إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۵ (٢٠) ذِي

قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ۵ (٢١) مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ ۵

১৪—১৬। অনন্তর আমি প্রত্যাবর্ত্তনকারী, সরল পথে গতিশীল, স্থিতিশীল, (অন্যার্থে লুক্কায়িত, সরলপথে গতিশীল, প্রকাশিত) নক্ষত্রগুলির শপথ করিতেছি। ১৭। এবং রাত্রি যে সময়ে উপস্থিত হয়, (তাহার) শপথ। ১৮। এবং প্রভাত যে সময় নিশ্বাস ত্যাগ করে (তাহার) শপথ। ১৯—২১। নিশ্চয়ই উহা (কোরআন) মহিমান্বিত, ক্ষমতাশালী, আর্শের অধিপতি (খোদা-তায়ালার) নিকট গৌরবান্বিত, তথায় (আকাশে ফেরেশতাদিগের দলপতি, বিশ্বাসভাজন দূতের বাক্য।

টিকা :—

১৪—১৬। হজরত আলি (রাঃ) ও অধিকাংশ টীকাকার ছাহাবা এই আয়ত তিনটীর এরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, খোদাতায়ালা এ স্থলে বুধ, মঙ্গল, শুক্র, বৃহস্পতি ও শনি এই পঞ্চ গ্রহের শপথ করিয়াছেন। ইহারা প্রথমে পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব দিকে এক রাশি হইতে অন্য রাশিতে পরিভ্রমণ করে; তখন দর্শকগণ তৎসমুদয়কে

গতিশীল বলিয়া ধারণা করে। তৎপরে কিছুকাল একস্থানে স্থিতিশীল বলিয়া অনুমিত হয় এবং অবশেষে পূর্ব্ব দিক হইতে পশ্চিম দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে থাকে ; সেই হেতু উহাদিগকে গতিশীল, স্থিতিশীল ও প্রত্যাবর্ত্তনকারী বলা হইয়াছে।

এমাম আতা, মোকাতেল ও কাতাদা বলিয়াছেন যে, উক্ত আয়তে খোদাতায়ালা সমস্ত নক্ষত্রের শপথ করিয়াছেন ; কেননা উহারা আকাশ-পথে পরিভ্রমণ করে, দিবসে সূর্যের কিরণে মনুষ্যের চক্ষু হইতে লুক্কায়িত থাকে এবং রাত্রি কালে প্রকাশিত হইয়া থাকে সেই হেতু তৎসমস্তকে গতিশীল, লুকায়িত ও প্রকাশমান বলা হইয়াছে।—তঃ কবির ও আজিজ।

১৭—১৮। রাত্র যে সময়ে উপস্থিত হয় ; তখন জগৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া থাকে, মনুষ্য পরিভ্রমণ, জীবিকা অন্বেষণ ইত্যাদি কার্য্য কলাপ হইতে বিরত হয়, বিশ্রাম স্থানে আশ্রয় গ্রহন করে ও নিদ্রাভিভূত হইয়া মৃতপ্রায় হয়, জেন, দৈত্য, হিংস্র জীব ও নিশাচর প্রাণীসমূহ তখন বাহিরে বিচরণ করিতে থাকে এবং চন্দ্র ও নক্ষত্রপুঞ্জ প্রকাশিত হয়; খোদাতায়ালা এইরূপ রাত্রির শপথ করিতেন।

প্রভাতে যে সময় নবীন আলোকে পৃথিবী হাসিয়া উঠে, সুশীতল বায়ু প্রবাহিত হইতে থাকে, তখন মানুষ চৈতন্য লাভ করিয়া পার্থিব কার্য্য-কালাপে ব্যাপৃত হয়, জেন দৈত্যের যাতায়াত কম হয় এবং চন্দ্র ও তারকারাশি লুপ্ত হইয়া যায়, খোদাতায়ালা সেই প্রভাতের শপথ করিয়াছেন।

উক্ত আয়তদ্বয়ের এইরূপ মর্ম্ম হইতে পারে, যথা—রাত্রি যে সময়ে শেষ হয়, (তাহার) শপথ করিতেছি এবং প্রভাত যে সময়ে আলোকে পরিপূর্ণ হয়, (তাহার) শপথ।— তঃ কবির।

খোদাতায়ালা উক্ত কয়েক বস্তুর শপথ করিয়া কোর-আন শরিফের অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন ;

১৯—২১। নিশ্চয় কোরআন শরিফ খোদাতায়ালার নিকট

হইতে হজরত জিবরাইল (আঃ) কর্ত্তৃক অবতীর্ণ হইয়াছে। ইনি খোদাতায়ালা হইতে প্রেরিত পুরুষগণের (পয়গম্বরগণের) নিকট দূতরূপে প্রেরিত হইয়াছেন। ইনি মহিমান্বিত, ধী-শক্তিসম্পন্ন, খোদাতায়ালার প্রত্যাদেশ (অহি) সম্পূর্ণরূপে স্মরণ রাখেন, কিম্বা তিনি মহাশক্তিশালী; তাঁহার শক্তি সম্বন্ধে হাদিছ শরিফে উক্ত হইয়াছে যে, তিনি হজরত লুত (আঃ)র সময়ে তাঁহার উম্মতদের চারিটি শহর এক পক্ষ দ্বারা ভূমির সপ্তম স্তর হইতে আকাশ পর্য্যন্ত উত্তোলন করিয়াছিলেন; এমন কি, আকাশবাসিরা কুকুর ও কুক্কুটের শব্দ পর্য্যন্ত শুনিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি উক্ত নগর গুলি উলটাইয়া ফেলিয়া দিয়ছিলেন। ইহাতে তাঁহার কোন প্রকার কষ্ট হইয়াছিল না। মোকাতেল বলিয়াছিলেন যে, আবইয়াজ নামক একটি শয়তান পয়গম্বরদিগের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে লিপ্ত থাকে। এক সময়ে উক্ত শয়তান জনাব হজরত নবি করিমের (ছাঃ) বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিবার চেষ্টা পাইয়াছিল; সেই সময় হজরত জিবরাইল (আঃ) উহাকে সামান্য একটু ধাক্কা মারিয়াছিলেন। ইহাতে সে মক্কা শরিফ হইতে হিন্দুস্থানের শেষ সীমায় পতিত হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, তাঁহাকে এই জন্য শক্তিশালী বলা হইয়াছে যে তিনি সৃষ্টীর সময় হইতে শেষ সময় পর্য্যন্ত খোদতায়ালার আদেশ পালন করিতে সক্ষম। তিনি আর্শের সৃষ্টিকর্ত্তা খোদাতায়ালার নিকট গৌরবান্বিত। অন্যান্য ফেরেশতা-গণ তাঁহার আদেশ পালন করেন। তিনি খোদাতায়ালার হুকুম সম্পূর্ণরূপে পয়গম্বরগণের কর্ণগোচর করেন।-তঃ কবির ও আজিজি।

মৌলবী আকরম খাঁ সাহেব অ'মপারার তফছিরের ১৪৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—"এই তিনটি আয়তে 'রছুলুন' প্রভৃতি বিশেষণগুলি অধিকাংশ তফছিরকারের মতে, জিবরাইলকে বুঝাইতেছে।

অপেক্ষাকৃত অল্প সংখ্যক পণ্ডিতগণের মতে ঐ বিশেষণগুলির দ্বারা হজরতকেই বুঝাইতেছে। আমি এই মতটি অধিকতর যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করি কারণ কোরআনে রছুল বলিতে সাধারণতঃ হজরতকেই লক্ষ্য করা হয়? অধিকন্তু ঠিক এই 'রছুলুন' করিম বিশেষণ কোরআনের অন্যত্রে নিঃসন্দেহরূপে হজরতের প্রতিই প্রযুক্ত হইয়াছে। তাহার পর ২১ আয়তের 'আমিন' শব্দটি হজরতের ডাক নাম।"

আমরা খাঁ সাহেবের শেষ ব্যাখ্যাটি গ্রহণীয় ও যুক্তিযুক্ত বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না, কারণ স্বয়ং রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) উহার অর্থ হজরত জিবরাইল (আঃ) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন তফছিরে দোররোল-মনছুর, ৬।৩২১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। ছাহাবা-প্রবর হজরত এবনো-আব্বাছ (রাঃ) ও বহু তাবেয়ি বিদ্বান উক্ত প্রকার অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। এবনোল জরির ৩০।৭৪ পৃষ্ঠা ও এবনো-কছির ১০।১৭২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। ছুরা হাক্কাতে 'রছুলুন' করিম শব্দের অর্থ হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) হইলেও, কোর-আনের সকল স্থলে যে উক্ত শব্দদ্বয়ের ইহাই অর্থ হইবে, ইহা অমূলক দাবী।

এমাম রাজি ছুরা হাক্কার ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন, অধিক সংখ্যক বিদ্বান বলিয়াছেন যে, ছুরা তক্ভিরে 'রছুলুন করিম' এর অর্থ হজরত জিবরাইল আঃ. আর ছুরা হাক্কাতে 'উহার' অর্থ হজরত মোহাম্মদ ছাঃ. কারণ শেষোক্ত ছুরায় উক্ত শব্দদ্বয়ের পরে উল্লিখিত আছে, وما هو بقول شاعر - ولا بقول كاهن "উহা কবির কথা নহে এবং গনকের কথা নহে।" কাফেরেরা হজরত মোহাম্মদ ছাঃ কে কবি ও গনক বলিয়া অভিহিত করিত, তাহারা হজরত জিবরাইল আঃ কে উপরোক্ত প্রকার বিশেষণে অভিহিত করিত না, এই হেতু স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ছুরা হাক্কার উল্লিখিত শব্দদ্বয়ের অর্থ হজরত মোহাম্মদ হইবে।

পক্ষান্তরে ছুরা তক্‌ভিরে উহার পরে উল্লিখিত হইয়াছে :— وما هو بقول شيطان الرجيم "উহা বিতাড়িত শয়তানের কথা নহে। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, এস্থলে 'রছুলুন করিম' এর অর্থ ফেরেশতা জিবরাইল হইবে।—তফছির কবির, ৮।২৭৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

এমাম এবনো কছির লিখিয়াছেন, ছুরা তক্‌ভিরে উহার অর্থ ফেরেশতা জাতীয় রছুল, আর ছুরা হাক্কাতে উহার অর্থ মানব জাতীয় রছুল, কেননা প্রথমোক্ত রছুল খোদার নিকট হইতে পয়গাম্বরের নিকট অহি পৌঁছাইয়া দেন, আর শেষোক্ত রছুল উহা মনুষ্যদিগের নিকট পৌঁছাইয়া দেন, এই জন্য উভয়কে "রছুলুন করিম" বলা হইয়াছে। তঃ এবনো কছির, ১০।৭০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

শেখ এছমাইল হক্কি আফেন্দি লিখিয়াছেন, ছোহায়লি বলিয়াছেন, কাফেরেরা বলিত, (হজরত) মোহাম্মদ নিজের কথাকে কোরআন বলিয়া প্রকাশ করেন, উহার প্রতিবাদে আল্লাহ ছুরা তক্‌ভিরে বলিতেছেন, উহা গৌরান্বিত রছুলের কথা, কাজেই এস্থলে উহার অর্থ হজরত মোহাম্মদ হইতে পারে না, বরং হজরত জিবরাইল হইবে।—তঃ রুহোল বায়ান, ৪।৫৯৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

খাঁ সাহেবের দাবি ;—"কোরআনে রছুল বলিতে সাধারণতঃ হজরতকেই লক্ষ্য করা হয়।" আমরা বলি, সাধারণ স্থলে হজরতকে লক্ষ্য করিয়া রছুল বলা স্বীকার করিয়া লইলেও অনেক স্থলে বনি-ইস্রায়েল সম্প্রদায়ের নবিগণকে রছুল বলা হইয়াছে। অধিকন্তু ছুরা ফাতেরের جاعل الملائكة رسلا এই আয়তে ও অন্যান্য কয়েক আয়তে 'ফেরেশতাগণকেও রছুল বলা হইয়াছে। মোফরাদাতে-রাগের, ১০৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

তাঁহার দ্বিতীয় দাবি ;—"ঠিক এই 'রছুলুন করিম' বিশেষণ কোরআনের অন্যত্র নিঃসন্দেহরূপে হজরতের প্রতিই প্রযুক্ত হইয়াছে।

আমরা বলি, সুরা হাক্কাতে উহার অর্থ অধিকাংশ বিদ্বানের মতে হজরত মোহাম্মদ হইলেও কোন কোন লোকের মতে উহার অর্থ হজরত জিবরাইল।—রুহোল-বায়ান, ৪।৪৬১ পৃষ্ঠা ও জোমাল ৪।৪০১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

এ সূত্রে খাঁ সাহেবের দাবি বাতিল হইয়া গেল।

তাঁহার তৃতীয় দাবি ;—'আমিন' হজরতের ডাক নাম।

আমরা বলি, রুহল আমিন হজরত জিবরাইলের নাম। এর জন্য অধিক সংখ্যক তফছিরকারের মত ত্যাগ করতঃ একজন অখ্যাত বিদ্বানের মত গ্রহন করা আমরা যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করি না।

খাঁ সাহেব ২৩ আয়তের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন ;—অধিকাংশের মতে (হজরত মোহাম্মদ) 'তাহাকে দর্শন করিয়াছেন, অর্থে জিবরাইলকে দর্শন করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, ঐ পদের অর্থ এই যে, মোহাম্মদ আল্লাহকে দর্শন করিয়াছেন, ছাহাবাদিগের সময় হইতেই এই মতভেদ চলিয়া আসিতেছে। বিবি আয়শা ও এবনে মছউদ বলেন, হজরত জিবরাইলকে দেখিয়াছিলেন, আল্লাহকে দেখেন নাই, কিন্তু অধিকাংশের মতে হজরত আল্লাহকে দর্শন করিয়াছিলেন।

আমরা বলি, হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) আল্লাহকে দেখিয়াছিলেন বা জিবরাইলকে দেখিয়াছিলেন, ছাহাবাদিগের এইরূপ মতভেদ ছুরা অন্নাজমের আয়তে উল্লিখিত হইয়াছে, এই ছুরা তক্ভিরের আয়তের অর্থে তাহাদিগের এইরূপ মতভেদের কথা ছহিহ প্রমাণে সপ্রমাণ হয় নাই। যে হজরত এবনো আব্বাছ (রাঃ) 'অন্নাজমের আয়তের ব্যাখ্যায় হজরত নবি (ছাঃ)এর খোদাতায়ালার দর্শনের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তিনিই এই ছুরা তক্ভিরের আয়তের অর্থে লিখিয়াছেন যে, হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) হজরত জিবরাইল (আঃ)

কে দেখিয়াছিলেন। কাজেই এস্থলে খাঁ সাহেবের এইরূপ অর্থ লেখা সমীচীন হয় নাই।

তিনি ১৫ আয়তের الخنس শব্দের অর্থ লেখেন নাই, উহার অর্থ প্রত্যাবর্ত্তনকারী।

(২২) وَ مَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ ۚ (২৩) وَ لَقَدْ رَاٰهُ بِالْاُفُقِ الْمُبِيْنِ ۚ (২৪) وَ مَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ ۚ (২৫) وَ مَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطٰنٍ رَّجِيْمٍ ۚ (২৬) فَاَيْنَ تَذْهَبُوْنَ ۚ

২২। এবং তোমাদের সহচর উন্মাদ নহেন। ২৩। এবং সত্যই তিনি তাঁহাকে উজ্জ্বল আকাশ প্রান্তে দেখিয়াছিলেন। ২৪। এবং তিনি গুপ্ত বিষয়ের উপর কৃপণ (অন্যার্থে দোষান্বিত) নহেন। ২৫। এবং উহা বিতাড়িত শয়তানের বাক্য নহে। অনন্তর তোমরা কোথায় যাইতেছ ?

টীকা :—

২২। খোদাতায়ালা কোরেশদিগকে বলিতেছেন,—"তোমাদের সহচর হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) বিকৃত মস্তিস্ক অথবা উন্মাদ নহেন, বরং তিনি বুদ্ধি ও বিবেক শক্তিতে জগতের লোকের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়।"

২৩। হজরত নবী করিম (ছাঃ) হজরত জিবরাইল (আঃ) কে তাঁহার নিজ আকৃতিতে উজ্জ্বল আকাশ-প্রান্তে দেখিয়াছিলেন। হাদিছ শরীফে বর্ণিত আছে যে, হজরত তাঁহাকে তাঁহার প্রকৃত আকৃতিতে দুইবার দর্শন করিয়াছিলেন। প্রথমে যে সময় কিছু দিবসের জন্য প্রত্যাদেশ (অহি) রহিত হইয়াছিল, সেই সময়ে তিনি অধির হইয়া পর্ব্বতের উপর হইতে উহার অধোদেশে

আপনাকে নিক্ষেপ করিবার মানসে মক্কা শরিফের 'আজইয়াদ' নামক স্থানে উপস্থিত হইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। সেই সময়ে হঠাৎ তিনি আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থলে পূর্ব্বদিকে হজরত জিবরাইল (আঃ)কে অপূর্ব্ব জোতিষ্মান রূপে, স্বর্ণময় জ্যোতিষ্মান কুরছির (চেয়ারের) উপর উপবিষ্ট দেখিতে পাইয়াছিলেন। তাঁহার অবয়ব আকাশের সমস্ত প্রান্ত পরিবেষ্টন করিয়া আছে। তাঁহার ছয়টি মুক্তা ও ইয়াকুতের (মহামূল্য প্রস্তর বিশেষ) পালক আছে। দ্বিতীয়বার মেরাজের রাত্রিতে "ছেদরাতল মোন্তাহা" নামক স্থানে তাঁহাকে ঐরূপ আকৃতিতে দেখিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি কখন তাঁহাকে অরণ্যবাসী কোন লোকের অকৃতিতে দেখিতেন এবং অনেক সময়ে তাঁহাকে 'দেহইয়া কালবি' নামক জনৈক লোকের রূপে দেখিতেন।—তঃ আজিজ।

টীপ্পনী :—

যদি কেহ বলেন যে, হজরত জিবরাইল (আঃ) অদৃশ্য আত্মা তিনি কিরূপে দৃশ্যমান দেহীর রূপ ধারণ করিলেন এবং কিরূপেই বা নানা সময়ে নানাবিধ রূপ ধারণ করিতে সক্ষম হইলেন ?

তদুত্তরে আমরা বলি, সমুদ্রের বারি সূর্য্যের উত্তাপে বাষ্পাকারে পরিণত হয় ; তৎপরে উহা বায়ু যোগে উত্তর মেরুতে আকৃষ্ট হইয়া মেঘমালা রূপে পরিণত হয়, তৎপরে জলাকারে পরিণত হয়। সুতরাং পানির একটি বিশিষ্ট রূপ এবং অবস্থা হইতো আমরা কখনও বাষ্প, কখনও শিশির, কখনও তুষার প্রভৃতি তরল বাষ্পীয় এবং কঠিন আকারে দেখিতে পাই। যদি ইহা সত্য কথা হয়, তবে হজরত জিবরাইল (আঃ) অদৃশ্য আত্মা হইলেও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপ আকৃতি ধারণ করিতে কেন সক্ষম হইবেন না ?

২৪। হজরত মোহাম্মদ ছাঃ যে সমস্ত তত্ত্বজ্ঞান কোরআন শরিফে নিহিত আছে, তাহা প্রকাশ করিতে ক্রুটী করেন নাই। আরও এই আয়তের ইহাও মর্ম্ম হইতে পারে,—হজরত মোহাম্মদ

(ছাঃ) অতি বিশ্বাসভাজন লোক, তাঁহার উপর যে কোরআন শরিফ অবতীর্ণ হইয়াছে, ইহাতে তাঁহার প্রতি কোন প্রকার অপবাদের সন্দেহ হইতে পারে না—তঃ কবির ও আজিজি।

২৫। বিধর্মিরা বলিত শয়তান হজরতের মুখে কোরআন প্রকাশ করিয়া থাকে। খোদাতায়ালা উহার প্রতিবাদে বলিতেছেন কোরআন শরিফ খোদাতায়ালার বাক্য; উহা আকাশ হইতে বিতাড়িত শয়তানের বাক্য নহে। তোমরা সত্য পথ প্রকাশিত হইবার পর এখন কোন্ পথে গমন করিতে ইচ্ছা কর?

(২৭) إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ۝ (২৮) لِمَن شَاءَ

مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ۝ (২৯) وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ

رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝

২৭। ইহা (এই কোরআন) বিশ্ববাসিগণের পক্ষে উপদেশ স্বরূপ ভিন্ন (আর কিছু) নহে।

২৮। কিন্তু তোমাদের মধ্যে যে সরল পথে চলিতে ইচ্ছা করে, তাহার জন্য।

২৯। এবং তোমরা কিছুই ইচ্ছা করিতে পার না কিন্তু আল্লাহই ইচ্ছা করেন যিনি সমস্ত জীব-জগৎ ও জড়জগতের প্রতিপালক।

টিকা ;—

২৭—২৮। কোরাআন শরীফ মনুষ্য ও জেন এই দুই জাতির পক্ষে উপদেশ স্বরূপ। উহা দ্বারা উক্ত জেন ও মনুষ্য বলবান হয় যে সত্যপথে স্থির-প্রতিজ্ঞ থাকিতে ইচ্ছা করে।—তঃ কবির ও এবনে-জরির।

কোরআন শরীফ সুখাদ্য বস্তুর তুল্য ; কেহ সুস্থ শরীরে উহা ভক্ষন করিলে তাহার বল বৃদ্ধি হয়। আর কেহ অসুস্থ শরীরে উহা ভক্ষণ করিলে তাহার পীড়া বৃদ্ধি হয়। সেইরূপ যে হৃদয়ে ঈমান ও সৎপথের স্পৃহা থাকে, উহার পক্ষে কোরআন শরিফের উপদেশে ফল লাভ হয়। আর যে হৃদয়ে ঈমান ও সৎকার্য্যের আসক্তি নাই, উহার পক্ষে কোরআন শরিফ পাঠে উপকার হয় না।—তঃ আজিজি।

২৯। মনুষ্য সৎপথে থাকিতে ইচ্ছা করিলে খোদাতায়ালা তাঁহার উক্ত ইচ্ছা বলবতী করেন এবং তাহাকে উক্ত ইচ্ছানুযায়ী কার্য্যক্ষম করেন। মনুষ্য উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্তে সদসৎ কার্য্য করিতে থাকে। মূলকথা এই যে, মনুষ্য কোন কার্য্য করিতে চাহিলে, খোদাতায়ালা নিজ বিধান অনুসারে তাহাকে উক্ত কার্য্য করিবার ক্ষমতা প্রদান করেন এবং তাহার উক্ত কার্য্য সৃষ্টি করেন।—তঃ আজিজি।

টিপ্পনী :—

যদি ভূমিতে একখণ্ড চতুষ্কোণ বিশিষ্ট কাচ পড়িয়া থাকে এবং দিবসে উহার উপর সূর্য্যের কিরণ পতিত হয়, তবে একটি আভা উক্ত কাচের অনুপাতে প্রাচীরের উপর প্রকাশিত হয়। যদিও মূল আভাটি সূর্য্য হইতে প্রকাশিত হয়, তথাচ উহাকে কাচের প্রতিচ্ছটা বলা হইয়া থাকে। এইরূপ যদিও খোদাতায়লার সৃষ্টি ব্যতীত কোন কার্য্য হয় না, তথাচ কার্য্যটি মনুষ্যের প্রদত্ত ক্ষমতানুযায়ী সংঘটিত হয়। এই হেতু মনুষ্য উহার প্রতিফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হজরত আলী (রাঃ)কে একটি লোক জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "মানুষ সক্ষম কি অক্ষম ?" তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, "মনুস্য একখানি পা তুলিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু একেবারে দুইখানি পা তুলিয়া শূন্য পথে দাঁড়াইয়া থাকিতে

পারে না ; তাহা হইলে সে কিয়দংশ সক্ষম হইলেও সম্পূর্ণ সক্ষম বা অক্ষম নহে।" সেইরূপ মনুষ্য ভালমন্দ কার্য্য করিতে কতকটা স্বাধীনত পাইলেও সম্পূর্ণ সক্ষম বা অক্ষম নহে।—বঙ্গানুবাদক। রু, ১, আঃ ২৯।

এই সুরার প্রথম দ্বাদশটি আয়তের ইশারা ;—

ইহাতে মৃত্যকালিন কয়েকটী বিষয়ে ইশারা করা হইয়াছে। প্রথম আয়তের ইশারা মৃত্যুকালে প্রাণ-সূর্য্য অস্তমিত হইবে। দ্বিতীয়—ইন্দ্রিয় ও মানবীয় শক্তি সমূহ অকর্ম্মণ্য হইবে। তৃতীয়—দেহ ও অস্থি সকল স্পন্দনহীন হইবে। চতুর্থ—স্পন্দন প্রবাহ রহিত হইবে। পঞ্চম—পাশবিক চরিত্রসমূহের ফল প্রকাশিত হইবে। ষষ্ঠ— দেহস্থিত রক্ত, কফ ইত্যাদি শুষ্ক হইয়া যাইবে, কিম্বা মানবের চিন্তা, কমনা প্রভৃতি নিঃশেষিত হইবে। সপ্তম—নেকির জ্যোতিঃ নেকীর সহিত এবং গোনাহর কালিমা গোনাহ্‌র কালিমার সহিত একত্রিত হইবে। অষ্টম—মনুষ্য যে শক্তি-সামর্থ্যকে অসৎ কার্য্যে ব্যয় করিয়াছে, তাহার হিসাব গ্রহণ করা হইবে। নবম—আত্মা-সমূহের কার্য্যকলাপ প্রকাশিত হইবে। দশম—কার্য্যলিপি প্রকাশিত হইবে। একাদশ—অসৎ মনুষ্য ভয়ঙ্কর শাস্তি দর্শন করিবে। দ্বাদশ—সৎ ব্যক্তি অসিম শান্তি লাভ করিবে।

টিপ্পনী ;—

পরলোকগত বাবু গিরীশচন্দ্র সেন উক্ত ছুরার ষষ্ঠ আয়তের অনুবাদ লিখিয়াছেন, "সাগর সকল জমিয়া যাইবে।" এস্থলে প্রকৃত অনুবাদ এইরূপ হইবে,—সাগর সকল প্রজ্জ্বলিত অগ্ন্যার্থে প্রবাহিত করা হইবে"।

তিনি ১৫—১৬ আয়তদ্বয়ের অনুবাদে লিখিয়াছেন ;—"দিবসে লুক্কায়িত হয়, সূর্য্য-রশ্মিতে, বিশ্রাম স্থানে প্রস্থানকারী যে সকল নক্ষত্র, তাহার শপথ করিতেছি।" এস্থলে প্রকৃত অনুবাদ এইরূপ

হইবে,—"আমি প্রত্যাবর্ত্তনকারী, গতিশীল, স্থিতিশীল (অন্যার্থে লুক্কায়িত, গতিশীল, প্রকাশমান) নক্ষত্রগুলির শপথ করিতেছি।"

১৯—২১ আয়তগুলির অনুবাদে আজ্ঞাবহ স্থলে "(তথায় ফেরেশতাদিগের) দলপতি" হইবে। 'বিশ্বস্ত' শব্দের পূর্ব্বে 'তৎপর' শব্দ হইবে না।

তিনি ২১ আয়তের مطاع শব্দের অনুবাদে "আজ্ঞাবহী লিখিয়াছেন ; ইহা ভ্রমাত্মক অর্থ। উক্ত শব্দের প্রকৃত অর্থ "নেতা" বা "দলপতি" হইবে।

তিনি ২৭—২৯ আয়তের عالمين শব্দের অনুবাদে, "বিশ্ব লিখিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃত অনুবাদ "বিশ্ববাসিগণ" হইবে।

তিনি ১/২/৫/৭ আয়ত সমুহের অনুবাদে লিখিয়াছেন, "আবৃত হইবে, সঞ্চালিত হইবে, একত্রিত হইবে ও মিলিত হইবে" ; কিন্তু প্রকৃত অনুবাদ এইরূপ হইবে, যথা,—"আবৃত করা হইবে, সঞ্চালিক করা হইবে, একত্রিত করা হইবে এবং সম্মিলিত করা হইবে।

সুরা এন্‌ফেতার। (৮২)

মক্কাতে অবতীর্ণ, ১৯ আয়ত,—১ রুকু।

★ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ★

সর্ব্বপ্রদাতা দয়ালু খোদাতায়ালার নামে (আরম্ভ করিতেছি)

(١) اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ۙ (٢) وَ اِذَا الْكَوَاكِبُ

انْتَثَرَتْ ۙ (٣) وَ اِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ۙ (٤) وَ اِذَا

القبور بعثرت ﴿٤﴾ علمت نفس ما قدمت وا خرت ﴿٥﴾

১। যে সময় আকাশ বিদীর্ণ হইবে। ২। এবং যে সময়ে নক্ষত্র সকল পতিত হইবে। ৩। এবং যে সময়ে সমুদ্র সকল পরিচালিত করা হইবে। ৪। এবং যে সময়ে গোর সকল উৎখাত করা হইবে। ৫। (সেই সময়ে) প্রত্যেক জীবাত্মা যাহা অগ্রে প্রেরণ করিয়াছে এবং যাহা পশ্চাতে ত্যাগ করিয়াছে, (তাহা) জানিতে পারিবে।

টিকা :—

১। কেয়ামতে আকাশ চূর্ণ বিচুর্ণ হইয়া যাইবে। আর্শের নিম্নদেশ হইতে একখণ্ড মেঘ প্রকাশিত হইয়া আকাশের উপর পতিত হইবে ; ইহাতে আকাশ খণ্ড বিখণ্ড হইয়া ভূপতিত হইবে। প্রকৃত পক্ষে খোদাতায়ালার কোপ মেঘরূপ ধারণ করিয়া এইরূপ কার্য্য সংঘটন করিবে। খোদাতায়ালা প্রথমে পৃথিবী, তৎপরে আকাশ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, কিন্তু কেয়ামতে তদ্বিপরীতে প্রথমে আকাশ, অবশেষে পৃথিবী নষ্ট করিবেন। ইহার কারণ এই যে, প্রথমে গৃহের ভিত্তি স্থাপন করা হয়, তৎপরে উহার ছাদ প্রস্তুত করা হয়, কিন্তু ধ্বংস করার সময়ে প্রথমে ছাদ হইতে আরম্ভ করিয়া সবশেষে ভিত্তি উৎখাদিত করা হয়, সেই প্রকার কেয়ামতে প্রথমে আকাশ, তৎপরে ভূমি বিধ্বস্ত করা হইবে।—তঃ আজিজি।

২। নক্ষত্রপুঞ্জ বিক্ষিপ্ত ভাবে পৃথিবীতে পতিত হইবে।

৩। কেয়ামতে সমুদ্র সকলের মধ্যস্থিত মৃত্তিকারাশি বিধ্বস্ত হওয়ায় সমস্ত সমুদ্র একত্রিত হইবে ; তৎপরে উক্ত সমুদ্রের পানি অগ্নি আকারে পরিণত হইয়া উহার কতকাংশ বিচার-প্রান্তরের ধূম কতকাংশ দোজখের অগ্নিরূপে ব্যবহৃত হইবে।—তঃ আজিজি।

কেয়ামতে ভূমিকম্প হওয়ায় মৃত্তিকা খণ্ড বিখণ্ড হইয়া যাইবে, তখন গোরস্থিত মনুষ্যের শরীরের বিক্ষিপ্ত অংশসমূহ ও অস্থিপুঞ্জ প্রকাশিত হইবে। তৎপরে আর্শের নিম্নদেশ হইতে বারিপাত হওয়ায় মানবদেহ পুনর্গঠিত হইবে; অবশেষে ইস্রাফিল ফেরেশতার দ্বিতীয় সুর ফুৎকারে মানুষ সকল জীবিত হইবে। —তঃ আজিজি।

৫। এই আয়তের মর্ম্ম কয়েক প্রকার হইতে পারে; উক্ত সময়ে মনুষ্য যে সমস্ত কার্য্য নিজে করিয়াছে এবং যে সমস্ত নিয়ম মত ও বিধান ত্যাগ করিয়া মৃত্যুপ্রাপ্ত হইয়াছে, প্রত্যেক ব্যক্তি তাহা-গোর ভেদ করিয়া উঠিবার সময় এবং তৎপরে কার্য্যলিপি পাঠ করিবার সময় অবগত হইবে।

এমাম এবনে-জরির বলেন, এই মত যুক্তিযুক্ত।

এমাম রাজী উহার মর্ম্মে লিখিয়াছেন, "মনুষ্য যে সমস্ত ফরজ সম্পন্ন করিয়াছে এবং যে সমস্ত ফরজ নষ্ট করিয়াছে, কিম্বা মনুষ্য যে সমস্ত অর্থ দান করিয়াছে এবং যে সমস্ত অর্থ উত্তরাধিকারীদের জন্য ত্যাগ করিয়াছে; কিম্বা তাহার যে সমস্ত সন্তান প্রথমে মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়াছে; এবং যে সমস্ত সন্তান ত্যাগ করিয়া সে ইহলীলা সম্বরণ করিয়াছে; কিম্বা যে সমস্ত কার্য্য প্রথম জীবনে এবং যাব শেষ জীবনে করিয়াছে; তৎসমুদয় কার্য্য লিপীতি দেখিবে।—তঃ কবির ও এবনে-জরির।

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ۙ (৬)

الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ۙ (৭) فِي أَيِّ (৮)

صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ ۝

৬—৭। হে মনুষ্য। কি বস্তু তোমাকে তোমার উক্ত মহিমান্বিত প্রতিপালকের সম্বন্ধে প্রতারিত করিয়াছে? যিনি তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, অনন্তর তোমাকে ঠিক করিয়াছেন, তৎপরে তোমাকে মধ্যম আকৃতিতে করিয়াছেন। ৮। যে আকৃতিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তোমাকে সংযোজিত করিয়াছেন।

টিকা :—

৬—৮। আল্লাহতায়ালা মনুষ্যকে ভৎর্সনা করিয়া বলিতেছেন যে, তিনি মনুষ্যের প্রতি বহু অনুগ্রহ প্রদান করিয়াছেন; কিন্তু সেই মনুষ্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না। মনুষ্য অসৎ কার্য্য করিতেছে; কিন্তু খোদাতায়ালা জগতে উহার প্রতিফল প্রদান করেন না। এই জন্য মনুষ্য নির্ভীকভাবে আরও বেশী অসৎকার্য্য করিতেছে এবং তজ্জন্য কেহ কেহ ধারণা করে যে, পরকালে কোন শাস্তি প্রদান করা হইবে না; মনুষ্যের এরূপ ধোকায় পতিত হইবার কোনরূপ কারণ আছে। এমাম কাতাদা বলেন, "শয়তান উহাকে এইরূপ ধোকায় নিক্ষেপ করিয়াছে" এমাম হাছান বলেন, মনুষ্য অনভিজ্ঞতার কারণে এইরূপ ধোকায় পতিত হইয়াছে।" এমাম মোকাতেল বলিয়াছেন, গোনাহ করা মাত্র খোদাতায়ালা মনুষ্যকে শাস্তি প্রদান করেন না, এই জন্যই পাপ কার্য্যের প্রতি মানুষের দুঃসাহস বাড়িয়াছে। এমাম ফোজাএল বলেন, "মনুষ্য গোনাহ করে, কিন্তু খোদাতায়ালা হঠাৎ উহা প্রকাশ করেন না; এই কারণেই মনুষ্য ধোকায় পতিত হইয়াছে।"

এ স্থলে খোদাতায়ালা কয়েকটি দানের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, প্রথম, তিনি মনুষ্যকে সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা জিহ্বা ইত্যাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সৌষ্ঠবসম্পন্ন করিয়াছেন। তাহার প্রকৃতি মধ্যম ধরণে সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং তাহার দেহে বায়ু, পিত্ত, কফ ইত্যাদি নিয়মিত রূপে সংযোজিত করিয়াছেন, তৎপরে তাহাকে

পিতা-মাতা বা কোন পূর্ব্বপুরুষের আকৃতি দান করিয়াছেন। তাহাকে সুশ্রী, কুশ্রী, লম্বা, বেঁটে ও স্ত্রী-পুরুষ করিয়াছেন ; ভিন্ন ভিন্ন দেশবাসীদের শরীরের বর্ণ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার করিয়াছেন। প্রত্যেক মনুষ্যকে পৃথক পৃথক আকৃতি দান করিয়াছেন। মূল মর্ম্ম এই যে, খোদাতায়ালা বলিতেছেন, হে মনুষ্য! আমি তোমাকে অনন্ত দানের অধিকারী করিয়াছি, কিন্তু তুমি ধোকায় পতিত হইয়া আমার দানরাশির কৃতজ্ঞতা অস্বীকার করিতেছ, ও আমার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছ?

কোন টিকাকার বলেন, "উক্ত আয়ত দুইটি অলীদ কিম্বা এবনে আছাদের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে।" কেহ কেহ বলেন' 'উহা প্রত্যেক গোনাহগারের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছে।

(৭) كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُوْنَ بِالدِّيْنِ ۙ (١٠) وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِيْنَ ۙ (١١) كِرَامًا كَاتِبِيْنَ ۙ (١٢) يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ ۝

৯। এরূপ নহে, বরং তোমরা বিচার দিবসকে অবিশ্বাস করিতেছ। ১০/১১ এবং সত্যই তোমাদের উপর রক্ষক সকল—গৌরবান্বিত লিপিকর সকল আছেন। ১২। তোমরা যাহা করিতেছ, তাহা তাহারা অবগত হয়।

টিকা ;—

৯। খোদাতায়ালা বলিতেছেন, "তোমরা কেবল যে আমার অনুগ্রহের, উপর ভরসা করিয়া গোনাহ করিতেছ, এমন কথা নহে, বরং কেয়ামতের প্রতি, ইসলাম ধর্ম্মের প্রতি এবং সৎ অসৎ কার্য্যের প্রতিফলের প্রতি অসত্যারোপ করিতেছ।

১০—১২। কতকগুলি ফেরেশতা তোমাদের কার্য্যকলাপের রক্ষক ও পরিদর্শক আছেন। তাঁহারা তোমাদের নেকি বদী সকল লিখিতেছেন। প্রত্যেক মানুষের জন্য চারিজন ফেরেশতা আছেন, দুইজন প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত, আর দুইজন সন্ধ্যা হইতে প্রভাত পর্য্যন্ত পরিদর্শন করেন। একজন ডাহিন স্কন্ধে, আর একজন বাম স্কন্ধে থাকেন। কেহ কেহ বলেন, মানুষের উপরিস্থ দন্তে তাঁহাদের স্থান। তাঁহারা অতি মহৎ, সেই হেতু তাঁহারা মানুষের সমক্ষে প্রকাশিত হন না। মনুষ্য যে সময় স্ত্রীসহবাস, মল-মুত্র ত্যাগ ও কামরিপু চরিতার্থ করে, সেই সময় তাঁহারা মনুষ্য হইতে দূরে থাকেন। তাঁহারা নেকী বদী অবগত হওয়া সত্ত্বেও লোকের নিকট উহা প্রকাশ করিয়া মনুষ্যকে লাঞ্ছিত করেন না।

কেহ একটি সৎকার্য্য করিলে, তাঁহার দশটি সৎকার্য্যের ছওয়াব তাঁহারা কার্য্যলিপিতে লিপিবদ্ধ করেন।

যদি কোন লোক একটি নেকী করিবার ইচ্ছা করিয়া কোন বাধা বিঘ্নের জন্য উহা করিতে না পারে, তবে তাঁহারা উহাতে একটি নেকী লিখিয়া রাখেন। যদি কেহ কোন গোনাহ করার ইচ্ছা করা সত্ত্বেও উহা ত্যাগ করে, তবে উহার জন্য একটি নেকী লিখিয়া রাখেন।

কেহ কোন গোনাহ করিলে তাহাকে ছয় ঘণ্টা অবকাশ দেন; যদি সে ব্যক্তি ইহার মধ্যে অনুতাপ (তওবা) করে তবে কোন গোনাহ লেখেন না। আর যদি ঐ সময়ের মধ্যে অনুতপ্ত না হয়, তবে অগত্যা তাঁহারা একটি গোনাহ লিখিয়া রাখেন। মনুষ্যের জিহ্বা তাহাদের কলম এবং থুথু মসীর স্থানে ব্যবহৃত হয়। যে সময়ে ফেরেশতাগণ কার্য্যলিপি সমূহকে আকাশে লইয়া যান, তখন খোদাতায়ালা বলেন, "তোমারা এই কার্য লিপি সমূহকে "লওহো মহফুজের" সহিত মিলাইয়া দেখ।" তখন ফেরেশতাগণ দেখেন

যে 'লওহো-মহফুজে' যাহা কিছু লিখিত আছে, কার্য্যলিপিগুলিতে অবিকল তাহাই লিখিত আছে। তৎপরে খোদাতায়ালা বলেন, "নেকী বদী ব্যতীত যাহা কিছু কার্য্যলিপি সমূহে লিখিত হইয়াছে, তৎসমুদয় মিটাইয়া দাও।" মনুষ্য যাহা কিছু করে বা বলে, তাহা ফেরেশতাগণ অবগত হইয়া থাকেন। মনুষ্যের মনের ভাব (নিয়ত) তাঁহারা অবগত হইতে পারেন কিনা, ইহাতে বিদ্বানদের মতভেদ হইয়াছে। কতক বিদ্বান বলেন, "ছহিহ হাদিছ অনুযায়ী তাহারা মনের ভাব অবগত হইতে পারেন" ; কিন্তু অধিকাংশ বিদ্বান বলেন, "খোদাতায়ালা ব্যতীত কেহই গুপ্ত তত্ত্ব অবগত হইতে পারেন না। অবশ্য খোদাতায়ালা মনুষ্যের মনের ভাব এলহাম দ্বারা তাঁহাদিগকে অবগত করইয়া দেন। ফেরেশতাগন নেকী-বদীর সাক্ষী স্বরূপ ও কার্য্যলিপি প্রমাণ স্বরূপ হইবে। তঃ—কবির ও আজিজী।

(১৩) إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ (১৪) وَإِنَّ الْفُجَّارَ

لَفِي جَحِيمٍ (১৫) يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ

(১৬) وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ

১৩। নিশ্চয়ই সৎলোক সকল সম্পদে (অন্যার্থে বেহেশতে) থাকিবেন। ১৪। এবং নিশ্চয়ই গোনাহগারেরা দোজখে থাকিবে। ১৫। তাহারা বিচার দিবসে (কেয়ামতে) উহাতে প্রবেশ করিবে। ১৬। এবং তাহারা তথা হইতে দূরীভূত হইবে না।

টিকা ;—

১৩—১৬ সৎলোকেরা বেহেশতে শান্তিতে থাকিবেন। এমাম জাফর (রাঃ) বলেন, "বহেশতবাসিগণ 'মা'রেফাত' ও 'মোশাহাদা কার্য্যে সংলিপ্ত থাকিবেন।" কেহ কেহ বলেন "তাঁহারা খোদা-

তায়ালার দর্শন লাভে বিমুক্ত থাকিবেন।" ধর্ম্মদ্রোহীরা দোজখে অনন্তকাল থাকিবে।

(১৭) وَمَا أَدْرٰكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ ۙ (১৮) ثُمَّ مَا أَدْرٰكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ ۙ (১৯) يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا ۙ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ ۙ

১৭। এবং কি বস্তু তোমাকে অবগত করাইয়াছে যে, বিচার দিবস কি? ১৮। তৎপরে কি বস্তু তোমাকে অবগত করাইয়াছে যে, বিচার দিবস কি?

১৯। (কেয়ামত) ঐ দিবস যে (উহাতে) কোন প্রাণী কোন প্রাণীর সম্বন্ধে কোন বিষয়ের ক্ষমতা রাখিবে না; আর সেই দিবস হুকুম খোদাতায়ালারই হইবে।

টিকা :

১৭—১৯। কেয়ামতে কোন ঈমানদার কোন কাফেরকে রক্ষা করিতে পারিবে না। সেই দিবস কেবল খোদাতায়ালার হুকুম হইবে। যখন তিনি নবীগণ অথবা অলীগণকে শাফায়াতের হুকুম দিবেন, তখন তাঁহারা ঈমানদারদের জন্য শাফায়াত করিতে পারিবেন।

ছুরা নাবার ৩৮ আয়াতের টীকায় ইহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা লিখিত হইয়াছে, ইহাতেই গোল্ডসেক সাহেবের শাফায়াত না হওয়ার দাবী বাতীল হইয়া গেল।

ছুরা তৎফিক (৮৩)।

ইহাতে ৩৬টি আয়ত আছে। অধিকাংশ টিকাকার বলেন, হজরত মদিনা শরীফে পদার্পণ করিয়া দেখিলেন যে, তথাকার অধিবাসিগণ পরিমাণ ও ওজনে কম বেশী করিয়া থাকে; সেই সময়ে উক্ত ছুরা অবতীর্ণ হয়। মদীনা শরীফে প্রথমেই এই ছুরা অবতীর্ণ হয়। কতক সংখ্যক বিদ্বান বলেন, এই ছুরাটি মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হইয়াছিল: তৎপরে হজরত মদিনা শরিফে আগমন করতঃ তথাকার অধিবাসীদিগের নিকট উহা পাঠ করিয়া শুনাইয়াছিলেন।" সেইহেতু কতক লোক উহার মদিনা শরীফে অবতীর্ণ হইবার মত ধারণ করিয়াছেন। এমাম আতা বলেন,—"উক্ত ছুরা মক্কা শরীফ ও মদিনা শরীফের মধ্যস্থলে অবতীর্ণ হইয়াছিল। তঃ—আজিজি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞

সর্ব্বপ্রদাতা ও দয়ালু খোদাতায়ালার নামে আরম্ভ করিতেছি।

(١) وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ ۙ (٢) الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ ۙ (٣) وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ ۙ

১। অসম্পূর্ণ পরিমাণকারীদের জন্য আক্ষেপ ঃ—

২। যাহারা যে সময়ে লোকের নিকট হইতে পরিমাণ করিয়া লয়, তখন সম্পূর্ণ গ্রহণ করে। ৩। এবং যে সময়ে তাহাদিগকে পরিমাণ করিয়া দেয়, কিম্বা তাহাদিগকে তৌল করিয়া দেয়, কম করিয়া দেয়।

টিকা :—

শেখ আবুল কাছেম কোশায়রী বলিয়াছেন, "যাহারা নিজের দোষ গোপন করে, কিন্তু পরের দোষ প্রকাশ করে; যাহারা অন্য লোক হইতে বিচার প্রার্থনা করে, কিন্তু নিজের বিচার করিতে রাজী না হয়; যাহারা লোকের দোষ অন্বেষণ করে, কিন্তু নিজের দোষের প্রতি লক্ষ্য না করে; যাহারা অন্য লোক হইতে নিজের সম্মানের প্রতীক্ষা করে, কিন্তু সম্মানিত লোকদের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করে; যাহারা যাহা নিজের জন্য পছন্দ করে, কিন্তু অপরের জন্য তাহা পছন্দ করে না; যাহারা মজুর ও কর্ম্মচারীদের নিকট সম্পূর্ণ কার্য্য বুঝিয়া লইতে চাহে, কিন্তু তাহাদের বেতন কম দিয়া থাকে এবং যাহারা খোদাতায়ালার নিকট নিরুপিত জীবিকা প্রার্থনা করে, কিন্তু তাহারা এবাদত করিতে ত্রুটি করে, তাহারা সকলেই উক্ত আয়ত অনুযায়ী দোষী হইবে।—তঃ নায়ছাপুরী।

হজরত এই আয়ত পাঠ করিয়া বলিয়াছিলেন,—"পঞ্চ কার্য্যের জন্য পঞ্চ বিপদ উপস্থিত হইয়া থাকে।" ছাহাবাগণ বলিলেন, 'উহা কি কি?' তদুত্তরে তিনি বলিলেন, "যে কোন দল একযোগে অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, খোদাতায়ালা সেই দলের উপর তাহাদের শত্রুকে প্রবল করেন। যাহারা খোদাতায়ালার হুকুমের বিপরীত হুকুম করে, তিনি তাহাদের মধ্যে দারিদ্র ভাব প্রকাশ করেন। যে দলের মধ্যে ব্যভিচার প্রকাশ্য ভাবে প্রচলিত হয়, তাহাদের মধ্যে ওলাউঠা ইত্যাদিতে আকস্মিক মৃত্যু প্রবল হইবে। যাহারা অসম্পূর্ণ ভাবে পরিমাণ ও তৌল করিয়া থাকে, তাহাদের ফসলে ব্যাঘাত হইবে এবং তাহাদের মধ্যে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইবে। যাহারা জাকাত দিতে ত্রুটি করে, তাহাদের পক্ষে বারিপাত হওয়া বন্ধ হইবে।" উক্ত গোনাহ কার্য্যের জন্য শোয়াএব আঃ এর

উম্মতের প্রতি মহা শাস্তি অবতীর্ণ হইয়াছিল। উহাতে পরের স্বত্ব নষ্ট করা হয়, পরের প্রতি অত্যাচার করা হয়, পরের সহিত প্রতারণা করা হয়, অত্যাচারকে ন্যায়ের রূপে প্রকাশ করা হয়, অন্নের জন্য ধর্ম্মের অবমাননা করার চেষ্টা করা হয়, অসৎ প্রকিতির চূড়ান্ত নিদর্শন প্রকাশ করা হয় এবং খোদাতায়ালা তৌল দাঁড়িকে ন্যায়ের জন্য নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, কিন্তু এই কার্য্যে তাঁহার নির্দ্ধারণকে পরিবর্ত্তন করা হয়; এই সমস্ত কারণে উহা মহা গোনাহ্ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। তঃ—আজিজী।

কেহ কেহ বলেন,— "ويل অয়েল' শব্দের অর্থ কঠিন শাস্তি মহা অনিষ্ট কিম্বা বিধ্বস্ত হওয়া।" এমাম আহমদ ও তেরমেজি একটি হাদিছে বর্ণনা করিয়াছেন, ويل 'অয়েল' দোজখের একটি ময়দান; ধর্ম্মদ্রোহী ব্যক্তি উহার নিম্নদেশে পতিত হইবে। এবনে হাব্বান ও হাকেন বর্ণনা করিয়াছেন যে, উহা দুইটি পর্ব্বতের মধ্যে হইবে। এবনে আবি হাতেম বলেন, "উহাতে দোজখীদের বিগলিত রক্ত ও পূঁজ সংগৃহীত হইবে।" আছমায়ী বলেন,—"উহার অর্থ অতি মন্দ বা আক্ষেপ।"—তঃ রুহুল মায়ানী।

আয়তের অর্থ এই যে, অসম্পূর্ণ পরিমাণকারীদিগের জন্য আক্ষেপ, কঠিন শাস্তি বা মহা অনিষ্ট; অসম্পূর্ণ পরিমাণকারী বিধ্বস্ত হউক। অসম্পূর্ণ পরিমাণকারীরা দোজখের 'অয়েল' নামক ময়দানে নিক্ষিপ্ত হইবে।—বঙ্গানুবাদক।

পরিমাণ চারি প্রকার হইতে পারে; প্রথম পরিমাণে ষোল-আনা আদান প্রদান করা; ইহা সৎলোকের কার্য্য। দ্বিতীয়—লোককে পরিমাণে বেশী দেওয়া এবং নিজে ষোলআনা বিনা কমি বেশী গ্রহণ করা; ইহা মহা সাধকদিগের কার্য্য। তৃতীয়—পরিমাণে অন্যকে কম দেওয়া এবং নিজেও কম গ্রহণ করা; ইহা কতকাংশে অন্যায়। চতুর্থ লোককে পরিমাণে কম দেওয়া এবং নিজে সম্পূর্ণ গ্রহণ করা, ইহা মহা অন্যায়।

ছহিহ তেরমেজির হাদিছে বর্ণিত হইয়াছে,—হজরত বলিয়াছেন পরের ঋণ সুচারুরূপে পরিশোধ করা এবং অন্যের নিকট হইতে সুচারুরূপে ঋণ আদায় করিয়া লওয়া ইহা সর্ব্বাপেক্ষা মহত কার্য্য। দ্বিতীয়—মহাজনকে মহাকষ্ট দেওয়ার পরে তাহার ঋণ পরিশোধ করা; ঋণগ্রস্তকে মহাকষ্টে নিক্ষেপ করিয়া তাহার ঋণ পরিশোধ করিয়া লওয়া ইহা সর্ব্বাপেক্ষা মন্দকার্য্য। তৃতীয়—ঋণ দাতাকে মহাকষ্ট দিয়া তাহার ঋণ পরিশোধ করা, ঋণীর নিকট হইতে সহজ ভাবে ঋণ পরিশোধ করিয়া লওয়া। চতুর্থ—পরের ঋণ সহজ ভাবে পরিশোধ করা এবং ঋণগ্রস্তকে মহাকষ্ট দিয়া ঋণ পরিশোধ করিয়া লওয়া; এই দুই প্রকারে দোষ গুণ মিশ্রিত আছে।

এইরূপ ক্রোধী মানুষ চারি প্রকার,—প্রথম এই যে, একজন বিলম্বে ক্রোধান্বিত হয় এবং সত্বরেই উক্ত ক্রোধ সম্বরণ করে, এই ব্যক্তি সকল অপেক্ষা উত্তম।

দ্বিতীয়, যে ব্যক্তি হঠাৎ রাগান্বিত হয় এবং বহু বিলম্বে রাগ সম্বরণ করে, এই ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধম।

তৃতীয়, এক ব্যক্তি সত্বর রাগান্বিত হয় এবং সত্বর উক্ত রাগ সম্বরণ করে। চতুর্থ, এক ব্যক্তি বিলম্বে রাগান্বিত হয় এবং বিলম্বে রাগ সম্বরণ করে, এই দুই ব্যক্তি মধ্যম ধরণের লোক। হজরত বলিয়াছেন নামজ এক প্রকার তুলাদণ্ড, যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ রূপে উহার পরিমান করিবে, সে সম্পূর্ণ ফলপ্রাপ্ত হইবে। আর যে ব্যক্তি উহার পরিমান কম করিবে, উক্ত আয়াত অনুযায়ী বিপদগ্রস্ত হইবে।

খোদাতায়ালা হজরতের মুখে প্রকাশ করিয়াছেন,—'হে আদম সন্তান। যদি তুমি সম্পূর্ণ ফল প্রাপ্তির আশা কর, তবে তুমি সম্পূর্ণ সৎকার্য্য কর। যদি তুমি সুবিচারের প্রার্থনা কর তবে

নিজের সুবিচার কর।" একজন অরণ্যবাসী লোক খলিফা আবদুল মালেককে বলিয়াছিল, "হে খলিফা! খোদাতায়ালা অসম্পূর্ণ পরিমানকারিদের সম্বন্ধে যে শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা কি আপনি অবগত নহেন? আপনি যে বিনা পরিমাণ ও তৌলে লোকের অর্থ গ্রহন করেন, সে বিষয়ে কি চিন্তা করিয়াছেন? মূল কথা এই যে, খোদাতায়ালা জগতে সুবিচার স্থাপনের ভার বাদশাহদিগের উপর অর্পণ করিয়াছেন, তাঁহারা ইহাতে ত্রুটি করিলে মহাশাস্তিতে পতিত হইবেন।—তঃ আজিজ।

(৪) أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ ۝ (৫) لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ۝ (৬) يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَٰلَمِينَ ۝

৪—৫। উঁহারা কি ধারণা করে না (অন্যার্থে বিশ্বাস করে না) যে, নিশ্চয় তাহারা এক মহাদিবসের জন্য উত্থাপিত হইবে; ৬। যে দিবস লোক সমস্ত জগদ্বাসীর প্রতিপালকের নিমিত্ত দণ্ডায়মান হইবে।

টীকা ;—

৪ ৬। বিশ্বাসী মুসলমানেরা ইহা কি বিশ্বাস করিবে না অথবা ধর্ম্মদ্রোহিরা ইহা কি ধারণা করিবে না যে, এক ভয়ঙ্কর দিবসে তাহাদিগকে পুনর্জীবিত হইতে হইবে এবং খোদাতায়ালার আদেশের বা বিচার নিষ্পত্তির প্রতীক্ষায় তাহাদিগকে দণ্ডায়মান থাকিতে হইবে। সে দিবস মনুষ্যের স্বত্ব নষ্টের বা খোদাতায়ালার আদেশ লঙ্ঘনের বিচার করা হইবে। যাহারা মনুষ্যের স্বত্ব নষ্ট করিয়াছে বা খোদাতায়ালার আদেশ অমান্য করিয়াছে, তাহারা সমস্ত লোকের সমক্ষে বিপন্ন ও লাঞ্ছিত হইবে—তঃ আজিজ।

এমামে আহমদ একটী হাদিসে বর্ণনা করিয়াছেন যে, কেয়ামতের দিবস সূর্য্য পৃথিবী হইতে এক মাইল দূরে অবস্থান করিবে; উহার উত্তাপ এত অধিক হইবে যে উত্তপ্ত দেগের ন্যায় মনুষ্যের মস্তক বিগলিত হইতে থাকিবে। গোনাহ কার্য্যের পরিমাণে মনুষ্যের শরীর হইতে ঘর্ম্ম নির্গত হইবে। কাহারও পায়ের গিরা পর্য্যন্ত কাহার ও জানু পর্য্যন্ত, কাহারও কটিদেশ পর্য্যন্ত এবং কাহারও গলদেশ পর্য্যন্ত ঘর্ম্মে ডুবিয়া যাইবে। কোন হাদিছে বর্ণিত আছে যে, সে সময়ে লোক উলঙ্গ, খোলা পা, অচ্ছিন্ন ত্বক অবস্থায় আকাশের দিকে অনিমেষ নেত্রে দৃষ্টিপাত করিয়া চল্লিশ বৎসর দণ্ডায়মান থাকিবে, কেহ তাহাদের সহিত কথোপকথন করিবে না। খোদাতায়ালার কোপের আশঙ্কায় তাহারা অচৈতন্য প্রায় হইবেন। কোন হাদিছে একশত বৎসর এবং কোন হাদিছে তিন শত বৎসর দণ্ডায়মান থাকিবার কথা উল্লেখ হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন যে তাহারা চল্লিশ সহস্র বৎসর তথায় দাঁড়াইয়া থাকিবে এবং দশ সহস্র বৎসরে বিচার নিস্পত্তি হইবে। ছহিহ মোছলেমের একটী হাদিছে বর্ণিত আছে যে, কেয়ামতের দিবস ৫০ সহস্র বৎসরের পরিমান হইবে। হজরত এবনে আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন এক ওয়াক্ত নামাজ সম্পন্ন করিতে যতটুকু সময়ের আবশ্যক হয় সাধু লোকদের পক্ষে কেয়ামতের দিবস ততটুকু সময় বলিয়া বোধ হইবে। —তঃ এবনে-জরির' এবনে-কছির ও নায়ছাপুরি।

মূল কথা এই যে, ধর্ম্মদ্রোহিদের পক্ষে উহা পঞ্চাশ সহস্র বৎরের পরিমাণ বোধ হইবে। খোদাতায়ালার প্রেমে উন্মত্ত অলিউল্লাহ্ ও পয়গম্বরদিগের পক্ষে উক্ত কেয়ামত এক ওয়াক্ত নামাজের পরিমান বোধ হইবে। মধ্যম ধরণের লোকদের পক্ষে চল্লিশ বৎসর, একশত, বৎসর অথবা পাঁচশত বৎসর কাল বলিয়া বোধ হইবে।

ছহিহ বোখারি ও মোছলেমে বর্ণীত আছে;—"নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ কেয়ামতের দিবস আর্শের ছায়ায় স্থানলাভ করিবেন যথা ন্যায় বিচারক খলিফা, যে দুইজন লোক পরস্পরে খোদাতায়ালার নিমিত্ত বন্ধুতা স্থাপন করিয়াছিল, যে ব্যক্তি যৌবনকালে রিপু দমন করিয়া খোদাতায়ালার উপসনায় সংলিপ্ত ছিল, যে ব্যক্তি মসজিদে সতত জামায়াত সহ নামাজ সম্পন্ন করে, এমন কি মসজিদ হইতে বাটিতে গেলে, মসজিদের জন্য মন চঞ্চল হয়, যে ব্যক্তি নির্জ্জনে খোদাতায়ালার জেকর করিতে করিতে অশ্রু বর্ষণ করে, সুন্দরী সৎ বংশোদ্ভাবা স্ত্রীলোক ব্যভিচারে আহ্বান করা সত্বেও যে পুরুষ ব্যভিচারে লিপ্ত হয় নাই, যে ব্যক্তি অতি গুপ্তভাবে দান করে, যে মহাজন দরিদ্র ঋণগ্রস্তকে অবকাশ দিয়া অথবা কতক ছাড়িয়া দিয়া ঋন আদায় করিয়া লয়।"

হজরত এবনে ওমার (রাঃ) এক দিবস এই ছুরাটি নামাজের মধ্যে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তিনি এই আয়তের নিকট পৌছিয়া এরূপ ক্রন্দন করিতে লাগিলেন যে, অচৈতন্য হইয়া ধরাশায়ী হইলেন।—বঙ্গানুবাদক।

(৭) كَلَّا إِنَّ كِتٰبَ الْفُجَّارِ لَفِىْ سِجِّيْنٍ ۞ (৮) وَمَا أَدْرٰكَ مَا سِجِّيْنٌ ۞ (৯) كِتٰبٌ مَّرْقُوْمٌ ۞

৭। কখনই না, নিশ্চয় দুর্বৃত্তগণের কার্য্যলিপি ছিজ্জিনেতে আছে। ৮। এবং কিসে তোমাকে অবগত করাইয়াছে যে, ছিজ্জিন কি? ৯। (উহা) লিখিত (অন্যার্থে মোহরযুক্ত) পুস্তিকা।

টিকা :—

৭—৯। অসম্পূর্ণ পরিমাণকারীরা যেন কখনও এই অপকার্য্য নাকরে এবং কেয়ামতে বিচারের জন্য দণ্ডায়মান হইবার বিষয়

উপেক্ষা না করে, কেননা প্রত্যেক দুর্ব্বৃত্তের কার্য লিপি (আমল নামা) ছিজ্জিনেতে সুরক্ষিত আছে।

ছিজ্জিন একটি লিখিত পুস্তক; চিহ্নিত পুস্তক বা মোহরযুক্ত পুস্তক।

এমাম রাজী বলেন, "কাহারও মতে ছিজ্জিন একটি বৃহৎ পুস্তকের নাম। দুর্ব্বৃত্তদের কার্য লিপি উহাতে লিপিবদ্ধ করা হয়। কিম্বা ছিজ্জিন একটি পুস্তকাগার; ইহাতে দুষ্কর্ম্মশীলদের কার্য্যলিপি সমূহ সংগৃহীত করা হয়।" এমাম রাজি ও এবনে কছির বলেন যে অধিকাংশ টিকাকারের মতে উহা সপ্তম ভূখণ্ডের নাম। এমাম এবনে জরির উভয় মতের সমর্থন জন্য বহু প্রমাণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যদি ছিজ্জিন সপ্তম ভূখণ্ডের নাম হয়, তবে উপরোক্ত আয়ত সমূহের এইরূপ মর্ম্ম হইবে, —"অবশ্য অবশ্য দুষ্কর্ম্মশীলদের কার্য্যলিপি ছিজ্জিনে (সপ্তম ভূখণ্ডে) আছে এবং তুমি কি জান, ছিজ্জিনের কার্য লিপি কি? উহা একখানি লিখিত, চিহ্নিত বা মোহরযুক্ত পুস্তক।" কেহ কেহ বলেন যে, সপ্তম ভূখণ্ডের নীচে একখণ্ড নীলবর্ণ বিশিষ্ট প্রস্তর আছে, উহাকে ছিজ্জিন বলে। কেহ কেহ বলেন উহা দোজখের একটি কূপ; কিন্তু এমাম এবনে-কছির এইমতের প্রতিবাদ করিয়াছেন।—কঃ কবির, এবনে-কছির ও এবনে-জারির।

উক্ত পুস্তকে প্রত্যেক গোনাহগারের অপকর্ম্ম লিখিত আছে। সেই হেতু উহাকে লিখিত পুস্তক বলা হইয়াছে। যেরূপ বস্ত্রের গাঠরিতে নামের চিহ্ন অঙ্কিত করা হয়, সেইরূপ উক্ত পুস্তকের উপর দুর্ব্বৃত্তগণের নামের চিহ্ন করা হইবে, অথবা যেরূপ কোন পত্রের উপর মোহর করা হয়, সেইরূপ উক্ত পুস্তকের উপর প্রত্যেক গোনাহগারের নামের মোহর করা হইবে। কেয়ামতে উক্ত চিহ্ন বা মোহর দেখিলেই প্রত্যেকের কার্য্যলিপি সহজে পৃথক

করা সম্ভব হইবে, এই হেতু উক্ত পুস্তককে চিহ্নিত বা মোহরযুক্ত পুস্তক বলা বলা হইয়াছে।—তঃ কবির।

হজরত কাব (রাঃ) বলিয়াছেন যে, উক্ত পুস্তক সপ্তম ভূখণ্ডের নিম্নদেশে আছে। তথায় ইবলিছ ও উহার দলভুক্ত শয়তানগন বাস করে। তথায় একখণ্ড দুর্গন্ধযুক্ত প্রস্তর আছে। ফেরেশতাগণ অসৎ ব্যক্তির আত্মাকে তাহার মরণান্তে আকাশের দিকে লইয়া যান, কিন্তু আকাশের ফেরেশতাগণ উহা গ্রহণ করেন না এবং আকাশে দ্বার উদঘাটন করেন না। তখন তাঁহারা উক্ত আত্মাকে ভূতলে লইয়া যান, কিন্তু ভূতল উহাকে গ্রহণ করে না; অবশেষ তাঁহারা উহাকে সপ্তম ভূখণ্ডের নিম্নস্থিত একখণ্ড প্রস্তরের তলদেশে লইয়া যান। তথাকার নিয়োজিত ফেরেশতাগণ উক্ত পুস্তকে উহার নাম, উহার মৃত্যুর দিবস এবং উহার কার্য্যকলাপ লিপিবদ্ধ করেন। তৎপরে লেখক ফেরেশতাগণের নিকট হইতে তাহার সমস্ত কার্য্যলিপি লইয়া তথায় সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া দেন। কেয়ামতের দিবস উক্ত কার্য্যলিপি তাহার বাম হস্তে দেওয়া হইবে। গোনাহগারদের আত্মা তথায় মহাশাস্তি ভোগ করিতে থাকে।—তঃ আজিজি ও এবনে জরির।

(১০) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۞ (১১) الَّذِينَ

يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ۞ (১২) وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا

كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ۞ (১৩) إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ

أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۞

১০। সেই দিবস উক্ত অসত্যারোপকারিদের জন্য আক্ষেপ,— ১১। যাহারা বিচার দিবসের প্রতি অসত্যারোপ করিতেছে। ১২। আর প্রত্যেক সীমা অতিক্রমকারী, দুষ্কর্ম্মশীল ভিন্ন (কেহ) উহার প্রতি অসত্যারোপ করে না। ১৩। যে সময়ে তাহার উপর আমার আয়ত সকল (অন্যার্থে প্রমাণ সকল) পাঠ করা হয়, (সে সময়ে) সে বলে, (উহা) প্রাচীন লোকদের কাহিনী (বা অমূলক বাক্য) সমূহ।

টিকা ;—

কাল্‌বি বলেন, "উক্ত আয়ত সকল মোগিরার পুত্র অলিদের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে।" কেহ কেহ বলেন, উহা "হারেছের পুত্র নাজারের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে।" অপর একদল বলেন, উহা "সাধারণ ধর্ম্মদ্রোহিদিগের দুষ্কর্ম্মের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে। আল্লামা আলুছি বলেন, "উক্ত আয়ত সকল বিশিষ্ট ব্যক্তির সম্বন্ধে অবতীর্ণ হইলেও তৎসমুদয় সাধারণ অর্থে গৃহীত হইবে।"

খোদাতায়ালা বলিতেছেন, "যে ব্যক্তি ধর্মদ্রোহিতা বশতঃ খোদাতায়ালার প্রতি অবিশ্বাস করে, নানাবিধ অপকার্য্যে সংলিপ্ত থাকে এবং কোরান শরিফকে প্রাচীন লোকদের কল্পিত কাহিনী বলিয়া ধারণা করে, সেই ব্যক্তিই কেবল কেয়ামত ও পুনরুত্থান অবিশ্বাস করিবে। তাহার জন্য দোজখের কঠিন শাস্তি নিরূপিত আছে।—তঃ কবির ও রুহোল-মায়ানি।

(১৪) كَلَّا بَلْ سَكَنَّهُ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا

يَكْسِبُونَ ٥ (١٥) كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ

لَمَحْجُوبُونَ ۞ (১৬) ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ ۞

(১৭) ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ۞

১৪। কখনই না, বরং যাহা তাহারা অনুষ্ঠান করিত, (তাহা) তাহাদের হৃদয়সমূহে মরিচা স্বরূপ হইয়াছে। ১৫। না না, নিশ্চয়ই তাহারা সেই দিবস আপনাদের প্রতিপালক হইতে অন্তরালে থাকিবে। ১৬। তৎপরে নিশ্চয়ই তাহারা দোজখে প্রবেশ করিবে। ১৭। তৎপরে বলা হইবে, ইহাই তাহা, যাহার প্রতি তোমরা অসত্যারোপ করিতে।"

টিকা ;—

১৪। ধর্ম্মদ্রোহিরা কোরআন শরিফের সম্বন্ধে বলিত যে, উহা খোদাতায়ালার প্রেরিত বাক্য নহে, বরং হজরত নবি করিম (সাঃ) প্রাচীন লোকদের কতকগুলি কাহিনী সংগ্রহ করিয়া কোরআন নামে প্রাকাশ করিয়াছেন। খোদাতায়ালা তৎপ্রতিবাদে বলিতেছেন, তাহারা যাহা ধারণা করিয়াছে, উহা কখনই সত্য নহে, বরং কোরআন প্রকৃত খোদাতায়ালার বাক্য; হজরত জিব্রাইল (আঃ) কর্ত্তৃক অবতীর্ণ হইয়াছে; কিন্তু ধর্ম্মদ্রোহিরা এই খোদাতায়ালার বাক্য শ্রবণে বিমুগ্ধ ও বিগলিত হইতেছে না; ইহার কারণ এই যে, অতিরিক্ত গোনাহ করিতে করিতে তাহাদের হৃদয় কালিমাময় হইয়াছে। যেরূপ দর্পণে ময়লা পড়িলে, উহাতে কোনই রূপ দেখা যায় না, সেইরূপ তাহাদের হৃদয় কুকর্মের কালিমায় আচ্ছন্ন হওয়ায় কোরআন শরিফের জ্যোতিঃ আকর্ষণে অক্ষম হইয়াছে। এই হেতু কেয়ামত ও কোরআন শরিফের সত্যতার সম্বন্ধে যতই অকাট্য প্রমাণ প্রদর্শিত হউক না কেন, তাহারা উহা প্রণিধানে অক্ষম হইতেছে।

ছহিহ হাদিছে বর্ণিত আছে যে, যখন কোন মনুষ্য একটি অসৎ কার্য্য করে, তখনই তাহার হৃদয়পটে একটি কাল তিলক অঙ্কিত হয়। যদি সে ব্যক্তি তৎপরে অনুতপ্ত হয় (তওবা করে) তবে উহা দূরীভূত হইয়া হৃদয় পুর্ব্ববৎ সমুজ্জ্বল হয়, নচেত উক্ত তিলক থাকিয়া যায়। তৎপরে যত বেশী অপকার্য্য করে, প্রত্যেক অপ কার্য্যে এক একটি কাল তিলক উহাতে অঙ্কিত হইতে থাকে; অবশেষে সম্পূর্ণ হৃদয় গাঢ় কালিমায় আচ্ছন্ন হইয়া যায়। হাদিছের মর্ম্ম ইহাও হইতে পারে যে. বেশী পরিমাণ গোনাহ করিলে প্রথমোক্ত কাল তিলকটি ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া একটি আবরণের ন্যায় সম্পূর্ণ হৃদয়কে আবৃত করিয়া ফেলে। ইহাকেই খোদাতায়লা কোরঅন শরীফে رَيْن বা হৃদয়ের মরিচা বা ময়লা প্রকাশ করিয়াছেন। সাধক অলি-উল্লাহদিগের হৃদয় মারেফাতের জোতিতে জ্যোতিষ্মাণ হইয়া যায়।

এমাম মোজাহেদ বলেন, মনুষ্যের হৃদয় হস্তের তালুর ন্যায়; পরস্পর উক্ত হস্তের এক একটি অঙ্গুলী বন্ধ করিলে, যেরূপ উহা ক্রমান্বয় সঙ্কুচিত হইয়া যায়, সেইরূপ মানুষ গোনহ করিলে তাহার হৃদয় ক্রমাগত সঙ্কুচিত হইয়া যায়। ইহাকেই হৃদয়ের মোহর বলা হয়। এইরূপ অবস্থায় উক্ত ব্যক্তির হিতাহিত ও প্রমাণের সত্যতা বুঝিবার ক্ষমতা রহিত হইয়া যায়।

এস্থলে একটি বিশেষ কথা এই যে, চক্ষু, কর্ণ পৃথক বস্তু এবং দর্শন, শ্রবণ-শক্তি পৃথক বস্তু; আমরা দর্শন ও শ্রবণ শক্তিকে দেখিতে পাই না, কিন্তু চক্ষু কর্ণ দেখিতে পাই। এইরূপ হৃৎপিণ্ড পৃথক বস্তু এবং যে সুক্ষ্ম 'লতিফা' বা বিবেক হিতাহিত বুঝিতে সক্ষম হয়, উহা পৃথক বস্তু। আমরা হৃৎপিণ্ডকে দেখিতে পাইলেও সূক্ষ্ম লতিফাকে দেখিতে সক্ষম নহি। হাদিছ শরিফে যে হৃদয়ের কালিমাময় বা মোহরযুক্ত হইবার কথা উল্লেখ আছে, উহা এই

সুক্ষ্ম লতিফার কথা বুঝিতে হইবে। এই সুক্ষ্ম লতিফা অথবা অন্তরের চক্ষু কালিমাময় হইলে, কাশ,ফ, মোশাহাদা ইত্যাদ আধ্যাত্মিক তত্ব হইতে মনুষ্য বঞ্চিত হইয়া থাকে। ব্যাধির সূচনা হইলেই উহার প্রতিকারের চেষ্টা করা আবশ্যক, কারণ উহা অতি জটিল হইয়া পড়িলে, উহার উপশম দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। সেইরূপ মনুষ্য অতিরিক্ত গোনাহ করিয়া অন্তরের চক্ষুকে একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলিলে, উহা পরিস্কার করা কষ্টসাধ্য হইয়া পড়ে সুতরাং এরূপ ব্যধিগ্রস্তকে অচিরাৎ উপযুক্ত চিকিৎসকের আশ্রয় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। আত্মিক পীড়ার চিকিৎসক খোদ-প্রেমিক অলি-উল্লাহ, সাধক বা পয়গম্বরগণ; তাঁহাদের নিকট ইহার প্রতিকারের ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

আবদে বেনে হোমাএদ একটি হাদিছে বর্ণনা করিয়াছেন, চারিটি কার্য্য মনুষ্যের হৃদয়কে নষ্ট করিয়া ফেলে, উহার প্রথম— নির্ব্বোধ লোকের সঙ্গ লাভ করা; দ্বিতীয়— অধিক পরিমাণ অপকার্য্য করা; তৃতীয়—অধিক সময় স্ত্রীলোকদের সংসর্গে থাকা ও তাহাদের মতানুযায়ী কার্য্য করা এবং চতুর্থ ধনাঢ্য লোকেদিগের সহচর থাকা।—তঃ কবির, আজিজী, রুহোল-মায়ানী, এবনে জরির ও এবনে কঃ।

হজরত নবী করিমের (ছাঃ) নিম্নোক্ত তিনটী হাদিছ মেশকাত হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

প্রথম, তিনি বলিয়াছেন,—"প্রত্যেক বস্তু পরিষ্কার করার শান যন্ত্র আছে; হৃদয় পরিষ্কারের শান যন্ত্র, খোদাতায়ালার জেকর।"

দ্বিতীয়; তিনি বলিয়াছেন,—"তোমরা উচ্চঃস্বরে বেশী হস্য করিও না, কারণ ইহাতে তোমাদের হৃদয় কঠিন হইয়া যায়।"

তৃতীয়, তিনি বলিয়াছেন,—খোদাতায়ালার জেকর ব্যতীত অধিক পরিমাণ অনর্থক বাক্য ব্যায় করিলে হৃদয় কঠীন হইয়া যায়।

বিদ্বাণগণ বলিয়াছেন,—হৃদয়ের কাঠিন্য দূরীভূত করিতে ইচ্ছা করিলে, গোরস্থান জেয়ারত করিয়া গোরের বিপদের বিষয় চিন্তা করিতে হইবে ; আসন্ন মৃত্যু লোকের নিকট গমন করিয়া তাহার যন্ত্রণা দেখিয়া অশ্রু বর্ষণ করিতে হইবে।"

সর্ব্বদা মৃত্যুকে স্মরণ করিতে এবং উহার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

খোদাপ্রেমে নিমগ্ন সাধক ও তরিকত-পন্থী পীরগণের আশ্রয় গ্রহণ করতঃ তরিকত শিক্ষা করিতে হইবে।—বঙ্গানুবাদক।

১৫। তাহারা যে কেবল পৃথিবীতে অন্তরের কালিমা হেতু কোরআন শরিফের সত্যতা বুঝিতে পারিত না, এমন কথা নহে, বরং যেরূপ তাহারা অন্তরের কালিমা বশতঃ ইহলোকে কোরআন শরিফের জ্যোতিঃ আকর্ষনে অক্ষম থাকিল, সেইরূপ পরলোকে খোদাতায়ালার দর্শন লাভ করিতে বঞ্চিত থাকিবে। এমাম মালেক ও শাফেয়ী বলিয়াছেন, "এই আয়তে প্রমাণিত হয় যে, বিশ্বাসীগণ কেয়ামতে খোদাতায়ালার দর্শন লাভ করিবেন।

সাধারণ ইমানদারগণ প্রত্যেক শুক্র বারে একবার, সাধক অলি-উল্লাহগণ দৈনিক প্রভাত ও সন্ধ্যা এই দুইবার এবং পয়গম্বরগণ প্রত্যেকক্ষণেই তাঁহার দর্শন লাভ করিবেন।

খোদাতায়ালা যেরূপ অনুপম অতুলনীয়, তাহার দর্শন লাভও সেইরূপ অনুপম ও অতুলনীয় হইবে।—তঃ আজিজী, কবির ও রুহোল মায়ানী।

১৬। কাফেরেরা কেবল যে খোদাতায়ালার দর্শন লাভে বঞ্চিত থাকিবে, তাহা নহে, অধিকন্তু তাহারা দোজখের মহানলে নিক্ষিপ্ত হইবে।

১৭। সেই সময়ে বেহেশতীবা বা দোজখের রক্ষকগণ বলিবেন, তোমরা যে দোজখের প্রতি অবিশ্বাস করিতে, ইহা সেই দোজখ।"

(১৮) كَلَّا إِنَّ كِتٰبَ الْاَبْرَارِ لَفِىْ عِلِّيِّيْنَ ۝ (১৯) وَمَا أَدْرٰىكَ مَا عِلِّيُّوْنَ ۝ (২০) كِتٰبٌ مَّرْقُوْمٌ ۝ (২১) يَّشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُوْنَ ۝ (২২) إِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِىْ نَعِيْمٍ ۝ (২৩) عَلَى الْاَرَائِكِ يَنْظُرُوْنَ ۝ (২৪) تَعْرِفُ فِىْ وُجُوْهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيْمِ ۝

১৮। না, না, নিশ্চয়ই সৎ লোকদিগের কার্য্যলিপি ইল্লীনে থাকিবে।

১৯। এবং তুমি কি জান ইল্লীন কি? ২০। (উহা) লিখিত (চিহ্নিত বা মোহরযুক্ত) পুস্তক। ২১। নিকটবর্ত্তী (ফেরেশতা) গণ উহার নিকট উপস্থিত হন। ২২। সত্য সত্যই সাধু লোকেরা সম্পদে (অন্যার্থে বেহেশতে) থাকিবে।

২৩। তাহারা সিংহাসন সমূহের উপর উপবেশন করিয়া দৃষ্টিপাত করিবে। ২৪। তুমি তাহাদের মুখ সমূহে সম্পদের স্ফুর্ত্তি বুঝিতে পারিবে।

টিকা :—

১৮—২১। সাধু লোকদিগের কার্য্যলিপি "ইল্লীন" নামক স্থানে আছে। হজরত এবনে আব্বাছ [রাঃ] সপ্তম আকাশ বা বেহেশতকে "ইল্লীন" বলিয়াছেন। এমাম কাতাদা ও মোকাতেল বলিয়াছেন যে, সপ্তম আকাশের উপরিস্থিত আর্শের ডাহিন পায়াকে "ইল্লীন" বলে। এমাম জোহাক বলেন,—"ছেদরাতোল

মোস্তাহাকে' ইল্লীন বলে।" কোন কোন টিকাকার এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন মতের মীমাংসার জন্য বলেন যে, ইল্লীন সপ্তম আকাশের একটি উন্নত স্থানের নাম উহার নিম্নদেশ 'ছেদরাতল মোস্তাহার' সহিত সংলগ্ন, উপরি অংশ আরশের ডাহিন পায়ার সহিত সংলগ্ন এবং একাংশ বেহেশতের সহিত সংলগ্ন রহিয়াছে ; সেই হেতু টিকাকারেরা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন ; মৃত্যুর পরে সাধু লোকদিগের আত্মা তথায় পৌঁছিয়া থাকে। অলি-উল্লাগণ ও পয়গম্বরগণ তথায় অবস্থিতি করেন, কিন্তু সাধারণ মুসলমানদিগের আত্মা তথায় তাঁহাদের নাম দেখাইবার পরে স্বীয় শ্রেণী অনুসারে বিভিন্ন স্থানে অবস্থিতি করে। কাহারও আত্মা প্রথম আকাশে, কাহারও আত্মা আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থলে এবং কাহারও আত্মা 'জমজম' নামক কূপে অবস্থিতি করে। কতক বিচক্ষণ টিকাকার বলেন, একটি সুরক্ষিত লিখিত পুস্তককে ইল্লীন বলে। তথায় প্রত্যেক সাধু ব্যক্তির কার্য্যলিপি সংগৃহীত হয়। যেরূপ উচ্চপদস্থ ফেরেশতাগণ 'লওহো মহ্ ফুজ' নামক সুরক্ষিত পুস্তককে রক্ষণাবেক্ষণ করেন, সেইরূপ সাধু লোকদিগের কার্য্যলিপি লিপিকে রক্ষণাবেক্ষণ করেন। আর ইহাও বিশেষ সম্ভব যে, লিপিকর ফেরেশতাগণ যে সময়ে সাধু লোকদিগের কার্য্যলিপি আকাশে লইয়া যান, সেই সময়ে তাঁহারা উক্ত কার্য্যলিপি নিকটবর্ত্তী ফেরেশতাগণের নিকট সমর্পণ করেন ; তাঁহারা উহা রক্ষণাবেক্ষণ করেন, কিম্বা উহা উদ্ধৃত করিয়া উক্ত ইল্লীন নামক বৃহৎ পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেন। তাহারা কেয়ামতে তদনুযায়ী উক্ত সাধু ব্যক্তিদের সাক্ষ্য দিবেন এবং তাহাদের হিসাব সহজে লইবেন। উক্ত পুস্তকে প্রত্যেকের নামের চিহ্ন আছে, কোন ফেরেশতা উহা দর্শন করিবা মাত্র বুঝিতে পারিবেন যে, উহা অমুক বেহেশতী লোকের কার্য্যলিপি। আরশবাহক এবং কুরছি রক্ষক ফেরেশতাগণ

তথায় উপস্থিত থাকিয়া উহার রক্ষণাবেক্ষণ করেন। হজরত এবনে আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, উক্ত পুস্তকখনি নীলকান্তমণির ফলকে অঙ্কিত আছে, উক্ত ফলক আর্শের দক্ষিণ পায়ার সহিত সংলগ্ন রহিয়াছে। হজরত কা'ব বলিয়াছেন, যে সময় ফেরেশতাগণ সাধু লোকের আত্মা লইয়া আকাশে গমণ করেন, তখন তথাকার উচ্চপদস্থ ফেরেশতাগণ তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণ করিয়া আর্শ পর্যন্ত লইয়া যান। সেই সময়ে তাঁহার নিমিত্ত আর্শ হইতে একখণ্ড পুস্তিকা বাহির করা হয়। উহাতে তাঁহার নামের মোহর করা হয় এবং উহাতে লিখিত হয়, "এই ব্যক্তি কেয়ামতে শাস্তি হইতে নিস্কৃতি পাইবে।" প্রত্যেক আকাশের প্রধান প্রধান ফেরেশতা ইহার সাক্ষী হইয়া থাকেন।

২১। আয়তের মর্ম্ম এইরূপ হইতে পারে যে, প্রধান প্রধান অলিগণের ও পয়গম্বরগণের আত্ম তথায় অবস্থিতি করিবে।

কোরআন শরিফে এই সুরায় এবং অন্যান্য ছুরায় ابرار সাধু সম্প্রদায়, اصحاب الميمين দক্ষিণ শ্রেণীস্থ, مقربين নিকটবর্ত্তী দল سابقون অগ্রগামী দল এই কয়েকটি শব্দের উল্লেখ হইয়াছে। কতক বিদ্বান্ বলেন, যাহারা খোদাতায়ালার বিশুদ্ধ প্রেম অর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহা ভিন্ন অন্য কোন বস্তুর প্রেম হৃদয়ে স্থান দেন নাই এবং فنا في الله ফানা ফিল্লাহ, بقاء بالله বাকা বিল্লাহ এই পদ লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই নিকটবর্ত্তি বা অগ্রগামী সম্প্রদায় হইবেন। যাহারা বেহেশতের সম্পদ লাভ ইচ্ছায় খোদাতায়ালার প্রেম করিয়াছেন, উপাসনা (এবাদত) ও জেকরের জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান হইয়াছেন, হৃদয়ের, প্রসার (شرح صدر) লাভ করিয়াছেন। কিন্তু فناء 'ফানা' ও بقاء 'বাকা' লাভ করিতে সক্ষম হয়েন নাই, তাহারাই সাধু সম্প্রদায় ও দক্ষিণ শ্রেণীস্থ নামে অভিহিত হইবেন।

কেহ কেহ বলেন, যাহারা শরিয়ত ও তরিকতের কার্য্য সমূহ সম্পূর্ণরূপে সম্পাদন করিয়াছেন, তাহারাই নিকটবর্ত্তি শ্রেণী এবং যাহারা উক্ত শ্রেণী অপেক্ষা পশ্চাৎপদ, তাহারাই সাধু শ্রেণীভুক্ত। কোরআন শরিফের শব্দ বিন্যাস ও ভাষার প্রবাহে অনুমিত হয় যে, যাহারা মনুষ্যের স্বত্ব বজায়, খোদাতায়ালার আদেশ পালন, মানবের কল্যাণ সাধন এবং সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া নিজের আধ্যাত্মিক শক্তিকে প্রবল ও রিপু দমন করিতে সক্ষম হইয়াছেন; তাহারাই সাধু সম্প্রদায় ও দক্ষিণ শ্রেণীস্থ নামে অভিহিত হইয়াছেন। আর যাহারা উক্ত গুণাবলী সম্পন্ন হওয়া সত্বেও খোদাতায়ালার আকর্ষণে (জজবায়) আকৃষ্ট হইয়া অন্ধকার ও জ্যোতির সমস্ত আবরণ অতিক্রম করতঃ মোশাহাদার শেষ সীমায় উপনীত হইয়াছেন এবং খোদাতায়ালার প্রকৃত নৈকট্য লাভে সমর্থ হইয়াছেন তাঁহারাই নিকটবর্ত্তী বা অগ্রগামী দলভুক্ত হইয়াছেন।

তরিকত-পন্থী কোন বিদ্বান্ বলিয়াছেন, মা'রেফাতের সুবিস্তৃত পথ অতিক্রম করা, সূক্ষ্ম লতিফা সমূহের বিশুদ্ধ হওয়া এবং আধ্যাত্মিক জ্যোতি লাভ করাকেই "ইল্লীন" বলে।

গোনাহপূর্ণ সঙ্কীর্ণ পথে আবদ্ধ থাকা, সূক্ষ্ম লতিফা সমূহের অপরিমার্জ্জিত থাকা, ষড়রিপুর বশীভূত হওয়া ও ইন্দ্রিয় চরিতার্থে অভিলাষী হওয়াকেই "ছিজ্জিন" বলে।—তঃ কবির, আজিজি ও এবনে জরির।

টিপ্পনী ;—

যদি কেহ বলেন যে, সাধু সম্প্রদায়ের আত্মা ইল্লীন কিম্বা আকাশে থাকিলে, গোর জেয়ারতের কারণ কি হইবে? তদুত্তরে আমরা বলি, আত্মা যে স্থানে থাকুক না কেন, কোন আত্মীয় ও বন্ধু জেয়ারতের জন্য উপস্থিত হইলে, উক্ত আত্মা তৎক্ষণাৎ তাহা অবগত হইয়া থাকে। যেরূপ কলিকাতা হইতে টেলিগ্রাফ করিলে

টেলিগ্রাফিক সংবাদ অতি অল্প সময়ে আমেরিকায় পৌঁছিয়া থাকে, সেইরূপ কোন ব্যক্তি গোরের নিকট গমন করিলে, ইল্লীন বা আকাশস্থিত আত্মা তৎক্ষণাৎ যাইয়া থাকে।

সূর্য্য উদয় হইলে, উহার কিরণ অতি অল্প সময়ের মধ্যে বহু লক্ষ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া পৃথিবীতে পতিত হয়, এই হিসাবে ইল্লীনস্থিত বিশুদ্ধ আত্মা নিমিষের মধ্যে কেন গোরে পৌঁছিতে পারিবে না।

২২। খোদাতায়ালা প্রথমে মৃত সাধু সম্প্রদায়ের আত্মার অবস্থা বর্ণনা করিয়া এক্ষণে তাঁহাদের বিচার দিবসের অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন ; সাধু শ্রেণীর লোকেরা বিচারান্তে বেহেশতের হুর, অট্টালিকা, উদ্যান ইত্যাদি বর্ণনাতীত সম্পদ লাভ করিবেন।

হাদিছ শরিফে বর্ণিত হইয়াছে, বেহেশতের অতি নিম্ন পদ লোক পৃথিবীর তুল্য বিস্তৃত রাজ্য ও ঐশ্বর্য্য লাভ করিবে।

২৩। এই আয়তে ارائك শব্দের উল্লেখ আছে, উহার অর্থ স্বর্ণময় আসন—যাহার উপর চন্দ্রাতাপ আছে। কেহ কেহ বলেন বেহেশতে মণিমুক্তা জড়িত স্বর্ণময় আসন আছে, উহার উপর মুক্তা মণ্ডিত চন্দ্রাতাপ আছে। আয়তের মর্ম্ম এই যে, তাঁহারা উপরোক্ত প্রকার আসনের উপর উপবেশন করিয়া অট্টালিকা, উদ্যান ও ঐশ্বর্য্য দর্শন করিবেন, দোজখিদের অশেষ যন্ত্রণা অবলোকন করিবেন, ইচ্ছামত প্রত্যেক বস্তু নিরীক্ষণ করিতে পারিবেন এবং অবশেষে খোদাতায়ালার দর্শন লাভ করিবেন। —তঃ আজিজি ও এবনে-জরির।

২৪। যদি তুমি তাঁহাদিগকে দর্শন কর, তবে তাঁহাদের মুখমণ্ডল সহাস্য সহর্ষ, জ্যোতিষ্মাণ ও সৌন্দর্য্যশালী দর্শন করিবে। —তঃ কবির।

(২৫) يُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِيْقٍ مَّخْتُوْمٍ ۙ (২৬) خِتٰمُهٗ مِسْكٌ ؕ وَ فِيْ ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ ؕ (২৭) وَ مِزَاجُهٗ مِنْ تَسْنِيْمٍ ۙ (২৮) عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُوْنَ ؕ

২৫। তাঁহাদিগকে মোহরযুক্ত বিশুদ্ধ সুরা হইতে পান করান যাইবে। ২৬। উহার মোহর (অন্যার্থে শেষ) মৃগনাভি; এবং অনন্তর অভিলাষিগণ যে উহাতে অভিলাষ করে। ২৭ এবং উহার মিশ্রণ তিছ্‌নিম হইতে। ২৮। (উহা) একটি ঝরণা —যাহা হইতে নিকটবর্ত্তী (সাধকগণ) পান করিবেন।

টিকা:—

২৫। সাধু ব্যক্তিরা বেহেশ্‌তের মধ্যে বিশুদ্ধ সুরা পান করিবেন, উক্ত সুরা পাত্র মৃগনাভি দ্বারা মোহর করা হইবে। যাহারা পৃথিবীতে গোনাহ ত্যাগ ও কাম রিপু দমন করিয়া খোদাতায়ালার প্রেম লাভ করিয়াছেন, তাহারা উক্ত মৃগনাভির মোহরযুক্ত বিশুদ্ধ সুরা পানে সদানন্দ হইবেন। কেহ কেহ উহার অর্থে প্রকাশ করিয়াছেন যে, উক্ত বিশুদ্ধ সুরাতে মৃগনাভি মিশ্রিত থাকিবে· অন্য একদল বলেন, তাঁহারা তথায় বিশুদ্ধ সুরা পান করিবে, অবশেষে 'মেছক' নামক এক প্রকার শ্বেতরস বিশিষ্ট সুরা পান করিবেন; ঐ সুরা এমন সুগন্ধ বিশিষ্ট যে, যদি উহার কিছু অংশ পৃথিবীতে পতিত হয়, তবে সমস্ত জগৎ উহার সুগন্ধে বিমোহিত হইবে। আর একদল বলেন, যখন তাঁহারা

উক্ত বিশুদ্ধ সুরা পান শেষ করিবেন, তখন মৃগনাভির সুগন্ধ বিকীর্ণ হইবে—যাহাতে তাঁহাদের মস্তিষ্ক বিমোহিত হইবে। খোদাতায়ালা উহার সম্বন্ধে বলিতেছে, মানুষের পক্ষে খোদাতায়ালার আদেশ পালন ও প্রেম লাভ করিয়া এইরূপ অপূর্ব্ব সুরা পানের অভিলাষী হওয়া একান্ত আবশ্যক।

২৭—২৮। তছনিম বেহেশ্‌তের একটি সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট সুস্বাদু পানি বিশিষ্ট প্রস্রবণের নাম। উক্ত প্রস্রবণ শূন্যদেশে প্রবাহিত হইবে। আর্শের নিম্নদেশ হইতে উচ্চপদস্থ লোকদিগের অট্টালিকায় পৌঁছিবে। যে অগ্রগামি শ্রেণীর লোকেরা খোদাতায়ালা ভিন্ন অন্য কাহারও প্রেম হৃদয়ে স্থান দেন নাই এবং তাহা ব্যতীত অন্যের ধেয়ানে মন নিবিষ্ট করেন নাই, তাঁহারাই উক্ত ঝরণার পানি পান করিবেন; এবং যে সাধুগণ বিশুদ্ধ প্রেম লাভে সক্ষম হন নাই, তাঁহারা গোলাবের ন্যায় উহা পানির সহিত কিছু কিছু মিশ্রিত করিয়া পান করিতে পাইবেন। তঃ কবির, আজিজ ও এবনে জবির।

(২৯) اِنَّ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا كَانُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

يَضْحَكُوْنَ ۝ (৩০) وَاِذَا مَرُّوْا بِهِمْ يَتَغَامَزُوْنَ ۝

(৩১) وَاِذَا انْقَلَبُوْٓا اِلٰٓى اَهْلِهِمُ انْقَلَبُوْا فَكِهِيْنَ ۝

(৩২) وَاِذَا رَاَوْهُمْ قَالُوْٓا اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ لَضَآلُّوْنَ (৩৩) وَمَآ

اُرْسِلُوْا عَلَيْهِمْ حٰفِظِيْنَ ۝

২৯। নিশ্চয় যাহারা অপরাধ করিয়াছে' যাহারা ইমান গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের প্রতি হাস্য করিত; ৩০। এবং যে সময় ইহারা তাহাদের নিকট গমন করিত, (তখন) পরস্পর কটাক্ষপাত করিত; ৩১। এবং যে সময়ে তাহারা আপন স্বজনের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিত; (তখন) সহর্ষে (কিম্বা বিদ্রূপ করিতে করিতে) প্রত্যাবর্ত্তন করিত; ৩২। এবং যে সময়ে তাহারা তাহাদিগকে দর্শন করিত, (তখন) বলিত, নিশ্চয়ই ইহারা পথভ্রষ্ট। ৩৩। অথচ ইহারা তাঁহাদের উপর রক্ষক প্রেরিত হয় নাই।

টিকা

এমাম রাজি বলেন, বিদ্বানগণ এই আয়তগুলি অবতীর্ণ হইবার দুই প্রকার কারণ প্রকাশ করিয়াছেন—প্রথম এই যে, আবু জেহল, অলিদ, আ'ছ ইত্যাদি ধর্ম্মদ্রোহিরা হজরত আম্মার, ছোহাএব ও বেলাল প্রভৃতি দরিদ্র মুসলমানদিগের উপর হাস্য ও বিদ্রূপ করিত, সেই কারণে উক্ত আয়তগুলি অবতীর্ণ হয়।

দ্বিতীয়, এক সময় হজরত আলি (রাঃ) কতিপয় মুসলমানের সঙ্গে একস্থানে আগমন করিলেন, ইহাতে কপট লোকেরা তাঁহাদের প্রতি বিদ্রূপ ও কটাক্ষপাত করিতে, লাগিল এবং নিজেদের সহচরদের নিকট পৌঁছিয়া বলিতে লাগিল, অদ্য আমরা একজন টাকপড়া (কেশহীন) লোককে দেখিয়াছি। ইহাতে তাহারা হাস্য ও বিদ্রূপ করিতে লাগিল; তাঁহারা মছজিদে পৌঁছিবার অগ্রে উক্ত আয়তসমূহ অবতীর্ণ হইয়াছিল।

২৯। আবু জেহল প্রভৃতি ধর্ম্মদ্রোহিরা দরিদ্র মুসলমানদের প্রতি বিদ্রূপ করিয়া বলে. ইহারা কল্পিত বেহেশত, দোজখ ও বিচার দিবসের ধারণায় নির্ব্বোধের মত পার্থিব ও আশু সুখ-শান্তিকে বিসর্জ্জন দিয়া থাকে।

৩০। তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইলে চক্ষু, ওষ্ঠ, দ্বারা ইঙ্গিত করিয়া তাঁহাদেয় প্রতি দোষারোপ করে।

৩১। ধর্ম্মদ্রোহিরা নিজেদের আত্মীয়-স্বজনের নিকট পৌঁছিয়া নানারূপ আনন্দদায়ক বস্তু দর্শন করিয়া বলিতে থাকে, আমরা পুনরুত্থান, বিচার, বেহেশ্‌ত ও দোজখের প্রতি আস্থা স্থাপন করি না, কিন্তু আমরা অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াছি। মুসলমানগণ তৎসমস্তের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া থাকে ; কিন্তু তাহারা অতি দরিদ্র।

৩২। মুসলমানেরা এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া শরিয়তের আদেশ পালনে মহাকষ্ট স্বীকার করিয়া থাকে, ইহা তাহাদের ভ্রান্ত ধারণা, নিশ্চয় তাহারা ভ্রমপথে পতিত হইয়াছে।

৩৩। খোদাতায়ালা বলিতেছেন, ধর্ম্মদ্রোহিরা মুসলমানদের রক্ষক নহে যে, তাঁহাদের কার্য্যে সমালোচনা করে, তাঁহাদের প্রতি কটাক্ষপাত করে এবং তাঁহাদের হিতাহিতের বিচার করে। —তঃ আজিজি।

(٣٤) فَالْيَوْمَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُوْنَ ۙ

(٣٥) عَلَى الْاَرَآئِكِ يَنْظُرُوْنَ ۙ (٣٦) هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ۙ

৩৪। অনন্তর অদ্য যাহারা ইমান গ্রহণ করিয়াছে, তাহারা ধর্ম্মদ্রোহিদিগের প্রতি হাস্য করিতেছে।

৩৫। (তাঁহারা) স্বর্ণময় আসন সমূহের উপর (উপবেশন করিয়া) দেখিতেছে। ৩৬। (এবং তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিতেছে) ধর্ম্মদ্রোহিদিগকে যাহা তাহারা করিত (তৎপরিমাণ) কি প্রতিফল দেওয়া হইয়াছে? (রু ১ আঃ ৩৬)।

টিকা :—

৩৪—৩৫ হজরত এবনে আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, বেহেশত ও দোজখের মধ্যস্থলে একটি প্রাচীর হইবে, হঠাৎ উহার দ্বার উদ্ঘাটন করা হইবে, সেই সময়ে বেহেশতিগণ স্বর্ণময় সিংহাসনে উপবেশন করতঃ দোজখবাসিদের অশেষ যন্ত্রণা দেখিতে পাইবেন এবং তাহাদের উপর হাস্য করিবেন।

আবু ছালেহ বলিয়াছে, এক সময় ফেরেশতাগণ দোজখ-বাসিগণকে বলিবেন, তোমরা সত্বর বহির্গত হও, তোমাদের নিমিত্ত বেহেশতের দ্বার উদ্ঘাটন করা হইয়াছে। তৎশ্রবণে তাহারা শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় মহাকষ্টে একটি দ্বারের নিকট পৌঁছিলে, উহা বন্ধ করা হইবে। তৎপরে ফেরেশতাগণ তাহাদিগকে দ্বিতীয় দ্বারের দিকে গমন করিতে বলিবেন, ইহাতে তাহারা অগ্নিময় পর্বতের উপর দিয়া সহস্র কষ্ট স্বীকার করিয়া উক্ত দ্বারের নিকট পৌঁছিবে ; কিন্তু হঠাৎ উক্ত দ্বার রুদ্ধ করা হইবে। তৎপরে প্রত্যেক দ্বারের নিকট পৌঁছিলে, এইরূপ করা হইবে। সেই সময় বেহেশতিরা স্বর্ণাসনে বসিয়া তাহাদের এই দুরবস্থা নিরীক্ষণ করিয়া হাস্য করিতে থাকিবেন।

৩৬। এবং সেই সময়ে একজন ইমানদার অন্যকে বলিবেন, ধর্ম্মদ্রোহিরা কি অপকর্ম্মের অনুরূপ শাস্তি প্রাপ্ত হইয়াছে ? আমাদিগের সহিত যেরূপ বিদ্রূপ করিত, তদনুরূপ কি ফল পাইয়াছে ?

টিপ্পনী :—

পরলোকগত বাবু গিরীশচন্দ্র সেন মহাশয় উক্ত সুরার ৪—৬ আয়তের অনুবাদে লিখিয়াছেন,—"যেদিন লোক সকল নিখিল বিশ্বের প্রতিপালকের নিমিত্ত দণ্ডায়মান থাকিবে, সেই মহাদিনের নিমিত্ত তাহারা সমুত্থাপিত হইবে।" উক্ত আয়ত সমূহের প্রকৃত

অনুবাদ এইরূপ হইবে, "নিশ্চয় তাহারা এক মহাদিনের জন্য সমুত্থাপিত হইবে—যেদিন লোক নিখিল বিশ্বের প্রতিপালকের নিমিত্ত দণ্ডায়মান হইবে।"

তিনি ১৩ আয়তে اساطير الاولين এই শব্দদ্বয়ের অর্থে লিখিয়াছেন, "পূর্বতন কাহিনী" কিন্তু প্রকৃত অনুবাদ এইরূপ হইবে,—"পূর্বতন লোকদের কাহিনী সমূহ"। ১৪ আয়তে 'লুক্কায়িত থাকিবে' না লিখিয়া 'অন্তরালে থাকিবে' লিখিলে উত্তম হইত।

এই সুরার ২১—২৮ আয়তে مقربون শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, প্রথম স্থলে উহার অর্থ সন্নিহিত ফেরেশতাগণ এবং দ্বিতীয় স্থলে উহার অর্থ সন্নিহিত লোক সকল (সাধু সকল), কিন্তু তিনি উভয় স্থলে "সন্নিহিত দেবগণ" অর্থ লিখিয়াছেন।

———

সুরা এনশেকাক—(৮৪)

মক্কা শরীফে অবতীর্ণ—২৫ আয়াত।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ★

সর্বদাতা দয়ালু খোদাতায়ালার নামে (আরম্ভ করিতেছি)।

(١) اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ ۙ (٢) وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا

وَحُقَّتْ ۙ (٣) وَاِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ ۙ (٤) وَاَلْقَتْ

مَا فِيْهَا وَتَخَلَّتْ ۙ (٥) وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۙ

১। যে সময়ে আকাশ বিদীর্ণ হইবে। ২। এবং স্বীয় প্রতিপালকের জন্য কর্ণপাত করিবে এবং উক্ত আকাশ (কর্ণপাত করিবার) যোগ্য। ৩। এবং যে সময়ে ভূখণ্ড আকৃষ্ট হইবে (অন্যার্থে প্রসারিত করা হইবে)। ৪। এবং উক্ত (ভূখণ্ড) উহার মধ্যে যাহা কিছু আছে নিক্ষেপ করিবে ও উহা শূন্য হইয়া যাইবে। ৫। এবং স্বীয় প্রতিপালকের জন্য কর্ণপাত করিবে ও উহা (উক্ত ভূখণ্ড কর্ণপাত করিবার) যোগ্য।

টিকা ;—

১—২। যে ফেরেশতাগণ মানবের জীবিকা সংগ্রহ করিতে ও তাহাদের কার্য্যলিপিসমূহ আকাশে হইয়া যাইতে নির্দ্ধারিত আছেন, তাঁহারা যে সময় নিজেদের কর্ত্তব্য কার্য্য সমাপ্ত করিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবেন এবং আকাশস্থিত ফেরেশতাগণ শ্রেণী-বদ্ধ হইয়া বিচার প্রান্তরে দণ্ডায়মান হইবেন, সেই সময়ে খোদা-তায়ালার কোপ আর্শের উপর পতিত হইবে; এই কোপের ও আর্শের ভারে আকাশ চুর্ণ বিচুর্ণ হইবে। উদ্দেশ্য এই যে, ইহজগৎ বিলুপ্ত হইয়া পরজগৎ প্রকাশিত হয়। আকাশ অবনত ভাবে খোদাতায়ালার এই আজ্ঞা পালণ করিবে এবং আকাশ তাহার আজ্ঞা পালণ করিতে বাধ্য। ৩—৫। সেই সময়ে পৃথিবীতে অসংখ্য ফেরেশতা, মানব, দানব, ও সর্বপ্রকার জীব সমবেত হইবে, এই উদ্দেশ্যে পৃথিবীকে আকর্ষণ করিয়া বহু গুণে বিস্তারিত করা হইবে। এমাম মোকাতেল বলেন, বিচার-প্রান্তরবাসীদের মধ্যে কোন অন্তরাল থাকিবে না, এইহেতু পৃথিবীর উপরিস্থ সমস্ত পর্বত, অট্টালিকা ইত্যাদি উন্নত বস্তুকে ভূমিসাৎ করিয়া উহাকে এক সমতল ক্ষেত্রে পরিণত করা হইবে। তৎপরে ভূগর্ভে যে সমস্ত মৃত জীব অথবা অর্থরাশি আছে, তৎসমুদয় ভূ-পৃষ্ঠে উত্থিত করা হইবে। ইহাতে লোকে বুঝিতে পারিবে যে, তাহারা যে অর্থরাশির

দোড়ে কলহ বিসম্বাদ করিয়াছিল এবং অন্যের স্বত্ব নষ্ট করিয়াছিল, অদ্য তাহা ধুলায় ধূসরিত হইয়া রহিয়াছে।

পৃথিবী খোদাতায়ালার আদেশ পালণ করিবে এবং উহা তাঁহার আদেশ পালন করিতে বাধ্য। আয়াত সমূহের মূল মর্ম্ম এই যে, যে সময়ে আকাশ চুর্ণ বিচুর্ণ হইয়া যাইবে এবং পৃথিবী আকৃষ্ট বা প্রসারিত হইবে, সেই সময়ে মনুষ্য স্বীয় নেকী বদী লিখিত দেখিবে।

কোন টিটাকার লিখিয়াছেন যে, আয়াত সমূহের ইশারা অনুযায়ী মনুষ্যের আত্মার উৎপত্তি স্থান আকাশ এবং দেহের উৎপত্তি স্থান পৃথিবী। যখন উক্ত আকাশ ও পৃথিবী খোদাতায়ালার আদেশ পালনে বাধ্য, তখন প্রত্যেক মানুষকে কায়মনোবাক্যে তাঁহার আদেশ পালন করা কর্ত্তব্য। —তঃ আজিজী, কবির ও এবনে-জরির।

(٦) يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا ۝

فملقيه ۝ (٧) فاما من اوتى كتبه بيمينه ۝

(٨) فسوف يحاسب حسابا يسيرا ۝ (٩) و ينقلب

الى اهله مسرورا ۝ (١٠) و اما من اوتى كتبه

وراء ظهره ۝ (١١) فسوف يدعوا ثبورا ۝

١٢ و يصلى سعيرا ۝ ١٣ انه كان فى اهله

مَسْرُوْرًا ۞ (١٤) اِنَّهٗ ظَنَّ اَنْ لَّنْ يَّحُوْرَ ۞ ١٥ بَلٰى ج

اِنَّ رَبَّهٗ كَانَ بِهٖ بَصِيْرًا ۞

৬। হে মনুষ্য ? নিশ্চয় তুমি তোমার প্রতিপালকের (সাক্ষাৎ) পর্য্যন্ত মহাযত্নে যত্নবান হইতেছে, তৎপরে (তুমি) তাঁহার সাক্ষাৎ করিবে। ৭। অনন্তর কিন্তু যাহাকে তাহার ডাহিন হস্তে তাহার কার্য্যলিপি প্রদত্ত হইবে। ৮। পরে সে সত্বরে সহজ বিচারে বিচারিত হইবে। ৯। এবং সে সহর্ষে আপন স্বজনের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। ১০। আর কিন্তু যাহাকে তাহার পৃষ্ঠের পশ্চাদ্দিকে তাহার কার্য্যলিপি প্রদত্ত হইবে। ১১। অনন্তর অবিলম্বে সে মৃত্যুকে আহ্বান করিবে ;। ১২। এবং দোজখে প্রবেশ করিবে। ১৩। নিশ্চয় সে আপন স্বজনের মধ্যে সহর্ষ ছিল ; ১৪। নিশ্চয় সে ধারণা করিয়াছিল যে, সে কখনই (খোদা-তায়ালার দিকে কিম্বা পরকালের দিকে) প্রত্যাবর্ত্তন করিবে না। হাঁ, সে প্রত্যবর্ত্তন করিবে, নিশ্চয় তাহার প্রতিপালক তাহার বিষয়ে দর্শনকারী আছেন।

টিকা :—

৬। সূক্ষ্মতত্ত্বজ্ঞ টিকাকার বলেন যে, এই আয়তটি সাধারণ লোকের জন্য কথিত হইয়াছে, ইহার মূল অর্থ এই যে, আল্লাহ তায়ালা মনুষ্যদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—"হে মনুষ্য, তোমরা তোমার প্রতিপালকের সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত অর্থাৎ মৃত্যু পর্য্যন্ত বহু সাধ্য সাধনা ও মহাকষ্ট স্বীকার করিতেছ, তৎপরে তুমি মৃত্যুর পরে খোদাতায়ালার নিকট উহার প্রতিফল পাইবে ; যদি সদনুষ্ঠানে চেষ্টা করিয়া থাক, তবে সুফল প্রাপ্ত হইবে এবং যদি

অপকার্য্যে চেষ্টা করিয়া থাক, তবে শাস্তিগ্রস্থ হইবে। আর এই প্রকার মর্ম্মও হইতে পারে, যথা,—"হে মনুষ্য, নিশ্চয় তুমি পৃথিবীতে তোমায় প্রতিপালকের নিকট পৌছিতে বহু যত্নে যত্নবান হইতেছে, পরে তুমি তোমার যত্নের প্রতিফল পাইবে। সৎ অসৎ যেরূপ যত্ন করিয়া থাক, তদনুরূপ প্রতিফল প্রাপ্ত হইবে।

হজরত জিবরাইল (আঃ) এক সময়ে হজরত নবি করিম (ছাঃ) এর নিকট অবতীর্ণ হইয়া বলিয়াছেন, "হে মোহাম্মদ! আপনি যত দিবস ইচ্ছা করেন, জীবিত থাকুন, কিন্তু অবশেষে আপনার মৃত্যু সুনিশ্চিত। আপনি যাহাকে ইচ্ছা করেন, বন্ধুরূপে গ্রহণ করুন, কিন্তু অবশেষে নিশ্চয় তাহাকে ত্যাগ করিতে বাধ্য হইবেন। আপনার যে কার্য্য করিতে ইচ্ছা হয় করুন, কিন্তু এক দিবস উহার প্রতিফল পাইবেন।"

কতক লোক বলেন, এই আয়তটি হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) এর সম্বন্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে। এ ক্ষেত্রে আয়তের অর্থ এইরূপ হইবে, হে মোহাম্মদ! আপনি খোদাতায়ালার হুকুম পৌছাইতে ও তাঁহার দাসগণকে সৎপথ প্রদর্শন করিতে মহাকষ্ট স্বীকার করিতেছেন, এবং ধর্ম্মদ্রোহিদের নানাবিধ উৎপীড়ন সহ্য করিতেছেন, নিশ্চয় আপনি ইহার সুফল খোদার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইবেন। ইহা কখনও বিফল হইবে না।"

হজরত এবনে আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন,—"ইহা ওবাই-বেনে খালাফের নিমিত্ত কথিত হইয়াছে, এক্ষেত্রে আয়তের মর্ম্ম এইরূপ হইবে, "হে ওবাই! তুমি পার্থিব সম্পদ অর্জ্জন করিতে, হজরত প্রেরিত পুরুষকে কষ্ট দিতে এবং ধর্ম্মদ্রোহীতায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকিতে মহাচেষ্টা করিতেছ, নিশ্চয় তুমি এই অপকার্য্যের প্রতিফল পাইবে।

৭—৮। খোদাতায়ালা এস্থলে সৎকার্য্যের পুরস্কারের বিষয় বলিতেছেন। কেয়ামতে খোদাতায়ালার নিকট উপস্থিত হইয়া

সৎব্যক্তি দক্ষিণ হস্তে আপন কার্য্যলিপি প্রাপ্ত হইবে। তাহার হিসাব অতি সহজে হইবে। হজরত আএশা (রাঃ) সহজে বিচারের মর্ম্ম অবগত হইতে ইচ্ছা করিলে হজরত রসুল করিম বলিয়াছিলেন,—"কেয়ামতে একজনকে তাহার কার্য্যলিপি দেখান হইবে; সে আপন কার্য্যলিপি দেখিতে থাকিবে; এমতাবস্থায় শব্দ হইবে; হে প্রিয় সেবক! আমি তোমার সমস্ত সৎকার্য্য পছন্দ করিলাম; তোমার সমস্ত গোনাহ ক্ষমা করিলাম এবং সে সময়ে তাহাকে বলা হইবে না যে, তুমি এই কার্য্য কেন করিয়াছিলে এবং এই কার্য্য কেন কর নাই। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তির কার্য্যকলাপের অনুসন্ধান লওয়া হইবে এবং যাহাকে বলা হইবে যে, তুমি কেন এই কর্ত্তব্য পালন কর নাই এবং কেন এই নিষিদ্ধ কার্য্য করিয়াছিলে? নিশ্চয় সে ব্যক্তি শাস্তিগ্রস্থ হইবে।"

যে ব্যক্তি নিম্নোক্ত তিনটি কার্য্য করিবে, তাহার হিসাব অতি সহজে হইবে। প্রথম—কেহ তাহাকে বঞ্চিত করিলেও যদি সে তাহাকে দান করিয়া থাকে। দ্বিতীয়,—যদি কেহ তাহার প্রতি অনাচার করা সত্বেও, সে তাহা অকাতরে মার্জ্জনা করিয়া দেয়। তৃতীয়—যদি কোন আত্মীয় তাহার সহিত অসদ্ব্যবহার করা সত্বেও সে তাহার সহিত সদ্ব্যবহার করিয়া থাকে।

৯। যাহার হিসাব অতি সহজে হইবে, সে বেহেশতের মধ্যে স্থান লাভ করিবে এবং প্রফুল্লচিত্তে স্বীয় পার্থিব স্ত্রী, আত্মীয় স্বজন এবং বেহেশতী হুরের সহিত সম্মিলিত হইবে।

১০—১২। খোদাতায়ালা এস্থলে অসৎকার্য্যের প্রতিফলের সম্বন্ধে বলিতেছেন,—"অসৎ ব্যক্তি যখন পৃষ্ঠের পশ্চাদ্দিক হইতে (বাম হস্তে) আপন কার্য্যলিপি পাইবে, তখন সে আপনাকে দোজখবাসী ধারণা করিয়া মৃত্যু কামনা করিবে এবং তৎপরে দোজখের জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করিবে।"

১৩—১৫। উক্ত অসৎ ব্যক্তি পৃথিবীতে স্বীয় পরিজনের মধ্যে নিশ্চিন্ত ছিল। সে হিসাব ও পরকালের চিন্তা করে নাই এবং নামাজ রোজার কষ্ট স্বীকার করে নাই। সে ধারণা করিত যে কেয়ামতে পুনর্জ্জীবিত হইবে না। খোদাতায়ালা বলিতেছেন, "অবশ্য সে পুনর্জ্জীবিত হইবে।" খোদাতায়ালা তাহার জন্ম হইতে মৃত্যু পয্যন্ত সমস্ত অবস্থা অবগত আছেন এবং তাহার আজীবনের গোনাহ ও ধর্ম্মদ্রোহিতার বিষয় অবগত আছেন :— নিশ্চয় তিনি ইহার প্রতিফল দিবেন।—তঃ কবির।

১৬ فَلَآ اُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ۙ ১৭ وَالَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ۙ ১৮ وَالْقَمَرِ اِذَا اتَّسَقَ ۙ ১৯ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ۙ

১৬। অনন্তর আমি সন্ধ্যাকালীন লোহীত বর্ণের শপথ করিতেছি। ১৭। এবং রাত্রি ও উহা (উক্ত রাত্রি) যাহা সংগ্রহ করিয়াছে, (তাহার) শপথ। ১৮। এবং চন্দ্র যে সময়ে পূর্ণ হয়, (তাহার) শপথ। ১৯। নিশ্চয়ই তোমরা এক অবস্থার পরে অন্য অবস্থায় অধিরোহণ করিবে।

টিকা ;—

১৬—১৮যদি ও খোদাতায়ালার শপথ করিবার কোন আবশ্যকতা নাই, তথাচ আরবেরা শপথের প্রতি অত্যাধিক বিশ্বাস করিত, সেই হেতু খোদাতায়ালা তাহাদের বিশ্বাস জন্মাইবার উদ্দেশ্যে কোর-আন শরীফের স্থানে স্থানে কতকগুলি বস্তুর শপথ করিয়াছেন। এস্থলে তিনি তিন বিষয়ের শপথ করিয়াছেন, প্রথম,—সন্ধ্যার সময়ে আকাশের পশ্চিম প্রান্তে যে লোহীত বর্ণ দৃষ্টিগোচর হয়,

তাহার শপথ করিয়াছেন। দ্বিতীয়,—তিনি রাত্রিকালের এবং উক্ত সময়ে যে সমস্ত মনুষ্য ও জন্তু স্ব স্ব আবাসে আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহাদের শপথ করিয়াছেন। তৃতীয়,—পূর্ণ শশীর শপথ করিয়াছেন, ১৯। এই তিন বস্তুর শপথ করিয়া বলিতেছেন,—"নিশ্চয় তোমরা এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থা এবং একপদ হইতে অন্য পদ প্রাপ্ত হইবে। তোমরা ইহজগৎ হইতে গোরে, গোর হইতে বিচার প্রান্তরে, বিচার প্রান্তর হইতে বেহেশতে কিম্বা দোজখে উপস্থিত হইবে। তোমরা বীর্য্য হইতে গাঢ় রক্ত, গাঢ় রক্ত হইতে মাংস, মাংস হইতে মনুষ্য রূপ ধারণ করিয়াছ। শৈশব হইতে যৌবনে, যৌবন হইতে বার্দ্ধক্যে উপস্থিত হইয়াছ, তৎপরে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। তোমরা বিচার প্রান্তরে কার্য্যলিপি প্রাপ্ত হইবে; সহজ কিম্বা কঠীন বিচারে বিচারিত হইবে; বিশাল সেতু অতিক্রম করিতে সক্ষম বা অক্ষম হইবে; নেকী বদী ওজনে আনন্দিত বা বিষন্ন হইবে; মহা সূর্য্যের উত্তাপে দগ্ধীভূত হইবে অথবা আর্শের ছায়ায় স্থান পাইবে।

তোমরা পৃথিবীতে ভদ্র বা সম্মানিত নামে অভিহিত হইবে, কিন্তু কেয়ামতে অধম অগ্নির কীট হইবে, কিম্বা পৃথিবীতে হীন ও লাঞ্ছিত ছিলে, কেয়ামতে সম্মানিত ও সমুন্নত হইবে। পৃথিবীতে ধনাঢ্য ঐশ্বর্য্যশালী ছিলে, কিন্তু কেয়ামতে হতভাগ্য হইবে, কিম্বা পৃথিবীতে দুর্ভাগ্য ছিলে, পরকালে ভাগ্যবান হইবে। তোমরা প্রাচীন লোকদের পথ অবলম্বন করিবে; তাহাদের ন্যায় দলে দলে বিভক্ত হইবে। কেহ কেহ বলেন, এই আয়তটি হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) এর সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে। এক্ষেত্রে আয়তটির কয়েক প্রকার মর্ম্ম হইতে পারে। প্রথম এই যে,—আপনি শত্রুর ভয়ে ভীত ও তাহাদের কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইতেছেন, কিন্তু ইহার পরে আপনি তাহাদের উপর প্রবল ও জয়ী হইবেন। যাহারা ধর্ম্ম-

দ্রোহিতায় ও আপনার বিরুদ্ধাচরণের চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে, তাহারা আপনার সহকারী ধাম্মিকরূপে পরিণত হইবে। দ্বিতীয় আপনি খোদাতায়ালার নৈকট্য লাভে এক পদ হইতে অন্য পদে এবং এক শ্রেণী হইতে অন্য শ্রেণীতে উন্নীত হইবেন।

তৃতীয়,—আপনি মেরাজ গমনে এক আকাশ হইতে অন্য আকাশে, অবশেষে আর্শে উপস্থিত হইবেন।—তঃ কবির।

খোদাতায়ালা সন্ধ্যার লোহিত বর্ণের, রাত্রির গাঢ় অন্ধকারের এবং পূর্ণ শশীর বিমল কিরণের শপথ করিয়া মনুষ্যের তিন অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন; প্রথম—যে সময়ে মনুষ্যের আত্মা শরীর ত্যাগ করে, তখন কতকাংশে জীবনের চিহ্ন শরীরে প্রতি ও আত্মীয় স্বজনের প্রতি আত্মার স্নেহ বাকী থাকে। এই সময়টি যেন পার্থিব জীবন ও গোরের গাঢ় নিদ্রার মধ্যস্থিত অন্তরাল স্বরূপ। ইহা সন্ধ্যাকালীন লোহিত বর্ণের তুল্য; কেননা উক্ত সময়ে প্রাণী সমূহের যাতায়াত রহিত হয় না, বরং সে সময়ে প্রাণী সকল চেতন, গমনশীল ও কার্য্যকলাপের শেষাংশ সম্পাদনে লিপ্ত থাকে। ইহা কতক পরিমাণে সদসৎ কার্য্যের প্রতিফল প্রকাশিত হওয়ার সূচনা মাত্র। এই সময়ে জীবিতদের দান খায়রাত্ত সত্বরেই মৃতদের নিকট উপস্থিত হইয়া থাকে। মৃতেরা জীবিতদের সাহায্য প্রাপ্তির অপেক্ষা করে এবং ধারণা করে যে এখনও তাহারা জীবিত আছে। হাদিছ শরিফে বর্ণিত আছে যে, যখন মৃতদিগকে গোর হইতে উত্থাপিত করা হয়, তখন তাহারা বলিতে থাকে, আমাদিগকে নামাজ পড়িতে অবকাশ দাও। ইহাও হাদিছ শরিফে উল্লিখিত আছে যে, মৃতেরা উক্ত সময়ে সমুদ্র-গর্ভে নিমজ্জিত লোকের তুল্য মনুষ্যের নিকট উদ্ধার প্রাপ্তির অপেক্ষা করে। এই সময় দোওয়া দান, কোরআন পাঠ ইত্যাদি বিশেষ ফলদায়ক হয়। এই হেতু লোকে মৃত্যুর পরে এক বৎসর পর্য্যন্ত বিশেষতঃ চল্লিশ দিবস

পর্য্যন্ত এইরূপ দান খয়রাত জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া থাকে। মৃত্যুর অব্যবহিত পরে মৃতের আত্মা স্বপ্নে জীবিতদের সহিত সাক্ষাৎ করে এবং মনের ভাব প্রকাশ করিয়া থাকে।

দ্বিতীয়,—এক সময়ে মৃতেরা পার্থিব জীবনের সংসর্গ একেবারে ত্যাগ করে এবং সদসৎ কার্য্য সমূহের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতে সম্পূর্ণরূপে নিমগ্ন হয়। সুখ দুঃখ অনুভবের আধ্যাত্মিক শক্তি সম্পূর্ণরূপে ইহজগৎ ত্যাগ করিয়া পরজগতের দিকে ধাবিত হয়। ইহা রাত্রির গাঢ় অন্ধকারের তুল্য, কারণ এই সময় লোকেরা গাঢ় নিদ্রায় অচৈতন্য হইয়া যায় এবং দিবসের সমস্ত কার্য্যকলাপ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। অবশ্য মৃতদের সমস্ত কার্য্য বাহ্য দেহ ত্যাগ করিয়া দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং তাহাদের আত্মা উক্ত কার্য্য-কলাপের নানাবিধ আধ্যাত্মিক আকৃতি দর্শনে সুখ বা দুঃখ ভোগ করে, ইহা সাধারণ জগদ্বাসিদের শিক্ষক রূপে নিয়োজিত ছিলেন, তাঁহারা গোরবাসী হওয়ার পরেও শিষ্যগণকে শিক্ষাদান করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন। ওয়েছি পন্থীগণ এইরূপ পরলোকগত পীর-গণের নিকট হইতে আধ্যাত্মিক তত্ব শিক্ষা করিয়া থাকেন।

তৃতীয়,—পুনরুত্থানের পরে যে অবস্থা প্রকাশিত হইবে, উহা পূর্ণচন্দ্রের তুল্য, কারণ সেই সময় অন্ধকারের আবরণ সমূহ দূরীভূত হইয়া নেকি বদি সকল স্পষ্ট মূর্ত্তি ধারণ করতঃ প্রকাশিত হইবে; কার্য্যলিপি সমূহ পঠিত হইবে এবং নেকী বদীর হিসাব গ্রহণ করা হইবে। —তঃ আজিজি।

(৪০) فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۙ ٢١ وَ اِذَا قُرِئَ

عَلَيْهِمُ الْقُرْاٰنُ لَا يَسْجُدُوْنَ ۙ ٢٢ بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

يُكَذِّبُونَ ۞ (٢٢) وَ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يُوْعُوْنَ ۞ (٢٣) فَبَشِّرْهُمْ

بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۞ (٢٤) اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا

الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ۞

২০। অনন্তর তাহাদের কি হইয়াছে যে, তাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিতেছে না; ২১। এবং যে সময় তাহাদের উপর কোরআন পাঠ করা হয়, তাহারা ছেজদা করে না; ২২। বরং যাহারা ধর্ম্মদ্রোহী হইয়াছে, তাহারা অসত্যারোপ করিতেছে; ২৩। অথচ তাহারা যাহা মনে করিতেছে, খোদাতায়ালা তাহা অধিক অবগত আছেন; ২৪। অনন্তর তুমি তাহাদিগকে কষ্টদায়ক শাস্তির সুসংবাদ প্রদান কর; ২৫। কিন্তু যাহারা ইমান গ্রহণ করিয়াছে, সৎকার্য্য সমূহের অনুষ্ঠান করিয়াছে, তাহাদের জন্য অসীম (অন্যার্থে অবিচ্ছিন্ন) বিনিময় আছে। (রু, ১, আ: ২৫

টিকা:—

২০। এই আয়াতে খোদাতায়ালা বলিতেছেন, ধর্ম্মদ্রোহিরা এরূপ উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ও অকাট্য প্রমাণ শ্রবণান্তেও কি জন্য ইমান স্বীকার করিতেছে না?

২১। এমাম রাজি লিখিয়াছেন, এক সময় মহাপুরুষ হজরত (সা:) একস্থানে একটি ছেজদার আয়ত পাঠ করায় তাঁহার সহচরগণ ছেজদা করিলেন, কিন্তু কোরাএশ বংশীয় নেতাগণ খোদাতায়ালার ছেজদা করিল না, সেই হেতু খোদাতায়ালা বলিতেছেন, তাহারা কোরআন শ্রবণান্তেও ছেজদা করে না। —তঃ কবির।

২২। বরং তাহারা কোরআন শরিফের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না, সেই হেতু ছেজদা করিতে কুণ্ঠিত হইয়াছে।

২৩। যদিও তাহারা মুখে উক্ত অবিশ্বাসের কথা প্রকাশ করেনা, তথাচ উহা হৃদয়ে পোষণ করে; খোদাতায়ালার নিকট তাহাদের এই হৃদয়ের ভাব অব্যক্ত নহে।

২৪। খোদাতায়ালা হজরতকে বলিতেছেন, আপনি তাহাদিগকে দোজখের কষ্টদায়ক শাস্তির সংবাদ প্রদান করুন।

২৫। কিন্তু তাহাদের মধ্যে যাহারা অনুতপ্ত হইয়া কোরআনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সদনুষ্ঠানে রত হয়, তাহারা দোজখের অগ্নি হইতে উদ্ধার পাইয়া বেহেশতের চিরস্থায়ী আনন্দ ও পুরস্কার লাভ করিতে সমর্থ হইবে।

টিপ্পনী ;—

পরলোকগত বাবু গিরিশচন্দ্র সেন ছুরা এনশেকাকের ৪ আয়তের অনুবাদে লিখিয়াছেন, "তন্মধ্যে যে কিছু আছে নিক্ষিপ্ত হইবে।" এস্থলে প্রকৃত অনুবাদ এইরূপ হইবে, "সে (উক্ত পৃথিবী) তন্মধ্যে যাহা কিছু আছে, নিক্ষেপ, করিবে।"

তিনি ৬ আয়তের অনুবাদ লিখিয়াছেন,—"যখন হে মনুষ্য, নিশ্চয় তুমি আপন প্রতিপালকের প্রতি (সাক্ষাৎকারের) জন্য প্রযত্নে প্রযত্নবান হইবে, তাহার সাক্ষাৎকারী হইবে।"

এস্থলে প্রকৃত অনুবাদ এইরূপ হইবে,—"হে মনুষ্য, নিশ্চয় তুমি আপন প্রতিপালকের (সাক্ষাৎ) পর্য্যন্ত প্রযত্নে প্রযত্নবান আছ, তৎপরে (তুমি) তাঁহার সাক্ষাৎকারী হইবে।" কিম্বা এইরূপ হইবে, "নিশ্চয় তুমি আপন প্রতিপালকের দিকে (পৌঁছিবার উদ্দেশ্যে) প্রযত্নে প্রযত্নবান আছ, তৎপরে (তুমি) তাঁহার সাক্ষাৎকারী হইবে।"

৮।১০ আয়তের অনুবাদে "প্রদত্ত হইয়াছে" স্থলে "প্রদত্ত হইবে" হইলে ভাল হইত। ১৬ আয়তের "আরক্তিম গমন প্রান্তরের"

স্থলে "গমন প্রান্তরের লোহিত বর্ণের" হইবে। ২৪ আয়তে "সংবাদ" স্থলে "সুসংবাদ" হইবে।

তিনি ১৪ আয়তের অনুবাদে লিখিয়াছেন,—"পুনরাগমন করিবে না।" এস্থলে প্রকৃত অনুবাদ এইরূপ হইবে, "কখনই পুনরাগমন করিবেন না।"

এই ছুরার ২১ আয়তে ছেজদা করা এমাম আবু হানিফা (রাঃ) সাহেবের মতে ওয়াজেব ; কারণ যাহারা ছেজদা না করে, খোদাতায়ালা এই আয়তে তাহাদের নিন্দাবাদ করিয়াছেন, ইহা উহার ওয়াজেব হওয়ার জ্বলন্ত প্রমাণ।

হজরত নবি করিম (সাঃ) নামাজে এই আয়ত পাঠ করিয়া ছেজদা করিয়াছিলেন এবং ছাহাবাগণ তদনুকরণে ছেজদা করিয়াছিলেন, ইহাও উহার ওয়াজেব হওয়ার লক্ষণ।

মৌলবি আকরম খাঁ সাহেব ৮ আয়তের سوف শব্দের অর্থ লিখেন নাই। ১০ আয়তের وراء ظهره অর্থে 'পৃষ্ঠের দিকে' লিখিয়াছেন, এস্থলে 'পৃষ্ঠের পশ্চাদ্দিকে' হইবে। তিনি ১—৩ আয়তের ব্যাখ্যায় আধুনিকদের সমর্থনে লিখিয়াছেন,—"যখন আকাশ কাটিয়া জলধারা অবতীর্ণ হইবে"—"পৃথিবী যখন তাহার প্রভাবে স্ফীত ও সম্প্রসারিত হইয়া উঠিবে"—এবং "তাহার মধ্যস্থ গুপ্ত বীজ ও মূলাদি যখন উত্তপ্ত হইয়া বাহির হইয়া পড়িবে।" আমরা তাঁহাদের এইরূপ কাল্পনিক মত সমর্থন করিতে পারি না।

———

মক্কাতে অবতীর্ণ, ২২ আয়ত, রু, ১।

এই ছুরা অবতীর্ণ হইবার কারণ এই যে, মক্কা শরিফের পৌত্তলিকগণ মুসলমানগণের প্রতি তাঁহাদের ইসলাম গ্রহণের জন্য নানাবিধ উৎপীড়ন করিত; সেই হেতু তাঁহারা হজরতের নিকট ইহার অভিযোগ উপস্থিত করিলেন; সেই সময় হজরত বলিয়াছিলেন, এমন এক সময় উপস্থিত হইবে যে, খোদাতায়ালা তোমাদিগকে ইহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে সক্ষম করিবেন। কাফেরগণ তোমাদের সহিত যেরূপ অসদ্ব্যবহার করিতেছে, তোমরাও এক সময়ে তাহাদের সহিত তদনুরূপ ব্যবহার করিতে সমর্থ হইবে।" ধর্ম্মদ্রোহিগণ এই সংবাদ শ্রবণে তাঁহাদের প্রতি বিদ্রূপ-বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিল এবং মুক্তকণ্ঠে বলিতে লাগিল যে, এইরূপ দুর্ব্বল, অবমানিত ও অর্থহীন লোকেরা কিরূপে প্রতিশোধ লইতে সক্ষম হইবে? খোদাতায়ালার ইচ্ছাতেই আমরা সম্মানিত এবং তাহারা হেয় ও লাঞ্ছিত, নতুবা তিনি কেন আমাদিগকে তাহাদের উপর প্রবল করিয়াছেন? কাফেরগণের বাক্যের প্রত্যুত্তর স্বরূপ ঐ সময়ে এই ছুরা অবতীর্ণ হয়। খোদাতায়ালা উহাতে অগ্নিকুণ্ড স্থাপনকারিদের পরিণাম বর্ণনা করিয়া ইসলাম ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়াছেন। —তঃ আজিজি।

অগ্নিকুণ্ড স্থাপনকারিদের বৃত্তান্ত।

ছহিহ মোসলেম ইত্যাদি হাদিছ গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, সুরিয়া (শাম) দেশে জনৈক প্রবল প্রতাপশালী রাজা ছিলেন; তাঁহার একজন ঐন্দ্রজালিক অনুচর ছিল; সে কুহক বিদ্যায় এরূপ সুনিপুণ ছিল যে, তদ্দারা রাজ্যের বৃহৎ বৃহৎ কার্য্য সম্পাদন করিত।

সেই ঐন্দ্রজালিক এক সময়ে রাজার নিকটে আবেদন করিল যে, আমি বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়াছি। আপনি আমার মৃত্যুর পূর্বে একটি উপযুক্ত বালক আমার নিকট প্রেরণ করুন। আমি তাহাকে এই কুহক বিদ্যায় সুশিক্ষিত করিয়া এই কার্য্যের ভার তাহার উপর অর্পণ করিব। রাজাদেশ অনুসারে একটি মেধাবী বালক প্রত্যহ প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্যান্ত উক্ত ঐন্দ্রজালিকের নিকট উক্ত বিদ্যা শিক্ষা করিত। বালকটি এক সময়ে কোন তাপসের গৃহে জনতা দেখিয়া তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার সুমধুর প্রাণস্পর্শী উপদেশ শ্রবণে বিমোহিত হইল এবং সেই হইতে বালকটি ঐন্দ্রজালিকের নিকট গমনকালে পথিমধ্যে উক্ত তাপসের গৃহে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিত। এক সময়ে একটি অজগর কিম্বা ব্যাঘ্র কোন পথের পার্শ্বে অবস্থান করিয়া লোকের যাতায়াত রহিত করিয়াছিল। এতদ্দর্শনে বালকটি একখণ্ড প্রস্তর হস্তে লইয়া বলিতে লাগিল, "হে খোদাতায়ালা! যদি ঐন্দ্রজালিক অপেক্ষা তাপসের সঙ্গলাভ হিতকর হয়, তবে এই প্রস্তরে উক্ত জন্তুর নিপাত সাধন কর।" ইহা বলিয়াই প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করায় জন্তুটি বিনষ্ট হইল। এই অলৌকিক ব্যাপারে বালকটি সাধারণের মধ্যে খ্যাতি লাভ করিল। তাপস তৎশ্রবণে তাহাকে বলিলেন, "খোদাতায়ালা তোমাকে মহাশক্তিশালী সিদ্ধপুরু করিবেন, কিন্তু তুমি ধর্ম্মদ্রোহীদের দ্বারা মহা বিপন্ন হইয়া মহা পরীক্ষায় পতিত হইবে, সাবধান! সেই সময়ে যেন তুমি আমার নাম তাহাদের নিকট প্রকাশ না কর।" বালকটি গুরুবাক্য শিরোধার্য্য করিল; তৎপরে সে উক্ত সিদ্ধ গুরুর পবিত্র সঙ্গ লাভে অলৌকিক গুণসম্পন্ন হইয়া পড়িল। ধবল ও কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত ও জন্মান্ধ লোকেরা তাহার দোয়াতে মুক্তিলাভ করিতে লাগিল। রাজার একজন কর্ম্মচারী অন্ধ হওয়ায় কর্ম্মচ্যুত হইয়াছিল, তাহার

দোয়াতে দৃষ্টি শক্তি লাভ করিয়া তাহার মতাবলম্বী হইল। সেই কর্ম্মচারী আরোগ্য লাভ করিয়া রাজসভায় উপস্থিত হইলে, রাজা ইহার কারণ অনুসন্ধান করিল। সে বলিল, আমার প্রতিপালক খোদাতায়ালা আমার চক্ষুতে জ্যোতিঃদান করিয়াছেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিল, "আমা ব্যতীত তোমার প্রতিপালক অন্য কে আছে ? তদুত্তরে সে বলিল, "তোমার ও আমার প্রতিপালক একই সৃষ্টিকর্ত্তা খোদাতায়ালা. তিনি ব্যতীত উপাস্য আর কেহ নাই।" রাজা তাহার উপর মহা উৎপীড়ন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল. "কে তোমাকে এই মত শিক্ষা দিয়াছে ?" অগত্যা সে উক্ত বালকের নাম লইল। বাদশাহ বালককে আহ্বান করিয়া বলিল, "তুমি আমার নিকট প্রতিপালিত হইয়া ও আমার ঐন্দ্রজালিক অনুচরের নিকট ইন্দ্রজাল শিক্ষা করিয়া, অন্ধকে চক্ষুদান ও রোগীকে রোগমুক্ত করিতে সক্ষম হইয়াছে, কিন্তু তুমি নাকি আমা ব্যতীত অন্যকে প্রতিপালক খোদা রূপে গ্রহণ করিয়াছ ?" বালকটি বলিল, "রোগ মুক্ত করা সৃষ্টিকর্ত্তা ব্যতীত তোমার, আমার বা জাদুকরের অধিকার নাই।" রাজা তাহাকে মহা যন্ত্রণায় নিক্ষেপ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কাহার নিকট এই মত শিক্ষা করিয়াছ ?" অগত্যা সে তাপসের নাম প্রকাশ করিয়া ফেলিল। বাদশাহ ক্রমান্বয়ে উক্ত চক্ষুপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী ও তাপসের প্রানবধ করিল, কিন্তু তাঁহারা ইমান নষ্ট করিলেন না। তৎপরে বালকটির ঈমান নষ্ট করিতে মহা চেষ্টা করা হইল, কিন্তু সে উহাতে সম্মত হইল না। পরে রাজাদেশে কতিপয় লোক তাঁহাকে এক পর্ব্বত শৃঙ্গের উপর লইয়া গিয়া, উহার অধোদেশে নিক্ষেপ করিতে সঙ্কল্প করিল, তখন বালকটি খোদাতায়ালার নিকট উদ্ধার প্রার্থনা করায় ভূমিকম্প হইল এবং সেই লোকগুলি উহার নিম্নদেশে

নিপতিত হইয়া মৃত্যু মুখে পতিত হইল। বালকটী রাজসভায় উপস্থিত হইয়া বলিল, খোদাতায়ালা আমাকে রক্ষা করিয়াছেন।" রাজা ক্রোধান্বিত হইয়া তাহাকে সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করিতে বলিল, কতকগুলি লোক তাহাকে নৌকা যোগে সমুদ্র মধ্যে লইয়া তাহার ঈমান নষ্ট করিতে বলিল, কিন্তু বালক উহাতে সম্মত হইল না এবং খোদাতায়ালার নিকট উদ্ধার প্রার্থনা করিল। তৎক্ষণাৎ নৌকাখানি ও সেই লোকগুলি সমুদ্র গর্ভে নিমগ্ন হইল। বালক নিরাপদে রাজার নিকট উপস্থিত হইল, রাজা কিংকর্তব্য বিমূঢ় হইয়া পড়িল। তখন বালক বলিতে লাগিল,—"এক বিশাল প্রান্তরে সমস্ত নগরবাসীকে সমবেত করুন; তৎপর আমাকে শূলকাষ্ঠের উপর চড়াইয়া—

بِسْمِ اللهِ رَبِّ الْغُلَامِ

অর্থাৎ বালকের প্রতিপালক খোদার নামে,—এই বাক্য পাঠ করতঃ আমার উপর তীর নিক্ষেপ করুন, তাহা হইলে নিশ্চয় আমার মৃত্যু হইবে।" রাজা তাহাই করল, বালক স্বীয় কর্ণে হস্ত রাখিয়া প্রাণ ত্যাগ করিল। তখন উপস্থিত জনমণ্ডলী বলিয়া উঠিল, আমরা এই বালকের খোদার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিলাম। ইহাতে রাজা ক্রোধান্বিত হইয়া পথের সম্মুখে একটি বৃহৎ অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জলিত করিতে আদেশ প্রদান করিল, তাহার আদেশ প্রতিপালিত হইল; রাজা পরিষদবর্গসহ উহার (অগ্নিকুণ্ডের) পার্শ্বে চেয়ারে উপবিষ্ট হইয়া আদেশ প্রদান করিল যে, যাহারা বালকের মত ত্যাগ না করে তাহাদিগকে উহাতে নিক্ষেপ কর। রাজার আদেশে বহু ঈমানদারের প্রাণ এই প্রকারে নষ্ট করা হইল। হঠাৎ অত্যাচারী দল একটি স্ত্রীলোককে শিশু সন্তানসহ উহাতে নিক্ষেপ করিতে চেষ্টা করিলে স্ত্রীলোকটি ভয়ে ইতস্ততঃ করিতেছিল, এমতাবস্থায় উক্ত শিশু সন্তান বাকশক্তি

সম্পন্ন হইয়া বলিতে লাগিল, "অয়ী জননী! আপনি ধৈর্য্য ধারণ করুন, অমূল্য রত্ন স্বরূপ ঈমান কিছুতেই ত্যাগ করিবেন না; অগ্নি আপনার জন্য পুষ্পোদ্যান হইয়া যাইবে।" স্ত্রীলোকটি তৎশ্রবণে অম্লানবদনে অগ্নিতে ঝম্প প্রদান করিল।

এমাম রাজী বলিয়াছেন, ঈমানদারদিগের অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ্ত হওয়ার পূর্ব্বেই ফেরেশতাগণ তাঁহাদের আত্মা বাহির করিয়া লইয়া বেহেশতে পৌঁছাইয়া দিতেন। তৎপরে উক্ত অগ্নি এরূপ প্রবল ভাবে প্রজ্জ্বলিত হইয়া লালজিহ্বা বিস্তার পূর্ব্বক চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল যে, বাদশাহ ও তাহার সহচরগণ পলায়ন করিতে না পারায় উহাতে দগ্ধীভূত হইয়া বিনষ্ট হইল। খোদাতায়ালা এই ছুরায় এই ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। এরূপ এয়মন, পারস্য ও আবিসিনিয়াতে আরও তিনটি ঘটনা ঘটিয়াছিল, উহা প্রসিদ্ধ তফছির সমুহে বর্ণিত আছে। তঃ আজিজী, কবির, এবনে-জরির, এবনে কছির ও রুহোল-মায়ানী।

মৌলবী আকরম খাঁ সাহেব আমপারার ১২৪ পৃষ্ঠায় এই স্থলে লিখিতেছেন ;—

"হাদিছ ও তফছিরে 'আছহাবুল-ওখদুদ' বা অগ্নিকুণ্ডের অধিকারিগণ সম্বন্ধে চারিটা বিভিন্ন বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।……নমরুদ রাজা ও হজরত এব্রাহিমের ঘটনাও এই শ্রেণীভুক্ত।……ভারতবর্ষের পুরাণ ইতিবৃত্তে প্রহ্লাদের যে অগ্নি পরীক্ষায় বর্ণনা আছে, তাহাও এই পর্য্যায়ভুক্ত।" আমরা খাঁ সাহেবকে জিজ্ঞাসা করি, আয়তের অর্থে বুঝা যায় যে, ঈমানদারগণ কাফেরগণ কর্ত্তৃক অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন, পুরাণ উল্লিখিত প্রহ্লাদও কি শরিয়তধারীগণের নিকট ঈমানদার প্রমাণিত হইয়াছে ?

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ★

সর্ব্বপ্রদাতা দয়ালু খোদাতায়ালার নামে (আরম্ভ করিতেছি)।

১ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ ۙ ২ وَ الْيَوْمِ الْمَوْعُوْدِ ۙ ৩ وَ شَاهِدٍ وَّ مَشْهُوْدٍ ؕ

১। রাশি সমূহ সমন্বিত আকাশের শপথ ; ২। এবং অঙ্গীকৃত দিবসের শপথ ; ৩। এবং প্রত্যেক উপস্থিত বিষয়ের শপথ ও প্রত্যেক উপস্থাপিত বিষয়ের শপথ !

টিকা,—

১। প্রথম আয়তে بُرُوْج শব্দের উল্লেখ আছে, উহার একবচন اَلْبُرْج কেহ কেহ বলেন যে, উহার অর্থ চন্দ্রের অবস্থিতির স্থানসমূহ। আবার কতক সংখ্যক বিদ্বান, বলেন, উহার অর্থ বৃহৎ বৃহৎ নক্ষত্র সমূহ। অধিকাংশ বিদ্বানের মতে উহার অর্থ রাশি সমূহ। সূর্য্য এক বৎসরে যে কল্পিত বৃত্তের উপর গমন করে, উহাকে দ্বাদশ সমান ভাগে বিভক্ত করিলে, উহার প্রত্যেক ভাগ بُرُوْج কিম্বা রাশি নামে অভিহিত হয়। উহার দুই রাশি অতিক্রম করিতে সূর্য্যের যে দুই মাস অতীত হয়, উহাকে ঋতু বলে। এই হিসাবে প্রত্যেক বৎসরে গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত এই ছয়টি ঋতু হইয়া থাকে। আরবী ভাষায় উক্ত দ্বাদশ রাশিকে নিম্নোক্ত নামে অভিহিত করা হয়,—

جوزا - ثور - حمل - قوس - عقرب - ميزان - سنبلة
اسد - سرطان - حوت - دلو - جدي ✪

বঙ্গ ভাষায় উক্ত দ্বাদশ রাশিকে মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকা, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীন বলা হয়। খোদা-

তায়ালা উক্ত রাশিযুক্ত আকাশের শপথ করিয়া ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, যেরূপ উহার দ্বারা ঋতু পরিবর্ত্তীত হয় এবং ঋতু পরিবর্ত্তনে জগতের অবস্থা পরিবর্ত্তীত হয়, সেইরূপ কালে ধর্ম্মদ্রোহীদের উন্নতাবস্থা অবনতাবস্থায় এবং ইসলামালম্বদিগের অবনতাবস্থা উন্নতাবস্থায় পরিণত হওয়া বিচিত্র নহে। —তঃ আজিজী ও কবির।

২। হজরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিয়াছেন,—"অঙ্গীকৃত দিবসের" অর্থ কেয়ামতের দিবস। খোদাতায়ালা উক্ত বিচার দিবসের শপথ করিয়া ইঙ্গিত করিতেছেন যে, উক্ত দিবসে জগতের মহা পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইবে, এই হিসাবে ধর্ম্মদ্রোহীদের ও ধার্ম্মিকদিগের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার পরিবর্ত্তণ হওয়া অসম্ভব নহে।

৩। প্রত্যেক উপস্থিত বা উপস্থাপিত বিষয়ের মর্ম্ম কি, ইহাতে টিকাকারদিগের মতভেদ হইয়াছে।

কতক সংখ্যক টিকাকার বলেন যে, উপস্থিত বিষয় মনুশ্য জেন ও ফেরেশতাগণ—যাহারা বিচার প্রান্তরে উপস্থিত হইবেন। উপস্থাপিত কয়েকটি বিষয় হইবে,—প্রথম, মনুষ্যের নেকীবদী, যাহা কেয়ামতে মনুষ্যের সঙ্গে উপস্থিত করা হইবে।

দ্বিতীয়, ফেরেশতাগণ—যাহাদিগকে মনোরম আকৃতি কিম্বা নিকট আকৃতি সহ সৎলোকদিগের শান্তি ও অসৎ লোকদিগের শাস্তি প্রদানার্থ উপস্থিত করা হইবে।

তৃতীয়, প্রত্যেকের কার্য্যলিপি উপস্থিত করা হইবে।

চতুর্থ, নেকীবদী ওজন করার জন্য তুলাদণ্ড উপস্থিত করা হইবে।

পঞ্চম, বেহেশতকে মনোরম এবং দোজখকে ভয়ঙ্কর আকৃতিতে উপস্থিত করা হইবে।

কোন কোন টিকাকার বলেন, ফেরেশতাগণ জোমার দিবস পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। হজরত বলিয়াছেন, "তোমরা জোমার দিবস আমার উপর অধিক পরিমাণ দরূদ পাঠ কর, কারণ উহা

উপস্থাপিত দিবস, উহাতে ফেরেশতাগণ উপস্থিত হইয়া থাকেন।

হজরত বলিয়াছেন, "শ্রেষ্ঠতম দিবস জোমার দিবস, উহাতে হজরত আদমের সৃষ্টি হইয়াছে, উক্ত দিবসে তিনি বেহেশতে প্রবেশ করিয়াছিলেন; সেই দিবসে তিনি তথা হইতে (পৃথিবীতে) অবতরণ করিয়াছিলেন; সেই দিবসে তাঁহার তওবা গৃহীত হইয়াছিল এবং সেই দিবসে কেয়ামত উপস্থিত হইবে।" হজরত আরও বলিয়াছেন, উক্ত দিবসে এমন একটি সময় আছে যে, কোন মুসলমান উক্ত সময়ে খোদাতায়ালার নিকট কোন প্রার্থনা করিলে তাহা গৃহীত হইয়া থাকে।" এই হিসাবে ফেরেশতাগণ উপস্থিত বিষয় ও জোমা উপস্থাপিত বিষয়।

কোন টিকাকার বলেন, জেলহজ্জ মাসের নবম দিবসে (আরফার দিবসে) হাজীগণ আরফার প্রান্তরে উপস্থিত হইয়া থাকেন। কোরআন শরীফে বর্ণিত আছে, "লোক সকল প্রত্যেকে দূর পথ হইতে (তথায়) উপস্থিত হন।"

হাদিছ শরীফে বর্ণিত আছে,—খোদাতায়ালা আরফার দিবসে ফেরেশতাগণকে বলেন, "তোমরা নিরীক্ষণ কর, কিরূপে আমার অনুরক্ত সেবকগণ মলিন বেশে- মৃত্তিকাময় দেহে দূর দেশ হইতে হজ্জব্রত পালন করিতে আমার নিকট কা'বা গৃহে উপস্থিত হইয়াছে, তোমরা সাক্ষী থাকিও, আমি তাহাদের সমস্ত গোনাহ ক্ষমা করিলাম।" সে দিবস শয়তান খোদাতায়ালার অজস্র দয়া ও ক্ষমা দর্শনে বিষণ্ণ ও শোকাকুল হইয়া থাকে।" এই হিসাবে হাজীগণ উপস্থিত বিষয় ও আরফার দিবস উপস্থাপিত বিষয়।

অন্য টিকাকার বলিয়াছেন যে, কোরবানীর দিবস উপস্থাপিত, কেননা জগতের হাজীগণ উক্ত দিবসে 'মিনা' ও 'মোজদালেফা' নামক স্থানদ্বয়ে উপস্থিত হইয়া থাকেন।

কোন টিকাকার বলেন, উক্ত আয়তের شاهد শব্দের অর্থ সাক্ষ্যদাতা এবং مشهود শব্দের অর্থ যাহার জন্য সাক্ষ্য দেওয়া

হইয়াছে। এই সূত্রে উহার কয়েক প্রকার মর্ম্ম হইতে পারে। প্রথম, খোদাতায়ালা আপন অদ্বিতীয়ত্বের সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। দ্বিতীয়, হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) কেয়ামতের দিনে প্রেরিত পুরুষগণের সত্যপরায়ণতার সাক্ষ্য প্রদান করিবেন। তৃতীয়, লিপিকর ফেরেশতাগণ মনুষ্যের সৎ অসৎ কার্য্যের সাক্ষ্য প্রদান করিবেন। চতুর্থ, মনুষ্যের রসনা, হস্ত ও পদ ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাহাদের প্রতিকূলে সাক্ষ্য প্রদান করিবে। পঞ্চম শেষ প্রেরিত পুরুষের উম্মতগণ অন্যান্য প্রেরিত পুরুষগণের উম্মতের প্রতিকূলে সাক্ষ্য প্রদান করিবেন; ষষ্ঠ সমস্ত জগৎ খোদাতায়ালার অস্তিত্বের জ্বলন্ত সাক্ষী স্বরূপ। সপ্তম, 'হাজারে আছওয়াদ' حجر اسود (কা'বা গৃহের এক পার্শ্বস্থিত একখণ্ড প্রস্তর) হাজীদের অনুকূলে সাক্ষ্য প্রদান করিবে। অষ্টম, রাত্রি, দিবা, কেয়ামতে মনুষ্যের সদসৎ কার্য্যের সাক্ষ্য প্রদান করিবে। নবম, আকাশ ও পৃথিবী মনুষ্যের ভাল মন্দ কার্য্যের সাক্ষ্য প্রদান করিবে। তঃ আজিজী ও নায়ছাপুরী।

খোদাতায়ালা উক্ত বিষয়গুলির শপথ করিয়া কোন বিষয়টি নির্দ্ধারণ করিতেছেন, ইহা নির্ণয় করিতে টিকাকারদের মতভেদ হইয়াছে; আখফাশ বলেন ইহার পরবর্ত্তী চতুর্থ ও পঞ্চম আয়তদ্বয়কে দৃঢ় করিতেছেন। হজরত এবনে মছউদ, কাতাদা প্রভৃতি বলিয়াছেন, তিনি দ্বাদশ আয়তকে দৃঢ় করিতেছেন। অন্য কেহ বলেন, তিনি দশম আয়তকে দৃঢ় করিতেছেন। কাশ্শাফ প্রণেতা উক্ত-দৃঢ়কৃত বিষয়কে অনুল্লিখিত ধারণায় এইরূপ মর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছেন যে, রাশিসমূহ সমন্বিত আকাশের অঙ্গীকৃত দিবসের, প্রত্যেক উপস্থিত বিষয়ের এবং প্রত্যেক উপস্থাপিত বিষয়ের শপথ, নিশ্চয় কোরেশবংশীয় ধর্ম্মদ্রোহিগণ বিশিষ্ট অগ্নিকুণ্ডের কর্তৃপক্ষদের ন্যায় অভিসম্পাতগ্রস্ত হইবে;—তঃ কবির।

টিপ্পনী ;—

গোল্ডসেক সাহেব অনুবাদের ফুটনোটে লিখিয়াছেন, "এই আয়ত উল্লিখিত "সাক্ষী" ও সাক্ষ্যপ্রাপ্ত ব্যক্তি যে কাহারা তাহা টিকাকারগণ নির্ণয় করিতে অসমর্থ।" আমাদের উত্তর এই যে, 'শাহেদ' (উপস্থিত) ও 'মশহুদ' (উপস্থাপিত) এস্থলে সাধারণ ও ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, কাজেই টিকাকারেরা যে সমস্ত অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, সমস্তই উহার অন্তর্গত।

(৪) قُتِلَ أَصْحٰبُ الْأُخْدُودِ ۙ (৫) النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ ۙ (৬) إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ۙ ৭ وَهُمْ عَلٰى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ۙ

৪—৫। ইন্ধন বিশিষ্ট অগ্নিকুণ্ডের (বা শিখাযুক্ত অগ্নিকুণ্ডের) কর্তৃপক্ষগণ অভিসম্পাতগ্রস্ত হউক ; ৬। যে সময় তাহারা উহার নিকট উপবিষ্ট ছিল ; ৭। এবং তাহারা যাহা বিশ্বাসিদিগের সহিত করিতেছিল, তাহার নিকট উপস্থিত ছিল (কিবা তদ্বিষয়ে সাক্ষী ছিল)।

টিকা ;—

উক্ত চতুর্থ ও পঞ্চম আয়তদ্বয়ের তিন প্রকার অর্থ হইতে পারে, প্রথম এই যে, ধর্ম্মদ্রোহী রাজা ও তদনুচরগণ বিশ্বাসিদিগের বিনষ্ট করার জন্য মহানলকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত করিয়া ইহাতে তাহাদিগকে নিক্ষেপ করিয়াছিল ; তাহারা অভিসম্পাতগ্রস্ত হউক। দ্বিতীয়, উক্ত রাজা ও তদনুচরবৃন্দ উক্ত অগ্নিতে বিনষ্ট ও দগ্ধীভূত হইয়াছিল। তৃতীয় অনলকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত বিশ্বাসিগণ অগ্নিতে দগ্ধীভূত হইয়া বিনষ্ট হইয়াছিলেন।

ষষ্ঠ আয়তেরও তিন প্রকার মর্ম্ম হইতে পারে ; প্রথম এই যে, ধর্ম্মদ্রোহীগণ বিশ্বাসিদিগের অগ্নি পরিক্ষার সময়ে উক্ত অগ্নি-কুণ্ডের নিকট চেয়ারে উপবেশন করিয়াছিল। দ্বিতীয়, ধর্ম্মদ্রোহী-গণ যে সম্বন্ধে অগ্নি পরিবেষ্টিত হইয়া দগ্ধীভূত হইতেছিল, সেই সময়ে বোধ হইতেছিল, যেন তাহারা অগ্নির উপর উপবেশন করিয়া আছে। তৃতীয়, বিশ্বাসিগণ সেই সময় অগ্নি পরিবেষ্টিত হইয়া বসিয়াছিলেন।

সপ্তম আয়তের কয়েক প্রকার মর্ম্ম হইতে পারে, প্রথম এই যে, ধর্ম্মদ্রোহীগণ সীমাতীত ধর্ম্মদ্রোহিতার কারণে নির্ম্মম হৃদয়ে বিশ্বাসিদিগের মহাগ্নিতে নিক্ষিপ্ত ও দগ্ধীভূত হইবার শোচনীয় অবস্থা অবলোকন করিতেছিল এবং বিশ্বাসিগণ স্থিরচিত্তে উক্ত মহাপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছিলেন। দ্বিতীয়, রাজানুচরবৃন্দ রাজাদেশ পালনে ত্রুটি করে নাই, তদ্বিষয়ে একে অন্যের সাক্ষী স্বরূপ ছিল। তৃতীয় তাহাদের হস্ত, পদ, চক্ষু ইত্যাদি কেয়ামতে তাহাদের ধর্ম্মদ্রোহিতামূলক নির্ম্মম ব্যবহারের সাক্ষ্য প্রদান করিবে। —তঃ কবির।

টিপ্পনী ,—

গোল্ডসেক সাহেব লিখিয়াছেন, তফসির লেখকগণ বলেন, এই আয়েৎ ও ইহার পরবর্ত্তি আয়তগুলি ইয়েমন প্রদেশের কোন য়িহুদী রাজার সম্বন্ধীয়। (অর্থাৎ য়িহুদী রাজা খ্রীষ্টানদিগকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়াছিল।) অপর পক্ষে জালাল-উদ্দীন এই আয়তের অর্থ অন্যরূপ করিয়াছেন, যথা—অগ্নিকুণ্ডের কর্ত্তৃগণ (য়িহুদীদিগকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়াছিল)।

আমাদের উত্তর—শাম, ইমান, আবিসিনিয়া ও পারশ্য এই চারি দেশে চারিটি পৃথক পৃথক ঘটনা ঘটিয়াছিল, প্রত্যেক স্থলে অত্যাচারিগণ ইমানদারগণকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়া বিনষ্ট

১১। নিশ্চয় যাঁহারা ঈমান স্বীকার করিয়াছে এবং সৎকার্য্য সমূহের অনুষ্ঠান করিয়াছে, তাহাদের জন্য বেহেশতের উদ্যান সকল আছে—যাহার নিম্নদেশ হইতে প্রস্রবণ সকল প্রবাহিত হইতেছে; ইহা—"মহামনোরথসিদ্ধি।"

টিকা :—

১১। এই আয়তে বিশ্বাসিদিগের পুরস্কারের কথা বর্ণিত হইয়াছে। বেহেশতের বৃক্ষরাজির তলদেশে বিশুদ্ধ পানি, সুরা, মধু ও দুগ্ধের ঝরণা সকল প্রবাহিত হইবে। বেহেশতিগণ তথায় কোনরূপ বিপদগ্রস্ত হইবে না, বরং অসীম শান্তি প্রাপ্ত হইবে। এমাম রাজি লিখিয়াছেন, "উপরোক্ত আয়তে প্রমাণিত হয় যে, যদি কেহ কোন মুসলমানের প্রতি তাহার ধর্ম্মত্যাগের জন্য বলপ্রয়োগ করে এবং অবাধ্য হইলে, তাহার প্রাণ নষ্ট করিতে উদ্যত হয়, তবে তাহার পক্ষে কোন প্রকার ধর্ম্মদ্রোহিতা প্রকাশ না করিয়া ঈমানের প্রতি স্থির প্রতিজ্ঞ থাকাই উত্তম। আর যদি কেহ ঈমানের প্রতি স্থিরচিত্ত থাকিয়া প্রাণ রক্ষার জন্য মৌখিক ধর্ম্মদ্রোহিতা প্রকাশ করে, তবে গোনাহগার হইবে না। এমাম হাছান হজরতের সময়ের উক্ত প্রকার একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন।—তঃ কবির, রুহোল মায়ানি।

১২ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ۞ ١٣ إِنَّهُ هُوَ

يُبْدِئُ وَ يُعِيدُ ۞ ١٤ وَ هُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ۞

١٥ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ۞ ١٦ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ۞

১২। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালকের আক্রমণ কঠিন। ১৩। নিশ্চয় তিনিই প্রথম সৃষ্টি করেন এবং পুনর্জীবিত করেন। ১৪।

এবং তিনি মার্জ্জনাকারী মিত্র ;— ১৫। (তিনি আর্শের সৃষ্টিকর্ত্তা (বা রাজ্যের অধিপতি), মহিমান্বিত ; ১৬। (তিনি) যাহা ইচ্ছা করেন, তাহার বিধানকর্ত্তা।

টিকা ;—

১২। খোদাতায়ালা যাহাকে শাস্তিতে নিক্ষেপ করেন, কেহ কোন প্রকারে তাহাকে উদ্ধার করিতে সক্ষম হইবে না।

১৩। এই আয়তে তিন প্রকার মর্ম্ম হইতে পারে :—প্রথম এই যে তিনি প্রথমে মনুষ্য সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তৎপরে তাহাকে মৃত্যু অন্তে পরকালে পুনর্জ্জিবিত করিবেন।

দ্বিতীয়,—তিনি ধর্ম্মদ্রোহিদের উপর প্রথমে পৃথিবীতে আক্রমণ করেন এবং দ্বিতীয়বার পরজগতে আক্রমণ করিবেন।

তৃতীয়—হজরত এবনে আব্বাছ (রা:) ইহার মর্ম্মে প্রকাশ করিয়াছেন যে, খোদাতায়ালা প্রথমে তাহাদিগকে দোজখানলে দগ্ধ করিবেন, ইহাতে তাহাদের সমস্ত দেহ (অঙ্গার) স্বরূপ হইয়া যাইবে, তৎপরে তিনি পুনরায় তাহাদের দেহ সৃষ্টী করিয়া দোজখানলে নিক্ষেপ করিবেন।

১৪। তিনি বিশ্বাসীদিগের গোনাহ ক্ষমা করেন এবং তাঁহাদের সহিত বন্ধুতুল্য ব্যবহার করেন।

১৫। তিনি ধর্ম্মদ্রোহিদিগের জন্য দোজখ স্থির করিয়াছেন তাহাদের কাহারও প্রতি পৃথিবী হইতে শাস্তি দেওয়া আরম্ভ করেন, কাহাকে বা পৃথিবীতে অবকাশ দিয়া পরকালে ধৃত করেন এবং বিশ্বাসিদিগের বেহেশতে স্থান দেন, তাহার এই কার্য্যে কাহারও প্রতিবাদ করা বা বাধা প্রদান করার ক্ষমতা নাই। —তঃ কবির, রুহোল মায়ানি।

(١٧) هَلْ اَتٰكَ حَدِيْثُ الْجُنُوْدِ ۙ (١٨) فِرْعَوْنَ

وَثَمُوْدَ ۙ (١٩) بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِىْ تَكْذِيْبٍ ۙ

(২০) وَّ اللّٰهُ مِنْ وَّرَآئِهِمْ مُّحِيْطٌ ۝ ২১ بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ ۝ فِيْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ ۝

১৭—১৮। তোমার নিকট কি সেনাদিগের—ফেরয়াওন ও ছমুদের সংবাদ আসিয়াছে ?

১৯। বরং যাহারা ধর্ম্মদ্রোহী হইয়াছে, অসত্যারোপ করিতে (নিমগ্ন) আছে।

২০। এবং খোদাতায়ালা তাহাদের পশ্চাদ্দিক হইতে পরিবেষ্টনকারী।

২১। বরং উহা গৌরবান্বিত কোরআন।

২২। সুরক্ষিত ফলকে (লিখিত)।

টিকা:—

১৫। খোদাতায়ালা হজরত মহাপুরুষ ও তাঁহার অনুগামীগণের সান্ত্বনার জন্য বলিতেছেন, ফেরয়াওন ও তাহার সেনাবৃন্দ পরাক্রান্ত হইয়া নিঃসহায় ইস্রায়েল-সন্তানদের প্রতি নানাবিধ উৎপীড়ন করিত, অবশেষে খোদাতায়ালা তাহাদিগকে জলমগ্ন করেন। এইরূপ ছমুদবংশীয় লোকেরা মহা প্রতাপশালী হইয়াছিল ; তাহারা এক সহস্র সপ্তশত নগর নির্ম্মাণ করিয়াছিল, তাহারা হজরত ছালেহ (আঃ) ও তাহার অনুগামীদিগের প্রতি অত্যাচার করিত, অবশেষে তাহারা তাঁহার উষ্ট্রিকে বিনষ্ট করে। সেই সময়ে খোদা-তায়ালা এক ভীষণ শব্দদ্বারা তাহাদের নিপাত সাধন করেন। এইরূপে হজরতের শত্রুগণ খোদাতায়ালার কোপে নিপতিত হইয়া বিনষ্ট হইবে। আরবের মধ্যে এই দুইটি ঘটনা বেশী প্রসিদ্ধ ছিল ; সেই হেতু এস্থলে উক্ত ঘটনাদ্বয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে।

১৯—২০। কোরেশবংশীয় ধর্ম্মদ্রোহীরা অগ্নিকুণ্ড স্থাপনকারিদের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অসত্যারোপ ও সন্দেহ করিতে লাগিল, সেই সময়ে খোদাতায়ালা হজরতের সান্ত্বনার জন্য বলিলেন, আমি ধর্ম্মদ্রোহীদিগকে ধ্বংস করিতে সক্ষম, কিম্বা সত্বরেই তাহাদিগকে বিধ্বস্ত করিব, অথবা তাহাদিগকে বিনষ্ট করা আমার ইচ্ছাধীনে আছে, সুতরাং আপনি তাহাদের অসত্যারোপে দুঃখিত হইবেন না।

২১—২২। তৎপরে তিনি বলিতেছেন, উক্ত ঘটনা বহু পূর্ব্ব হইতে কোরআন শরীফে লিখিত আছে, উক্ত কোরআন শরীফ এরূপ সুরক্ষিত ফলকে স্থাপিত আছে যে, কোন জেন, শয়তান বা মনুষ্য তথায় পৌছিতে পারে না এবং উহার পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিতে সক্ষম হয় না। - তঃ কবির।

এমাম বাগাবী বর্ণনা করিয়াছেন, সুরক্ষিত ফলক (লওহো-মহফুজ) শ্বেত মুক্তা হইতে নির্ম্মিত হইয়াছে। পৃথিবী হইতে আকাশ পরিমাণ উহার দৈর্ঘ্য এবং সূর্য্যের উদয়স্থল হইতে অস্তস্থল পরিমাণ উহার প্রস্থ। উহার দুই পার্শ্বে ইয়াকুত ও 'মুক্তা' হইতে, উহার দুইটি আবরণ লোহিত 'ইয়াকুত' হইতে এবং উহার লেখনী জ্যোতিঃ হইতে প্রস্তুত হইয়াছে। উহার শিরোদেশ আর্শের সহিত সংলগ্ন রহিয়াছে এবং উহার নিম্নদেশে একজন ফেরেশতার ক্রোড়ে স্থাপিত আছে। উহার শিরোদেশে লিখিত আছে ;—

لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ دِيْنُهُ الْاِسْلَامُ وَ مُحَمَّدٌ عَبْدُهُ

وَ رَسُوْلُهُ فَمَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ صَدَّقَ بِوَعْدِهِ

وَ اتَّبَعَ رَسُوْلَهُ اَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ ★

উহার অর্থ ;—"খোদাতায়ালা ব্যতীত উপাস্য কেহই নাই। তিনি অদ্বিতীয়। তাঁহার ধর্ম ইসলাম। (হজরত) মোহাম্মদ (ছাঃ

তাঁহার সেবক ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষ। অনন্তর যে ব্যক্তি মহিমান্বিত জগৎপতির প্রতি বিশ্বাস ও তাঁহার অঙ্গীকারের প্রতি আস্থা স্থাপন করে এবং তাঁহার প্রেরিত পুরুষের অনুগামী হয়, তিনি তাহাকে বেহেশতের মধ্যে স্থান দান করিবেন।"। তঃ এবনে কছির ও আজিজী।

মৌলবী আব্বাছ আলী সাহেবের আ'মপারা অনুবাদের কতকাংশের সমালোচনা।

তিনি ছুরা বোরুজের ৩ আয়তের شَاهِدٌ শব্দের অর্থ "উপস্থিত গণ" লিখিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উক্ত শব্দটি একবচন, উহার অর্থ "উপস্থিত হইবে। তিনি ৯ আয়তের عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ শব্দগুলির অর্থে লিখিয়াছেন, "সকল ব্যক্তির সামনে" কিন্তু প্রকৃত অনুবাদ এইরূপ হইবে—"প্রত্যেক বস্তুর (বিষয়ের) উপর।

তিনি ১৫ আয়তের ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ এর অর্থে লিখিয়াছেন,—"বোজর্গ আরশের মালিক, কিন্তু প্রকৃত অনুবাদ এইরূপ হইবে,—(তিনি' আরশের মালিক, (তিনি) বোজর্গ (মহিমান্বিত)।"

এইরূপ গিরীশ বাবু লিখিয়াছেন, "তিনি সম্মানিত উচ্চতম স্বর্গের অধিপতি। এস্থলে প্রকৃত অনুবাদ এইরূপ হইবে,—"তিনি আর্শের অধিপতি, (তিনি) মহিমান্বিত।"

মৌলবী আব্বাছ আলী সাহেব ১৭।১৮ আয়ত—

هَلْ أَتٰكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ ۝ فِرْعَوْنَ وَ ثَمُودَ ۝

ইহার অনুবাদে লিখিয়াছেন,—"তোমার নিকটে কি ফেরয়াওন ও সমুদের সিপাহীদিগের সংবাদ আসিয়াছে?" এস্থলে প্রকৃত

অনুবাদ এইরূপ হইবে,—"তোমার নিকটে কি সিপাহীদিগের-ফেরয়াওন ও ছমুদের সংবাদ আসিয়াছে ?

এস্থলে গিরীশ বাবু লিখিয়াছেন,—"ফেরয়াওন ও ছমুদের সেনাবৃন্দের সংবাদ।" প্রকৃত অনুবাদ এইরূপ হইবে,—'সেনানী-বৃন্দের-ফেরয়াওন ও ছমুদের সংবাদ।"

গিরীশ বাবু ৮ আয়তের السموت শব্দের, ১৫ আয়তের العرش শব্দের এবং ছুরা তক্ভীবের ১৩ আয়তের الجنة শব্দের অর্থ স্বর্গ লিখিয়াছেন, কিন্তু প্রথম শব্দের অর্থ আকাশসমূহ, দ্বিতীয় শব্দের অর্থ আর্শ (বা সপ্ত আকাশের উপরিস্থ জ্যোতিষ্মান মহাআসন) এবং তৃতীয় শব্দের অর্থ বেহেশত হইবে। উক্ত তিন বস্তুর মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ আছে, কাজেই প্রত্যেকের অর্থ স্বর্গ লেখা সমীচীন বা মর্মজ্ঞাপক নহে।

৮—৯। আয়তের অনুবাদে "বিশ্বাস স্থাপন" স্থলে "তাহাদের বিশ্বাস স্থাপন" এবং "তাহাদের অপরাধ" স্থলে "তাহারা তাহাদের অপরাধ" হইবে।

মৌলবী আব্বাছ আলি সাহেব ছুরা এন্শেকাকের ৬ আয়তের

إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ *

এই শব্দগুলির অনুবাদে লিখিয়াছেন—"নিশ্চয় তুমি মহাকষ্টে কষ্টকারী, পরে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবে।" এস্থলে তিনি إِلَى رَبِّكَ শব্দগুলির অনুবাদ ছাড়িয়া দিয়াছেন, প্রকৃত অনুবাদ এইরূপ হইবে,—"নিশ্চয় তুমি তোমার প্রতিপালকের (সাক্ষাৎ) পর্য্যন্ত অন্যার্থে কিম্বা প্রতিপালকের দিকে (পৌছিবার জন্য) মহা কষ্টে কষ্টকারী, পরে (তুমি) তাঁহার সাক্ষাৎকারী হইবে।"

১১ আয়তের ثبورا শব্দের অর্থ 'মৃত না হইয়া মৃত্যু হইবে।

তিনি ১৭ আয়তের وما وسق এর অনুবাদে লিখিয়াছেন,—"যে বস্তু সংগ্রহ করিতেছে" এস্থলে প্রকৃত অনুবাদ এইরূপ হইবে,—"(উক্ত রাত্রি) যে বস্তু সংগ্রহ করিয়াছে।"

তিনি ১৮ আয়তের اذا اتسق এর অর্থে লিখিয়াছেন,—"সে যখন পশ্চাৎ আইসে।" কিন্তু তফছির কবির, এবনে কছির, এবনে-জরির, নায়ছাপুরী, আবু ছউদ ও আজিজী অনুযায়ী উহার প্রকৃত অর্থ এইরূপ হইবে,—"সে যখন পূর্ণ হয়।"

তিনি ১৯ আয়তের لتركبن طبقا عن طبق শব্দগুলির অনুবাদে লিখিয়াছেন, —"অবশ্য তুমি এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থায় হইবে। এস্থলে তিনি لتركبن শব্দের অনুবাদ লিখেন নাই এবং 'তোমরা' স্থলে 'তুমি' লিখিয়াছেন; প্রকৃত অনুবাদ এইরূপ হইবে,—"অবশ্য তোমরা এক অবস্থার পর অন্য অবস্থার উপর আরূঢ় হইবে।"

তিনি ছুরা তৎফিকের ১৩ আয়তের اساطير الاولين এর অর্থে লিখিয়াছেন, "পুরানা কাহিনী"; কিন্তু প্রকৃত অনুবাদ এইরূপ হইবে,—"প্রাচীন লোকদের কাহিনী সকল।"

তিনি ৩৩ আয়তের অনুবাদে লিখিয়াছেন,—"আর তাহাদের প্রতি নেগাবান (রক্ষক) পাঠান হয় নাই।" এই অনুবাদে আয়তের মর্ম্ম স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় না, সুতরাং এই প্রকার অনুবাদ করিলে ভাল হইত যথা—"আর ধর্মদ্রোহিগণ তাহাদের (বিশ্বাসিদিগের) রক্ষক রূপে প্রেরিত হয় নাই।"

তিনি ছুরা এনফেতারের ১০/১১ আয়তের لحافظين শব্দের অর্থ 'নেগাবান রক্ষক" লিখিয়াছেন; এবং كراما كاتبين

শব্দদ্বয়ের অর্থ 'মহৎ লেখক লিখিয়াছেন। এস্থলে তিনি বহুবচন স্থলে একবচন লিখিয়াছেন। প্রকৃত অনুবাদ "রক্ষক সকল" এবং "মহৎ লেখক সকল" হইবে।

তিনি ছুরা তক্‌ভীরের الْفُجَّارَ শব্দের অর্থ 'পাপী' লিখিয়াছেন, এস্থলে 'পাপীরা' হইবে।

তিনি ছুরা তক্‌ভীরের ১।৩।৫।৭ আয়তগুলির অনুবাদে লিখিয়াছেন, 'আবৃত হইবে', "চালিত হইবে" ও "একত্রিত হইবে।" কিন্তু উক্ত বাক্য সমূহের এইরূপ অনুবাদ হওয়া সঙ্গত,— "আবৃত করা হইবে", "চালিত করা হইবে" ও "একত্রিত করা হইবে।"

তিনি ৬ আয়তের سُجِّرَتْ শব্দের অনুবাদে লিখিয়াছেন,— 'উথলিয়া উঠিবে।' এস্থলে "প্রজ্বলিত করা হইবে' অথবা "প্রবাহিত করা হইবে" লিখিলে উত্তম হইত। তিনি ৫ আয়তে حُشِرَتْ এর অনুবাদে লিখিয়াছেন,—"মানুষের সহিত একত্রিত হইবে।" এস্থলে মানুষের সহিত" এই মর্ম্মে কোন শব্দ কোরআন শরিফে নাই; অতএব উক্ত শব্দদ্বয়কে টিকা স্বরূপ বন্ধনীর মধ্যে লেখা উচিত ছিল। এইরূপ ৭ আয়তের النفوس শব্দের অর্থ "জীবাত্মা সকল" কিন্তু তিনি উহার অর্থ 'নানা প্রকার জীবত্মা সকল" লিখিয়াছেন; অতএব "নানা প্রকার" শব্দদ্বয়কে টিকা স্বরূপ বন্ধনীর মধ্যে লেখা উচিত ছিল।

তিনি ৩ আয়তের الْجِبَالُ শব্দের অর্থ 'পাহাড়'; ৪ আয়তের العشار শব্দের অর্থ 'দশ মাসের গর্ভবতী উষ্ট্র'; ৫ আয়তের الوحوش শব্দের অর্থ 'জঙ্গলের পশু' এবং ১০ আয়তের

اَلصُّحُفُ শব্দের অর্থ 'আমলনামা' লিখিয়াছেন। এই সমস্ত স্থলে তিনি বহুবচনের স্থলে একবচনের অর্থ লিখিয়াছেন। সুতরাং 'পাহাড় সকল'; 'উষ্ট্রি সকল'; 'জঙ্গলের পশু সকল' ও 'আমলনামা (কার্য্যলিপি) সকল' লেখাই আবশ্যক। ৮ আয়েতর اَلْمَوْءُدَةُ শব্দের অর্থ 'জীবিতাবস্থায় গোরে প্রোথিত কন্যা' কিন্তু উক্ত মৌলবী সাহেব উহার অনুবাদে লিখিয়াছেন,— 'জীবিতাবস্থায় পুতিয়া মারা কন্যাদিগকে' তিনি একবচন স্থলে বহুবচনের অর্থ লিখিয়াছেন।

তিনি ৬ আয়তের اَلْبِحَارُ শব্দের অর্থ 'নদী সকল' লিখিয়াছেন, কিন্তু উহার প্রকৃত অনুবাদ 'সমুদ্র সকল' হইবে।

তিনি এই ছুরার ১৯—২১ আয়তগুলির এইরূপ ভ্রমাত্মক অনুবাদ করিয়াছেন যে তৎসমুদয়ের মর্ম্ম বুঝা অসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। আয়ত তিনটি এই এই—

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۝ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ۝ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ ★

তিনি এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন,—'নিশ্চয় ইহা (কোরআন) মহৎ আজ্ঞাবহর (বোজর্গ রছুলের) কথা, আরশের মালিকের নিকটে ক্ষমতাবান মান্যবান। সেখানে আমনতের সহিত কথা মান্য করা হইয়াছে।' এস্থলে رَسُول এর অর্থ আজ্ঞাবহ লিখিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃত অর্থ প্রেরিত পুরুষ বা দূত। مُطَاعٍ এর অর্থ 'যাহার আদেশ সকলেই পালন করে, অর্থাৎ দলপতি।' ثَمَّ এর অর্থ 'তথায়' أَمِينٍ এর অর্থ 'বিশ্বাসভাজন।'

আয়ত তিনটির প্রকৃত অনুবাদ এইরূপ হইবে,—'নিশ্চয় ইহা (কোরআন) মহিমান্বিত, ক্ষমতাশালী দূতের বাক্য, যিনি আর্শের অধিপতি (খোদাতায়ালার) নিকট গৌরবান্বিত, তথায় আকাশে (ফেরেশ্‌তাদিগের) দলপতি (এবং) বিশ্বাসভাজন।"

কিম্বা এইরূপ অনুবাদও হইতে পারে, 'নিশ্চয় ইহা (কোরআন) মহিমান্বিত, ক্ষমতাশালী, আর্শের অধিপতির নিকট গৌরবান্বিত (ফেরেশ্‌তাদিগের) দলপতি, তথায় (আর্শের অধিপতির নিকট) বিশ্বাসভাজন দূতের বাক্য।

তিনি ২৩ আয়তের অনুবাদে লিখিয়াছেন;—'তিনি তাহাকে স্পষ্টভাবে (আকাশ) কিনারায় দেখিয়াছেন।" এস্থলে প্রকৃত অনুবাদ এইরূপ হইবে,—'তিনি তাঁহাকে উজ্জ্বল আকাশ-প্রান্তে দেখিয়াছেন।' তিনি ২৮ আয়তের অনুবাদে লিখিয়াছেন,—'তোমাদের যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে, সোজা পথে চলিবে।' তাহার এই অনুবাদ ঠিক হয় নাই; প্রকৃত অনুবাদ এইরূপ হইবে,—"তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সরল পথে চলিতে ইচ্ছা করে, তাহার জন্য।"

তিনি ছুরা আবাছের ১৩ ১৬ আয়তসমূহের এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন যে, তৎসমুদয়ের অর্থ বুঝা দুরূহ হইয়া পড়িয়াছে। এই অনুবাদে তিনি بَرَرَةٍ শব্দের অর্থ লেখেন নাই, উহার একবচন بَارٌ এবং উহার অর্থ 'সাধু'। তিনি এরূপ অনুবাদ করিয়াছেন, ('লেখা আছে) সম্মানিত কেতাবের মধ্যে উন্নত করা হইয়াছে, পাক করা হইয়াছে, মহাত্মা) (বোজর্গ) লেখকদিগের হাতে।'

আয়তসমূহের প্রকৃত অনুবাদ এইরূপ হইবে,—'(উহা) সম্মানিত, সমুন্নত বিশুদ্ধ পুস্তিকাসমূহে (লিখিত); গৌরবান্বিত সাধু লিপিকরদিগের হস্তসমূহের (সমর্পিত)।'

তিনি, ছুরা নাজেয়াতের ১১ আয়তের অনুবাদে লিখিয়াছেন,—

যখন আমরা গলিত হাড় হইয়া যাইব। কিন্তু তফসির রুহোল-মায়ানিতে উক্ত আয়তের এইরূপ. মর্ম্ম লিখিত আছে, اذا كن عظاما بالية نرد و نبعث 'যে সময়ে আমরা বিকৃত অস্থিপুঞ্জ হইব, কি (সেই সময় আমরা পুনর্জ্জীবিত হইব ?) তিনি ১৫ আয়তের অনুবাদে লিখিয়াছেন,—'তোমার যিকট. কি মুছার কথা উপস্থিত হয় নাই ?' এস্থলে প্রকৃত অনুবাদ এইরূপ হইবে—তোমার নিকট মুছার কথা উপস্থিত হইয়াছে কি ?

তিনি ১৮/১৯ আয়তদ্বয়ের অনুবাদে লিখিয়াছেন,—অনন্তর বল, পাক হওয়া সম্বন্ধে তোমার ইচ্ছা আছে কি ? আর আমি তোমাকে রবের দিকে পথ দেখাইব। পরে তুমি ভয় করিবা।'

কিন্তু প্রকৃত অনুবাদ এইরূপ হইবে,—অনন্তর তুমি বল, তোমার কি (ইচ্ছা) আছে যে, (তুমি) পবিত্র হইবে এবং আমি তোমাকে তোমার প্রতিপালকের দিকে পথ প্রদর্শন করিব, পরে তুমি ভীত হইবে ?' তিনি ২০/২১ আয়তের অনুবাদে লিখিয়াছেন, – 'তৎপর তাহাকে বড় নিশানি দেখাইল, পরে মিথ্যা জানিল, আর অবার্য্য হইল।' এস্থলে অনুবাদের ভাবে বুঝা যায় যে, হজরত মুছা (আঃ) বৃহৎ নিদর্শন দেখাইলেন এবং অসত্যারোপ করিলেন ও অবাধ্য হইলেন। এস্থলে এইরূপ অনুবাদ হইবে—'তৎপরে তিনি তাহাকে বৃহৎ নিদর্শন দেখাইলেন; অনন্তর সে অসত্যারোপ করিল এবং বিরুদ্ধাচরণ করিল।' আয়তের মর্ম্ম অবধারণ করিলে ইহা বুঝা যাইতে পারে যে, হজরত মুছা (আঃ) বৃহৎ বৃহৎ নিদর্শন দেখাইয়াছিলেন এবং ফেরয়াওন অসত্যারোপ করিয়াছিল এবং অবাধ্য হইয়াছিল।

তিনি ২২ আয়তের অনুবাদে লিখিয়াছেন,—'তৎপরে পিঠ ফিরাইয়া দৌড়িল।' এস্থলে এইরূপ অনুবাদ হওয়া উচিত,—'তৎপরে চেষ্টা করিতে (বা ধাবমানাবস্থায়) পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল।

৪১ আয়তে الهوى শব্দের উল্লেখ হইয়াছে। তফসির রুহোল মায়ানিতে লিখিত আছে, উহার আভিধানিক অর্থ ইচ্ছা, কিন্তু সাধারণতঃ ইহা কামপ্রবৃত্তি অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

উক্ত তফসির, তফছির এবনে-জরির ও আজিজিতে লিখিত আছে যে, এস্থলে উহার অর্থ অসৎপ্রবৃত্তি। মৌলবী আব্বাছ আলী সাহেব এস্থলে অনুবাদ করিয়াছেন, 'সকল বাঞ্ছা হইতে আপন মনকে ক্ষান্ত রাখিয়াছে।' ইহাতে বুঝা যায় যে, সৎ অসৎ সমস্ত বাঞ্ছা নিন্দনীয় হইবে, কিন্তু ইহা বাতীল মত। প্রকৃত অনুবাদ এইরূপ হইবে,—'আপনচিত্তকে অসৎ প্রবৃত্তি হইতে ক্ষান্ত রাখিয়াছে।"

তিনি ৪২ আয়তের অনুবাদে লিখিয়াছেন :—"কেয়ামতের বিষয় তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে যে, কখন তাহার দাঁড়াইবার সময়।'

'কখন দাঁড়াইবার সময়' না লিখিয়া 'কোন সময় উহা সজ্ঘটন করা হইবে?' লিখিলে স্পষ্টভাবে আয়তের অর্থ বুঝা যাইত।'

তিনি ৪৫ আয়তের অনুবাদে লিখিয়াছেন,—সে যে দিবস উহা দেখিবে, যেন এক সন্ধ্যা অথবা উহার প্রাতঃকাল ভিন্ন থাকে নাই, (মনে করিবে)।' এস্থলে প্রকৃত অনুবাদ এইরূপ হইবে, যে দিবস তাহারা উহা দেখিবে, (সে দিবস মনে করিবে) যেন তাহারা এক সন্ধ্যা অথবা উহার প্রাতঃকাল ভিন্ন বিলম্ব করে নাই।'

তিনি ছুরা নাবার ৯ আয়তের অনুবাদে লিখিয়াছেন, 'নিদ্রাকে তোমাদের আরামের জন্য করিয়াছি।' এস্থলে ঠিক অনুবাদ এরূপ হইবে,—'আমি তোমাদের নিদ্রাকে বিশ্রাম করিয়াছি।' তিনি ১৫ আয়তের نخرج শব্দের অর্থ 'বাহির করিয়াছি' লিখিয়াছেন, কিন্তু এস্থলে 'বাহির করি' হইবে। তিনি ২১ আয়তের

مرصادا শব্দের অর্থ 'আড়ালে আছে' লিখিয়াছেন, ইহাতে মর্ম্ম স্পষ্ট বুঝা যায় না, উহার অর্থ প্রতীক্ষাকারী, প্রতীক্ষা স্থান বা গন্তব্য স্থান।' আয়তের অর্থ এইরূপ হইবে, 'নিশ্চয় দোজখ প্রতীক্ষাকারী, (প্রতীক্ষা স্থান) (ঘাটি) অথবা গন্তব্য স্থান)

তিনি ২৫ আয়তের অনুবাদে লিখিয়াছেন,—'কেবল গরম পানি ও পিব মাত্র।' এস্থলে 'মাত্র' শব্দ লোপ করা কর্ত্তব্য।

তিনি ২৯ আয়তের وكل شيء احصيناه كتابا শব্দ সমূহের অনুবাদে লিখিয়াছেন,—'আর আমি প্রত্যেক বিষয়কে লিখিয়া লইয়াছি।' এস্থলে ঠিক অনুবাদ এইরূপ হইবে,—'আর আমি প্রত্যেক বিষয়কে লিপিযোগে আয়ত্ত করিয়াছি।'

তিনি ৩৮ আয়তের অনুবাদে লিখিয়াছেন,—'রহমান যাহাকে হুকুম করিবেন, সেই ব্যক্তি ভিন্ন (অন্য) কেহ বলিবে না, আর উত্তম বলিবে।' এইরূপ অনুবাদে আয়তের মর্ম্ম বুঝা কষ্টসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। প্রকৃত অনুবাদ এইরূপ হইবে,—'সর্ব্বপ্রদাতা (খোদাতায়ালা) যাহাকে অনুমতি করিবেন এবং যে ব্যক্তি ঠিক কথা বলিবে, তাহা ব্যতীত (অন্য কেহ) কথা বলিবে না।' তিনি ৪০ আয়তের انذرنكم শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন,—'আমি তোমাদিগকে ভয় দেখাইতেছি। এস্থলে বিশুদ্ধ অনুবাদ এইরূপ হইবে,—'আমি তোমাদিগকে ভীত প্রদর্শন করিয়াছি।' এই আয়তের 'হস্ত' স্থলে 'হস্তদ্বয়' এবং 'কাফেরগণ' স্থলে 'কাফের' হইবে। আরও 'কোন প্রকারে' এই শব্দদ্বয় কোরআনের কোন শব্দের অনুবাদ নহে, সুতরাং উক্ত শব্দদ্বয়কে বন্ধনীর মধ্যে লেখা উচিত ছিল।

সুরা তারেক (৮৬)।

মক্কাতে অবতীর্ণ, ১৭ আয়ত, ১ রু, ।

এই ছুরা অবতীর্ণ হইবার কারণ এইরূপ বর্ণিত আছে যে, এক রাত্রে হজরতের পিতৃব্য আবুতালেব তাঁহার গৃহে সাক্ষাতের জন্য আগমন করিয়াছিলেন। হজরত তাঁহার আহারের জন্য রুটি ও দুগ্ধ উপস্থিত করিলেন। তাঁহারা উভয়ে উহা ভোজন করিতে লাগিলেন, এমতাবস্থায় একটি উল্কাপিণ্ড পৃথিবীর এত নিকটে প্রকাশিত হইল যে, উহার জ্যোতিতে সমস্ত গৃহ আলোকিত হইয়া গেল এবং উহাতে আবু-তালেবের চক্ষুর জ্যোতিঃক্ষীণ হইয়া গেল। তিনি মহা ব্যস্ততার সহিত ভোজন ত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং বলিলেন, 'ইহা কি?' হজরত বলিলেন, যে সময়ে শয়তানেরা আকাশের গুপ্ত তত্ত্ব অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত উড্ডীয়মান হয়, সেই সময়ে ফেরেশতাগণ উক্ত উল্কা নিক্ষেপ করিয়া তাহাদিগকে বিতাড়িত করেন। ইহা খোদাতায়ালার সর্বশক্তিমান হওয়ার একটি চিহ্ন স্বরূপ। আবু-তালেব বিস্ময়ান্বিত হইয়া নিস্তব্ধ হইলেন। সেই সময়ে হজরত জিব্রাইল (আঃ) কর্তৃক এই ছুরা অবতীর্ণ হয়।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সর্বপ্রদাতা দয়ালু খোদাতায়ালার নামে (আরম্ভ করিতেছি)

(১) وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ۙ (২) وَمَا أَدْرٰكَ

مَا الطَّارِقُ ۙ (৩) النَّجْمُ الثَّاقِبُ ۙ (৪) إِنْ كُلُّ

نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ

১। আকাশের ও রাত্রিতে আগমনকারীর শপথ ; ২। এবং তুমি কি জান, রাত্রিতে আগমনকারী কি ? ৩। (তাহা) দীপ্তিমান নক্ষত্র ; ৪। এমন কোন ব্যক্তি (প্রাণ) নাই যে, তাহার উপর একজন রক্ষক নাই।

টিকা ;—

১—৩। প্রথম আয়তে যে আরবী طارق (তারেক) শব্দের উল্লেখ আছে, উহার অর্থ রাত্রির আগমনকারী বা আগন্তুক ; রাত্রি, কালে যে কোন ঘটনা সংঘটিত হয়, উহাকেও তারেক বলে। এস্থলে নিশায় দীপ্তিমান নক্ষত্রকে তারেক বলা হইয়াছে। কোন কোন বিদ্বান্ বলিয়াছেন, زحل (শনি গ্রহ) কে দীপ্তিমান নক্ষত্র বলা হইয়াছে, কারণ উহা সর্বাপেক্ষা বেশী উজ্জ্বল, যেহেতু সপ্ত আকাশ ভেদ করিয়া উহার জ্যোতিঃ পৃথিবীতে পতিত হইয়া থাকে। কোন কোন বিদ্বান্ বলেন (সাত ভায়রা) নামক নক্ষত্রকে উজ্জ্বল নক্ষত্র বলা হইয়াছে, কারণ উহা কতকগুলির নক্ষত্রের সমবায়ে অধিক আলোকিত বলিয়া বোধ হয় কেহ কেহ বলেন উল্কাপিণ্ডকে উজ্জ্বল তারা বলা হইয়াছে। অধিকাংশ বিদ্বানের মতে প্রত্যেক নক্ষত্রকে উক্ত নামে অভিহিত করা সঙ্গত হইবে ; কারণ প্রত্যেকটির মধ্যে তিনটি গুণ আছে প্রথম এই যে, তাহারা স্বীয় জ্যোতিঃ দ্বারা অন্ধকার বিমোচন করে। দ্বিতীয়,— দেশ পর্য্যটক ও সমুদ্র পরিব্রাজক ব্যক্তিরা উহার জ্যোতিতে গন্তব্য পথ নির্দ্ধারণ ও দিক্ নির্ণয় করিতে সক্ষম হয়। তৃতীয়,—দৈত্য শয়তানেরা আকাশের গুপ্ত তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে, উল্কাদ্বারা তাহারা বিতাড়িত হয়। কোর-আন শরিফে স্থানে স্থানে যে আকাশকে শয়তানের চক্র হইতে রক্ষা করা হইয়াছে বলিয়া উল্লেখ আছে তাহার মর্ম্ম ইহাই বুঝিতে হইবে। শয়তানেরা ধূম হইতে সৃষ্টি লাভ করিয়াছে, সেইহেতু তাহারা স্বভাবতঃ অন্ধকার

ভালবাসে, এবং আলোক হইতে পলায়ন করে। আর ইহাও পরীক্ষিত হইয়াছে যে, তাহারা সাধারণতঃ অন্ধকারময় গৃহে উপদ্রব করে এবং আলোকময় গৃহে প্রবেশ করে না। আকাশ অসংখ্য নক্ষত্র দ্বারা দীপ্তিমান হইয়াছে, এই হেতু শয়তান-দৈত্যেরা উক্ত দীপ্তি দর্শনে ভীত হইয়া পলায়ন করে।

দ্বিতীয়, যেরূপ সৈন্যগণ তোপ হইতে শত্রুর উপর গোলা নিক্ষেপ করিয়া থাকে, সেইরূপ ফেরেশতাগণ নক্ষত্রপুঞ্জের রশ্মি হইতে দীপ্তিমান গোলা লইয়া শয়তানের উপর নিক্ষেপ করেন, ইহাতে তাহারা পলায়ন করে। এই দীপ্তিমান গোলাকেও উজ্জ্বল তারা বলা হইয়া থাকে। ইহাকে উল্কাপিণ্ডও বলা হইয়া থাকে। তঃ আজিজি ও কবির।

টিপ্পনী ;—

আধুনিক পণ্ডিতেরা কোরআন শরীফে উল্লিখিত এই উল্কাপাতের সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন করিয়া থাকেন, প্রথম এই যে, যে নক্ষত্রপুঞ্জ প্রদীপ স্বরূপ আকাশে স্থায়ী আছে, উহা কিরূপে নিক্ষিপ্ত হইবে? দ্বিতীয়, উহা কতদূর-পথ হইতে অতি অল্প সময়ে কিরূপে পৃথিবীর সন্নিকটে পৌছিবে? তৃতীয়, কোরআন শরীফ অবতীর্ণ হওয়ার বহু পূর্ব্ব হইতে এরূপ উল্কাপাত হইয়া আসিতেছে, সুতরাং দৈত্য তাড়ানই যে উহার কারণ, তাহা কিরূপে নির্দ্দেশ করা যাইবে? চতুর্থ, বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা উল্কাপাতের অন্যরূপ কারণ নিরূপণ করিয়াছেন, তদ্বিরুদ্ধে কোরআন শরীফের মত কিরূপে গ্রহণীয় হইবে? পঞ্চম, অগ্নি হইতে জ্বেন দৈত্যের সৃষ্টি হইয়াছে, এক্ষেত্রে অগ্নিময় উল্কা তাহাদিগকে কিরূপে দগ্ধ করিবে? তদুত্তরে আমরা বলি, ইহা স্বীকার্য্যে বিষয় যে, নক্ষত্রমালা আকাশে স্থায়ী আছে, কিন্তু যেরূপ প্রদীপ হইতে অগ্নি প্রজ্জলিত করিয়া লওয়া হয়, সেইরূপ ফেরেশতাগণ নক্ষত্রের রশ্মি হইতে দীপ্তিমান গোলা

প্রজ্জ্বলিত করিয়া লইয়া থাকেন, সুতরাং মূল নক্ষত্র উল্কাপিণ্ড নহে, বরং তাহা হইতে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখাই পতিত উল্কাপিণ্ড। দ্বিতীয়, বৈদ্যুতিক তার দ্বারা এক পলে বহু দূর-পথ হইতে সংবাদ আদান প্রদান করা হয়, এক্ষেত্রে অতি অল্প সময়ে বহু দুর পথ হইতে পৃথিবীর সন্নিকটে উল্কাপিণ্ডের পৌঁছান অসম্ভব নহে। তৃতীয়, বিদ্যুৎ আবিষ্কারের পূর্বে উহার সৃষ্টি-তত্ত্বের সম্বন্ধে কেহ বড় কিছু অবগত ছিল না; তৎপরে একজন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত উহার সৃষ্টিতত্ত্ব আবিষ্কার করেন, তদ্ভিন্ন অন্য কেহ বহু বৎসর পর্য্যন্ত উহার কোন প্রকার সৃষ্টিতত্ত্ব জ্ঞাত হইতে পারেন নাই। তৎপরে পণ্ডিত-গণ নানারূপ গবেষণা ও পর্য্যবেক্ষণ করিয়া উহার নানাবিধ সৃষ্টি-তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন। বর্ত্তমান কালে রসায়নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা এক এক বস্তুর বহু প্রকার সৃষ্টিতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন। এইরূপ দার্শনিক পণ্ডিতেরা উল্কাপাতের দুইটি কারণ নির্ণয় করিয়াছেন; কিন্তু কোরআন উহার তৃতীয় একটি কারণ প্রকাশ করিতেছে। যেরূপ বিদ্যুৎ, সৃষ্টির একমাত্র কারণ বলিয়া দাবী করিলে, পণ্ডিত মণ্ডলীর নিকট উহা ভ্রমসঙ্কুল মত বলিয়া বিবেচিত হয়; সেইরূপ দার্শনিক পণ্ডিতেরা উল্কাপিণ্ডের সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে যে দুই প্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তদ্ব্যতীত উহার অন্য কোন কারণ নাই বলিয়া দাবী করিলে, উহা যে ভ্রমসঙ্কুল মত হইবে, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কোর-আন শরীফ এ কথা বলে না যে, কোর-আন নির্দ্দেশিত কারণ ব্যতীত উল্কাপাতের অন্য কোন কারণ নাই। অবশ্য কোর-আন এস্থলে যেরূপ দার্শনিক পণ্ডিতদের মতের প্রতিবাদ করে নাই, সেইরূপ তাহাদের মতের সমর্থনও করে নাই।

কোর-আন শরীফের ভাষা-প্রবাহে অনুভিত হয় যে, উহা অবতীর্ণ হইবার পূর্বেও উল্কাপাত হইত, কিন্তু উহা অবতীর্ণ হওয়ার

পরে উল্কাপাতের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে। কোরআন ও হাদিছে এরূপ স্পষ্ট প্রমাণ নাই যে, ইসলামের পূর্বে উল্কাপাত হইত না। অবশ্য আমরা স্বীকার করি যে; ইসলামের পূর্বে অন্যান্য কারণে উল্কাপাত হইত, কিন্তু ইসলামের পরে শয়তান তাড়নের জন্যও উল্কাপাত হইতেছে। যদিও দৈত্য শয়তানেরা অগ্নি সম্ভূত, তথাপি কোর-আনোল্লিখিত উল্কা তদপেক্ষা অধিক দাহনশক্তিসম্পন্ন হওয়ায় তাহাদিগকে দগ্ধ করিতে সক্ষম হইবে।

দার্শনিক পণ্ডিতেরা বলেন, সূর্য্যের উত্তাপে ভূমি উত্তপ্ত হইলে তথা হইতে এক প্রকার সূক্ষ্ম বাষ্প উর্দ্ধগামী হইয়া বায়ুস্তর অতিক্রম করতঃ অগ্নিস্তরে উপস্থিত হয় এবং অগ্নিরূপে পরিণত হয়; উহা হইতে উল্কা বা ধূমকেতুর সৃষ্টি হয়। আর একদল বলেন যে, কতকগুলি উত্তপ্ত প্রকৃতি নক্ষত্রের একযোগে স্বীয় রশ্মি বিকীর্ণ করায় আকাশের নিম্নস্থিত অগ্নিস্তর হইতে অগ্নিশিখা ধূমস্তরে উপস্থিত হইলে, ইহাই ধাবমান নক্ষত্র তুল্য অনুমিত হয় এবং তৎপরে বায়ুস্তরে পৌছিলে শীতল হইয়া অদৃশ্য হইয়া যায়। দার্শনিক পণ্ডিতদের এই সমস্ত কাল্পনিক মত। তাহারা অদ্যবধি এই মতের অনুকূলে চিত্ত শান্তিদায়ক কোন প্রমাণ প্রয়োগ করিতে পারেন নাই' এইরূপ কল্পিত মত লইয়া অকাট্য কোরআন ও হাদিছের সহিত বিরোধ করিবার প্রয়াস পাওয়া কিছুতেই সঙ্গত হইতে পারে না।

উক্ত পণ্ডিতগণ উল্কাপাতের কারণ নির্দ্ধারণে যে আকাশের নিম্নস্থিত অগ্নিস্তরের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন, উহাও কল্পিত মত; এখনও তাহারা উহার কোনরূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। দ্বিতীয়, উল্কাপিণ্ডের যেরূপ আভা পরিলক্ষিত হয়, উহা বাষ্প ও ধূম সম্ভূত অগ্নিশিখা সদৃশ নহে, বরং উহা আকাশস্থিত নক্ষত্র মালার জ্যোতির তুল্য অনুমতি হয়।

তৃতীয়, যদি উর্দ্ধগামী বাষ্পের অগ্নিস্তরে উপস্থিত হওয়ার জন্য অথবা অধোগামী অগ্নিস্তরস্থিত অগ্নিশিখার ধূমস্তরে পৌছিবার জন্য উল্কাপিণ্ডের সৃষ্টি হইত, তবে উহা সরল পথে উর্দ্ধগামী বা অধোগামী হইত। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই যে, উহা কখন দক্ষিণ হইতে বাম দিকে এবং কখন বাম হইতে দক্ষিণ দিকে ধাবিত হয়; এই সমস্ত কারণে আমরা এস্থলে দার্শানিক পণ্ডিতদের মতের উপর সম্পূর্ণরূপে আস্থা স্থাপন করিতে পারি না। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত সমালোচনা অবগত হইতে চাহিলে; তফছির কবির, রুহোল-বয়ান ও রুহোল-মায়ানী ইত্যাদি পাঠ করা আবশ্যক'

—বঙ্গানুবাদক।

৪। খোদাতায়ালা শপথ করিয়া বলিতেছেন যে, প্রত্যেক মনুষ্যের সহিত একজন রক্ষক ফেরেশতা থাকেন, তিনি মৃত্যু পর্য্যন্ত তাহার সহচর থাকিয়া তাহার প্রাণরক্ষা করেন। ইনি ইছরাফিল ফেরেশতার একজন অনুগামী। অবশেষে তিনি দ্বিতীয় বার ছুর ফুৎকার করার পূর্বে উক্ত আত্মাকে লইয়া ছুরে প্রবেশ করাইয়া দিবেন। তৎপরে হজরত ইস্রাফিল উক্ত আত্মাকে ফুৎকার যোগে দেহে প্রবেশ করাইয়া দিবেন। কোরআনের ছুরা রা'দে বর্ণিত আছে যে, প্রত্যেক মনুষকে নানাবিধ বিপদ হইতে রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য কতকগুলি ফেরেশতা নিয়োজিত আছেন। ইহা ব্যতীত ঈমানদার মনুষ্যের সহিত অধিক সংখ্যক রক্ষক ফেরেশতা নিয়োজিত থাকেন। হাদিছ শরীফে উল্লিখিত হইয়াছে,- 'প্রত্যেক ঈমানদার ব্যক্তির উপর একশত ষাট জন রক্ষক ফেরেশতা থাকেন। যেরূপ মধুপাত্র হইতে মধুমক্ষিকা বিতাড়িত করা হয়, সেইরূপ উক্ত ফেরেশতাগণ ঐ মনুষ্য হইতে দৈত্য-শয়তানদিগকে বিতাড়িত করেন। যদি তাহাদিগকে এক পলকের নিমিত্ত রক্ষক শূন্যভাবে ত্যাগ করা হইত, তবে দৈত্য-শয়তানেরা তাহাদিগকে

উড়াইয়া লইয়া যাইত।' যখন অদৃষ্টলিপি অনুসারে কোন অখণ্ডনীয় বিপদ উপস্থিত হয়, তখন উক্ত ফেরেশতাগণ খোদা-তায়ালার ইশারায় তাহাকে ত্যাগ করতঃ অন্যত্র গমন করেন, কাজেই সে ব্যক্তি বিপন্ন হইয়া পড়ে। এই হেতু একদল বিদ্বান ইহার মর্ম্মে বলেন যে, প্রকৃতপক্ষে খোদাতায়ালাই প্রত্যেকের রক্ষক। উপরোক্ত রক্ষক ফেরেশতাগণ ব্যতীত আর একদল ফেরেশতা মনুষ্যের সহচর আছেন—যাহারা তাহাদের সং অসং কার্য্য লিপিবদ্ধ করিবার জন্য নিয়োজিত রহিয়াছেন। তঃ কবির, আজিজি ও রুহোল মায়ানি।

টিপ্পনী:—

একদল লোক ফেরেশতা ও জ্বেনের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে চাহেন না; তাঁহারা বলেন, কি বস্তু হইতে তাহাদের সৃষ্টি হইবে? অদৃশ্য বস্তু কি প্রকারে নানারূপ আকৃতি ধারণে সক্ষম হইবে? সূক্ষ্ম-দেহধারী হইয়া কিরূপে উহারা মহা মহা কাণ্ড ঘটাইবে? অল্প সময়ের মধ্যে ইহারা কিরূপে বহু পথ অতিক্রম করিয়া থাকে? তদুত্তরে আমরা বলি, প্রাচীন কালের লোকেরা বলিতেন যে, অগ্নি, পানি, বায়ু, মৃত্তিকা ও জ্যোতিঃ এই পঞ্চ অবিভাজ্য পরমাণু হইতে জগতের সৃষ্টি হইয়াছে, কিন্তু বর্ত্তমানে রসায়েন-তত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, উহার প্রত্যেকটি বিভাজ্য বস্তু এবং বহু সূক্ষ্ম পরমাণু হইতে সৃষ্টি হইয়াছে। যাহা প্রাচীন লোকদের বোধগম্য ছিল না, তাহা উক্ত আধুনিক পণ্ডিতদিগের দৃষ্টিগোচর হইতেছে। ইহার পরে উপযুক্ত যন্ত্রদ্বারা আর কত সূক্ষ্ম পরমাণু তাহাদের দৃষ্টিগোচর হইবে, তাহা কে বলিতে পারে? আমরা স্থূলদর্শী বলিয়া মৃত্তিকা সম্ভূত বহু বস্তু স্বচক্ষে দর্শন করিয়া থাকি, কিন্তু সূক্ষ্ম বাষ্প, জ্যোতিঃ বা অগ্নি আমরা দর্শন করিতে অক্ষম।

ইলেকট্রিক (তড়িৎ) যন্ত্রের মধ্যে যে সূক্ষ্ম অগ্নির অস্তিত্ব আছে, তাহা আমরা দেখিতে অসমর্থ। প্রস্তর বিশেষের মধ্যে অথবা বৃক্ষ বিষেশের মধ্যে যে জলন্ত অগ্নি নিহিত আছে তাহা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। আমাদের দেহের মধ্যে যে আত্মা বর্ত্তমান-আমরা তাহা দর্শনে অক্ষম। সমুদ্রের অথবা পুষ্করিণীর পানি বাষ্পাকারে পরিণত হইয়া উর্দ্ধগামী হইতেছে, তাহা আমরা দর্শনে অক্ষম। জগৎ বায়ুতে পরিপূর্ণ রহিয়াছে, কিন্তু উহা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। খোদাতায়ালা সূক্ষ্ম অগ্নি হইতে জেন জাতিকে এবং সূক্ষ জ্যোতিঃ হইতে ফেরেশতা জাতিকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহারা আমাদের দৃষ্টিগোচর না হইলেও সৃষ্টিকর্ত্তা আমাদিগকে তাহাদের অস্তিত্বের সংবাদ প্রদান করিয়াছেন এবং কোরআন, তওরাত, ইঞ্জিল প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থে তাহাদের অস্তিত্বের বহু প্রমাণ পাওয়া যায়; এই হেতু তাহাদের অস্তিত্ব স্বীকার করা মানবের কর্ত্তব্য। অগ্নি, বায়ু, পানি ও মৃত্তিকা হইতে মানব দেহের সৃষ্টি হইয়াছে। যদিও আমরা উক্ত বস্তু চতুষ্টয়কে দর্শন করিতে অসমর্থ, তথাচ উহাদের প্রমাণ স্বরূপ শৈত্য, স্নিগ্ধতা, শীর্ণতা ও তাপ দর্শণে উপরোক্ত বস্তু চতুষ্টয়ের প্রতি বিশ্বাস করি। এইরূপ মনুষ্যের মনে—কখন সৎ চিন্তার কখন বা অসৎ চিন্তার উৎপত্তি হয়। এইরূপ দ্বিবিধ চিন্তার উৎপত্তি এক বস্তু হইতে বা একই মনুষ্য হইতে হওয়া অসম্ভব, কাজেই ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, মনুষ্য ব্যতীত একজন সৎ পুরুষ দ্বারা সৎ চিন্তার উৎপত্তি এবং অন্য একজন অসৎ পুরুষ দ্বারা অসৎ চিন্তার উৎপত্তি হইয়া-থাকে। এই সৎ পুরুষকে ফেরেশতা নামে এবং অসৎ পুরুষকে জেন, শয়তান ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়। প্রবল ব্যত্যা ও বিদ্যুৎ কত শত শত অসম্ভব ঘটনা ঘটাইতেছে, এবং কত শত মানবের সাধ্যাতীত কার্য্য করিয়া দেখাইতেছে, তদ্বিষয়ে চিন্তা

করিলে, জ্বেন ও ফেরেশতাদিগের পক্ষে ঐরূপ করা অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না। যাহারা তড়িৎযন্ত্রে দ্রুতগতিতে বহু দূর পথ হইতে সংবাদ আদান প্রদান করার বিষয় চিন্তা করেন এবং যাহারা অষ্ট মিনিট ও ত্রয়োদশ সেকেণ্ডের মধ্যে সূর্য্য কিরণের বহু লক্ষ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া পৃথিবীতে পৌছিবার বিষয় চিন্তা করেন, তাঁহারা ফেরেশ্‌তা ও জ্বেনদের অতি অল্প সময়ে বহু পথ অতিক্রম করা অসম্ভব বলিয়া ধারণা করিবেন না। যাঁহারা রসায়ন বিদ্যা অর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহারা এক বস্তুর নানাপ্রকার আকৃতিতে পরিবর্ত্তিত হওয়া অসম্ভব মনে করিবেন না। যাঁহারা সমুদ্রের বারিকে অদৃশ্য বাষ্পাকারে, অদৃশ্য বাষ্পকে মেঘমালারূপে এবং মেঘমালাকে বারি রূপে পরিণত হওয়া স্বীকার করেন, তাঁহারা অদৃশ্য ফেরেশ্‌তা ও জ্বেনদিগের সময় বিশেষে দৃষ্টিগোচর হওয়া অসম্ভব মনে করিবেন না। —বঙ্গানুবাদক।

(৫) فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۝ (৬) خُلِقَ مِنْ مَاءٍ

دَافِقٍ ۝ (৭) يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَ التَّرَائِبِ ۝

(৮) إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ۝ (৯) يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ ۝

(১০) فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَّ لَا نَاصِرٍ ۝

৫। অনন্তর মনুষ্যের দৃষ্টিপাত করা কর্ত্তব্য যে, সে কোন বস্তু হইতে সৃজিত হইয়াছে, ৬। সে সবেগে নিঃসৃত পানি (বীর্য্য) হইতে সৃজিত হইয়াছে, ৭। যাহা পৃষ্ঠ ও বক্ষঃস্থিত অস্থিসমূহের মধ্য হইতে বহির্গত হয়। ৮। নিশ্চয়ই তিনি তাহাকে প্রত্যা-

বর্ত্তন করাইতে সক্ষম ; ৯। যে দিবস গুপ্ততত্ত্ব সমূহ পরীক্ষিত (অন্যার্থে প্রকাশিত) হইবে ; ১০। অনন্তর (সে দিবস) তাহার জন্য না কোন শক্তি ও না কোন সহায় হইবে।

টিকা ;—

৫—৬। মনুষ্য স্ত্রী পুরুষের বীর্য্য হইতে সৃষ্টি প্রাপ্ত হয়, উভয়ের বীর্য্য স্ত্রীলোকের জরায়ুতে মিশ্রিত হইয়া একই ভাবাপন্ন হয় ; সেই হেতু উক্ত বীর্য্যকে এস্থলে একবচন ভাবে ব্যবহার করা হইয়াছে। পুরুষের বীর্য্য সবেগে নিঃসৃত হইয়া থাকে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ, কিন্তু কোন কোন দেহ-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত বলিয়াছেন, স্ত্রীলোকের বীর্য্যও সবেগে নির্গত হয়, সেই হেতু বীর্য্যপাতের সময় তাহাদের শরীর বিকম্পিত ও বিচলিত হইয়া থাকে, কিন্তু জরায়ুর দেহাভ্যন্তরস্থ হওয়ার কারণে উহা প্রত্যক্ষ ভাবে অনুভূত হয় না।

৭। কোন কোন টীকাকার আয়তটির এইরূপ অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন যে, উক্ত বীর্য্য পুরুষলোকের পৃষ্ঠদেশের ও স্ত্রীলোকের বক্ষঃস্থিত অস্থি সমূহের মধ্যস্থল হইতে বহির্গত হইয়া থাকে ; সূক্ষ্মতত্ত্বজ্ঞ টিকাকারগণ উহার অর্থে প্রকাশ করিয়া থাকেন যে, স্ত্রী-পুরুষের বীর্য্য প্রথম মস্তিষ্ক হইতে নির্গত হইয়া কর্ণের পশ্চাৎ-স্থিত শিরা যোগে মেরুদণ্ডে (পৃষ্ঠের শিরদাঁড়ায়) উপস্থিত হয়, ইহা ঠিক পৃষ্ঠ ও বক্ষঃস্থিত অস্থি সমূহের মধ্যস্থল। তৎপরে পুরুষের বীর্য্য তথা হইতে পৃষ্ঠস্থিত অস্থি সমুহের মধ্য দিয়া ফুস-ফুসে, তথা হইতে অণ্ডকোষ ও তথা হইতে লিঙ্গে পৌঁছিয়া থাকে। স্ত্রীলোকের বীর্য্য মেরুদণ্ড হইতে বক্ষঃস্থলের দিক্ হইতে জরায়ুর নিকটস্থ আধারে এবং তথা হইতে জরায়ুতে উপস্থিত হয়। স্ত্রী-পুরুষের বীর্য্যৎকিরূপ সঙ্কীর্ণ স্থান সমূহ হইতে পরিচালিত হইয়া জরায়ুতে উপস্থিত হয়, তাহাই বর্ণনা করা আয়তের উদ্দেশ্য।

ইহাতে কেহ যেন ধারণা না করেন যে, পুরুষের বীর্য্য পৃষ্ঠদেশে এবং স্ত্রীলোকের বীর্য্য বক্ষঃস্থিত অস্থি সমূহের মধ্যে উৎপন্ন হয় বা সংগৃহীত থাকে ; কেননা শরীরতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা বলেন যে, সমস্ত শরীরের রক্ত হইতে বীর্য্য উৎপন্ন হয় এবং উহার অধিকাংশ মস্তিষ্কে বা অন্যান্য স্থানে সংগৃীত থাকে। এস্থলে কোর-আন তাহাদের মতের সহিত বিরোধ করে নাই।

৮। খোদাতায়ালা উক্ত মনুষ্যকে মৃত্যু অন্তে কেয়ামতে পুনর্জ্জীবিত করিতে সক্ষম। কেহ কেহ উহার অর্থে বলেন, তিনি বৃদ্ধকে যুবায়, যুবাকে শিশুতে এবং শিশুকে বীর্য্যে পরিণত করিতে পারেন। কেহ কেহ উহার অর্থ অন্য প্রকার করিয়াছেন, কিন্তু এস্থলে প্রথমোক্ত অর্থ ই যুক্তিযুক্ত।

মূল মন্তব্য এই যে, খোদাতায়ালা প্রথমে বলিয়াছেন যে, তিনি ফেরেশ্‌তাগণ দ্বারা মনুষ্যের আত্মার রক্ষণাবেক্ষণ করেন। যদিও সেআত্মা পর্য্যায়ক্রমে আরশ হইতে পিতৃ ঔরষে, মাতৃগর্ভে এবং ভু-পৃষ্ঠে স্থানান্তরিত হইয়াছে; তৎপরে শিশু-দেহ হইতে যুব দেহে, যুবা দেহ হইতে বৃদ্ধ দেহে অবস্থিত ছিল, তথাচ খোদাতায়ালার রক্ষণাবেক্ষণ ও আয়ত্তাধীনে থাকে। মৃত্যুর পরেও চিরকালের নিমিত্ত তাঁহার আয়ত্তাধীনে থাকিবে। উক্ত আত্মা কখনও একেবারে ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে না। এস্থলে ধর্ম্মদ্রোহি লোকেরা বলিতে পারে যে, মানবদেহ মৃত্যু অন্তে নানাস্থানের মৃত্তিকায় মিশ্রিত বা নানাবিধ জন্তুর উদরস্থ হইয়া যায়, খোদাতায়ালা কিরূপে উহা একত্রিত করিয়া জীবিত করিবেন? তদুত্তরে খোদাতারালা বলিতেছেন, নানা প্রকারে অসংখ্য স্থান হইতে ফল, শস্য, শাক-শব্জী, মাংস, দধি, দুগ্ধ, তৈল, ডিম্ব ইত্যাদি সংগৃহীত হইয়া মনুষ্যের উদরস্থ হয়, তৎপরে তাহা হইতে রক্ত ও রক্ত হইতে বীর্য্য উৎপন্ন হয়। স্ত্রী-পুরুষের সঙ্গমকালে উক্ত বীর্য্য তাহাদের মস্তিষ্ক হইতে

মেরুদণ্ডে মেরুদণ্ড হইতে পুরুষের অণ্ডকোষে, তথা হইতে লিঙ্গে, তথা হইতে স্ত্রীলোকের জরায়ুতে আর স্ত্রীলোকের মেরুদণ্ড হইতে বক্ষঃদেশের অস্থি সমূহে, তথা হইতে গর্ভাশয়ের নিকটস্থ আধারে এবং তথা হইতে গর্ভাশয়ে উপস্থিত হয়। তথায় খোদাতায়ালার হুকুমে নির্দ্দিষ্ট কালে বীর্য্য হইতে রক্ত, রক্ত হইতে মাংস, অস্থি, মেদ, মজ্জা, শুক্র ইত্যাদির সৃষ্টি হয়। এহেন মহাশক্তিশালী সৃষ্টিকর্ত্তা তোমাদের মৃত্যুর পরে নানা স্থান হইতে নানা জীবের উদর হইতে তোমাদিগকে একত্রিত ও পুনর্জ্জিবিত করিতে কেন সক্ষম হইবেন না?

৯—১০। খোদাতায়ালা উক্ত দিবসে মনুষ্যকে পুনর্জ্জিবিত করিবেন—যে দিবসে মনুষ্যের অন্তর্নিহিত মত, ইচ্ছা এবং গুপ্ত কার্য্যকলাপ প্রকাশ হইয়া পড়িবে। হৃদয়ের কালিমা মুখমণ্ডলে প্রকাশিত হইবে। মনুষ্যের যে সমস্ত গোনাহ্, প্রবঞ্চনা ও চক্রান্ত গুপ্তভাবে করিয়াছিল তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িবে। মানুষ যে সমস্ত নামাজ ও রোজা গুপ্তভাবে নষ্ট করিয়াছিল এবং অশুচি থাকিয়া যে সমস্ত গোছল (অবগাহন) ত্যাগ করিয়াছিল, কিন্তু লোকের সমক্ষে প্রকাশ করিয়াছিল যে, আমি নামাজ রোজা সম্পন্ন করিয়াছি, জাকাত প্রদান করিয়াছি এবং অবগাহন করিয়া শুচি হইয়াছি; কেয়ামতে তৎসমস্তই ব্যক্ত হইয়া পড়িবে। প্রত্যেক কার্য্য জ্যোতিষ্মান অথবা কালিময় রূপ ধারণ করতঃ তাহার সহচর হইবে, কিম্বা তৎসঙ্গে কার্য্যালিপি সমূহ উন্মুক্ত করা হইবে এবং হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ ইত্যাদি সাক্ষ্য দিবে।

পৃথিবীতে মনুষ্য ইচ্ছা করিলে, মনের ভাব বা গোনাহ গোপন করিতে সক্ষম হয় এবং কোন প্রকারে উহা প্রকাশ হইয়া পড়িলে, লোকে তাহার সহায় হইয়া তাহাকে রক্ষা করে, কিন্তু কেয়ামতে কেহ উহা গোপন করিতে সক্ষম হইবে না, অথবা প্রকাশ হইয়া

পড়িলে, কেহ তাহাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে পারিবে না। তঃ আঃ, কঃ, রু—মাঃ।

(১১) وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ۙ (১২) وَالْاَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ۙ (১৩) اِنَّهٗ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ۙ (১৪) وَّمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ۙ (১৫) اِنَّهُمْ يَكِيْدُوْنَ كَيْدًا ۙ (১৬) وَّاَكِيْدُ كَيْدًا ۚ ﴿١٧﴾ فَمَهِّلِ الْكٰفِرِيْنَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا ۚ

১১। মেঘযুক্ত আকাশের শপথ; ১২ এবং বিদারণীয় ভূখণ্ডের শপথ; ১৩। নিশ্চয় উহা অবশ্য প্রকাশ্য (অন্যার্থে অকাট্য সত্য) বাক্য; ১৪। এবং উহা প্রলাপোক্তি নহে, ১৫। নিশ্চয় তাহারা মহা প্রতারণা করিতেছে; ১৬। এবং আমি মহা ছলনা করিতেছি (ছলনার প্রতিশোধ লইতেছি); ১৭। অনন্তর ধর্ম্মদ্রোহিদিগকে অবকাশ দাও—তাহাদিগকে কিছুকাল অবকাশ দাও।

টিকা।

খোদা প্রথমে আকাশের শপথ করিতেছেন, যাহাকে মেঘের আকর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। পৃথিবী হইতে বাষ্প উর্দ্ধগামী হইয়া শীতল বায়ুস্তরে উপস্থিত হইয়া মেঘরূপে পরিণত হয়, তথা হইতে বারি বর্ষণ হয়, এইহেতু আকাশকে মেঘযুক্ত বলা হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, খোদাতায়ালা বারীবর্ষী মেঘের শপথ করিয়াছেন। কোন কোন টিকাকার উহার অর্থে বলেন, খোদাতায়ালা উক্ত আকাশের শপথ করিয়াছেন—যাহাতে চন্দ্র, সূর্য্য পরিভ্রমণ করে

১২। খোদাতায়ালা ভূখণ্ডের শপথ করিয়াছেন, যাহা বিদীর্ণ হইয়া তরু-লতা উৎপন্ন হয় ও নদ, নদী ও প্রস্রবণ সকল প্রবাহিত হয়, যাহা খনণ করিয়া স্বর্ণ ও রৌপ্য বাহির করা হয়, কেয়ামতে যে ভূমি বিদীর্ণ হইয়া যাইবে এবং তন্মধ্য হইতে মৃতেরা জীবিত হইবে এবং কৃষকেরা যাহা কর্ষণ করিয়া বীজ বপন করে।

১৩—১৪। খোদাতায়ালা শপথ করিয়া বলিতেছেন যে, আমি যে মনুষ্যের কেয়ামতে পুনর্জ্জীবিত হইবার কথা বলিয়াছি ইহা অকাট্য সত্য কথা। উহার এই প্রকার মর্ম্মও হইতে পারে যে, নিশ্চয় উক্ত কোরআন অকাট্য সত্য বাণী, কিম্বা সত্য অসত্যের মধ্যে পৃথককারী হুকুম, অথবা প্রকাশ্য প্রমাণ। উহা অনর্থক বাক্য বা বাতীল কথা নহে।

১৫। নিশ্চয় ধর্ম্মদ্রোহিগণ মহা ছলনা করিতেছে, উহা কয়েক প্রকার ছিল, প্রথম এই যে, তাহারা নানারূপ অমূলক কথা বলিয়া লোকের হৃদয়ে কোরআন কিম্বা কেয়ামতের সম্বন্ধে সন্দেহের সৃষ্টি করিয়া দিত ;—কখন বলিত; ইহজগৎ ভিন্ন পরজগৎ কিছুই নহে, কে বিকৃত অস্থিপুঞ্জকে পুনর্জ্জিবিত করিবে ? কখন বলিত এই কোর-আন যদি খোদার বাক্য হইত, তবে মক্কা ও তায়েফের কোন মহৎ ব্যক্তির প্রতি অবতীর্ণ হইত। কখন তাহারা হজরতকে উন্মাদ, ঐন্দ্রজালিক বা ভাববাদী কবি বলিয়া বিদ্রূপ করিত। কখন তাহারা হজরতের প্রাণ হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র করিত।

১৬। খোদাতায়ালা বলিতেছেন, আমি হজরতকে সাহায্য করিয়া ও ইসলামকে প্রবল করিয়া তাহাদের সমস্ত দর্প চুর্ণ ও গর্ব খর্ব করিয়াছি ; ইসলামের জ্যোতিতে জগৎ পরিপূর্ণ করিয়া তাহাদের প্রতারণামূলক কার্য্যের ধ্বংস সাধন করিয়াছি এবং তাহাদিগকে ধর্ম্মদ্রোহিতার জন্য অবকাশ দিয়া হঠাৎ বিধ্বস্ত করিব।

১৭। খোদাতায়ালা বলিতেছেন, ধর্মদ্রোহিদিগকে কিছু কালের জন্য অবকাশ দাও, তৎপরে তাহাদিগকে যথাসম্ভব শাস্তি প্রদান করিব। কেহ কেহ 'কিছুকালের' অর্থ বদরের যুদ্ধ গ্রহণ করিয়াছেন, কেহ মৃত্যু বা কেয়ামত গ্রহণ করিয়াছেন, অর্থাৎ বদরের সময়ে বা মৃত্যুর পরে অথবা কেয়ামতে তাহারা মহা শাস্তিগ্রস্ত হইবে।—তঃ আঃ, কঃ ও রুঃ-মাঃ।

সুরা আ'লা। (৮৬)।

মক্কাতে অবতীর্ণ, ১৭ আয়ত, ১ রুকু

এই সুরার অবতীর্ণ হইবার কারণ এইরূপ লিখিত আছে যে, যে সময়ে হজরতের প্রতি বৃহৎ বৃহৎ ছুরা অবতীর্ণ হইতে লাগিল এবং তিনি খোদাতায়ালা হইতে হজরত জিবরাইল (আঃ) দ্বারা অসংখ্য তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার মনে এই চিন্তা উদয় হইল যে, আমি কোন শিক্ষকের নিকট লেখা পড়া অভ্যাস করি নাই, এ ক্ষেত্রে এত অধিক সংখ্যক শব্দ ও সূক্ষ্ম মর্ম লিপিবদ্ধ করা ও লিখিত গ্রন্থ পাঠ করা ব্যতীত কিরূপে আমার পক্ষে আয়ত্ত করা সম্ভব হইবে, এমন না হয় যে, ইহার অধিকাংশ বিলুপ্ত হইয়া যায়। সেই সময় খোদাতায়ালা এই ছুরা অবতারণ করিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিলেন যে খোদাতায়ালাই আপনার শিক্ষাদাতা, আপনি উহা ভুলিবার সন্দেহ করিবেন না।

হজরত এই ছুরাটি পাঠ করার প্রতি অনেক সময় আগ্রহ প্রকাশ করিতেন এবং বেতের ও জোমার প্রথম রাকায়াতে অধিকাংশ সময় উহা পাঠ করিতেন। যে সময়;—

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ

কোর-আন শরিফের এই আয়ত অবতীর্ণ হয়, সেই সময়ে হজরত নামাজের রুকুতে—

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ

পড়িতে আদেশ করিয়াছিলেন। আর যে সময়ে এই সুরা অবতীর্ণ হয়, সেই সময়ে নামাজের ছেজদাতে—

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى ۝

পড়িতে আদেশ করিয়াছিলেন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সর্ব্বপ্রদাতা দয়ালু খোদাতায়ালার নামে (আরম্ভ করিতেছি)।

(١) سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى ۝ (٢) الَّذِيْ خَلَقَ فَسَوّٰى ۝ (٣) وَ الَّذِيْ قَدَّرَ فَهَدٰى ۝ (٤) وَ الَّذِيْ اَخْرَجَ الْمَرْعٰى ۝ (٥) فَجَعَلَهٗ غُثَآءً اَحْوٰى ۝

১। তুমি আপন সর্ব্বোচ্চ প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা প্রকাশ কর; ২। যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, তৎপরে ঠিক (অন্যার্থে উপযুক্ত) করিয়াছেন; ৩। এবং যিনি নিয়মিত (বা নিরূপণ) করিয়াছেন, তৎপরে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন; ৪। এবং যিনি তৃণ (অন্যার্থে ফল, শস্য, তৃণ) বাহির করিয়াছেন; ৫। পরে তিনি তাহাকে শুষ্ক, মলিন করিয়াছেন।

টিকা :—

১। খোদাতায়ালার পবিত্রতা প্রকাশ করার অর্থ এই যে, মনে মুখে স্বীকার করা যে, তিনি জীব বা জড় জগতের অন্তর্গত নহেন বা জীব ও জড়ের গুণসম্পন্ন নহেন। তাঁহার কোন প্রকার অংশ হইতে পারে না। তিনি আকৃতি, সীমা, দিয়া ও স্থান হইতে পবিত্র। তিনি অনুপম অতুলনীয়; তাঁহার স্ত্রী-পুত্র, অংশী ও সমকক্ষ কেহ নাই; তিনি পানাহার, নিদ্রা ও মৃত্যু হইতে পবিত্র। তিনি অনাদি অনন্ত, তিনি যাবতীয় নশ্বর ও কলঙ্কমূলক গুণাবলী হইতে পবিত্র। তাঁহার নামে কাহারও নামকরণ করিতে নাই। তাঁহরে নামের এরূপ ব্যাখ্যা করিতে নাই যে, তদ্দরা তাঁহার উপর কোন প্রকার কলঙ্কারোপ করা হয়। তাঁহার নাম তাচ্ছিল্যের সহিত উচ্চারণ করিতে নাই। তাঁহার নামকে ভক্তি ও সম্মানের সহিত উচ্চারণ করিতে হয়। কেহ কেহ উহার মর্ম্মে বলেন, 'তুমি অন্তরকে সমস্ত জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া খোদাতায়ালার ধ্যানে নিবিষ্ট কর, তাহা হইলে তাঁহার অসীম দয়ার জ্যোতিঃতে পরিপূর্ণ হইবে। লোকে যে ভাবে তাঁহার মহত্ব প্রচার করুন না কেন, তিনি তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। লোকে যতই তাঁহার প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করুন না কেন, কিন্তু তাঁহার দয়া ও দান তদপেক্ষা অধিক। লোকে যতই তাঁহার এবাদত করুন না কেন, কিন্তু তিনি তদপেক্ষা বেশী এবাদতের যোগ্য। মা'রেফাতপন্থিগণ যতই মা'রেফাত সাগরে সন্তরণ করুন না কেন, কিন্তু তাঁহার স্বরূপ নির্ণয় করা অসম্ভব। এই হেতু তাঁহাকে সর্বোচ্চ বলা হইয়াছে।

টিপ্পনী,—

গোল্ডসেক সাহেব সুরা আ'লার ফুটনোটে লিখিয়াছেন,— "তফছির "বেজাউর" ৭৯৪ পৃষ্ঠায় জানা যায় যে, এই আয়েৎ

গুরুতররূপে তহরীফ হইয়াছে। কাজ্জী সাহেব লিখিয়াছেন, سبح اسم ربك الاعلى ছাব্বেহেছ্‌মা রাব্বেকাল আ'লা' স্থলে কেহ কেহ سبحان ربى الاعلى 'ছোবহানা রাব্বিয়াল আ'লা' পাঠ করিতেন, ইহা একটি গুরুতর পরিবর্ত্তন।"

আমাদের উত্তর :—

ছুরা আলার প্রথম আয়ত سبح اسم ربك الاعلى ইহার অর্থ 'তুমি তোমার সর্বোচ্চ প্রতিপালকের নামের তছবিহ পাঠ কর।' এস্থলে আল্লাহ তছবিহ পাঠ করিতে হুকুম করিতেছেন। হজরত নবি (ছাঃ) বা তাঁহার কোন কোন ছাহাবা 'ছাব্বেহছমা রাব্বেকাল আ'লা' এই মূল আয়তটি পাঠ করিয়া আল্লাহ-তায়ালার আদেশ পালণ করণার্থে উহার পরে 'ছোবহানা রাব্বিয়াল আ'লা' এই তছবিহ পাঠ করিতেন। এইরূপ হজরত আলি (রাঃ) যেরূপ উক্ত আয়ত পাঠ করিয়া তছবিহ পাঠ করিতেন, সেইরূপ 'ছুরা কেয়ামত' শেষ করিয়া আল্লাহতায়ালার কথার উত্তরে বলিতেন, سبحانك اللهم و بلى 'ছোবহানা-কাল্লাহোম্মা অ-বালা'। তফছির এবনো জরির দ্রষ্টব্য।

এইরূপ ছুরা রাহমানের আয়ত ও ছুরা 'তিন'-এর আয়ত পাঠ করিয়া আল্লাহতায়ালার কথার উত্তর দেওয়া হাদিছ শরিফে সপ্রমাণ হইয়াছে। উপরোক্ত বিবরণে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, 'ছাব্বেহেছমা রাব্বেলকাল আ'লা' কোরআনের আয়ত, ছোবহানা রাব্বিয়াল আ'লা' তছবিহ, উহা কোরআনের আয়ত নহে। খৃষ্টান অনুবাদক তফছিরের প্রকৃত অর্থ না বুঝিয়া কোরআনের পরিবর্ত্তন হওয়ার দাবি করিয়া মহাভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

২। তিনি মনুষ্য, অন্যান্য জীব ও জড়জগৎকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তৎপরে মনুষের অঙ্গ-প্রতঙ্গ সৌষ্ঠবসম্পন্ন করিয়াছেন; তাহাকে শিল্প, ব্যবসায় ও নানাবিধ কার্য্যে যোগ্যতা প্রদান করিয়াছেন;

শরিয়তের ভার বহনের উপযুক্ত করিয়াছেন। তিনি প্রত্যেক প্রাণীকে উপযুক্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও উপাদান প্রদান করিয়াছেন। তিনি প্রত্যেক জড় পদার্থকে সুরক্ষিত ভাবে প্রস্তুত করিয়াছেন।

৩। এবং খোদাতায়ালা প্রত্যেক জীব জড়ের জন্য এক এক প্রকার দেহ, ভার, খাদ্য, ভাগ্য অথবা গুণ, বর্ণ ও রূপ নিরুপণ করিয়াছেন। তৎপরে প্রত্যেক জীবের জন্য যোগ্যতা লাভের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি মাতৃগর্ভে সন্তানকে ভূমিষ্ট হওয়ার সঙ্কেত প্রকাশ করিয়াছেন। ভূমিষ্ট হওয়ার পরে তাহাকে স্তন্য পান করিবার এবং রোদন করিয়া ক্ষুধা ইত্যাদির ভাব প্রকাশ করিবার পথ প্রদর্শন করেন। এইরূপ মধুমক্ষিকাকে মধুচক্র নির্মাণ করিতে ও নানা পুষ্প হইতে মধু সংগ্রহ করিতে শিক্ষা দেন। তিনি প্রত্যেক পশু, পক্ষী কীট পতঙ্গ ইত্যাদি জীবকে জীবিকা সংগ্রহ সন্তান উৎপাদন করিবার নিয়ম শিক্ষা দেন। তিনি লোকের পক্ষে সৎ অসৎ কার্য্যের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন।

৪। খোদাতায়ালা মনুষ্য ও জন্তুর জন্য ফল, শস্য ও তৃণ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং অসময়ের উপকারের জন্য উহা শুষ্ক ও মলিন করিয়াছেন।

(৬) سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰٓ ۙ إِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهُ ؕ

(৭) إِنَّهٗ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفٰى ؕ

৬। সত্বর আমি তোমাকে পাঠ করাইব; অনন্তর খোদাতায়ালা যাহা ইচ্ছা করিয়াছেন, তাহা ভিন্ন তুমি (কিছু) ভ্রম করিবে না।

৭। নিশ্চয় তিনি প্রকাশ্য (অন্যার্থে উচ্চঃস্বর) ও যাহা গুপ্ত আছে, (তাহা) অবগত আছেন।

টিকা ;—

৬। খোদাতায়ালা বলিতেছেন, হে মোহাম্মদ (ছাঃ)! আমার পবিত্রতা প্রকাশে অথবা আমার ধ্যানে নিবিষ্ট হওয়ায় আপনার হৃদয় সমুজ্জ্বল হইয়াছে ; এক্ষণে আমি অচিরে অদৃশ্য বিষয়ের বহু জ্ঞান যাহা আদি কাল হইতে আপনার জন্য নিরূপণ করা হইয়াছে, তাহা আপনাকে শিক্ষা প্রদান করিব। আপনি হৃদয়ের অত্যধিক জ্যোতির জন্য তৎসমস্ত বিস্মৃত হইবেন না, কিন্তু যে সমস্ত তত্ত্বজ্ঞান খোদাতায়ালার ইচ্ছায় আপনার হৃদয় হইতে বিস্মৃত হওয়া শ্রেয়ঃ বোধ হয়, তাহাই আপনি বিস্মৃত হইবেন এবং তাহা পরজগতে 'মাকামে মাহমুদ' নামক সুপারিশ স্থলের জন্য সঞ্চিত ও রক্ষিত থাকিল ; সেই সময়ে আপনি উহা স্মরণ করিয়া লইয়া বিচার প্রান্তরবাসিগণের সমক্ষে প্রকা শ করিবেন। হাদিস শরিফে বর্ণিত হইয়াছে যে, হজরত বলিয়াছেন,—'খোদাতায়ালা 'মাকামে-মাহমুদ' নামক স্থানে তাঁহার সুখ্যাতিসূচক যে সকল বাক্য আমাকে শিক্ষা দিবেন, এক্ষণে তাহা আমার স্মরণ নাই।'—তঃ আজিজী।

এমাম মোজাহেদ প্রভৃতি টিকাকারগণ বলিয়াছেন—'যে সময় হজরত জিব্রাইল (আঃ) হজরতের নিকট কোর-আন পাঠ করিতেন, তখন তিনি তাহা বিস্মৃত হইবার আশঙ্কায় অনেকবার স্বীয় রসনা আলোড়িত করিতেন এবং হজরত জিব্রাইল (আঃ) তাহা শেষ করিতে না করিতেই তিনি প্রথম হইতে উহার পুনরাবৃত্তি করিতেন ; সেই হেতু খোদাতায়ালা বলিতেছেন, 'আপনি এরূপ ব্যস্ততা অবলম্বন করিবেন না, কারণ আমি আপনার শিক্ষাদাতা, আপনি উহা বিস্মৃত হইবেন না।' এমাম রাজি বলেন, 'খোদাতায়ালা তাঁহার হৃদয়কে এরূপ প্রসারিত ও বলবান করিয়াছিলেন যে, তিনি উহা একবার শুনিলে ভ্রম করিতেন না,। ইহা তাঁহার অলৌকিক কার্য্য বলিয়া গণ্য হইয়াছে।' আয়তের শেষাংশের মর্ম্ম এই যে, খোদা-

তায়ালা যদি ইচ্ছা করেন, তবে তাহা ভুলাইয়া দিতে সক্ষম কিন্তু তিনি তাহা ভুলাইয়া দিবেন না এবং আপনি তাহা কখনও ভুলিবেন না। কোন না কোন টীকাকার এই অংশের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, আপনি একবার তাহা শ্রবণ করিলে ভ্রম করিবেন না, কিন্তু যদি খোদাতায়ালার ইচ্ছায় কোন আয়ত ভুলিয়া যান তবে দ্বিতীয়বার শুনিলে, উহা স্মরণ করিয়া লইবেন। তঃ কবির

এমাম আলুছি আয়তের প্রথমাংশের অর্থে ইহাও লিখিয়াছেন, হজরত আরবী-বর্ণমালা কাহারও নিকট শিক্ষা করেন নাই কিন্তু খোদাতায়ালা তাঁহাকে কোর-আন শরীফ পাঠ করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছিলেন। এমাম জা'ফর (রাঃ) বলিয়াছেন যে, হজরত আরবী জানিতেন না, কিন্তু কোরআন পড়িতে পারিতেন। তঃ রুহোল মায়ানী।

গোল্ডসেক সাহেব এই আয়ত সম্বন্ধে অনুবাদের ফুটনোটে লিখিয়াছেন,—এই আয়েৎ সম্বন্ধে জালাল উদ্দীন বলেন যে, তৎপরে নবী সাহেব কোর-আনের কোন অংশ বিস্মৃত হন নাই।' বলা বাহুল্য যে, মোহাম্মদ (ছাঃ) তৎপুর্ব্বে কোর-আনের কতক অংশ ভুলিয়া গিয়াছিলেন, তাহা জালাল উদ্দীন উল্লেখ করেন নাই।

আমাদের উত্তর :—

আল্লাহতায়ালা তাঁহাকে কি শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহা এই আয়তে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয় নাই। একদল টীকাকার বলিয়াছেন, অদৃশ্য বিষয় সমূহের তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা দিয়াছিলেন, কাজেই তাহার কিছু অংশ হজরতের ভুল হইলে, কোর-আনের কোন অংশ নষ্ট হওয়ার দাবী করা যাইতে পারে না;

আর একদল টিকাকার বলেন, আল্লাহ তাহাকে কোর-আন শিক্ষা দিয়াছিলেন, ইহাই আয়তের মর্ম্ম, তৎপরে আল্লাহ বলিতে-

ছেন, "তুমি উহা একবার শুনিলে ভুলিবে না, কিন্তু খোদাতায়ালার ইচ্ছা হইলে কচিৎ কিছু ভুলিয়া যাইতে পার, 'যদিও তিনি দৈবাৎ কোন আয়ত ভুলিয়া যাইতেন, তৎক্ষণাৎ ছাহাবারা তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিতেন। ছহিহ হাদিছে সপ্রমাণ হইয়াছে যে, হজরত নবী (ছাঃ) এক দিবস একটি আয়ত ভুলিয়া গিয়াছিলেন ইহাতে ছাহাবা প্রবর হজরত ওবাই বেনে কা'ব তাঁহাকে উক্ত আয়ত স্মরণ করাইয়া দেন। কোর-আন শরীফের কোন আয়ত নাজেল হওয়া মাত্র লেখকগণ দ্বারা তৎক্ষণাৎ উহা লিপিবদ্ধ করা হইত। দ্বিতীয়তঃ বড় বড় ছাহাবাকে উহা স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইত। তৃতীয় প্রত্যেক রমজানে হজরত জিবরাইল (আঃ) সম্পূর্ণ কোর-আন এক একবার এবং শেষ রমজানে দুইবার হজরত নবী (ছাঃ) কে শুনাইতেন। কাজেই হজরত (ছাঃ) দৈবাৎ কোন আয়ত ভুলিয়া গেলেও যখন তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইত, তখন উক্ত বিস্মৃত আয়তটি যে চিরতরে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, এইরূপ দাবী করা বাতীল।

খোদাতায়ালা ছুরা হেজরে বলিয়াছেন :—

انا نحن نزلنا الذكر و انا له لحفظون

'নিশ্চয় আমি কোর-আন নাজেল করিয়াছি এবং নিশ্চয়ই আমি উহার রক্ষক।'

এই আয়তে স্পষ্টাক্ষরে বুঝা যায় যে, কোর-আন নাজেল হওয়ার পরে উহার কোন অংশ একেবারে মুসলমানগণের হৃদয় হইতে মুছিয়া যাওয়া বা বিস্মৃত হইয়া যাওয়া অসম্ভব।

এক্ষেত্রে হজরতের দৈবাৎ কোন সময় কোন আয়ত ভুলিয়া যাওয়াতে যে উহা চিরতরে বিস্মৃত হইয়া থাকিবে, ইহা বাতীল ধারণা।

তৎপরে গোল্ডসেক সাহেব এমাম জালালুদ্দীন হইতে উক্ত কথাগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন, কিন্তু আমরা তফছির জালালায়েন ও দোররোল-মনছুরে উহার কোন অনুসন্ধান পাইলাম না। তবে তিনি উহা কোথা হইতে পাইলেন ?

৭। এই আয়তের তিন প্রকার মর্ম্ম হইতে পারে, প্রথম এই যে, হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ), হজরত জিবরাইলের সহিত উচ্চৈঃস্বরে কোর-আন পড়িতেন এবং মনে মনে উহা বিস্মৃত হইবার আশঙ্কা করিতেন, খোদাতায়ালা তাহা অবগত আছেন ; তাই আল্লাহ বলিতেছেন মোহাম্মদ (ছাঃ) আপনি এরূপ আশঙ্কা করিবেন না। দ্বিতীয়,—খোদাতায়ালা মনুষ্যের হিতের বিষয় অবগত আছেন, যে ব্যবস্থাগুলি মনছুখ (ত্যাগ) করা মনুষ্যের পক্ষে হিতজনক, তিনি তাহা মনছুখ করেন।—তঃ কবির।

তৃতীয়,—যে সমস্ত গুণ আপনার মধ্যে প্রকাশ্যভাবে বর্ত্তমান আছে এবং যাহা প্রচ্ছন্নভাবে আপনার মধ্যে লুকায়িত আছে, এবং যথাসময়ে প্রকাশিত হইবে, তাহা খোদাতায়ালা অবগত আছেন। তঃ আজিজী।

(৮) وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ ۖ (৯) فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ ۚ (১০) سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ ۙ (১১) وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى ۙ (১২) الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ ۚ (১৩) ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ۙ

৮। এবং আমি তোমাকে সহজ পথে (গমন করায়) জন্য সহায়তা করিব। ৯। অনন্তর যদি উপদেশ প্রদান করা ফলদায়ক

হয়, তবে তুমি উপদেশ প্রদান কর। ১০। অচিরে যে ব্যক্তি ভয় করে, সে উপদেশ গ্রহণ করিবে; ১১/১২/ এবং ঐ মহা হতভাগ্য উহা হইতে পৃথক থাকিবে (বা দূরীভূত হইবে)। যে মহানলে প্রবেশ করিবে; ১৩। তৎপরে সে উহাতে মৃত্যুপ্রাপ্ত হইবে না এবং জীবিত থাকিবে না।

৮। খোদাতায়ালা বলিতেছেন, হে মোহাম্মদ (ছাঃ)! আমি আপনার পক্ষে কোর-আন স্মরণ করিয়া লইবার সহজ পথ প্রদর্শন করিব; বেহেশত লাভের সহজ উপায় শিক্ষা প্রদান করিব। কোর-আনের শিক্ষা প্রচার করার ও তদনুযায়ী কার্য্য করার পথ সহজ করিব। সরা শরিয়ত ও খোদাতায়ালার বিধান সমূহকে আয়ত্ত করিবার পথ সহজ করিব, পরকালের উচ্চ পদ এবং ইহজগতে শত্রুদের উপর জয়লাভ ইত্যাদি বিষয়ের সহজ পথ প্রদর্শন করিব; মা'রেফাত (খোদাপ্রাপ্তি জ্ঞান), এবাদত, রাজনীতি ও ধর্মনীতির পথ সহজ করিব। আপনার হৃদয়ে উপরোক্ত প্রত্যেক বিষয়ের তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশিত হইতে থাকিবে, আপনাকে তৎসমস্ত উপার্জ্জন করিতে অধিক কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে না এবং কোন গ্রন্থ পাঠ ও শিক্ষকের নিকট শিক্ষালাভের প্রয়োজন হইবে না।

৯। হজরত বহুবার খোদাতায়ালার একত্ব ও ঈমানের সম্বন্ধে লোকদিগকে উপদেশ প্রদান করিতেন, কিন্তু ধর্ম্মদ্রোহিরা তাহাতে অধিকতর অবজ্ঞা ভাব প্রকাশ ও বিরুদ্ধাচরণ আরম্ভ করিতে লাগিল, ইহাতে হজরত ভগ্নহৃদয় ও দুঃখিত হইতে লাগিলেন, সেই সময় খোদাতায়ালা এই আয়ত প্রেরণ করিয়া হজরতকে সান্ত্বনা দিলেন যে, আপনার উপদেশ শ্রবণে তাহারা ইসলামের প্রতি আস্থাবান হইবে, যদি এইরূপ ধারণা করেন, তবে তাহাদিগকে বারম্বার উপদেশ প্রদান করিবেন, নচেৎ বৃথা কষ্ট স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই।

১০। যদিও সকলকে উপদেশ দান করা আবশ্যক, তথাচ যাহার হৃদয়ে খোদাতায়ালার ভয় আছে, সেই ব্যক্তিই উপদেশ গ্রহণ করিবে। মনুষ্য তিন প্রকার,—একদল পরকালের প্রতি প্রথম হইতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া আছেন। ইহারা পরিনামে মহা সাধক শ্রেণীভূক্ত হইয়া থাকেন। দ্বিতীয়,—একদল পরকালের হওয়া, না হওয়া কোনাটার প্রতি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নহে ইহাদের মধ্যে ইমান গ্রহণের যোগ্যতা আছে। তৃতীয়, একদল পরকাল না হওয়ার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস করে। যেরূপ অন্ধের সমক্ষে দর্পণ রাখিলে, কোন ফলোদয় হয় না, সেইরূপ ইহাদিগকে উপদেশ প্রদান করিলে কোনই ফল হইবে না। কিন্তু প্রথম দুই দলকে উপদেশ শুনাইলে উহা ফলদায়ক হইবে।

১১। তৃতীয় দলকে মহাহতভাগ্য বলা হইয়াছে। কারণ ইহারা উপদেশ শ্রবণ করিয়া অমান্য করে।

১২। ইহারা মহানলে প্রবেশ করিবে। এমাম হাছান (রাঃ) বলিয়াছেন, 'পার্থিব অগ্নি সামান্য অগ্নি দোজখের অগ্নি, মহাগ্নি।' হজরত বলিয়াছেন, 'দোজখের অগ্নি পার্থিব অগ্নি অপেক্ষা ৭৩ গুণ অধিক উত্তাপযুক্ত।' কেহ কেহ বলেন সকলের নিম্নতম দোজখের অগ্নিকে মহানল বলা হইয়াছে—যাহার মধ্যে ফেরয়াওনের সেনাবৃন্দ ও কপট লোকগণ অবস্থিতি করিবে।

১৩। উক্ত হতভাগ্য ধর্ম্মদ্রোহিগণের আত্মা কণ্ঠদেশে উপস্থিত হইবে, কিন্তু একেবারে বহির্গত হইবে না. কাজেই সে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে না এবং উক্ত আত্মা পুনরায় সমস্ত দেহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে না, কাজেই সে সম্পূর্ণরূপে জীবিত বলিয়া গণ্য হইবে না। কোর-আন শরিফের অন্যস্থানে বর্ণিত আছে, 'দোজখিরা উচ্চে-স্বরে বলিবে, 'হে মালেক! তোমার প্রতিপালক যেন আমাদের প্রাণনাশ করেন, (তদুত্তরে) তিনি বলিবেন, 'নিশ্চয় তোমরা

চিরস্থায়ী হইবে।' হাদিস শরিফে বর্ণিত আছে,—'কেয়ামতের দিবসে মৃত্যুকে একটি মেষের আকৃতিতে আণয়ন করা হইবে, তৎপরে বেহেশ্‌তী ও দোজখিদিগকে বলা হইবে, 'তোমরা কি ইহার পরিচয় জান?' তাহারা বলিবে, "অবশ্য জানি, ইহা মৃত্যু। তখন খোদাতায়ালার আদেশে হজরত ইয়াহ্ইয়া (আঃ) উহাকে জবেহ্‌ করিবেন। তৎপরে খোদাতায়ালা বলিবেন, তোমাদের মৃত্যুকে বিনষ্ট করা হইল, তোমরা আর কখনও মৃত্যুর আস্বাদ গ্রহন করিবে না।' ইহাতে বেহেশতিদের আনন্দের ও ধর্ম্ম-দ্রোহিদের দুঃখের সীমা থাকিবে না।—তঃ কবির, আজিজী, রুহোল-মায়ানী ও হাদিস।

(١٤) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ۙ (١٥) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى ۙ (١٦) بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۙ (١٧) وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ۙ (١٨) اِنَّ هٰذَا لَفِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰى ۙ (١٩) صُحُفِ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى ۙ

১৪। নিশ্চয় ঐ ব্যক্তি মুক্তিলাভ করিয়াছে যে পবিত্র হইয়াছে; ১৫। এবং আপন প্রতিপালকের নাম স্মরণ (অন্যার্থে উচ্চারণ) করিয়াছে, তৎপরে নামাজ সম্পন্ন করিয়াছে। ১৬। বরং তোমরা পার্থিব জীবনকে মনোনীত (সমধিক পছন্দ) করিতেছ। ১৭। এবং পরলোক উৎকৃষ্ট এবং অধিককাল স্থায়ী। ১৮—১৯। সত্যই ইহা প্রাচীন গ্রন্থ সমূহে—এব্রাহিম ও মুছার গ্রন্থ সমূহে (লিখিত) আছে।

টিকা :—

১৪—১৫। যে ব্যক্তি খোদার সহিত অংশী স্থাপন (শেরেক), ধর্ম্মদ্রোহিতা (কাফেরি), অমূলক ধারণা- অসৎ কামনা, দ্বেষ, হিংসা আত্মগৌরব, অহঙ্কার, কুটচক্র ও কপট ভাব হইতে পবিত্র হইয়াছে ; শরীর ও বস্ত্রকে সমস্ত প্রকার (নাপাকি) ও অপরিচ্ছন্নতা হইতে পাক ও পরিচ্ছন্ন করিয়াছে, এবং জাকাৎ, ফেৎরা দান করিয়া, সুদ ও উৎকোচ গ্রহন না করিয়া এবং দ্যূতক্রীড়া না করিয়া আপন অর্থকে পবিত্র করিয়াছে, তৎপরে তকবির, কোর-আন পাঠ, তছবিহ ও আত্তাহিয়াতো যোগে নামাজের মধ্যে এবং মন ও রসনা দ্বারা নামাজ ভিন্ন অন্য সময়ে খোদাতায়ালার নাম স্মরণ ও উচ্চারণ করে, তৎপরে মন ও রসনা সহযোগে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা বিনম্র ভাবে খোদাতায়ালার নামাজ সম্পন্ন করে, সেই ব্যক্তি প্রকৃত পক্ষে পরকালের নানা বিপদ ও মহানল হইতে মুক্তি পাইবে। হজরত আলি (রাঃ) এই আয়তদ্বয়ের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, 'যে ব্যক্তি ঈদের দিবস ছাদকায় ফেৎরা দান করে, তৎপরে পথিমধ্যে ঈদের তকবীর পাঠ করে, অবশেষে ঈদগাহে উপস্থিত হইয়া ঈদের নামাজ সম্পন্ন করে, আশা করি, সে ব্যক্তি এই আয়তদ্বয় অনুযায়ী সুসংবাদ প্রাপ্তির যোগ্য হইবে।'

অধিকাংশ ফেক্‌হতত্ত্বজ্ঞ বিদ্বান্ উভয় আয়তের মর্ম্মে বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি অজু গোছল বা তায়াম্মম সম্পাদন করতঃ নামাজের আরম্ভে তকবির তহ্‌রিমা পাঠ করিয়া পঞ্চবার নামাজ সম্পন্ন করে, সেই ব্যক্তি মুক্তি প্রাপ্ত হইবে।

এমাম আজম (রঃ) এই আয়ত হইতে দুইটি ব্যবস্থা আবিষ্কার করিয়াছেন, প্রথম এই যে, তক্‌বির তহরিমা (নামাজের) প্রথম তকবির নামাজের মধ্যবর্ত্তী ফরজ (রোকন) নহে, বরং

নামাজের বাহিরের ফরজ ; ইহাকে শর্ত্ত বলা হয়। দ্বিতীয় যদি কেহ তকবির স্থলে খোদাতায়ালার অন্য কোন নাম পাঠ করিয়া নামাজ আরম্ভ করে, তবে উহা সিদ্ধ হইবে।

পীর ইয়াকুব চরখী (রঃ) বলিয়াছেন, উক্ত আয়তদ্বয়ে তরিকতের সমস্ত পথের অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে : এ সূত্রে আয়ত-দ্বয়ের এইরূপ মর্ম্ম হইবে, যথা,—'যে ব্যক্তি প্রথমে অনুতপ্ত হইয়া অসৎ স্বভাবগুলি ত্যাগ করিয়া এবং সৎ স্বভাবগুলি আয়ত্ত করিয়া আপন আত্মা (নাফ্‌স) কে বিশুদ্ধ করিয়াছেন, তৎপরে রসনা, মন ও অন্যান্য সূক্ষ্ম লতিফা দ্বারা সর্ব্বদা খোদাতায়ালার নাম স্মরণ করিয়াছেন এবং অবশেষে 'মোশাহাদা'র শেষ সীমায় পৌঁছিয়াছেন, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত মুক্তি লাভে সমর্থ হইয়াছেন।

১৬—১৭। খোদাতায়ালা মক্কাবাসী হতভাগ্যদিগকে অথবা সমস্ত লোককে বলিতেছেন, 'তোমরা পরলোকের মুক্তি অনু সন্ধান করিতেছ না, বরং পার্থীব জীবনকে সমধিক পছন্দ করিতেছ ; কিন্তু ইহজগতে কেবল বাহ্যিক শান্তি বর্ত্তমান, আর পরজগতে বাহ্যিক ও আত্মিক উভয় প্রকার শান্তি হইবে। ইহজগতে সুখ দুঃখের সহিত মিশ্রিত আছে, কিন্তু পরজগতে সুখ ব্যতীত দুঃখের লেশ মাত্র থাকিবে না। ইহজগৎ ক্ষণস্থায়ী, পরজগৎ অনন্ত কাল স্থায়ী, অতএব জ্ঞানী ব্যক্তি কখনও এরূপ চিরস্থায়ী, শান্তি উপেক্ষা করিয়া অস্থায়ী শান্তিকে পছন্দ করিবেন না।'

হজরত এবনে-মছউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, 'আমরা পার্থিব জীবনকে এই জন্য পছন্দ করিয়াছি যে, উহার সৌন্দর্য্য স্ত্রীলোক, খাদ্য ও পানীয় আমাদের সমক্ষে রহিয়াছে ; কিন্তু পরজগতের মহা সম্পদ ও অসীম শান্তি আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। একটি হাদিছে বর্ণিত আছে, 'যে ব্যক্তি পৃথিবীকে অধিক প্রেম করিয়াছে, তাহার পরকালে বিঘ্ন ঘটিবে। আর যে ব্যক্তি পরজগৎকে অধিক

পছন্দ করিয়াছে, তাহার পার্থিব জীবনে বিঘ্ন ঘটিবে, অতএব তোমরা অস্থায়ী বস্তু অপেক্ষা চিরস্থায়ী বস্তু বেশী পছন্দ কর।'

হজরত এবরাহিম ও মুছার (আঃ) গ্রন্থসমূহে লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তি পবিত্র হইয়াছে, খোদার নাম স্মরণ করিয়াছে এবং নামাজ সম্পন্ন করিয়াছে, সেই ব্যক্তি মুক্তি প্রাপ্ত হইবে। কিম্বা উক্ত গ্রন্থসমূহে লিখিত আছে যে, পরজগৎ ইহজগৎ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং চিরস্থায়ী, অথবা এই ছুরার সমস্ত মর্ম উক্ত গ্রন্থ-সমূহে বর্ণিত আছে।

আব্দ বেনে হোমায়েদ ও এবনে আছাকের বর্ণনা করিয়াছেন যে, খোদাতায়ালা একশত চারিখানা ধর্মগ্রন্থ নাজেল (অবতারণ) করিয়াছেন। হজরত আদমের (আঃ) প্রতি ১০ খানা, হজরত শিছের (আঃ) প্রতি ৫০ খানা, হজরত ঈদরিছের (আঃ) প্রতি ৩০ খানা, হজরত এব্রাহিমের (আঃ) প্রতি ১০ খানা, হজরত মুছার (আঃ) প্রতি তওরাত, হজরত দাউদের (আঃ) প্রতি জবুর, হজরত ইছার (আঃ) প্রতি ইঞ্জিল ও হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতি কোর-আন নাজেল করিয়াছেন।

এমাম এবনো জরির বর্ণনা করিয়াছেন, 'হজরত এবরাহিমের আঃ) গ্রন্থাবলী প্রথম রমজানে, তওরাত ৬ই রমজানে, জবুর, ১২ই রমজানে, ইঞ্জিল ১৮ই রমজানে এবং কোরআন ২৪শে রমজানে অবতীর্ণ হইয়াছিল।'—তঃ কবির, আজিজি, এবনে জরির ও এবনে কছির।

আল্লামা তিবি আরও দশখানা গ্রন্থের কথা উল্লেখ করিয়াছেন এক্ষেত্রে আমাদিগকে উক্ত গ্রন্থসমূহের সংখ্যা নিরূপণ না করিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে যে, খোদাতায়ালা যে সমস্ত ধর্মগ্রন্থ তাঁহার প্রেরিত পুরুষদিগের প্রতি নাজেল করিয়াছেন, যদিও আমরা তৎসমস্তের নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা অবগত নহি, তথাচ তৎসমুদয় আল্লাহ-তায়ালার প্রেরিত গ্রন্থ। বঙ্গানুবাদক।

টিপ্পনী :

পরলোকগত বাবু গিরীশচন্দ্র সেন এই ছুরার ২ আয়তে এবং ছুরা এনফেতারের ৭ আয়তের سوي শব্দের অনুবাদে লিখিয়াছেন, 'সংঘঠিত করিয়াছেন।' এস্থলে 'ঠিক করিয়াছেন,' বা 'উপযুক্ত করিয়াছেন' লিখিলে ঠিক হইত। তিনি ৯ আয়তের الذكرى শব্দের অর্থ 'কোরাণের উপদেশ' লিখিয়াছেন, কিন্তু 'উপদেশ প্রদান করা' হইবে। তিনি এই ছুরার ১৪/১৫ আয়তদ্বয়ের অনুবাদে লিখিয়াছেন,—'সত্যই যে ব্যক্তি শুদ্ধ হইয়াছে, সে মুক্তি পাইয়াছে এবং সে স্বীয় প্রতিপালকের নাম আবৃত্তি করিয়াছে ; অনন্তর যে উপসনা করিয়াছে, সে মুক্তি পাইয়াছে।' এস্থলে প্রকৃত অনুবাদ এইরূপ হইবে, 'সত্যই যে ব্যক্তি শুদ্ধ হইয়াছে, এবং স্বীয় প্রতিপালকের নাম আবৃত্তি করিয়াছে, অনন্তর উপাসনা করিয়াছে, সে মুক্তি পাইয়াছে।

তিনি ১৬ আয়তের تؤثرون শব্দের অনুবাদে লিখিয়াছেন,—'অধিকার করিতেছে' এস্থলে প্রকৃত অনুবাদ 'পছন্দ করিতেছে' হইবে।

মৌলবী আব্বাছ আলি সাহেব ১৬ আয়তের تؤثرون শব্দের অনুবাদে লিখিয়াছেন, 'পছন্দ করিয়াছে।' তাঁহার অনুবাদে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, যে ব্যক্তি মুক্তি পাইয়াছে, সেই সাংসারিক জীবনকে পছন্দ করিয়াছে ; কিন্তু ইহাতে আয়তের মর্ম্ম একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। এস্থলে প্রকৃত অনুবাদ এইরূপ হইবে ;—'তোমরা পছন্দ করিতেছ।'

১৮—১৯। আয়তদ্বয়ের صحف শব্দের অনুবাদে 'কেতাব' লিখিয়াছেন, এস্থলে কেতাবসমূহ হইবে।

কেহ কেহ ৫ আয়তের احوى শব্দের অর্থ 'ভস্ম' লিখিয়াছেন, এস্থলে কালবর্ণ বা মলিন অর্থ হইবে।

ছুরা গাশিয়া। (৮৮)

মক্কা শরিফে অবতীর্ণ, ১৭ আয়ত, ১ রুকু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সর্বপ্রদাতা ও দয়ালু খোদাতায়ালার নামে (আরম্ভ করিতেছি)।

(১) هَلْ اَتٰكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ ۚ (২) وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ۚ (৩) عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ۚ (৪) تَصْلٰى نَارًا حَامِيَةً ۚ (৫) تُسْقٰى مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ ۚ (৬) لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ ۚ (৭) لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِىْ مِنْ جُوْعٍ ۚ

১। তোমার নিকট কি আচ্ছাদনকারীর (কেয়ামতের) সংবাদ উপস্থিত হইয়াছে? ২। সেই দিবস অনেক মুখ নত হইবে; ৩। কার্য্যকারী ক্লান্ত হইবে; ৪। অতি জ্বলন্ত উত্তপ্ত অগ্নিতে প্রবেশ করিবে; ৫। অতি তাপযুক্ত প্রস্রবণ হইতে (তাহাদিগকে) পান করান হইবে। ৬। তাহাদের জন্য 'জরি' ব্যতীত খাদ্য থাকিবে না; ৭। তাহা শরীরের পুষ্টি সাধন করে না এবং ক্ষুধা নিবৃত্তি করে না।

টিকা :—

১। খোদাতায়ালা বলিতেছেন, তোমার নিকট অবশ্য আচ্ছাদনকারীর সংবাদ আসিয়াছে। অধিকাংশ টিকাকারের

মতে এস্থলে আচ্ছাদনকারীর মর্ম্ম কেয়ামত গ্রহণ করা যুক্তিসঙ্গত, কেননা উহা হঠাৎ প্রকাশিত হইয়া সমস্ত জগৎকে পরিবেষ্টন করিবে এবং উহার ভীষণ যন্ত্রণা ও ভয়াবহ মূর্ত্তি জগদ্বাসীদের জ্ঞানকে আচ্ছাদিত করিবে। কেহ কেহ বলেন, এস্থলে দোজখের অগ্নিকে আচ্ছাদনকারী বলা হইয়াছে, কারণ উহা ধর্ম্মদ্রোহী-দিগকে পরিবেষ্টন করিবে। কেহ কেহ বলেন, ধর্মদ্রোহীকে আচ্ছাদনকারী বলা হইয়াছে, কারণ তাহারা এত বহু পরিমাণে দোজখে নিক্ষিপ্ত হইবে যে, যেন দোজখকে আচ্ছাদন করিয়া ফেলিবে।

২/৪। কেয়ামতের দিবসে ধর্মদ্রোহিরা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইবে, তাহাদের মুখমণ্ডলে লাঞ্ছনা ও অপমানের চিহ্ন প্রকাশিত হইবে। তাহারা মহা ক্লেশজনক কার্য্যে নিক্ষিপ্ত হইয়া অবনত হইয়া পড়িবে। তাহাদিগকে 'ছউদ' নামক অগ্নিময় পর্বতের উপর আরোহণ করিতে বলপ্রয়োগ করা হইবে; উহার উপর হস্ত পদ রাখা মাত্র ভস্ম হইয়া যাইবে; তৎক্ষণেই উহা প্রথম শরীরের ন্যায় হইয়া যাইবে, এইরূপ অশেষ যন্ত্রণা সহকারে তাহারা দীর্ঘ সময়ে উক্ত পথ অতিক্রম করিবে। তাহাদিগকে অগ্নিময় গলবন্ধন ও শৃঙ্খল দ্বারা আবদ্ধ করা হইবে। তাহারা মহা উত্তপ্ত প্রজ্বলিত অগ্নিতে প্রবেশ করিবে; যাহাতে অট্টালিকা তুল্য বৃহৎ স্ফুলিঙ্গ নিক্ষিপ্ত হইবে। যেরূপ উষ্ট্র আপাদ মস্তক কর্দ্দমে নিমজ্জিত হইয়া যায়, সেইরূপ তাহারা অগ্নিময় সমুদ্রে নিমজ্জিত হইবে। তাহাদের শরীরে আগ্নেয় বস্ত্র ও গন্ধকের পিরাহান হইবে। তাহাদের মস্তকের উপর আগ্নেয় চন্দ্রাতাপ ও তাহাদের বসিবার জন্য আগ্নেয় শয্যা হইবে। ঘন্টার মধ্যে সত্তর বার তাহাদের শরীর ভস্মীভুত হইয়া যাইবে এবং প্রত্যেক বারেই উহা প্রথম শরীরের ন্যায় পরিবর্ত্তিত হইবে। হজরত বলিয়াছেন, উক্ত

অগ্নিকে প্রথম সহস্র বৎসর উত্তপ্ত করায় শ্বেতবর্ণবিশিষ্ট হইয়াছিল, তৎপরে সহস্র বৎসর উষ্ণ করায় উহা লোহিতবর্ণ হইয়াছিল, অবশেষে উহাকে আরও সহস্র বৎসর উত্তপ্ত করায় কালবর্ণ হইয়াছিল। যাহারা জাকাত প্রদান করে নাই, তাহাদের ললাট, পৃষ্ঠ ও পার্শ্বদেশে অগ্নিময় ফলক দ্বারা চিহ্নিত করা হইবে। চিত্রকরদিগকে তাহাদের চিত্রিত মূর্ত্তিতে আত্মা ফুৎকার করাইতে আদেশ করা হইবে। যাহারা ন্যায্য কথা গোপন করিয়াছিল, তাহাদের মুখমণ্ডলে আগ্নেয় রজ্জু দেওয়া হইবে।

কোন কোন টিকাকার, উক্ত আয়ত তিনটির ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, 'য়িহুদী, খৃষ্টান ও হিন্দু তাপসেরা পৃথিবীতে একাগ্র চিত্তে উপাসনা উপবাস করিতে মহাপরিশ্রান্ত হইয়া থাকে, কিন্তু খোদাতায়ালার প্রতি কলঙ্কমূলক কথা আরোপ করার জন্য ও শেষ প্রেরিত মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর অনুসরণ না করার জন্য তাহাদের সমস্ত কষ্ট বৃথা হইবে এবং (কেয়ামতে) মহানলে নিক্ষিপ্ত হইবে।

অপর একদল টিকাকার উক্ত তিনটি আয়তের অর্থে বলেন একদল লোক পরকালের চিন্তা ত্যাগ করিয়া পার্থিব সুখ সম্ভোগের ও অর্থ সম্ভ্রম লাভের জন্য মহা চেষ্টা করিয়া ক্লান্ত হইয়াছিল, তাহারা পরকালে লাঞ্ছিত ও মহানলে দগ্ধীভূত হইবে।

৫। টিকাকারেরা বলেন; দোজখের আগ্নেয় বায়ুর উত্তাপ ধর্ম-দ্রোহিদের দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া তৃষ্ণার সৃষ্টি করিবে, অগত্যা তাহারা 'পিপাসা' 'পিপাসা' করিয়া মহা চীৎকার করিতে থাকিবে, সেই সময় তাহাদিগকে অত্যন্ত উষ্ণ প্রস্রবনের পানি পান করান হইবে। যদি ঐ পানির এক বিন্দু পর্ব্বতের উপর পতিত হয়, তবে উহা বিগলিত হইয়া যাইবে। যে সময় উহা তাহাদের মস্তকের উপর ঢালিয়া দেওয়া হইবে, তখনই

তাহাদের উপর ওষ্ঠ স্ফীত হইয়া মস্তক পর্য্যন্ত এবং নিম্ন ওষ্ঠ স্ফীত হইয়া নাভি পর্য্যন্ত লম্বা হইয়া পড়িবে। উহার কিছু অংশ উদরে প্রবেশ করা মাত্র শরীরস্থ মাংস বিয়াল্লিশ হস্ত স্ফীত হইয়া যাইবে এবং আঁৎড়িগুলি ছিন্ন বিছিন্ন হইয়া বাহির হইয়া পড়িবে।

৬। আগ্নেয় বায়ু ও উত্তপ্ত পানির তাপ ধর্ম্মদ্রোহিদের অন্তরে প্রবেশ করিয়া ক্ষুধার যন্ত্রনা বৃদ্ধি করিবে। তাহারা সহস্র বৎসরের ক্ষুধার যন্ত্রনায় মহাকষ্ট ভোগ করিবে। হজরত বলিয়াছেন, 'সেই সময়ে ধর্ম্মদ্রোহীরা কেবল ক্ষুধার যন্ত্রনাকেই দোজখের সমস্ত যন্ত্রনার তুল্য অনুভব করিবে। তাহারা 'ক্ষুধা' 'ক্ষুধা' করিয়া সহস্র বৎসর চীৎকার করার পরে, তাহাদিগকে খাদ্য স্বরূপ 'জরি' প্রদান করা হইবে।' টিকাকারেরা বলিয়াছেন, 'এক প্রকার কণ্টকময় শুষ্ক তৃণকে 'জরি' বলা হয়, উহাতে কালকূট আছে। দোজখের মধ্যে উক্ত তৃণের ন্যায় এক প্রকার কন্টকময় খাদ্য হইবে, উহা মাকাল ফল অপেক্ষা অধিক কটু, এবং গলিত মৃতদেহ হইতে অধিক দুর্গন্ধযুক্ত এবং অগ্নি অপেক্ষা অধিক উত্তপ্ত হইবে।'

৭। কোরেশগণ 'জরি' তৃণের কথা শ্রবণ করিয়া বলিতে লাগিল, 'আমাদের উষ্ট্র সকল উহা ভক্ষন করিয়া পরিপুষ্ট হইয়া থাকে।' তদুত্তরে খোদাতায়ালা বলিলেন, 'দোজখের 'জরি' শরীরের পুষ্টি সাধন করে না এবং ক্ষুধা নিবারণ করে না।' তং কবির, আজিজি রুহোল মায়ানি ও এবনে কছির।

তৎপরে খোদাতায়ালা বেহেশতীদিগের অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন।

(৮) وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ ۙ (৯) لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ۙ

(১০) فِيْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۙ (১১) لَا تَسْمَعُ فِيْهَا لَاغِيَةً ۙ

(১২) فِيْهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ۙ (১৩) فِيْهَا سُرُرٌ مَّرْفُوْعَةٌ ۙ

(১৪) وَّاَكْوَابٌ مَّوْضُوْعَةٌ ۙ (১৫) وَّنَمَارِقُ مَصْفُوْفَةٌ ۙ

(১৬) وَّزَرَابِيُّ مَبْثُوْثَةٌ ۙ

৮। সেই দিবস অনেক মুখ সহর্ষ (অন্যার্থে সৌন্দর্য্যশালী বা সম্পদশালী) হইবে; ৯। স্বীয় চেষ্টার জন্য প্রসন্ন হইবে: ১০। সমুন্নত বেহেশতের মধ্যে থাকিবে; ১১। তথায় উহারা প্রলাপোক্তি শ্রবণ করিবে না; ১২। তথায় প্রবাহিত প্রস্রবণ আছে, ১৩। তথায় উচ্চ আসন সকল আছে; ১৪। এবং তথায় নিয়মিত রূপে) ১৫। এবং (তথায়) শ্রেণীবদ্ধ শিরোধান বালিশ সকল আছে; ১৬। এবং (তথায়) বিস্তারিত কোমল শয্যা সকল আছে।

টিকা :—

৮। বেহেশতিগণ বেহেশতের অসীম সম্পদ লাভ করিয়া এরূপ আনন্দিত হইবেন যে, তাঁহাদের মুখমণ্ডলে স্ফূর্ত্তি পরিলক্ষিত হইবে বা তাহাদের মুখমণ্ডল সৌন্দর্য্যশালী হইবে।

৯। তাঁহারা পৃথিবীতে সৎকার্য্য সম্পাদনের জন্য যে মহাকষ্ট স্বীকার করিয়াছিলেন, বেহেশতের মধ্যে তাঁহার প্রতিদান এবং সুফল প্রাপ্ত হইয়া মহানন্দ লাভ করিবেন।

তাঁহারা অত্যুচ্চ বেহেশতে স্থান লাভ করিবেন, কিম্বা বেহেশতের মধ্যে অত্যুচ্চ পদ লাভ করিবেন। এমাম আতা

বলিয়াছেন, বেহেশতের একটি শ্রেণী অন্য শ্রেণী হইতে এত উচ্চ, যেরূপ পৃথিবী হইতে আকাশ উচ্চ।

১১। তাঁহারা বেহেশতের মধ্যে মিথ্যা কথা, অযথা অপবাদ, কটুক্তি অথবা ধর্ম্মদ্রোহিতামূলক কথা শ্রবণ করিবেন না। তাঁহারা তথায় মহাসম্পদ লাভ করিয়া খোদাতায়ালার সুখ্যাতি প্রকাশ করিবেন এবং পরস্পরে ছালাম করিবেন। তাঁহাদের হৃদয়-সমুদ্রে তত্ত্বজ্ঞানের মহাস্রোত প্রবাহিত হইবে। তাঁহারা তাহাই প্রকাশ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের আনন্দ বর্দ্ধন করিবেন।

কোন কোন টিকাকার আয়তটীর এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন, 'তুমি তথায় প্রলাপোক্তি শ্রবণ করিবে না।' ইহা হজরত নবি করিমের কিম্বা প্রত্যেক শ্রোতাকে বলা হইয়াছে।

১২। তথায় তাঁহাদের জন্য বহু প্রস্রবণ প্রবাহিত হইবে। দুগ্ধ, সুরা, মধু ও বিশুদ্ধ পানি এই চারি প্রকার প্রস্রবণ হইবে। হাদিছে বর্ণিত হইয়াছে,—বেহেশতের প্রস্রবণ সকল মৃগনাভির পর্বত সমূহের নিম্নদেশ হইতে প্রবাহিত হইয়া বেহেশতীদের নিকট পৌঁছিবে। কাফ্‌ফাল বলিয়াছেন, 'একটি প্রস্রবণ বেহেশতীদের ইচ্ছামত যথা তথা উহার উপর দিয়া প্রবাহিত হইবে।' মোকাতেল বলিয়াছেন, 'একটি পানির প্রস্রবণ এক বৃক্ষের মূল হইতে প্রবাহিত হইবে, যে ব্যক্তি একবার উহা পান করিবে, তাহার হৃদয় দ্বেষ হিংসা ইত্যাদি কলুষিত স্বভাব হইতে সম্পূর্ণ পবিত্র হইবে।

১৩। বেহেশতের মধ্যে অত্যুচ্চ আসন সকল হইবে। হজরত এবনে আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, উহা স্বর্ণের আসন হইবে এবং বহুমূল্য রত্নদ্বারা মণ্ডিত হইবে। যে সময়ে কোন বেহেশতী উহার উপর উপবেশন করিতে ইচ্ছা করিবেন, উহা নত হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবে। তৎপরে উহা শূন্যমার্গে উড্ডীয়মান

হইবে, তাঁহারা উহার উপর উপবেশন করতঃ খোদাতায়ালার প্রদত্ত রাজ্য ও ঐশ্বর্য্য দর্শন করিবেন।

১৪। স্বর্ণ রৌপ্য কিম্বা রত্ন হইতে গঠিত সোরাহি সকল প্রস্রবণের উভয় তীরে স্থাপিত হইবে ; তাঁহারা উহা পান করিবার ইচ্ছা করিলে, পানি বা সুরায় পরিপূর্ণ হইয়া তাঁহাদের আসনে বা স্থানে উপস্থিত হইবে।

১৫। তথায় বালিশ সকল সারি সারি ভাবে রাখা হইবে।

১৬। তথায় মূল্যবান অতি কোমল শয্যা সকল বিস্তৃত থাকিবে।

(১৭) أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ (১৮) وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ (১৯) وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ (২০) وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ

১৭। অনন্তর তাহারা কি উষ্ট্র সকলের দিকে নিরীক্ষণ করে না যে কিরূপে তাহারা সৃষ্ট হইয়াছে ? ১৮। এবং আকাশের দিকে কিরূপে উহা উন্নত করা হইয়াছে ? ১৯। এবং পর্বত সকলের দিকে কিরূপে উহা দৃঢ়বদ্ধ (অন্যার্থে স্থাপিত) করা হইয়াছে ?

২০। এবং ভূখণ্ডের দিকে কিরূপে উহা বিস্তারিত করা হইয়াছে ?

টিকা ;

১৭—২০। যে সময়ে এই ছুরায় বেহেশত ও দোজখের অবস্থা উল্লিখিত হয়, সেই সময়ে ধর্ম্মদ্রোহিরা বিদ্রূপভাবে বলিতে

লাগিল, হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) দোজখীদের অগ্নিময় বাসস্থান ও যন্ত্রনাদায়ক পানাহারের বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন যে, তাহারা কখনও মৃত্যুর আস্বাদ প্রাপ্ত হইবে না ; কিন্তু এরূপ বর্ণনাতীত যাতনায় কোন মনুষ্য বা জীবের জীবন ধারণ করা একান্ত অসম্ভব। আরও তিনি বেহেশতের বর্ণনায় প্রকাশ করিয়াছেন যে, তথাকার অধিবাসিগণ সমুন্নত আসনের উপর উপবেশন করিবেন ; তাঁহারা বারম্বার এইরূপ আরোহণ ও অবতরণ করিতে থাকিলে মহাকষ্টে পতিত হইবেন। এইরূপ আসনের উপর পরিপূর্ণ পানপাত্র, বহু সংখ্যক উপাদান ও কোমল শয্যার স্থান সঙ্কুলন কিরূপে হইবে ? এবং উক্ত পানপাত্র সকল গড়াইয়া পড়িলে, সমস্ত শয্যা আর্দ্র হইয়া যাইবে। খোদাতায়ালা তাহাদের উক্তি সমূহের প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছেন যে, বেহেশত দোজখ এবং উভয়ের অধিবাসী-দের দৃষ্টান্ত নিম্নোক্ত বস্তুর মধ্যে বর্ত্তমান রহিয়াছে :—

প্রথম—তোমরা উষ্ট্র জাতির দিকে দৃষ্টিপাত কর, উহারা বৃহদাকার হওয়া সত্বেও এরূপ বশীভূত যে, একটি বালক নাসিকায় রজ্জু দিয়া উহাদিগকে যথা তথা লইয়া যাইতে পারে। এই জন্তু সকল অধিকাংশ সময় এরূপ উত্তপ্ত দেশ ও মরুভূমিতে অবস্থিত করে যে, উহা উত্তপ্ত বায়ু, সূর্য্যের প্রচণ্ড তাপে অগ্নিবৎ হইয়া থাকে, উহারা অনেক দিবস পানি ব্যতিরেকে জীবন ধারন করিতে পারে এবং উষ্ণ পানি ও কন্টক খাদ্য ইত্যাদি ভক্ষণ করে ; ইহা সত্বেও উহারা অধিক পরিমাণ ভার বহন করিতে,, পর্বতের উপর আরোহন করিতে, উহার উর্দ্ধদেশ হইতে নিম্নদেশে অবতরণ করিতে এবং কর্দ্দমযুক্ত পথ অতিক্রম করিতে পারে ; অথচ বহুকাল জীবিত থাকে। ইহা দোজখিদের বহু যন্ত্রণা ভোগ করা সত্বেও জীবিত থাকিবার দৃষ্টান্ত। উহাদের পৃষ্ঠদেশ একখানি উচ্চ আসনের তুল্য, যে সময় কোন আরোহী উহার উপর আরোহণ

করিতে ইচ্ছা করে, অবনত হইয়া তাহাকে পৃষ্ঠের উপর স্থান দেয়, ইহা বেহেশতের উচ্চাসনের দৃষ্টান্ত। উহাদের চারটি দুগ্ধপূর্ণ স্তন বেহেশতের পূর্ণ পানপাত্র ও প্রস্রবণের দৃষ্টান্ত। উহাদের শরীরে লোম, উপাদান ও শয্যার দৃষ্টান্ত।

দ্বিতীয়, — উচ্চ আকাশের দিকে লক্ষ্য কর, উহা পরিভ্রমণশীল হওয়ার একপার্শ্ব উন্নত এবং দ্বিতীয় পার্শ্ব অবনত হইতে থাকে। ইহা বেহেশতের উন্নত আসনের অবনত হওয়ার দৃষ্টান্ত। আকাশস্থিত অসংখ্য নক্ষত্র উহার আবর্ত্তন সত্বেও স্থানচ্যুত হইয়া ভূ-পতিত হয় না, ইহা বেহেশতের পানিপূর্ণ পাত্রের স্থানচ্যুত না হইবার দৃষ্টান্ত। উহা হইতে দৈত্য শয়তানের উপর উল্কাপাত হওয়া দোজখিদের শাস্তি প্রাপ্তির দৃষ্টান্ত।

তৃতীয়,—পর্বতের দিকে দৃষ্টিপাত কর, উহা প্রবল ঝটিকা, ভূমিকম্প ও বারিপাতে স্থানচ্যুত হয় না, ইহা বেহেশতের অচল পানিপাত্র সমুহের দৃষ্টান্ত। উহার প্রস্রবণ সকল, পরিচ্ছন্ন প্রস্তর সকল ও তৃণ সকল বেহেশতের প্রস্রবণ, আসন, শিরোধান ও শয্যার দৃষ্টান্ত

চতুর্থ,—ভূখণ্ডের দিকে নিরীক্ষণ কর, উহা বহু ভাগে বিভক্ত হইয়াছে, উহার পুষ্প সকল বিস্তারিত আছে, ইহা বেহেশতের সারি সারি বিস্তারিত শিরোধান ও শয্যার তুল্য।

(٢١) فَذَكِّرْ ۚ إِنَّمَآ أَنْتَ مُذَكِّرٌ ۝ (٢٢) لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ ۝ (٢٣) إِلَّا مَنْ تَوَلّٰى وَ كَفَرَ ۝ (٢٤) فَيُعَذِّبُهُ اللّٰهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ ۝ (٢٥) إِنَّ إِلَيْنَآ إِيَابَهُمْ ۝ (٢٦) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ۝

২১। অনন্তর তুমি উপদেশ প্রদান কর, তুমি কেবল উপদেষ্টা ; ২২। তুমি তাহাদের প্রতি পরাস্ত (অন্যার্থে বল প্রয়োগকারী) নও ; ২৩। কিন্তু যে ব্যক্তি পরান্মুখ এবং ধর্ম্মদ্রোহী হইয়াছে , ২৪। অনন্তর খোদাতায়ালা তাহাকে মহা শাস্তিতে শাস্তি প্রদান করেন। ২৫। নিশ্চয় আমার দিকে তাহাদের প্রত্যাবর্ত্তন ; ২৬। তৎপরে নিশ্চয় আমার নিকট তাহাদের বিচার নিষ্পত্তি। (১), ২৬ আঃ।

টিকা :—

২১—২৪। খোদাতায়ালা হজরতের সান্ত্বনার জন্য বলিতেছেন যে, আপনি কেবল উপদেষ্টা, উপদেশ প্রদান করাই আপনার কার্য্য আপনি তাহাদের প্রতি পরাক্রান্ত নহেন যে, তাহাদিগকে ইসলাম গ্রহণে বল প্রয়োগ করিবেন ; সুতরাং আপনি বারম্বার উপদেশ দিতে থাকুন, কিন্তু যে ব্যক্তি আপনার উপদেশ পালনে বিমুখ হইয়া ধর্ম্মদ্রোহিতা প্রকাশ করিবে, আপনি তাহাকে উপদেশ দিতে কষ্ট স্বীকার করিবেন না। তৎপরে খোদাতায়ালা তাহাকে মহাশাস্তিতে নিক্ষেপ করিবেন।

আয়ত কয়েকটির এইরূপ মর্ম্ম হইতে পারে, —'আপনি লোককে উপদেশ দিতে থাকুন, আপনার কার্য্য উপদেশ প্রদান করা। আপনি তাহাদের প্রতি বলপ্রয়োগকারী নহেন। যে ব্যক্তি আপনার উপদেশ হইতে বিমুখ ও ধর্ম্মদ্রোহী হইবে, খোদাতায়ালা তাহাকে পরকালে কঠিন শাস্তি প্রদান করিবেন।

২৫—২৬। তৎপরে খোদাতায়ালা বলিয়াছেন, 'নিশ্চয় ধর্ম্মদ্রোহিরা কেয়ামতে পুনর্জ্জীবিত হইয়া আমার নিকট উপস্থিত হইবে এবং আমিই ধর্ম্মদ্রোহিতার বিচার করিব, কিম্বা তাহার মৃত্যুর পর গোরের শাস্তিতে নিক্ষিপ্ত হইবে এবং তৎপরে কেয়ামতে বিচারান্তে দোযখে নিক্ষিপ্ত হইবে।'

টিপ্পনী :

বাবু গিরিশচন্দ্র সেন উক্ত ছুরার ২ আয়তের خَاشِعَةٌ শব্দের অনুবাদে 'বিমর্ষ' লিখিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃত অনুবাদ 'নত' কিম্বা 'লাঞ্ছিত' হইবে।

তিনি তৃতীয় আয়তের ভ্রমাত্মক অনুবাদ করিয়াছেন, তাহার অনুবাদ এই ; —'(নরকের) কর্মচারিগণ পরিশ্রম করিবে।' এস্থলে প্রকৃত অনুবাদ এইরূপ হইবে।—'(উক্ত মৃত সকল) কার্য্যকরী পরিশ্রমী হইবে।'

তিনি ৯—১০ আয়তের অনুবাদে লিখিয়াছেন ;—'উন্নত স্বর্গে আপন (সৎকার্য্যের) যত্নে সন্তুষ্ট থাকিবে।' কিন্তু এস্থলে এরূপ অনুবাদ হওয়াই উত্তম, 'আপন যত্নের জন্য সন্তুষ্ট থাকিবে, উন্নত স্বর্গে থাকিবে।'

১৭ আয়তে 'উষ্ট্রের' স্থলে 'উষ্ট্র সকলের' হইবে। মৌলবী আব্বাস আলি সাহেব ৫ আয়তে عَيْنٍ آنِيَةٍ এর অনুবাদে লিখিয়াছেন—'খোলতা লহর' 'খোলতা' উর্দ্দু শব্দ, উহার অর্থ উত্তপ্ত ; এস্থলে উত্তপ্ত প্রস্রবণ' লেখা উচিত ছিল।

তিনি ৭ আয়তের অনুবাদে لَا يُسْمِنُ শব্দের অনুবাদে লিখিয়াছেন ; 'শরীরকে মোটা করিবে না।' কিন্তু উহার অর্থ পরিপুষ্ট করিবে না।' কাজেই 'শরীরকে' শব্দটি বন্ধনীর মধ্যে লেখা উচিত ছিল।

তিনি এই আয়তের وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ শব্দগুলির অনুবাদ লেখেন নাই। সম্পূর্ণ আয়তের অনুবাদ এইরূপ হইবে,—(তাহা শরীরের) পুষ্টি সাধন করে না এবং ক্ষুধা নিবারণ করে না।'

তিনি ৯—১০ আয়তের অনুবাদে লিখিয়াছেন,—'আপন কার্য্য বিষয় সন্তুষ্ট থাকিবে। উচ্চ জান্নাতের মধ্যে।' এস্থলে এরূপ লেখা উচিত ছিল,—'আপনার চেষ্টার জন্য সন্তুষ্ট থাকিবে; উচ্চ বেহেশতের মধ্যে থাকিবে'।

তিনি ১৭ আয়তের الْإِبِلِ এর অর্থ 'উট' ও ১৯ আয়তের

الْجِبَالِ এর অর্থ 'পাহাড়' লিখিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃত অর্থ 'উট সকল' এবং 'পাহাড় সকল' হইবে।

তিনি ২৪ আয়তে লিখিয়াছেন,—কঠিন শাস্তি করিবেন, কিন্তু এস্থলে 'কঠিন শাস্তিতে শাস্তি করিবেন,' লেখা উত্তম।

কাদিয়ানি মিষ্টার মোহম্মদ আলি সাহেব ও তাঁহার মতাবলম্বিগণ ২১৭ আয়তের ابل 'এবেল' শব্দের অর্থ' মেঘমালা' লিখিয়াছেন যদিও অভিধানে 'এবেল' শব্দের এক অর্থ মেঘ বলিয়া লিখিত আছে, কিন্তু এস্থলে বিশ্বাসযোগ্য তফছিরকারগণের মতে উহার অর্থ উট, এজন্য আমরা তাঁহাদের মতের সমর্থন করিতে পারিলাম না।

———

সুরা ফজর [৮৯]

মক্কা শরিফে অবতীর্ণ, ৩০ আয়ত, ১ রুকু।

এই ছুরা অবতীর্ণ হইবার কারন এই যে, এক সময় ধর্ম্মদ্রোহিরা বলিতে লাগিল যে, মনুষ্যের সদসৎ কার্য্যকলাপের প্রতিফল প্রদান করা খোদাতায়ালার অভিপ্রেত নহে। প্রেরিত পুরুষগণ ও উপদেষ্টাগণ যে নেকিবদির বিচারের জন্য পরজগতের বিষয় উল্লেখ করেন, ইহা একেবারেই অমূলক মত, কারণ খোদাতায়ালা

সর্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান ; যদি তিনি নেকির প্রতি সন্তুষ্ট ও বদির প্রতি অসন্তুষ্ট হইতেন; তবে কেয়ামতের প্রতীক্ষা না করিয়া ইহজগতেই কেন সৎলোকদিগকে বহু সম্পদশালী ও অসৎলোকদিগকে মহা বিপদগ্রস্ত করেন না? খোদাতায়ালা সেই সময়ে এই ছুরা অবতারণ করিয়াছিলেন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সর্বপ্রদাতা দয়ালু খোদাতায়ালার নামে (আরম্ভ করিতেছি)

(١) وَالْفَجْرِ ۙ (٢) وَلَيَالٍ عَشْرٍ ۙ (٣) وَّالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ۙ (٤) وَالَّيْلِ اِذَا يَسْرِ ۚ (٥) هَلْ فِيْ ذٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِيْ حِجْرٍ ۗ

১। প্রাতঃকালের শপথ ; ২। ও দশ রাত্রের শপথ ; ৩। যুগ্ম ও অযুগ্মের শপথ ; ৪। ও রাত্রির শপথ যে সময়ে উহা উপস্থিত হয় (অন্যার্থে শেষ হয়)। ৫। ইহাতে কি বুদ্ধিমানের পক্ষে (যথেষ্ট) শপথ আছে?

টিকা ;—

১। খোদাতায়ালা প্রথমে প্রাতঃকালের শপথ করিয়াছেন; ঐ সময়ে রাত্রি শেষ হয়, আলোক প্রকাশিত হয় এবং মনুষ্য; ভূচর ও খেচর সমস্ত জীব চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া আহার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হয়, ইহা কেয়ামতের মনুষ্যের গোর ভেদ করিয়া জীবিত হইবার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কোন টিকাকার বলেন যে, খোদাতায়ালা প্রাতঃকলের নামাজের শপথ করিয়াছেন, কারণ ঐ সময়ে রাত্রি ও

দিবসের লেখক ফেরেশ্‌তাগণ সমবেত হন। কেহ কেহ হজ্জের প্রাতঃকাল, ঈদের প্রাতঃকাল বা মহর্‌রমের প্রাতঃকাল অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন।

২। হজরত এব্‌নে আব্বাছ, এবনো জোবাএর ও মোজাহেদ (রাঃ) বলেন, খোদাতায়ালা এই আয়তে জেলহজ্জ মাসের প্রথম দশ রাত্রির শপথ করিয়াছেন। উক্ত রাত্রিসমূহে হজ্জযাত্রীগণ জগতের চতুর্দ্দিক হইতে হজ্জ-ব্রত সম্পাদন ও কা'বাগৃহ প্রদক্ষিণ (তওয়াফ) উদ্দেশ্যে মক্কাশরিফে বা উহার চারি প্রান্তে সমবেত হইয়া থাকেন। ছহিহ বোখারিতে বর্ণিত আছে যে খোদাতায়ালা জেলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিবসের সৎকার্য্যকে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পছন্দ করেন। আর একদল টিকাকার উহার অর্থে বলেন, 'খোদাতায়ালা রমজান মাসের শেষ দশ রাত্রির শপথ করিয়াছেন; কারণ উহার মধ্যে কদরের রাত্রি আছে।' স্বয়ং হজরত উক্ত কয়েক রাত্রি জাগরণ করিতেন এবং আপন পরিজনকে নামাজ পাঠ করিতে আদেশ করিতেন।

কোন কোন টীকাকার বলেন, 'খোদাতায়ালা মহরম মাসের প্রথম দশ রাত্রির শপথ করিয়াছেন; উহাতে আশুরার পবিত্র দিবস আছে।'

একদল টীকাকার বলেন যে, খোদাতায়ালা বৎসরের বিভিন্ন দশরাত্রির শপথ করিয়াছেন, রমজানের শেষ বিজোড় পাঁচ রাত্রি, যাহাতে কদর হইবার সম্ভাবনা আছে,—দুই ঈদের রাত্রি, আরফার এক রাত্রি, ২৭শে রজব মেরাজের রাত্রি এবং ১৫ই সাবান—বরাতের রাত্রি।

৩। এই আয়তে খোদাতায়ালা জোড় ও বিজোড় বস্তুর শপথ করিয়াছেন। টিকাকারেরা উহার বহু প্রকার অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, এস্থলে তন্মধ্যে কতকগুলি লিখিত হইতেছে;—জোড় কোরবাণীর

দিবস এবং বিজোড় আরফার দিবস ; জোড় হজরত আদম (আঃ) ও জননী হজরত হাওয়া (আঃ), বিজোড় খোদা ; জোড় সমস্ত জীব ও জড়জগৎ এবং বিজোড় তাহাদের সৃষ্টিকর্ত্তা খোদাতায়ালা ; জোড়, আছর, জোহর, এশা ও ফজরের নামাজ এবং বিজোড় মগরেবের নামাজ ; জোড় অষ্ট বেহেশ্‌ত ও বিজোড় সপ্ত দোজখ জোড় মনুষ্যের গুণাবলী ; জ্ঞান, অজ্ঞানতা, ক্ষমতা, অক্ষমতা, ইচ্ছা, অনিচ্ছা, জীবন মরণ ইত্যাদি এবং বিজোড় খোদাতায়ালার গুণাবলী • যথা—সর্বদা স্থায়ী হওয়া অবিনশ্বর হওয়া, সর্ব্বজ্ঞ হওয়া এবং মহিমান্বিত হওয়া ইত্যাদি ; জোড় রাত্রি দিবস এবং বিজোড় কেয়ামতের দিবস ; কারণ উহার রাত্রি হইবে না, জোড় দ্বাদশ রাশি ও বিজোড় সপ্ত গতিশীল গ্রহ জোড় যে মাস ৩০ দিবসে হয় ও বিজোড় যে মাস ২৯ দিবসে হয় ; জোড় শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং বিজোড় মানবের হৃদয় ; জোড় ওষ্ঠদ্বয় ও বিজোড় রসনা ; জোড় দুইটি ছেজদা এবং বিজোড় এক রুকু ; জোড় বেহেশতের অষ্ট দ্বার এবং বিজোড় দোজখের সপ্ত দ্বার ; জোড় ২, ৪, ৬ প্রভৃতি যুগ্ম সংখ্যা এবং বিজোড় ১, ৩, ৫ ইত্যাদি অযুগ্ম সংখ্যা এবং জোড় হজরত মুছার দ্বাদশটি প্রস্রবণ ও বিজোড় তাঁহার নয়টি অলৌকিক শক্তি।

৪। যে সময়ে রাত্রি উপস্থিত হয় ও জগৎ অন্ধকারময় হয় এবং মনুষ্যেরা গুপ্ত কার্য্য সমাধা করিতে রত হয়, কিম্বা যে সময়ে উহা শেষ হয় এবং জগৎ আলোকময় হয় ; খোদাতায়ালা সেই রাত্রির শপথ করিয়াছেন। কেহ কেহ এই রাত্রির অর্থ আরফার দিবাগত মোজদালেফায় থাকিবার রাত্রি লইলেও অধিকাংশ টিকাকারের মতে উহা ধারণ রাত্রি। খোদাতায়ালা উক্ত বস্তু সমূহের শপথ করিয়া বলিতেছেন যে, নিশ্চয় ধর্ম্মদ্রোহিগণ কেয়ামতে শাস্তিগ্রস্ত হইবে।

৫। খোদাতায়ালা কেয়ামতে যে মনুষ্যের সৎ-অসৎ কার্য্যের বিচার করিবেন, তৎসম্বন্ধে তিনি যে কয়েকটি বস্তুর শপথ করিয়াছেন, ইহাই জ্ঞানীগণের পক্ষে যথেষ্ট হইবে।

(৬) أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ (৭) إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ (৮) الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ (৯) وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ (১০) وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ (১১) الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ (১২) فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ (১৩) فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ (১৪) إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ

৬—৭। তুমি কি দর্শন কর নাই (অবগত হও নাই) যে তোমার প্রতিপালক বহু স্তম্ভধারী এরম (অধিবাসী) আ'দের সহিত কিরূপ করিয়াছেন? ৮। (পৃথিবীর) নগরসমূহের মধ্যে যাহার তুল্য সৃষ্ট হয় নাই। ৯। এবং ছমুদ (সম্প্রদায়ের সহিত কি করিয়াছেন?) যাহারা প্রান্তরে বৃহৎ প্রস্তর কর্ত্তন করিয়াছিল। ১০। এবং কীলকসমূহ-বিশিষ্ট ফেরয়াওনের (সহিত কি করিয়াছেন)? ১১। যাহারা নগরসমূহে উদ্ধতাচরণ করিয়াছিল; ১২। অনন্তর উহাতে অধিক পরিমাণউপদ্রব করিয়াছিল,

১৩। তৎপরে তোমার প্রতিপালক তাহাদের উপর শাস্তির কশা নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। ১৪। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক প্রতীক্ষা স্থলে আছেন।

৬—৮। (আ'দ উছের পুত্র; উছ এরমের পুত্র; এরম ছামের পুত্র, ছাম হজরত নূহ (আঃ) এর পুত্র। আ'দ বংশধরদিগকে আ'দ নামে আখ্যাত করা হয়। তাহাদের প্রাচীন দলকে প্রথম আ'দ ও পরবর্ত্তী দলকে শেষ আ'দ বলা হয়। যেরূপ এরম আ'দের পিতামহের নাম এবং সেই আ'দ বংশধরগণকেও এরম নামে অভিহিত করা হয়, সেইরূপ তাহাদের দেশকেও এরম নামে অভিহিত করা হয়। ইহারা দীর্ঘাকার ও মহাবলশালী ছিল এবং এক এক জনে বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড এক এক হস্তে উত্তোলন করিয়া বহু শত্রুর উপর নিক্ষেপ করিয়া তাহাদের নিপাত সাধন করিত তাঁহাদের বংশের মধ্যে সাদ্দাদ ও শদিদ নামে দুইজন প্রবল প্রতাপান্বিত রাজা হইয়াছিল, তন্মধ্যে শদিদ মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, সাদ্দাদ পৃথিবীর অধিপতি হইয়াছিল এবং পৃথিবীর সমস্ত রাজ্য তাহার অনুগত ছিল। সেই কালের যে উপদেষ্টাগণ প্রেরিত পুরুষের তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা মহারাজা সাদ্দাদকে দোজখের ভীতি প্রদর্শন করিলেন ও খোদাতায়ালার উপাসনার (এবাদতের) দিকে আহ্বান করিলেন; তখন সাদ্দাদ বলিতে লাগিল, 'আমি যেরূপ ধন-সম্পদ ও ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াছি, খোদাতায়ালার এবাদতে তদপেক্ষা অধিক কি লাভ হইবে।' তাঁহারা বলিলেন, এই সমস্ত রাজ্য ও ঐশ্বর্য্য অস্থায়ী, কিন্তু খোদা-তায়ালা তদীয় এবাদতের পরিবর্ত্তে সমস্ত পৃথিবী অপেক্ষা উত্তম বেহেশত প্রদান করিবেন।' সাদ্দাদ বেহেশ্তের সমস্ত বিবরণ শ্রবণে বলিল, 'আমি তোমাদের উল্লিখিত বেহেশ্ত লাভের আশা করি না, কারণ আমিও পৃথিবীতে তত্তুল্য একটি বেহেশ্ত প্রস্তুত

করিতে সক্ষম।' তৎপরে সাদ্দাদ এই বেহেশ্‌ত নির্মাণের জন্য সত্রাধিপতি শত জন লোককে নিয়োজিত করিল এবং পৃথিবীর সমস্ত অংশে এইরূপ আদেশ প্রচার করিল যে, যেন সকলে খনি হইতে স্বর্ণ-রৌপ্যের ইষ্টক এবং ভূগর্ভে নিহিত ধনভাণ্ডার সংগ্রহ করিয়া তাহার নিকট প্রেরণ করে। পরে তদাদেশে কর্মচারীগণ আদনের নিকটে কয়েক বর্গমাইল দীর্ঘপ্রস্থ বিশিষ্ট একটি নগরের ভিত্তি স্থাপন করিল; উহার ভিত্তিতে 'সোলায়মানি' প্রস্তরসমূহ স্থাপন করিল। স্বর্ণ, রৌপ্য দ্বারা উহার পরিবেষ্টনকারী প্রাচীর প্রস্তুত করিল, উহার মধ্যে সহস্রটি প্রাসাদ প্রস্তুত করিল; প্রত্যেক প্রাসাদ 'জমর্‌রদ' ও 'ইয়াকুত' (মণি-মুক্তা প্রভৃতি) নির্ম্মিত সহস্র স্তম্ভ দৃঢ় করিল।

নগরের মধ্যে কয়েকটি পয়ঃপ্রণালী এরূপ ভাবে খনন করিল, যাহাতে তৎসমস্তের পানি প্রত্যেক প্রাসাদের নিকট প্রবাহিত হইতে পারে। পয়ঃপ্রণালীর উভয় পার্শ্বদেশ 'ইয়াকুত', মণি, মাণিক্য ও ইমন প্রদেশস্থ কঙ্কর দ্বারা দৃঢ় করিল। পয়ঃপ্রণালীর উভয় তীর বৃক্ষরাজি দ্বারা সজ্জিত করিল। বৃক্ষের কাণ্ড স্বর্ণ দ্বারা, শাখা ও পত্র 'জমর্‌রদ' প্রস্তর দ্বারা ও মুকুল পদ্মরাগ মণি ও মুক্তাদ্বারা নির্ম্মাণ করিল। মৃগনাভি ও অন্যান্য সুগন্ধি দ্রব্য গৃহ ও দোকানের প্রাচীর সমূহে মিশ্রিত করিল। বৃক্ষশ্রেণীর উপর স্বর্ণ, মণি, মাণিক্যের সুন্দর বিহঙ্গম সকল স্থাপন করিল। নগরের চারি পার্শ্বে স্বর্ণ ও মাণিক্যের বৃহৎ বৃহৎ স্তম্ভ স্থাপন করিল। নগরের নানা স্থানে পট্ট নির্ম্মিত শয্যা বিস্তৃত করিল। বহু স্বর্ণ, রৌপ্য নির্ম্মিত পানি পাত্র সকল গৃহসমূহের মধ্যে স্থাপন করিল। দুগ্ধ, সুরা, মধু ও বিশিষ্ট পানির প্রস্রবণ সকল ছিল। স্বর্ণতারের আবরণ সমূহ দ্বারা বাজার ও দোকান-গুলি সজ্জিত করিল। প্রত্যেক রকমের খাদ্যসামগ্রী তথায়

সংগ্রহ করিল। দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে উপরোক্ত ধরণের অপূর্ব নগর প্রস্তুত করিল। তৎপরে শাদ্দাদ ধনাঢ্য দেশের ঐশ্বর্যশালী লোকদিগকে উক্ত নগরে অবস্থিতি করিতে আদেশ প্রচার করিল, এবং একদিন স্বয়ং সগর্বে পারিষদবর্গ ও সৈন্য সামন্তে পরিবেষ্টিত হইয়া উক্ত নগরাভিমুখে যাত্রা করিল এবং প্রথমোক্ত ধার্ম্মোপদেষ্টা-দিগকে বিদ্রূপ করিয়া বলিতে লাগিল, 'তোমরা এইরূপ বেহেশতের জন্য আমাকে এবাদতে বাধ্য করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলে; কিন্তু এক্ষণে আমার শক্তি সামর্থ দর্শন করিলে ত? মহারাজা শাদ্দাদ নগরের সন্নিকটে আগমন করিলে, নগরস্থ অধিবাসিগণ সম্মান প্রদর্শন ও তাঁহার নিকট মণি-মানিক্য ইত্যাদি রত্নসমূহ উপঢৌকনস্বরূপ পেশ করিল। শাদ্দাদ যে সময়ে নগরের তোরণ দ্বারে একখানি পা রাখিল। এবং অন্য পা-খানি দ্বারের বহির্দ্দেশে থাকিতে থাকিতে আকাশ হইতে এরূপ ভীষণ শব্দ ধ্বনিত হইল যে, তদ্দ্বারা আ'দ বংশধরগন বিধ্বস্ত হইল এবং মহারাজা শাদ্দাদ খোদাতায়ালার কোপে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল; নগর দর্শনের মহা খেদ তাহার হৃদয়েই থাকিয়া গেল। অনন্তর সেই অপূর্ব নগর অদৃশ্য হইয়া গেল। কিন্তু কখন কখন অন্ধকার রাত্রে আদানের নিকটবর্ত্তি লোকেরা উহার প্রাচীরের জ্যোতিঃ ও প্রভা অবলোকন করিয়া থাকে।

হজরত আবু-কোলাবা নামক একজন ছাহাবা একটি পলায়িত উষ্ট্রের সন্ধানে উক্ত নগরের নিকট উপস্থিত হইয়া উহার সমুন্নত স্তম্ভ ও প্রাচীরের অপূর্ব জ্যোতিঃ দর্শনে বিমোহিত হন। তৎপরে তিনি উহার মধ্যদেশে প্রবেশ করিয়া জগতের অনুপম প্রাসাদ, বৃক্ষ ও প্রস্রবণ সমূহ দর্শনে বেহেশতের ধারণা করেন, কিন্তু তথায় কোন লোক না থাকায় ভীতি-বিহ্বল হইয়া ত্রস্তভাবে কতকগুলি মণি-মুক্তা ও রত্নাদি লইয়া দামেস্কাভিমুখে

যাত্রা করেন এবং তথায় হজরত মা'বিয়ার নিকট এই সংবাদ প্রকাশ করেন; তিনি তাদনের নিকট উহার স্থান নির্দ্দেশ করেন এবং মণি মাণিক্য রত্নগুলি তাঁহাকে দেখাইলেন। তিনি বিদ্বানমণ্ডলীর নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন যে, পৃথিবীর মধ্যে কি স্বর্ণ-রৌপ্যের নির্ম্মিত কোন নগর আছে? তাঁহারা তদুত্তরে বলিলেন, অবশ্য আছে, কোর্‌আন শরিফে উহাকে পৃথিবীর অতুলনীয় 'এরম নগর' নামে বর্ণনা করা হইয়াছে, কিন্তু উহা মানবের চক্ষু হইতে অদৃশ্য রহিয়াছে। হজরত কা'ব বলিলেন, হজরত নবি করিমের সহচরবৃন্দের মধ্যে এইরূপ লক্ষণ বিশিষ্ট একজন লোক উষ্ট্র সন্ধান উদ্দেশ্যে উক্ত নগরের মধ্যে প্রবেশ করিবেন। তখন হজরত মা'বিয়া (রাঃ) হজরত আবু-কোলাবার মধ্যে উক্ত প্রকার লক্ষণগুলি দর্শন করিয়া বলিলেন, 'ইনি সেই ব্যক্তি।'

কোন গ্রন্থে লিখিত আছে, খোদাতায়ালা হজরত আজরাইল (আঃ) কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'হে আজরাইল, কখন কোন জীবের প্রাণ নাশ করিতে কি তোমার আক্ষেপ হইয়াছিল?' তদুত্তরে তিনি বলিলেন, 'দুই ব্যক্তির প্রাণ নাশ করিতে আমার অতিরিক্ত আক্ষেপ হইয়াছিল। যদি তোমার আদেশ না হইত, তবে আমি তাহাদের উভয়ের প্রাণ নাশ করিতে উদ্যত হইতাম না। তন্মধ্যে একজনের ইতিহাস এই যে, এক সময়ে একখানি নৌকা সাগরগর্ভে নিমজ্জিত হয়, তখন একটি গর্ভবতী স্ত্রীলোক একখণ্ড কাষ্ঠের উপর ভাসমান অবস্থায় যাইতেছিল; হঠাৎ সেই অবস্থায় সে একটী পুত্র সন্তান প্রসব করে। সেই সঙ্কটাবস্থায় উক্ত প্রসূতির প্রাণ বাহির করিতে তাহার আদেশ হইয়াছিল। সেই শিশুটীর অভিভাবক তাহার জননী ব্যতীত অন্য কেহই ছিলন না। শিশুটির সেই অবস্থা

অবলোকন করিয়া আমার হৃদয়ে দারুণ আঘাত লাগিয়াছিল। দ্বিতীয় ব্যক্তির বৃত্তান্ত এই যে, একজন প্রবল পরাক্রমশালী বাদশাহ একটি অতুলনীয় নগর প্রস্তুত করিয়া উহা পরিদর্শন করণেচ্ছায় উক্ত নগরের দ্বারদেশে পদ স্থাপন করা মাত্র তাহার প্রাণ নাশ করিতে তোমার আদেশ হয়, সেই সময়ে তাহার হৃদয়ে যে নিদারুণ বেদনা উপস্থিত হইয়াছিল, তদ্দর্শনে আমিও মর্ম্মান্তিক বেদনা অনুভব করিয়াছিলাম। তখন খোদাতায়ালা বলিলেন, 'হে আজরাইল, তুমি সমুদ্রে ভাসমান যে অসহায় শিশুটির বর্ণনা করিলে, সেই শিশুটির নামই শাদ্দাদ। সেই ব্যক্তিই শাদ্দাদ বাদশাহ। তাহাকে আমি পিতৃমাতৃহীন অবস্থায় প্রতিপালণ করিয়া এক বড় পরাক্রান্ত রাজাধিপতি করি; অবশেষে সে আমার আদেশ লঙ্ঘন পূর্ব্বক অপূর্ব্ব নগর প্রস্তুত করে; তাহার সেই অহঙ্কার ও অবাধাচরণের জন্য আমি তাহাকে বিনষ্ট করি।'

টীকাকারেরা বলেন 'শাদ্দাদের বাল্য-জীবনের ইতিবৃত্ত এই যে শাদ্দাদ নামক শিশুটী সমুদ্রে ভাসমান যে কাষ্ঠের উপর ছিল, উহা বায়ুযোগে সমুদ্রের কূলে উপস্থিত হয়। তখন রজকেরা তাহার মৃত জননীকে গোরে প্রোথিত করিয়া শিশু সন্তানটিকে তাহাদের নেতার নিকট উপস্থিত করিলে, সে ব্যক্তি সন্তানটিকে সুন্দর ও সুলক্ষণ-যুক্ত দর্শন করিয়া পালিত-পুত্র রূপে গ্রহণ করে। শিশু সপ্ত বৎসর বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া এক সময় অন্যান্য বালকদের সঙ্গে ক্রীড়া করিতেছিল। হঠাৎ একজন রাজা সৈন্য সামন্ত সহ সেই পথ দিয়া গমন করিতেছিল। অন্যান্য বালকেরা ভীত-বিহ্বল হইয়া পলায়ন করিল; কেবল শাদ্দাদ নির্ভিক চিত্তে তাহাদিগকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। অবশেষে কয়েকজন পদাতিক পথ পর্য্যাবেক্ষণ করিতে করিতে যাইতে ছিল; তাহাদের মধ্যে একজন

একখণ্ড কাগজে একপ্রকার ছোরমা প্রাপ্তে তাহা পরীক্ষার জন্য শাদ্দাদের চক্ষে দিল। ছোরমাটি এরূপ অলৌকিক গুণসম্পন্ন ছিল যে, ইহাতে তাহার চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া কেল এবং ভূগর্ভনিহিত ধনভাণ্ডার তাহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। তখন সুচতুর শাদ্দাদ ভাণ করিয়া বলিতে লাগিল যে, 'তোমরা আমার চক্ষুদ্বয় অন্ধ করিয়া দিয়াছ, আমি রাজসমীপে ইহার অভিযোগ উপস্থিত করিব।' তৎশ্রবণে তাহারা ভয়ে পলায়ন করিল। শাদ্দাদ ছোরমার কাগজসহ স্বীয় অভিভাবকের নিকট উপস্থিত হইয়া সমস্ত জ্ঞাপন করিল এবং তদুপদেশে শাদ্দাদ অনেক গর্দ্দভ, অশ্ব ও বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীসহ বহু স্থান হইতে প্রচুর ধনরত্ন সংগ্রহ করিয়া আনয়ন করিল। তৎপরে তথাকার অধিবাসিদিগের সাহায্যে তাহাদের দলপতিকে হত্যা করিয়া স্বয়ং দলপতি হইল। তৎশ্রবণে দেশের রাজ্যগণ তাহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। শাদ্দাদ বহু সৈন্য সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধে জয়ী হইল। অবশেষে এত বড় পরাক্রমশালী রাজা হইল যে, পৃথিবীর রাজন্যবৃন্দ তাহার আনুগত্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইল, এই শাদ্দাদই অবশেষে অপূর্ব নগর প্রস্তুত করিয়া প্রাণত্যাগ করে। তঃ আজিজি।

খোদাতায়ালা—৬ আয়তে উক্ত আ'দ বংশের অবস্থা প্রকাশ করিতেছেন,—আয়ত তিনটীর মর্ম্ম এইরূপ হইবে, 'হে মোহাম্মদ (সাঃ), আপনি অবগত আছেন যে, আপনার প্রতিপালক মহাপ্রভু খোদাতায়ালা প্রবল ঝটীকা (বা ভীষণ শব্দ দ্বারা) আ'দ বংশধর দিগকে বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন,—যাহারা এরম নগরের অধিবাসী ছিল ; যে নগরে বহু স্তম্ভবিশিষ্ট অট্টালিকা প্রস্তুত করা হইয়াছিল এবং পৃথিবীতে যে নগরের তুল্য কোন নগর প্রস্তুত হয় নাই, কিম্বা যে স্তম্ভগুলির তুল্য কোন স্তম্ভ প্রস্তুত হয় নাই'

ইহার এই প্রকার মর্ম্মও হইতে পারে, যথা—'আপনি ত

অবগত আছেন যে, আপনার প্রতিপালক খোদাতায়ালা আ'দ এরম বংশধরদিগকে এক ভীষণ শব্দ বা প্রবল ঝটিকা দ্বারা বিনঃ করিয়াছেন—যাহারা দীর্ঘকায় ও মহাবলবান ছিল, কিম্বা যাহারা শিবির স্থাপনের জন্য বহু স্তম্ভ স্থাপন করিত, অথবা যাহারা 'বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা' প্রস্তুত করিয়াছিল এবং যাহাদের তুল্য বলিষ্ঠ ও দীর্ঘকায় কোন জাতি পৃথিবীতে সৃষ্টি হয় নাই।—তঃ কবির।

এমাম এবনো কছির ও আল্লামা আলুছি নিজ নিজ টিকায় লিখিয়াছেন যে, শাদ্দাদের অপূর্ব্ব নগর প্রস্তুত করা, উহার অদৃশ্য হওয়া, হজরত আবু কোলাবার উষ্ট্র সন্ধানে উহার মধ্যে প্রবেশ করা এবং তদ্বিষয়ে হজরতের একটি হাদিস প্রকাশ করা, অকাট্য প্রমাণে প্রমাণিত হয় নাই; যদিও কোন কোন টীকাকার উহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তথাপি উহা বাতীল কথা ভিন্ন আর কিছুই নহে। এমাম এবনে-কছির আরও লিখিয়াছেন, সাধারণ লোকে বলিয়া থাকে যে, উজ নামে হজরত নূহের একটি পুত্র ছিল, সে ৩৩৩৩ গজ লম্বা ছিল, সে মহাপ্লাবনের সময় মৃত্যুমুখে পতিত হয় নাই, ইহাও বাতীল কথা; ইহার কোন ছহিহ প্রমাণ নাই। —তঃ রুহোল মায়ানি ও এবনে কছির।

৯। ছমুদ আ'দ বংশের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিশিষ্ট একটি সম্প্রদায়ের নাম। আ'দ বংশধরগণ বিনষ্ট হওয়ার পর তাহারা 'হেজর' হইতে 'ওয়াদিল কোরা' নামক বিস্তৃত ভূখণ্ড পর্য্যন্ত বাসস্থান নির্দ্ধারণ করে। হেজর নামের (সুরিয়ার) নিকটবর্ত্তী একটি স্থানের নাম এবং ওয়াদেল কোরা আরবের অন্তর্গত একটি শহরের নাম। ওয়াদিল-কোরা পরিমাণে মক্কা শরিফের তুল্য। হজরত নবি করিম (সাঃ) খয়বর অধিকারের পরে উহা অধিকার করেন। তথায় বহু খোর্ম্মা-উদ্যান ও প্রস্রবণ আছে। ছমুদ জাতি প্রস্তর কাটিয়া উক্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডে বহু নগর ও প্রাসাদ প্রস্তুত করে;

নানা প্রকার মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করে এবং প্রতিমা পূজা করিতে থাকে ; এমন কি, হজরত ছালেহ (আঃ) প্রেরিতত্ব (পয়গম্বরী) পদ লাভ করতঃ তাহাদিগকে উপদেশ প্রদান করেন ; কিন্তু তাহারা উক্ত প্রেরিত পুরুষের (পয়গম্বরের) অবাধ্য হওয়ায় খোদাতায়ালার কোপে পতিত হইয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

খোদাতায়ালা উক্ত আয়তে বলিতেছেন, 'হে মোহাম্মদ (সাঃ) আপনি ত 'ওয়াদ' নিবাসী প্রস্তর কর্ত্তনকারী ছমুদ জাতির বিধ্বস্ত হইবার সংবাদ শুনিয়াছেন।'

১০। এই আয়তের মর্ম্ম এই যে, ফেরয়াওনের বহু সৈন্য সামন্ত ছিল ; তাহারা তাম্বু স্থাপন করিত এবং বহু কীলক ব্যবহার করিত, সেই হেতু তাহাদিগকে কীলকধারী বলা হইয়াছে।

দ্বিতীয় এই যে, ফেরয়াওন লোকদিগকে কীলক দ্বারা আবদ্ধ করিয়া শাস্তি প্রদান করিত। হজরত আবু-হোরায়রা (রাঃ) বলিয়াছেন, 'ফেরয়াওন তাঁহার স্ত্রীকে প্রচণ্ড সূর্য্যের উত্তাপে একখণ্ড বৃহৎ প্রস্তরের নিম্নদেশে চারিটি কীলক দ্বারা আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। ইহা সত্বেও ধর্ম্মপরায়ণা স্ত্রীলোকটি ইমান ত্যাগ করেন নাই বা ফেরয়াওনকে খোদা বলিয়া স্বীকার করেন নাই। এই বিপদে সেই নারী-রত্ন আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিয়াছেন, 'হে খোদাতায়ালা ! তুমি আমার জন্য স্বর্গোদ্যানে একটি গৃহ প্রস্তুত কর।' তখন খোদাতায়ালা তাঁহাকে বেহেশতের একটি গৃহ দর্শন করাইয়াছিলেন। এই হেতু ফেরয়াওনকে কীলকধারী বলা হইয়াছে। কেহ কেহ উক্ত আয়তের অনুবাদে লিখিয়াছেন, 'ফেরয়াওন রাজ্য ও সৈন্য সামন্তের অধিকারী ছিল।'

১১। উক্ত তিন দল লোকেরা পাপানুষ্ঠান করিয়াছিল এবং প্রেরিত পুরুষগণের ও বিশ্বাসিগণের প্রতি অবিশ্বাস করিয়াছিল।

১২। তাহারা স্বদেশবাসীদিগকে বিপথগামী করিয়াছিল এবং তাহাদের উপর অত্যাচার করিয়াছিল ;

১৩। সেই হেতু খোদাতায়ালা তাহাদের উপর শাস্তি প্রেরণ করিয়াছিলেন ;—কিন্তু ইহা পরকালের শাস্তির তুলনায় একটি কশাঘাত মাত্র।

১৪। আল্লাহতায়ালা মনুষ্যের প্রত্যেক কার্য্য দেখিতে থাকেন এবং উহার প্রতিফল দিবার প্রতীক্ষায় থাকেন। অসৎলোকেরা অহিত কার্য্যের জন্য মহাশাস্তিতে ধৃত হইবে, কিম্বা তওবা করিয়া মুক্তি পাইবে, আর সজ্জনেরা সৎকার্য্য করিয়া মহা ভাগ্যশালী হইবে। —তঃ আঃ, কঃ।

(১৫) فَاَمَّا الْاِنْسَانُ اِذَا مَا ابْتَلٰهُ رَبُّهٗ فَاَكْرَمَهٗ وَنَعَّمَهٗ ۙ فَيَقُوْلُ رَبِّيْٓ اَكْرَمَنِ ۗ (১৬) وَاَمَّآ اِذَا مَا ابْتَلٰهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهٗ ۙ فَيَقُوْلُ رَبِّيْٓ اَهَانَنِ ۚ

১৫। অনন্তর কিন্তু মনুষ্য যে সময় তাহার প্রতিপালক তাহাকে পরীক্ষা করেন, তাহাকে সম্ভ্রমশালী করেন এবং সম্পদশালী করেন, তখন সে বলে, আমার প্রতিপালক আমাকে সম্ভ্রমশালী করিয়াছেন।

১৬। এবং কিন্তু যে সময় তিনি তাহাকে পরীক্ষা করেন পরে তাহার উপর তাঁহার জীবিকা সঙ্কুচিত করেন, তখন সে বলে, আমার প্রতিপালক আমাকে লাঞ্ছিত করিয়াছেন।

টিকা :—

১৫—১৬। খোদাতায়ালা মনুষ্যকে অর্থ ও সম্মান দান করেন, ইহাতে সে ধারণা করে যে, খোদার নিকট আমি সৌভাগ্যবান।

আর খোদাতায়ালা মনুষ্যকে দরিদ্র করেন ; ইহাতে সে মনে করে যে, আমি খোদাতায়ালার নিকট হতভাগ্য। কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে ইহা বাতিল মত ; বরং ইহা দ্বারা তিনি মনুষ্যের পরীক্ষা করেন।

খোদাতায়ালা মনুষ্যকে অর্থ ও সম্ভ্রম দিয়া পরীক্ষা করেন সে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে কিনা? অর্থের সদ্ব্যয় করে কিনা? খোদাতায়ালার উপাসনা (এবাদত) করে কিনা? দরিদ্র শ্রেণীর প্রতি দয়া প্রকাশ করে কিনা? অহঙ্কারে লিপ্ত হয় কিনা? অবৈধ অর্থ সংগ্রহ করে কিনা? আরও তিনি মনুষ্যকে দরিদ্র করিয়া পরীক্ষা করেন যে, সে ধৈর্য্য ধারণ করে কিনা? খোদাতায়ালার হুকুমের প্রতি সন্তুষ্ট থাকিয়া এবাদতে রত থাকে কিনা? যদি মহৎ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া খোদাতায়ালার এবাদৎ কার্য্যে রত থাকে এবং তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন না করে, অথবা যদি দরিদ্র ব্যক্তি ধৈর্য্য ধারণ করতঃ খোদাতায়ালার আদেশ পালন করিতে রত থাকে, তবে উভয়েই সৌভাগ্যবান, নচেৎ উভয়েই হতভাগ্য।

পার্থিব ঐশ্বর্য্য এবং মান মর্যাদা অথবা দারিদ্র পরকালের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের তুলনায় যেরূপ বারিবিন্দু ও মহাসমুদ্র। এক্ষেত্রে যে ব্যক্তি পরজগতে হতভাগ্য হইবে, যে ইহজগতে মহা-সম্ভ্রান্ত ও সম্পদশালী হইলেও, কখনও সৌভাগ্যবান হইতে পারে না। আর যে ব্যক্তি পরজগতে সৌভাগ্যবান হইবে, সে ইহজগতে মহাদরিদ্র হইলেও হতভাগ্য হইতে পারে না।

যাহারা পার্থিব অর্থ ও সম্ভ্রমের মমতায় নিমগ্ন থাকে, তাহারা সাধারণতঃ খোদাতায়ালার এবাদত ও ধ্যান (জেকর) হইতে বঞ্চিত থাকে। আর যাহারা অর্থ-সম্ভ্রম হইতে বঞ্চিত হয়, তাহারা সাধারণতঃ খোদাতায়ালার উপসনায় ব্রতী হয়। যাহারা সম্পদের

অতিরিক্ত মমতায় জড়িত থাকে, তাহারা মৃত্যুকালে উহা ত্যাগ করিতে মহাযন্ত্রনা অনুভব করে ; আর যাহারা সাধারণভাবে জীবন ধারণ করে, তাহারা মৃত্যুকালে তদ্রূপ যন্ত্রনা ভোগ করে না। যাহারা মহা সম্পদশালী, প্রকৃতপক্ষে তাহারা রাত্রি দিবা অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া মানসিক শান্তি হইতে বঞ্চিত থাকে ; কিন্তু যাহারা শরীরের সুস্থাবস্থায় সাধারণভাবে জীবন ধারণ করে, তাহারা মানসিক শান্তিতে কালযাপন করে. এই হেতু মহা মহা ধর্ম্ম-দ্রোহিগণ সাধারণতঃ সম্পদশালী হয় এবং মহা মহা তাপস (পীর) ও প্রেরিত পুরুষ (নবি) দরিদ্রভাবে জীবন যাপন করিয়া থাকেন। ইহাতে প্রমাণিত হইল যে অর্থ সম্পদ সৌভাগ্যের কারণ নহে, কিম্বা দারিদ্রও দুর্ভাগ্যের কারণ নহে। —তঃ আজিজ ও কবির।

কোন কোন টিকাকার বলেন, 'উপরোক্ত আয়তদ্বয় আতাবা হাবু হোজায়ফা, ওবাই কিম্বা উমাই বেনে-খালাফের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিল।' কেহ কেহ বলেন, 'উক্ত আয়তদ্বয় সাধারণ ধর্মদ্রোহী ব্যক্তিগণের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছে।'

(١٧) كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ ۙ (١٨) وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ۙ (١٩) وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا ۙ (٢٠) وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ۙ

১৭। কথনই না, এবং তোমরা পিতৃহীন সন্তানকে সম্মান করিতেছ না ; ১৮। এবং তোমরা দরিদ্রের আহার দানে উৎসাহ দিতেছ না ; ১৯। এবং তোমরা সম্পূর্ণ ভোগে মৃতের সম্পত্তি

ভোগ করিতেছ ; ২০। এবং তোমরা অতিরিক্ত স্নেহে অর্থের স্নেহ করিতেছ।

টিকা :—

১৭ ২৭। তোমরা এরূপ ধারণা করিও না যে, অর্থ-সম্পদই সৌভাগ্যের লক্ষণ এবং দারিদ্র দুর্ভাগ্যের লক্ষণ ; বরং অর্থ তোমাদের দুর্ভাগ্যের কারণ হইয়াছে, যেহেতু তোমরা উহার সদ্ব্যয় কর না ; উহার দ্বারা পিতৃহীন সন্তানের উপকার কর না এবং দরিদ্র ব্যক্তিকে খাদ্য দান করিতে আদেশ কর না, বা উহার প্রতি উৎসাহ প্রদান কর না এবং মৃতের সম্পত্তি গ্রাস করিতেছ ; উহাতে যে অন্যের সত্ত্ব আছে, তাহা সত্ত্বাধিকারীকে অর্পন কর না ; মৃতের সম্পত্তিতে বৈধ-অবৈধ উভয় প্রকার আছে, কিন্তু তোমরা অবৈধকেও গ্রাস করিতেছ। মৃতের সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া অযথা ভাবে নষ্ট করিতেছ এবং তোমরা অতিরিক্ত অর্থের লোভ করিতেছ, ইহা তোমাদের দুরদৃষ্টের লক্ষণ।—তঃ কবির।

খোদাতায়ালা এই আয়তে পিতৃহীন সন্তানের সাহায্য ও সম্মান করিতে আদেশ করিয়াছেন। হজরত বলিয়াছেন, 'যে ব্যক্তি কোন পিতৃহীন সন্তানের প্রতিপালন করে সে ব্যক্তি বেহেশতের মধ্যে আমার এত সন্নিকট থাকিবে, যেরূপ (হস্তের মধ্যে) মধ্যমা ও তর্জ্জনী অঙ্গুলিদ্বয় সন্নিকট থাকে।'

হজরত আরও বলিয়াছেন, 'যে ব্যক্তি বিধবা বা দরিদ্রের তত্ত্বাবধান করে, সে ব্যক্তি ধর্মযোদ্ধা, সমস্ত রাত্রি জাগরণকারী ও বৎসর ব্যাপী রোজাব্রত সম্পাদনকারীর তুল্য ফল প্রাপ্ত হইবে। মেশকাত।

মৃত ব্যক্তি জীবিতাবস্থায় কাহারও কোন বস্তু বলপূর্বক আত্মসাৎ করিয়াছিল, অথবা কাহারও কোন বস্তু গচ্ছিত

রাখিয়াছিল, যদি উত্তরাধিকারিগণ উক্ত বস্তুর বিষয় অবগত থাকে, তবে মালিককে উহা ফেরত দেওয়া তাহাদের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি প্রত্যেক অংশীকে বণ্টন করিয়া দেওয়া আবশ্যক। উক্ত সম্পত্তিতে নাবালেগের কোন অংশ থাকিলে, উহাতে হস্তক্ষেপ করা মহা গোনাহ্। নাবালেগের অংশ হইতে মৃতের জন্য দান করা সিদ্ধ নহে। সংসারের কার্য্য সম্পন্ন করিতে অর্থ আবশ্যক হইলে উহার অতিরিক্ত ব্যয় করা কর্ত্তব্য নহে।—বঙ্গানুবাদক।

(٢١) كَلَّا اِذَا دُكَّتِ الْاَرْضُ دَكًّا دَكًّا ۙ (٢٢) وَّ جَآءَ

رَبُّكَ وَ الْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ۚ (٢٣) وَ جِايْٓءَ يَوْمَئِذٍ

بِجَهَنَّمَ ۙ يَوْمَئِذٍ يَّتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ وَ اَنّٰى لَهُ الذِّكْرٰى ۗ

(٢٤) يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِىْ قَدَّمْتُ لِحَيَاتِىْ ۚ (٢٥) فَيَوْمَئِذٍ

لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهٗ اَحَدٌ ۙ (٢٦) وَّ لَا يُوْثِقُ وَثَاقَهٗ اَحَدٌ ۗ

২১। কখনই না, যে সময় ভূখণ্ড বার বার চূর্ণ বিচূর্ণ করা হইবে; ২২। এবং তোমার প্রভু (আদেশ কিম্বা কোপ) ও শ্রেণী শ্রেণী ফেরেশ্তাগণ আগমন করিবে; এবং সেই দিবসে দোজখে আনয়ন করা হইবে, সেই দিবস মনুষ্য উপদেশ গ্রহণ করিবে (অন্যার্থে স্মরণ করিবে) এবং কোথায় তাহার পক্ষে উপদেশ গ্রহণ করা (ফলপ্রদ হইবে? অন্যার্থে কোথায় তাহার পক্ষে স্মরণ করা ফলদায়ক হইবে ?) ২৪। সেই (মনুষ্য) বলিবে, আক্ষেপ যদি আমি আপন জীবনের জন্য অগ্রে

(সংকল্প) প্রেরণ করিতাম. ২৫। অনন্তর সেই দিবস কেহ তাহার শাস্তির তুল্য শাস্তি প্রদান করিবে না; ২৬। এবং কেহ তাহার অবরোধের তুল্য অবরোধ করিবে না।

টিকা:—

২১। তোমরা কখনও এরূপ কার্য্য করিও না। কেয়ামতের দিবস ভূমিকম্পে পৃথিবী চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে, পর্বত ও বৃক্ষাদি ভূমিসাৎ হইবে এবং সমস্ত ভূখণ্ড এক সমতল ভূমিতে পরিণত হইবে।

২২। সেই দিবস খোদাতায়ালার আদেশ ও কোপ প্রকাশিত হইবে এবং সপ্ত আকাশের ফেরেশ্‌তাগণ ভূখণ্ডে অবতরণ পূর্বক শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান হইবেন। এমাম রাজি লিখিয়াছেন, 'খোদাতায়ালা আগমন করিবেন.' এস্থলে এরূপ অনুবাদ করা ঠিক নহে, কারণ আগমন করা জীব-জগতের গুণবিশেষ। সুতরাং খোদাতায়ালাকে এরূপ গুণসম্পন্ন জানা বা বলা অসঙ্গত। অতএব এস্থলে এইরূপ অনুবাদ করা ঠিক হইবে,—'খোদাতায়ালার আদেশ কোপ কিম্বা নিদর্শন সকল প্রকাশিত হইবে।'

২৩। সেই দিবস সত্তর সহস্র ফেরেশতা দোজখে সত্তর সহস্র শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া আরশের বাম দিকে উপস্থিত করিবেন। দোজখে দুইশত বৎসরের দূর পথ হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিচার প্রান্তরে নিক্ষেপ করিবে এবং ভয়ঙ্কর শব্দ করিবে—যাহাতে পয়গম্বরগন পর্য্যন্ত ত্রাসে ভূপতিত হইবেন। সেই সময়ে ধর্ম্মদ্রোহী ব্যক্তি নিজের কার্য্য কলাপ আপন আপন আকৃতিতে প্রকাশিত দেখিয়া তৎসমস্ত স্মরণ করিবে, অথবা বলিবে, 'হে খোদা, আমাদিগকে পৃথিবীতে পুনঃ প্রেরণ কর; আমরা তোমার উপদেশ গ্রহণ করিব; কিন্তু ইহাতে কোন উপকার হইবে না।

২৪। সেই সময় ধর্ম্মদ্রোহী ব্যক্তিরা বলিবে, 'হায়, যদি পরকালের জন্য কিছু নেকি সঞ্চয় করিয়া আসিতাম, কিম্বা পার্থিব জীবনে কিছু নেকী সঞ্চয় করিয়া আসিতাম, তবে ভাল হইত।

২৫—২৬। খোদাতায়ালা সে দিবস তাহাদিগকে এরূপ শাস্তি প্রদান করিবেন বা এরূপ বন্ধনে আবদ্ধ করিবেন যে, পৃথিবীতে কেহ তদ্রূপ করিতে সক্ষম হয় নাই—তঃ কবির, এবনে কছির ও রুহোল বায়ান।

(٢٧) يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۝ (٢٨) ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۝ (٢٩) فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ۝ (٣٠) وَادْخُلِي جَنَّتِي ۝

২৭। হে শান্তিপ্রাপ্ত জীবাত্মা; ২৮। তুমি প্রসন্ন মনোনিতাবস্থায় স্বীয় প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন কর, ২৯। অনন্তর তুমি আমার সেবকদের মধ্যে প্রবেশ কর; ৩০। এবং আমার বেহেশ্‌তে প্রবেশ লাভ কর।

টিকা :—

২৭—৩০। এমাম এব্‌নো কছির ও এমাম রাজি বলেন, 'এই আয়তসমূহ হজরত ওছমানের সম্বন্ধে ঐ সময় অবতীর্ণ হইয়াছিল—যে সময় তিনি রুমা নামক কূপ-খনন করাইয়া দিয়াছিলেন।' কেহ বলেন, ইহা হজরত হামজা কিম্বা হজরত জোবা এর (রাঃ) র সম্বন্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে; কিন্তু উহা সাধারণ লোকের জন্য অবতীর্ণ হওয়াই যুক্তিসঙ্গত। এমাম আবু ছউদ বলিয়াছেন যে, ইহা প্রত্যেক শান্তিপ্রাপ্ত আত্মাকে মৃত্যুর সময়, কেয়ামতে গোরে জীবিত হওয়ার সময় এবং বিচারান্তে বেহেশ্‌তে গমনের সময় বলা

হইবে।। এমাম রাজি বলিল, স্বয়ং খোদাতায়ালা উহা বলিবেন, কিম্বা তাঁহার পক্ষ হইতে একজন ফেরেশ্‌তা বলিবেন।

এমাম রাজি বলেন, 'যে আত্মা খোদাতায়ালার প্রতি অকাট্য ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে এবং ইহাতে তাহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই, এবং যে আত্মা ফেরেশ্‌তা কর্ত্তৃক অভয়বাণী শ্রবণ পূর্বক নির্ভিক ও নিশ্চিন্ত হইয়াছে, অথবা যে আত্মা খোদা-তায়ালার জেক্‌রে শান্তিপ্রাপ্ত হইয়াছে, উহাকে শান্তিপ্রাপ্ত আত্মা বলা হয়। আয়তসমূহের মর্ম্ম এই যে; হে শান্তিপ্রাপ্ত জীবাত্মা! তুমি তোমার প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন কর কিম্বা স্বীয় দেহে প্রবেশ কর। তুমি খোদাতায়ালার প্রতি প্রসন্ন এবং তুমি খোদা-তায়ালার নিকট মনোনীত। তুমি আমার নিকটবর্ত্তি সেবকবৃন্দের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়া আমার স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ কর ;—তঃ কবির, এবনে কছির ও আবু ছউদ।

মনুষ্যের জীবাত্মা (নফ্‌ছ) তিন প্রকার, প্রথম পাপোত্তেজক, ইহা কেবল গোনাহ ও ধর্ম্মদ্রোহিতায় উত্তেজনা দান করে, এবং কখনও উহা হইতে বিরত হয় না। ইহা কাফেরদের জীবাত্মা; ইহাকে আরবী ভাষায় 'আম্মারা' বলে।

দ্বিতীয়, ভৎসনাকারী; ইহা গোনাহ করার পরে আপনাকে ভর্ৎসনা করিতে থাকে যে, কেন গোনাহ কার্য্য করিলে? ইহা গোনাহগারদের জীবাত্মা। ইহাকে আরবীতে 'লাওয়ামা' বলে।

তৃতীয়, শান্তিপ্রাপ্ত জীবাত্মা। ইহা খোদাতায়ালার উপাসনা ও রেয়াণে শান্তিপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং তাহা হইতে অসৎকার্য্যের চিন্তা একেবারে দূরীভূত হইয়াছে। ইহা পয়গম্বরগণের জীবাত্মা; ইহাকে আরবীতে 'মোৎমায়েন্না' বলে।

কেহ কেহ বলেন, 'প্রত্যেক জীবাত্মার তিন প্রকার অবস্থা—প্রথম, যে সময় উহা কাম ও ক্রোধের বশীভূত হইয়া ধর্ম্ম ও জ্ঞানের

উপর আধিপত্য বিস্তার করে ; ইহাকে সেই সময় পাপোত্তেজক (আম্মারা) বলে। দ্বিতীয়, যে সময় উহা জ্ঞান ও ধর্মের বশীভূত হইয়া হিতাহিত বুঝিতে সক্ষম হয়, সেই সময় উহাকে ভর্ৎসনাকারী (লাওয়ামা) বলে। তৃতীয়, যে সময় উহা জেকরের জ্যোতিতে প্রভান্বিত হয়, সেই সময় উহাকে শান্তিপ্রাপ্ত (মোৎমায়েন্না) বলে।

এমাম হাছান (রাঃ) বলিয়াছেন, 'প্রত্যেক জীবাত্মা বিচার-দিবসে ভর্ৎসনাকারী হইবে, এই জন্য যে, কেন সে বেশী পরিমাণ নেকি সঞ্চয় করে নাই এবং কেন গোনাহ করিয়াছিল ?

শেখ এছমাইল লিখিয়াছেন, 'যে জীবাত্মা মা'রেফাত ও মোশাহাদার শেষ সীমায় উপস্থিত হইয়া একই ভাবাপন্ন থাকে, তাহাকে শান্তিপ্রাপ্ত জীবাত্মা বলে।' কেহ কেহ বলেন যে, যে জীবাত্মা (সূক্ষ্ম লতিফা) হৃৎপিণ্ডের (কাল্‌বের) জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান হইয়া সমস্ত অসৎ স্বভাব হইতে বিরত হইয়াছে এবং সমস্ত সৎস্বভাব আয়ত্ত করিয়াছে, তাহাকে শান্তিপ্রাপ্ত জীবাত্মা বলে। আয়তসমূহের মর্ম্ম এই যে, হে শান্তিপ্রাপ্ত জীবাত্মা, তুমি 'ফানা ফেল্লাহের' পথে অগ্রসর হও ; 'ছলুক সমাপ্ত করিয়া প্রসন্ন ও খোদাতায়ালার মনোনীত অবস্থায় আমার 'বাকা' প্রাপ্ত সেবকদিগের দলভুক্ত হইয়া 'ফানা' পদ লাভ কর।—তঃ রুহোল বায়ান।

টিপ্পনী ;—

বাবু গিরিশচন্দ্র সেন এই সুরার ১৭ আয়তের يَتِيْم শব্দের অর্থ 'অনাথ' লিখিয়াছেন ; কিন্তু এস্থলে 'পিতৃহীন সন্তান' লেখাই ঠিক। তিনি ও মৌলবী আব্বাছ আলী সাহেব ১৮ আয়তের مِسْكِيْن শব্দের অর্থ 'দরিদ্রদিগকে' লিখিয়াছেন, কিন্তু এস্থলে 'দরিদ্রকে' হইবে। তিনি ২৮ আয়তের مَرْضِيَّة শব্দের অর্থে

'প্রসন্নপ্রাপ্ত' লিখিয়াছেন, কিন্তু এস্থলে 'মনোনীত' লিখিলে ঠিক হইত।

পাঠক। মৌলবী আব্বাছ আলী সাহেবের যে অনুবাদের সমালোচনা করা হইতেছে; ইহা তাঁহার ১৩১৩ সনের মুদ্রিত অনুবাদের সমালোচনা বুঝিতে হইবে। তিনি আট আয়তের অনুবাদে লিখিয়াছেন, 'প্রস্তুত করে নাই' কিন্তু এস্থলে এইরূপ হইলে, 'প্রস্তুত করা হয় নাই।' তিনি ২২ আয়তের অনুবাদে লিখিয়াছেন, 'সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইবে,' এস্থলে এরূপ হইবে, 'সারি সারি আসিবে।'

ذات العماد এর নিম্নোক্ত কয়েকপ্রকার অর্থ হইতে পারে :—

১) বহুস্তম্ভধারী, ২) দীর্ঘাকার, ৩) উচ্চ অট্টালিকাধারী, ৪) মহাশক্তিশালী। এবনো-জরির ও এবনো-কছির প্রথম অর্থটি সমধিক যুক্তিযুক্ত ধারণা করিয়াছিলেন। আ'দ বংশীয় লোকেরা পর্য্যটনশীল জাতি ছিল, এইজন্য তাহারা শিবির স্থাপন করার জন্য বহু স্তম্ভ স্থাপন করিত, এই হিসাবে তাহাদিগকে বহুস্তম্ভধারী বলা হইয়াছে। মৌলবি আকরাম খাঁ সাহেব এস্থলে 'পর্য্যটনশীল' অনুবাদ করিয়াছেন, এস্থলে 'বহুস্তম্ভধারী পর্য্যটনশীল' লিখিলে ভাল হইত। তিনি ৫ম আয়তের قسم শব্দের অনুবাদে 'নিদর্শন' লিখিয়াছেন, এস্থলে 'শপথ' হইবে। তিনি ২২ আয়তের অনুবাদে লিখিয়াছেন, 'তোমার প্রভু আগমন করিবেন।' উহার ভাবার্থ লিখিয়াছেন, 'তোমার প্রভু আত্মপ্রকাশ করিবেন।' এস্থলে এইরূপ ভাবার্থ লেখা সঙ্গত ছিল—'তোমার প্রভুর আদেশ, কোপ বা নিদর্শন প্রকাশিত হইবে।'

সুরা বালাদ। (৯০)

মক্কাতে অবতীর্ণ, ১০ আয়ত, ১ রুকু।

এই ছুরা অবতীর্ণ হইবার কারণ এই যে, কালদা নামক এক জন ধর্ম্মদ্রোহী এইরূপ বলিষ্ঠ ছিল যে, তাহার পায়ের নীচে কোন চর্ম্ম থাকিলে বহু লোক তাহা টানিয়া বাহির করিতে পারিত না; এমন কি চর্ম ছিন্ন হইয়া যাইত। যে সময় হজরত তাহাকে ইসলামের দিকে আহ্বান করেন, সেই সময়ে সে অবজ্ঞাভাবে বলিতে লাগিল যে, আপনি দোজখের ১৯ জন ফেরেশ্‌তার ভয় দেখাইতেছেন, কিন্তু আমি এক বাম হস্ত দ্বারা তাহাদিগকে অবরোধ করিতে পারিব। আর আপনি যে বেহেশ্‌তের উদ্যান, প্রস্রবণ ও রত্ন কাঞ্চনের প্রলোভন দেখাইতেছেন, তৎসমস্তের মূল্য আমার বিবাহ ইত্যাদি আনন্দজনক কার্য্যে ব্যয়িত অর্থের তুল্য হইতে পারে না।' সেই সময় এই ছুরা অবতীর্ণ হয়। উহার মূল মর্ম্ম এই যে, মনুষ্যকে স্বীয় বাহুবল, গৌরব ও সম্মানের জন্য প্রতারিত না হওয়া কর্ত্তব্য; কারণ সে দীর্ঘ জীবনব্যাপী সময়ের মধ্যে যে সমস্ত কষ্ট ও বিপদে পতিত হয়, খোদাতায়ালার সহায়তা ব্যতীত তৎসমস্ত সহ্য করা একান্ত অসম্ভব। অর্থ যদি পরজগতের সঙ্কটস্থলে ফলদায়ক হয়, তবে উহা প্রকৃত সম্পাদ বলিয়া গন্য হইতে পারে, নচেৎ উহা মরিচিকা বা বুদ্‌বুদ ভিন্ন আর কিছু নহে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সর্বপ্রদাতা দয়ালু খোদাতায়ালার নামে (আরম্ভ করিতেছি)।

(١) لَآ اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ ۙ (٢) وَ اَنْتَ حِلٌّ

بِهٰذَا الْبَلَدِ ۙ (٣) وَ وَالِدٍ وَّ مَا وَلَدَ ۙ (٤) لَقَدْ

خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِىْ كَبَدٍ ۞ (٥) اَيَحْسَبُ اَنْ لَّنْ

يَّقْدِرَ عَلَيْهِ اَحَدٌ ۞ (٦) يَقُوْلُ اَهْلَكْتُ مَالًا لُّبَدًا ۞

(٧) اَيَحْسَبُ اَنْ لَّمْ يَرَهٗ اَحَدٌ ۞ (٨) اَلَمْ نَجْعَلْ

لَّهٗ عَيْنَيْنِ ۞ (٩) وَلِسَانًا وَّشَفَتَيْنِ ۞ (١٠) وَهَدَيْنٰهُ

النَّجْدَيْنِ ۞

১। আমি এই নগরের শপথ করিতেছি, ২। বস্তুতঃ তুমি এই নগরের অবতরণ করিয়াছ (অথবা অধিবাসী হইয়াছ), ৩। এবং জনকের ও সে যাহা জন্মদান করিয়াছে তাহার শপথ ; ৪। সত্যই আমি মনুষ্যকে ক্লেশের মধ্যে সৃষ্টি করিয়াছি। ৫। সে কি ধারণা করে যে, কেহ তাহার উপর কখনও ক্ষমতাশালী হইবে না ? ৬। সে বলিতেছে, আমি বিপুল অর্থব্যয় করিয়াছি। ৭। সে কি মনে করে যে, কেহ তাহাকে দর্শন করে নাই ? ৮/৯। আমি কি তাহার জন্য চক্ষুদ্বয় ও এক রসনা এবং অধরদ্বয় প্রদান করি নাই ? ১০। আমি তাহাকে দুইটি পথ (বা স্তনদ্বয়) প্রদর্শন করিয়াছি।

টিকা :—

১২। খোদাতায়ালা মক্কা শরিফের শপথ করিতেছেন। যেহেতু হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) এই নগরের অধিবাসী হইয়াছেন। ইহা সত্বেও উহা মুসলমানদের নিরাপদ স্থান, নামাজের কেবলা হজ করার স্থান, কাবা গৃহ ও মকাম এব্রাহিম সমন্বিত স্থান। এই সমস্ত কারণে তিনি মক্কা শরিফের শপথ করিয়াছেন। ইহাতে

প্রমাণিত হইল যে, হজরত মক্কা শরিফের অধিবাসী হইয়াছেন, এই হেতু উক্ত স্থানের পদমর্য্যাদা বৃদ্ধি হইয়াছে।

কোন কোন টিকাকার দ্বিতীয় আয়তের অর্থে লিখিয়াছেন যে, মক্কা শরিফে যুদ্ধ করা বা লোকের রক্তপাত করা হজরতের পক্ষে বৈধ (হালাল) হইয়াছিল। ইহাতে মক্কা শরিফ জয়ের ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখ হইয়াছে। হজরত বলিয়াছেন, 'খোদাতায়ালা আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকাল হইতে মক্কা শরিফে যুদ্ধ বা রক্তপাত করা অবৈধ (হারাম) করিয়াছেন এবং কেয়ামত পর্য্যন্ত ঐরূপ অবৈধ থাকিবে। আমার পূর্ববর্ত্তী কাহারও পক্ষে বৈধ হয় নাই এবং আমার পরবর্ত্তী কাহারও পক্ষে বৈধ হইবে না, কিন্তু খোদাতায়ালা দিবসের কেবল এক ঘন্টার জন্য উহা আমার পক্ষে বৈধ করিয়াছিলেন। অনন্তর উহার বৃক্ষ কর্ত্তন, কণ্টক উৎপাটন, জন্তু শীকার ও পতিত বস্তু গ্রহণ কাহারও পক্ষে বৈধ হইবে না।' হজরত সেই হেতু উক্ত ঘন্টায় আবদুল্লাহ বেনে খোগাফ্‌ফাল ও মকিছ-বেনে ছাবাবার রক্তপাত করিতে আদেশ দেন।

কোন কোন টীকাকার উহার মর্ম্মে প্রকাশ করেন যে, ধর্ম-দ্রোহিরা মক্কা শরিফে জন্তু শীকার, বৃক্ষ কর্ত্তন বা কাহারও প্রতি উৎপাত করা অবৈধ জানিত, কিন্তু খোদাতায়ালা হজরতকে প্রেরিতত্ব পদে বরণ করা সত্বেও তাহারা হজরতের প্রতি উপদ্রব করা এবং সুযোগ পাইলে, তাঁহার প্রাণ নাশ করা বৈধ মনে করিত। খোদাতায়ালা এই আয়তে হজরতের ধৈর্য্য ধারণ ও সৎপথে স্থিরপ্রতিজ্ঞ থাকার প্রশংসা করিতেছেন।

৩। খোদাতায়ালা এই আয়তে জন্মদাতা ও জন্ম প্রাপ্তের শপথ করিয়াছেন; জন্মদাতার মর্ম্ম হজরত আদম (আ:) ও জন্ম-প্রাপ্তের মর্ম্ম সমস্ত আদম সন্তান, কারণ তাঁহারা বাকশক্তি, জ্ঞান গরিমা ও শিল্পকার্য্যে জগতের শীর্ষস্থানীয় হইয়াছেন। তাহাদের

মধ্যে মহাপুরুষগণ ও ধর্ম্মোপদেষ্টাগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং হজরত আদম (আঃ) শিক্ষাদীক্ষা লাভ করিয়া ফেরেশতাদের মাননীয় হইয়াছিলেন, এইজন্য খোদাতায়ালা তাহাদের শপথ করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, 'জন্মদাতা প্রত্যেক পিতা ও জন্মপ্রাপ্ত প্রত্যেক সন্তান।'

৪। মনুষ্য মাতৃগর্ভে মহাকষ্টে থাকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরে দোলনা ও মাতৃক্রোড়ে বাক্‌শক্তিহীন ও চলৎশক্তি রহিত অবস্থায় পড়িয়া থাকে; নাড়ী ছেদন, ত্বক্ ছেদনের যন্ত্রণা ভোগ করে; বায়ু, পিত্ত ও কফের পরস্পর বিরোধে নানাপ্রকার পীড়া ও বেদনার যন্ত্রনায় অস্থির হয়, ক্ষুধা ও পিপাসার যন্ত্রনায় ক্লান্ত হইয়া পড়ে, জীবিকা অন্বেষণে অবিরত পরিশ্রম করে, কাম, ক্রোধ ও লোভ ইত্যাদি রিপুর উত্তেজনায় উন্মত্তপ্রায় ও আকুল হইয়া পড়ে, পিতা, মাতা, স্বামী, ভূম্যাধিকারী ও রাজার বশ্যতা স্বীকার করিয়া মহাকষ্ট পাইতে থাকে; শরিয়ত পালনে ক্লেশ ভোগ করিতে থাকে। সন্তান ও স্বজনের প্রাণবিয়োগ ও নানারূপ বিপদে ও নানাবিধ শারীরিক ও মানসিক কষ্ট ভোগ করিতে থাকে; মৃত্যুর যন্ত্রনা, অর্থ-সম্পত্তি, আত্মীয়-বান্ধব ত্যাগের যন্ত্রণা গোরের সঙ্কীর্ণতা, অন্ধকার, নির্জ্জন বাস, মোন্‌কের নকিরের প্রশ্নোত্তর, কেয়ামত ও হিসাবের যন্ত্রনা ভোগ করিতে থাকিবে।

৫। যে ব্যক্তি সমস্ত সময়ে খোদাতায়ালার আশ্রয় লইতে বাধ্য হয় এবং সম্পূর্ণরূপে তাহার আয়ত্তাধীনে থাকে, সে কিরূপে ধারণা করে যে, কেহই তাহাকে শাস্তি প্রদান করিতে সক্ষম হইবে না?

৬—৭। সে ব্যক্তি বিপুল অর্থব্যয় করার গৌরব করিতেছে, কিন্তু সে কি মনে করে না যে, খোদাতায়ালা তাহার আদ্যোন্ত স্পষ্ট অস্পষ্ট সমস্ত অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। যে সময়ে সে উলঙ্গ

ক্ষুধার্ত্ত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল, তখন একটি কপর্দ্দক তাহার হস্তে ছিল না। তৎপরে সে বহু অবৈধ অর্থ সঞ্চয় করিয়াছে; অহিত কার্য্যে উহা ব্যয় করিয়াছে এবং গৌরব ও সম্মান লাভেচ্ছায় উহা ব্যয় করিয়াছে; এইরূপ অর্থ ব্যয় করিয়া গৌরব করা নিতান্ত লজ্জার বিষয়।

৮—৯। যদি সেই ধর্ম্মদ্রোহী বলে, খোদাতায়ালা কিরূপে আমার অবস্থা অবগত হইলেন? তদুত্তরে খোদাতায়ালা বলিতেছেন, যিনি তোমাকে জগতের অবস্থা পরিদর্শন করিতে দুইটি চক্ষু এবং মনের ভাব প্রকাশ করিতে একটী জিহ্বা ও দুইটি অধর প্রদান করিয়াছেন, তিনি কি তোমার অবস্থা অবগত হইতে সক্ষম নহেন।

রসনা বক্তৃতা করার ও অন্তরের ভাব প্রকাশের যন্ত্র। অধরদ্বয় দ্বারা দুগ্ধ চোষণ করা হয়। কীট বা আবর্জ্জনা হইতে মুখকে রক্ষা করা হয়; দন্তগুলিকে আবৃত করা হয়, অক্ষর উচ্চারণের সাহায্য হয়, পানাহার, চর্বণ ও গলাধঃকরণে সাহায্য হয়, উচ্ছিষ্ট নিক্ষেপ করা হয় এবং কোন বস্তুকে ফুৎকার করা হয়। সূক্ষ্মতত্বজ্ঞ বিদ্বানগণ বলিয়াছেন, খোদাতায়ালা দুই চক্ষু ও এক জিহ্বা দিয়াছেন, উদ্দেশ্য এই যে, মনুষ্যের দর্শন অপেক্ষা কথন অল্প হওয়া আবশ্যক; সেই হেতু এক জিহ্বার জন্য অধরদ্বয়কে দুইজন রক্ষক স্বরূপ নিযুক্ত করিয়াছেন—যেন উভয়ে জিহ্বাকে আয়ত্তাধীনে রাখিতে পারে। কোরআন শরিফে বর্ণিত হইয়াছে, মনুষ্য যে, কোন কথা বলে, উহার জন্য একজন রক্ষক নিয়োজিত আছেন। হজরত আ'কাবা বলেন, আমি হজরত নবি করিম (সাঃ) কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, 'মুক্তি কিসে হইবে?' তদুত্তরে হজরত বলিয়াছিলেন, 'মুখ বন্ধ কর, আপন গৃহে বাস কর এবং নিজের গোনাহ সমূহের জন্য ক্রন্দন কর।' হজরত আরও বলিয়াছেন,

যে ব্যক্তি খোদা ও কেয়ামতের প্রতি বিশ্বাস করে, সে যেন সৎকথা বলে কিম্বা নিস্তব্ধ হইয়া থাকে। অন্য স্থানে বলিয়াছেন, প্রভাতে মনুষ্যের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ জিহ্বার নিকট বিনয় সহকারে বলিতে থাকে, 'আমরা তোমার অনুগত, যদি তুমি সুপথগামী হও, তবে আমরাও সুপথগামী হইব। আর যদি তুমি বিপথগামী হও, তবে আমরাও বিপথগামী হইব।' এমাম শাফেয়ী (রঃ) বলিয়াছেন, যে সময়ে কেহ কোন কথা বলিতে ইচ্ছা করে, সে যেন প্রথমে তাহার বিবেকের নিকট তদ্বিষয়ের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করে, যদি বিবেকের বিচারে উক্ত কথায় লাভ ভিন্ন পার্থিব বা ধর্মসংক্রান্ত কোন ক্ষতি না হয়, তবে উহা বলিতে পারে নতুবা উহা বলা সিদ্ধ (জায়েজ) নহে। প্রাচীন লোকেরা বলিয়াছেন, যেরূপ বিনাশকারী সর্প গর্ত্তে থাকে, সেইরূপ রসনা একটি বিনাশকারী সর্প-সদৃশ মুখগহ্বরে স্থিতি করে। খোদাতায়ালা এস্থলে চক্ষুদ্বয়, অধরদ্বয় ও রসনার কথা এই জন্য উল্লেখ করিয়াছেন যে, সন্তান ক্ষুধার্ত্ত ও ভূমিষ্ঠ হইয়া স্তন্য পান করিতে চেষ্টা করে, চক্ষুদ্বয় দ্বারা দর্শন করে, অধরদ্বয় দ্বারা চোষণ করে এবং জিহ্বা দ্বারা পান করে। মূল কথা এই যে, যে মনুষ্য প্রথমাবস্থায় এত দুর্ব্বল, সে কি জন্য এত অহঙ্কার করে?

১০। যদি উক্ত ব্যক্তি বলে, কিভাবে অর্থ ব্যয় করিলে ফলদায়ক হইবে, ইহা আমি কিরূপে অবগত হইব? তদুত্তরে খোদাতায়ালা বলিতেছেন যে, আমি তাহাকে প্রথমে জ্ঞান দ্বারা, তৎপরে প্রেরিত পুরুষগণ (নবিগণ) বা ধর্ম্মোপদেষ্টাগণ দ্বারা সদসতের পথ প্রদর্শন করিয়াছি, কিন্তু সে সৎপথ ত্যাগ করিয়া বিপথগামী হইয়াছে। কোন টীকাকার উক্ত আয়তের অর্থে বলেন, আমি তাহাকে দুইটি স্তন (পান করার) পথ প্রদর্শন করিয়াছি।

(১১) فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ۝ (১২) وَمَا أَدْرٰكَ مَا
الْعَقَبَةُ ۝ (১৩) فَكُّ رَقَبَةٍ ۝ (১৪) أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ
ذِي مَسْغَبَةٍ ۝ (১৫) يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ۝ (১৬) أَوْ
مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ۝ (১৭) ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ اٰمَنُوا
وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ۝ (১৮) أُولٰئِكَ
أَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ۝ (১৯) وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِاٰيٰتِنَا هُمْ
أَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ ۝ (২০) عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ ۝

১১। অনন্তর সে দুর্গম ঘাঁটিতে প্রবেশ করিল না; ১২। এবং তুমি কি জান, দুর্গম ঘাঁটি কি? কোন দাসকে মুক্তি প্রদান করা; ১৩—১৬। কিম্বা ক্ষুধার (বা দুর্ভিক্ষের) দিবসে কোন আত্মীয় পিতৃহীন সন্তানকে বা কোন ধূলিশালী বা (প্রবাসী) দরিদ্রকে খাদ্য দান করা; ১৭। তৎপরে সে ব্যক্তি যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে ও পরস্পর ধৈর্য্য ধারণের সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিয়াছে এবং পরস্পর দয়ার সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহাদের অন্তর্গত হয়। ১৮। ইহারাই দক্ষিণ শ্রেণীস্থ লোক (অন্যার্থে সৌভাগ্যবান)। এবং যাহারা আমার আয়ত সকল (বা নিদর্শনাবলী) সম্বন্ধে বিদ্রোহিতা করিয়াছে, তাহারা বাম শ্রেণীর লোক (অন্যার্থে দুর্ভাগ্য)। ২০। তাহাদের প্রতি দ্বাররুদ্ধ অগ্নি আছে। (রু, ১,—আ, ২০)।

টিকা :—

১১। এস্থলে রিপু ও শয়তানের বিরুদ্ধে নিঃস্বার্থ ভাবে ধর্মোদ্দেশ্যে ব্যয় করাকে দুর্গম ঘাঁটি অতিক্রম করা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, কারণ কৌতুকজনক কার্য্যে, হিংসার উত্তেজনায় অথবা গৌরব সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে যে অর্থ ব্যয় করা হয়, ইহাতে অসৎ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা হয়, এইরূপ চিত্তামোদিত কার্য্য করা সহজ-সাধ্য হইয়া থাকে, কিন্তু যে কার্য্যে কোন পার্থীব স্বার্থ নাই, রিপু ও শয়তানের বিরুদ্ধে এইরূপ কার্য্যে অর্থব্যয় করা এরূপ কষ্টসাধ্য—যেরূপ দুর্গম ঘাঁটি অতিক্রম করা কষ্টসাধ্য। সেইহেতু খোদাতায়ালা বলিতেছেন, উপরোক্ত ধর্মদ্রোহী অবাধ্য রিপু ও পাপপুরুষ শয়তানের প্ররোচনায় পতিত হইয়া বিশুদ্ধ ও নিঃস্বার্থ ভাবে কোন সদ্ব্যয় করে নাই।

কোন কোন টীকাকার দুর্গম ঘাঁটির ব্যাখ্যায় দোজখ বা বিশাল সেতু (পোল-ছেরাত) বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। মূল অর্থ এই যে, উক্ত ধর্মদ্রোহী ব্যক্তি বিশুদ্ধ ভাবে ধর্ম্মোদ্দেশ্যে এরূপ কোন অর্থ ব্যয় করেন নাই, যদ্দারা সে বিশাল সেতু অতিক্রম করিতে বা দোজখ হইতে মুক্ত হইতে সক্ষম হইতে পারে।

১২—১৬। খোদাতায়ালা বলিতেছেন 'হে মোহাম্মদ (ছাঃ) দুর্গম ঘাঁটি অতিক্রম করা কি কি কার্য্য তাহা আপনি জানেন কি ? উক্ত কার্য্য সমূহের মধ্যে প্রথম ক্রীত দাস দাসীকে মুক্তিদান করা, অর্থ দ্বারা কোন বধ্য লোকের প্রাণোদ্ধার করা, অর্থ দ্বারা কোন ঋণগ্রস্ত লোকের ঋণ পরিশোধ দরিয়া দেওয়া অথবা অর্থ দ্বারা, কোন অবরুদ্ধ ব্যক্তির উদ্ধার করা।

দ্বিতীয়, দুর্ভিক্ষের সময় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের পিতৃহীন সন্তান অথবা নিরাশ্রয় ধুলি শায়িত, নির্ধন, নিরন্নকে খাদ্য দান করা।

হজরত বলিয়াছেন, 'যে ব্যক্তি কোন লোককে ঋণমুক্ত করে, খোদাতায়ালা পরকালে তাহাকে দোজখাগ্নি হইতে উদ্ধার করিবেন। তিনি আরও বলিয়াছেন, 'ইসলামের উত্তম কার্য্য দরিদ্রকে খাদ্য দান করা, পরিচিত বা অপরিচিতকে ছালাম করা এবং লোকের শয়ন কালে (নিশীথে) নামাজ সম্পন্ন করা।'

১৭। খোদাতায়ালা বলিতেছেন, উক্ত কার্য্যগুলি ঐ সময় ফলদায়ক হইবে, প্রথম যথা—যে সময়ে সে ধর্ম্মদ্রোহিতা ত্যাগ করতঃ শেষ কালের তত্ত্ববাহক বা তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মের প্রতি আস্থাবান হইবে, কারণ বর্ত্তমান কালে ইসলাম ধর্ম্ম ব্যতীত কোন কার্য্য বা মত খোদাতায়ালার নিকট গৃহীত হইতে পারে না। দ্বিতীয়, সে ব্যক্তি সহিষ্ণুতা ও দয়া অবলম্বন করে এবং অন্যকেও উক্ত বিষয়দ্বয়ের উপদেশ দান করে।

সহিষ্ণুতা অবলম্বন করার মর্ম্ম এই যে, ষড়রিপুকে দমন করা, কাম রিপুর বশবর্ত্তি হইয়া ব্যাভিচারে লিপ্ত না হওয়া, মদ রিপুর বশবর্ত্তি হইয়া অহঙ্কার ও আত্মগরিমা না করা, লোভ রিপুর অনুগত হইয়া অবৈধ বস্তুতে উদর পূর্ণ না করা, অল্পে তুষ্ট হওয়া, গচ্ছিত দ্রব্য হরন না করা মোহ রিপুর বাধ্য হইয়া আমোদ প্রমোদে মত্ত না হওয়া, মাৎসর্য্য রিপুর অনুগামী হইয়া দ্বেষ-হিংসা প্রকাশ না করা, এবাদতের কার্য্যসমূহে মন বিশুদ্ধ রাখা, উহাতে শৈথিল্য না করা এবং তৎসমস্ত নষ্ট না করা, গোনাহসমূহ হইতে নিরস্ত থাকা, শারীরিক পীড়া, সন্তান-বিয়োগ, অর্থ বা শস্য নষ্ট ও অন্যান্য বিপদে ধৈর্য্যচ্যুত না হওয়া এবং বৃহৎ কার্য্য সম্পাদনে সঙ্কীর্ণ চিত্ত না হওয়া।

খোদাতায়ালা ইহা মহাপ্রেরিত পুরুষদিগের কার্য্য বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। কোরআন শরীফে এরূপ সহিষ্ণুতার প্রতি খোদাতায়ালার মহাঅনুগ্রহ ও সাহায্য আছে বলিয়া কথিত

হইয়াছে। আরও উক্ত মহাগ্রন্থে বর্ণিত আছে, 'সহিষ্ণু ব্যক্তিরা বর্ণনাতীত নেকীর অধিকারী হইবে।' হজরত বলিয়াছেন, 'খোদাতায়ালা দয়ালু ব্যক্তিদের প্রতি দয়া করেন; যদি তোমরা তাঁহার কৃপা ভিক্ষা কর, তবে মানবের প্রতি দয়া বিতরণ কর।' মুসলমানগণ পরস্পরের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমূহের তুল্য সম্বন্ধ-বিশিষ্ট, যদি কাহারও একটি অঙ্গ ব্যথিত হয়, তবে তাহার জন্য সমস্ত মুসলমানের দুঃখিত হওয়া কর্ত্তব্য।

১৮। উপরোক্ত লোক সকল মানবের কল্যাণ সাধন করিয়া মহা ভাগ্যবান হইয়াছেন, কিম্বা তাঁহারা দক্ষিণ শ্রেণীস্থ লোক যাঁহারা আদি কালে হজরত আদমের দক্ষিণ পৃষ্ঠ দেশ হইতে প্রকাশিত হইয়াছিলেন, যাঁহারা কেয়ামতে দক্ষিণ হস্তে কার্য্যলিপি পাইবেন, বা আর্শের দক্ষিণ দিকে বেহেশতে অবস্থিতি করিবেন তাঁহারাই দক্ষিণ শ্রেণীভুক্ত নামে খ্যাত হইয়াছেন।

১৯—২০। যাহারা ধর্ম্মদ্রোহিতার জন্য আয়ত সকল অমান্য করিয়াছে, তাহারাই দুর্ভাগ্য অথবা বাম শ্রেণীস্থ, যেহেতু ইহারা কেয়ামতে বাম হস্তে কার্য্যলিপি প্রাপ্ত হইবে এবং বামদিকস্থ দোজখে নিপাতিত হইবে। তাহারা এরূপ দোজখাগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইবে, যাহার দ্বার রুদ্ধ থাকিবে, উহার ভীষণ উত্তাপ বহির্গত হইতে পারিবে না এবং বহির্দ্দেশের শৈত্য উহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না।—তঃ আজিজি ও কবির।

টিপ্পনী :—

বাবু গিরীশ চন্দ্র সেন এই ছুরার ১৫ আয়তের يتيم শব্দের অর্থ 'নিরাশ্রয়' লিখিয়াছেন, কিন্তু উহার প্রকৃত অর্থ 'পিতৃহীন সন্তান' হইবে।

তিনি ১৭ আয়তে 'অন্তর্গত হওয়া' লিখিয়াছেন, এস্থলে 'অন্তর্গত হয়' লিখিলে উত্তম হইত। মৌলবী আব্বাছ আলি সাহেব ১৭ আয়তে تَوَاصَوْا শব্দের অর্থ 'নছিহত করিতেছে' লিখিয়াছেন, এস্থলে 'নছিহত করিয়াছে বা করিয়া থাকে' লিখিলে উত্তম হইত।

মৌলবী আকরম খাঁ ছাহেব ছুরা 'বালাদ' এর ৪র্থ আয়াতের كَبَدٍ শব্দের অর্থ 'ক্লেশরাশি' লিখিয়াছেন, এস্থলে উক্ত শব্দটি একবচন কাজেই উহার অর্থ 'ক্লেশ' হইবে।

তিনি ৭ আয়তের لَمْ يَرَهُ শব্দের অর্থে 'দেখিতেছে না' লিখিয়াছেন, কিন্তু এস্থলে 'দেখে নাই' হইবে।

ছুরা শামছ [৯১]

মক্কা শরীফে অবতীর্ণ, ১৫ আয়ত, ১ রাঃ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সর্বপ্রদাতা দয়ালু খোদাতায়ালার নামে (আরম্ভ করিতেছি)।

(১) وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا ۙ (২) وَالْقَمَرِ اِذَا تَلٰهَا (৩) وَالنَّهَارِ اِذَا جَلّٰهَا ۙ (৪) وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشٰهَا ۙ (৫) وَالسَّمَآءِ وَمَا بَنٰهَا ۙ (৬) وَالْاَرْضِ وَمَا طَحٰهَا ۙ (৭) وَنَفْسٍ وَّمَا

سَوّٰهَا ۙ (٨) فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا ۙ (٩) قَدْ

اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا ۙ (١٠) وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا ۙ

১। সূর্য্যের ও তাহার রশ্মির (বা রৌদ্রের) শপথ ; ২। এবং চন্দ্রের শপথ যে সময় তাহার পশ্চাদগামী হয় , ৩। এবং দিবসের শপথ যে সময় তাহাকে প্রকাশ করে ; ৪। এবং রাত্রির শপথ যে সময় তাহাকে আবৃত করে ; ৫। এবং আকাশের ও তাহার সৃষ্টি করার শপথ ; ৬। এবং ভুখণ্ডের এবং তাহার বিস্তারিত করার শপথ ; ৭। এবং জীবাত্মার এবং তাহার ঠিক (উপযুক্ত) করার শপথ ; ৮। অনন্তর তিনি তাহাকে তাহার অসৎকার্য্য ও তাহার সাধুতা অবগত করাইয়াছেন ; ৯। যে ব্যক্তি তাহাকে (জীবাত্মাকে) বিশুদ্ধ করিয়াছে, নিশ্চয় সে মুক্তি প্রাপ্ত হইয়াছে ; ১০। এবং যে ব্যক্তি তাহাকে প্রোথিত (বা অধোগামী) করিয়াছে, নিশ্চয় সে ক্ষতিগ্রস্ত (বা নিরাশ) হইয়াছে।

টিকা ;—

১। খোদাতায়ালা সূর্য্য ও তাহার কিরন কিম্বা রৌদ্রের শপথ করিয়াছেন।

২। তিনি চন্দ্র যে সময়ে সূর্য্যের অনুসরণ করে, তাহার শপথ করিয়াছেন। চন্দ্র সূর্য্যের জ্যোতিঃ আকর্ষণ করিয়া জ্যোতিষ্মান হয় ; প্রথমাবস্থায় সূর্য্যের অস্তস্থলে অস্তমিত হয় এবং পূর্ণাবস্থায় সূর্য্যের উদয় স্থলে উদিত হয় কিম্বা প্রথম পক্ষে অবিলম্বে সূর্য্য অস্তমিত হইবার পরেই চন্দ্র আলোক বিস্তার করে এবং শেষ পক্ষে কিছু কিছু বিলম্বে আলোক বিকীর্ণ করে, এই হেতু বলা হইয়াছে যে, চন্দ্র সূর্য্যের অনুসরণ করে।

৩। তিনি দিবসের শপথ করিয়াছেন, কিন্তু দিবসে সূর্য্য প্রকাশিত হয়, সেই হেতু বলা হইয়াছে যে, দিবস সূর্য্য প্রকাশ করে।

৪। তিনি রাত্রির শপথ করিয়াছেন। রাত্রি স্বীয় অন্ধকার দ্বারা সূর্য্যকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে।

৫। তিনি আকাশের ও তাহার নির্ম্মাণ করার শপথ করিয়াছেন। কোন কোন টীকাকার উহার অর্থে বলিয়াছেন, 'আকাশের এবং যিনি তাহাকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহার শপথ।'

৬। তিনি ভূখণ্ড ও তাহার বিস্তারিত করার শপথ করিয়াছেন। কোন টীকাকার উহার অর্থে লিখিয়াছেন, 'ভূখণ্ডের ও যিনি তাহাকে বিস্তারিত করিয়াছেন, তাঁহার শপথ।

৭। তিনি জীবাত্মার (বা মনুষ্যের) ও তাহাকে উপযুক্ত করার শপথ করিয়াছেন। কেহ কেহ উহার অনুবাদে বলেন, 'জীবাত্মার (বা মনুষ্যের) এবং যিনি তাহাকে উপযুক্ত করিয়াছেন তাঁহার শপথ।' খোদাতায়ালা জীবাত্মাকে জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয় দ্বারা উপযুক্ত করিয়াছেন। কোন টিকাকার উহার অর্থে বলিয়াছেন, 'তিনি মনুষ্যের অঙ্গ-প্রতঙ্গ সৌষ্ঠব সম্পন্ন করিয়াছেন।' কেহ কেহ উহার অর্থে প্রকাশ করিয়াছেন, তিনি প্রত্যেক মনুষ্যকে ইসলামের উপর সৃষ্টি করিয়াছেন। হজরত বলিয়াছেন, প্রত্যেক শিশু ইসলামের উপর সৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু তৎপরে তাহার পিতা তাহাকে য়িহুদী, খৃষ্টান ও অগ্ন্যুপাসকে পরিণত করে।

৮। খোদাতায়ালা প্রত্যেক জীবাত্মার মধ্যে বিবেক, বুদ্ধি ও কাম ক্রোধ ইত্যাদি রিপুর সৃষ্টি করিয়াছেন। বিবেক বুদ্ধি, সদনুষ্ঠানের দিকে ধাবিত হয় এবং রিপু অসৎ কার্য্যের দিকে ধাবিত হইয়া থাকে। কোন টীকাকার এই আয়তের অর্থে বলিয়াছেন, 'খোদাতায়ালা প্রত্যেক জীবাত্মাকে অবগত হইয়াছেন যে, যদি সে পৃথিবীতে এই প্রকার মত বা কার্য্যাবলম্বন করে, তবে অপরাধী হইয়া খোদাতায়ালার কোপে ও দোজখে পতিত হইবে।

আর যদি সে খোদাতায়ালার একত্ব ও প্রেরিত পুরুষের প্রেরিতত্ব স্বীকার করিয়া শরিয়তের বাধ্য হয়, তবে সে দোজখ হইতে মুক্ত হইয়া অসীম শান্তিময় বেহেশতে অবস্থিতি করিবে।' এমাম মোজাহেদ বলেন, তিনি প্রত্যেক জীবাত্মাকে সৎ ও অসৎ পথ প্রদর্শন করাইয়াছেন। একটি হাদিসে বর্ণীত আছে, খোদাতায়ালা প্রত্যেক মনুষ্যের সহিত একজন ফেরেশতা ও একজন শয়তান সৃষ্টি করিয়াছেন। ফেরেশতা সৎকার্য্যের চিন্তা ও শয়তান অসৎ-কার্য্যের চিন্তা তাহার হৃদয়ে নিক্ষেপ করে। কেহ কেহ বলেন, তিনি প্রেরিত পুরুষ দ্বারা প্রত্যেক মানুষকে স সত্যের পথ প্রদর্শন করাইয়াছেন।

৯। যে ব্যক্তি কাম ক্রোধ ইত্যাদি রিপুকে বিবেক বুদ্ধির বশীভূত করে, বিবেক বুদ্ধিকে শরিরতের বশীভূত করে, এবং রুহ, কল্‌ব ইত্যাদি সূক্ষ্ম লতিফা সমূহকে তাজাল্লির জ্যোতিতে জ্যোতিঃস্নান করিয়া জীবাত্মার (নফছের) বিশুদ্ধতা সম্পাদন করে, সেই ব্যক্তি মুক্তি-প্রাপ্ত হইবে।

এইরূপ ব্যক্তি ফেরেশতা হইতে উত্তম, যেহেতু ফেরেশতাগণ বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন হইলেও ষড়রিপু হইতে মুক্ত; কিন্তু সিদ্ধ পুরুষ (কামেল ব্যক্তি) ষড়রিপুর বশীভূত হওয়া সত্বেও সাধনা দ্বারা উহাকে বিশুদ্ধ করিয়া বিবেক বুদ্ধির অনুগত ও বিবেক বুদ্ধিকে শরিয়তের অনুগত করিয়াছেন, ফেরেশতাগণ এইরূপ মহা গৌরবজনক সাধনা করিতে সক্ষম নহেন। জীবাত্মার বিশুদ্ধতার নিয়মাবলী তরিকতপন্থী পীরগণ কুওয়াতোল-কুলুব, এহইয়াওলওলুম, তা'য়ারোফ আ'ওয়ারেফ ইত্যাদি গ্রন্থসমূহে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

১০। যে ব্যক্তি বিবেক বুদ্ধিকে ষড়রিপুর বশীভূত করে এবং তাজাল্লি ও শরিয়তের জ্যোতিঃ আকর্ষণ করিতে অক্ষম হয়, এই হেতু নিজের জীবাত্মাকে অধোগামী করায়, সে ব্যক্তি মহা ক্ষতিগ্রস্থ

হইবে এবং মুক্তি হইতে বঞ্চিত হইবে। এইরূপ ব্যক্তি চতুষ্পদ হইতেও অধম, কারণ চতুষ্পদের মধ্যে এইরূপ জ্যোতিঃ আকর্ষণের যোগ্যতা নাই এবং মনুষ্যের মধ্যে উহার যোগ্যতা বিদ্যমান থাকা সত্বেও সে উহা লাভে বঞ্চিত থাকিল।

খোদাতায়ালা এই ছুরায় মারেফাত ও তরিকত অর্জ্জন করিয়া চিত্ত শুদ্ধ করার আদেশ করিয়াছেন এবং একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা উহা বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, পৃথিবীতে ফল শস্য লাভের জন্য কয়েকটি বিষয়ের একান্ত আবশ্যক হওয়া স্বতঃসিদ্ধ, যথা—

প্রথম—সূর্য্যের উত্তাপ ; উহা ভূগর্ভে প্রবেশ করিলে, ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হয়, বীজ—মৃত্তিকা, বায়ু ও পানি মিশ্রিত অবস্থায় থাকা কালে উহার পরিপক্কতার জন্য সূর্য্যোত্তাপের বিশেষ আবশ্যক। সূর্য্যের দ্বারা ঋতু পরিবর্ত্তন হয়, ঋতু পরিবর্ত্তন, এই ফল ও শস্য উৎপন্ন ও পরিপক্ক হওয়ার জন্য একান্ত আবশ্যক।

দ্বিতীয়—চন্দ্রের সুস্নিগ্ধ জ্যোতিঃ ; কারণ শস্য ও ফলের পরিপুষ্টির জন্য ভূতলস্থিত শীতলতা যথেষ্ট নহে, এই হেতু চন্দ্রের জ্যোতিঃ বিশেষ প্রয়োজন।

তৃতীয়,—ক্ষেত্র কর্ষণ, বীজ বপন, পানি সিঞ্চন ইত্যাদির জন্য দিবসের আবশ্যক।

চতুর্থ,—মনুষ্য ও গো-মহিষাদির বিশ্রামের জন্য রাত্রির আবশ্যক। রাত্রিতে সূর্য্যের উত্তাপ নিবারিত হয়, নচেৎ রাত্র দিবস ২৪ ঘণ্টা সূর্য্যের তাপ বিকীর্ণ হইলে, ফল, শস্য দগ্ধীভূত হইয়া যাইত। রাত্রির শিশিরে শস্যের পুষ্টিসাধন হয়।

পঞ্চম,—বারি বর্ষণ ও বায়ু প্রবাহিত হওয়ার জন্য আকাশের আবশ্যক, যেহেতু বাষ্প ঊর্দ্ধগামী হইয়া আকাশের নিকট উপস্থিত হইয়া বারি-আকারে পরিণত হয় এবং তথা হইতে বারিপাত হইয়া ভূমিতে পতিত হয় এবং আকাশ প্রান্তর হইতে বায়ু প্রবাহিত হয়।

ষষ্ঠ.—বীজ বপনের জন্য এরূপ বিস্তৃত এবং উর্বর ভূখণ্ডের আবশ্যক, যাহা লবণাক্ত বা প্রস্তরময় নহে।

সপ্তম.—সুস্থদেহী হিতাহিত জ্ঞানসম্পন্ন একজন বীজবপনকারী মানুষ্যের আবশ্যক। যদি এইরূপ উপযুক্ত ব্যক্তি উপযুক্ত বীজ ও উপরোক্ত অন্যান্য বিষয়গুলি প্রাপ্তে বীজ বপন করতঃ সময়মত ফল ও শস্য উৎপাদন করিতে পারে, তবে সে সফল-মনোরথ হয়, নচেৎ মহা ক্ষতিগ্রস্ত ও বিফল-মনোরথ হইতে হইবে। এইরূপ খোদাতায়ালা পৃথিবীকে মারেফাত স্বরূপ ফলোপার্জ্জনের ক্ষেত্র স্থির করিয়া জীবাত্মাকে (বা মনুষ্যকে) প্রেরণ করিয়াছেন। উক্ত ফল উপার্জ্জনের কয়েকটি বিষয়ের নিতান্ত প্রয়োজন। প্রথম.—একজন মহাপুরুষ ও তাঁহার হৃদয়ের জ্যোতিঃ; তাঁহার জ্যোতিতে জীবাত্মা মা'রেফাতের জ্যোতিঃ লাভ করিতে সক্ষম হইবে; খোদাতায়ালা সূর্য্যের উল্লেখ করিয়া সেই মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) এর দিকে ও তাহার কিরণের উল্লেখ করিয়া হজরতের হৃদয়ের জ্যোতির দিকে ইঙ্গিত করিয়াছেন।

দ্বিতীয়.—তরিকতপন্থী সিদ্ধ গুরুর পীরত্বের (বেলায়েতের) জ্যোতিঃ; যিনি মহাপুরুষের অনুসরণ করিয়া উক্ত জ্যোতিঃ লাভ করিয়াছেন তৎপরে শিষ্যদিগকে উক্ত জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান করিতে সক্ষম হয়েন। খোদাতায়ালা চন্দ্রের এবং তাহার সূর্য্যের অনুসরণ করার দৃষ্টান্ত দিয়া উক্ত কথার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন। যেরূপ চন্দ্র, সূর্য্য হইতে জ্যোতিঃ আকর্ষণ করে, সেইরূপ তরিকৎ পন্থী পীর হইতে জ্যোতি আকর্ষণ করিয়া তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়াছেন।

তৃতীয়.—জেক্র, মোরাকাব৷ ইত্যাদি কঠোর তপস্যা করার জন্য সময়ের আবশ্যক, উক্ত সময়ে তাপসের হৃদয়ে হজরত ও তাঁহার স্থলাভিষিক্ত পীরের জ্যোতি নিক্ষিপ্ত হইতে থাকে। খোদাতায়ালা

দিবসে সুর্য্যকে প্রকাশ করেন; এই কথা বলিয়া উক্ত কথার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন।

চতুর্থ—বিশ্রামের জন্য সময়ের আবশ্যক ; ইহাতে তরিকতান্বেষণ-কারী ব্যক্তি পানাহার, শয়ন, মনুষ্যদের সহিত মিলিত হইয়া তাহাদের কর্ত্তব্য পালন করিতে সক্ষম হয় এবং বিশ্রাম করিয়া নব বল সঞ্চয় করিয়া পূর্ণোদ্যমে মোরাকাবা ও মোশাহাদা কার্য্যে সংলিপ্ত হইতে পারে। ছহিহ হাদিছে বর্ণিত আছে যে, হজরত হাঞ্জালা (রাঃ) জনাব নবী করিমের নিকট বলিয়াছেন, 'আমি যে সময়ে আপনার নিকট জেক্র ইত্যাদিতে লিপ্ত থাকি, তখন আমার অন্তশ্চক্ষু উন্মিলিত হয় এবং বহু তত্বজ্ঞান ও অদৃশ্য জগৎ আমার জ্ঞানগোচর ও দৃষ্টিগোচর হয়, কিন্তু গৃহে পুত্র-কলত্রের সহিত উপবেশন করিলে, উক্ত আধ্যাত্মিক ভাব অন্তর্হিত হয়। তদুত্তরে হজরত বলিয়াছেন, 'যদি তোমরা সর্বদা এই অবস্থায় থাকিতে, তবে তোমরা সংসারত্যাগী হইয়া অরণ্যবাসী হইতে এবং ফেরেশতাগণ তোমাদের হস্ত চুম্বন করিতেন ; কিন্তু সকল সময় এইরূপ অবস্থা থাকিতে পারে না, এক সময় খোদাতায়ালার ধ্যানে, অন্য সময় মনুষ্যের কর্ত্তব্য পালনে রত থাক।' খোদা-তায়ালা রাত্রির কথা উল্লেখ করিয়া উক্ত বিশ্রাম কালের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন।

পঞ্চম,—আকায়েদ ও ক্রিয়া কলাপ সমন্বিত শরিয়তের আবশ্যক। উক্ত শরিয়ত পালনে মা'রেফতের পুষ্টিসাধন হইবে। খোদাতায়ালা আকাশের কথা উল্লেখ করিয়া উক্ত শরিয়তের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন। আকাশে যেরূপ দ্বাদশ রাশি আছে, সেইরূপ শরিয়তে দ্বাদশ প্রকার কার্য্য আছে। আকাশ যেরূপ পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করে, শরিয়ত সেইরূপ মনুষ্যের সমস্ত কার্য্যের বিধান-কর্ত্তা বা পরিবেষ্টনকারী।

ষষ্ঠ.—সূক্ষ্ম ও স্থূল লতিফাসমূহের আবশ্যক ; ইহাতে মা'রেফাতের বীজ বপন করা হইবে। খোদাতায়ালা প্রসারিত ভূখণ্ডের কথা উল্লেখ করিয়া উহার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন। সূক্ষ্ম লতিফা ভূখণ্ডের তুল্য অতি প্রশস্ত।

সপ্তম.—হিতাহিত জ্ঞানসম্পন্ন মা'রেফাত বীজ বপনকারী মনুষ্যের আবশ্যক, খোদাতায়ালা তাঁহাকে বিবেক ও ষড়রিপুর দ্বারা উপযুক্ত করিয়া পৃথিবী-ক্ষেত্রে প্রেরণ করিয়াছেন। যদি উক্ত মনুষ্য পীরগণের প্রদর্শিত নিয়মানুযায়ী চিত্ত বিশুদ্ধ করিয়া মা'রেফাত অর্জ্জন করিতে সক্ষম হয়, তবে খোদাতায়ালার অনুপম দর্শন লাভে সমর্থ হইবে। আর যদি মনুষ্য চিত্তকে কলুষিত করিয়া গোনাহ রাশি সঞ্চয় করে, তবে দোজখের কীট পরিণত হইবে —তঃ আজিজি ও কবির।

তৎপরে খোদাতায়ালা রিপুর বশীভূত অবাধ্য ছমুদ জাতির ইতিবৃত্ত বর্ণনা করিতেছেন।

টিপ্পনী ;—

গোল্ডসেক সাহেব সুরা আশ্‌শামছের ৮ম আয়তের অনুবাদে লিখিয়াছেন—'তিনি (খোদা) উহাকে উহার পাপ ও পুণ্য প্রত্যাদেশ করিয়াছেন।' সাহেব বাহাদুর উহার টিকায় লিখিয়াছেন, প্রত্যাদেশ করা উহার আভিধানিক অর্থ, কিন্তু মুসলমান টিকাকারেরা উহার অর্থে লিখিয়াছেন, তিনি প্রাণীকে পাপ পুণ্যের জ্ঞান প্রদান করিয়াছেন বা পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু কোর-আনের বহুস্থানে যখন লিখিত আছে যে, খোদা যাহাকে ইচ্ছা বিপথে গমন করান ও যাহাকে ইচ্ছা হেদায়েৎ করেন, তখন এই আয়তের এই অর্থ হইবে যে, খোদা স্বয়ং মনুষ্যের পাপ ও পুণ্যের প্রত্যাদেশ করেন অর্থাৎ পাপ করিবার ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি জন্মান। তৎপরে তিনি তকদীর সংক্রান্ত একটি হাদিছ উল্লেখ করিয়াছেন।'

আমাদের উত্তর ;—

এবনো আব্বাছ, মোজাহেদ, কাতাদা, জোহাক, সুফইয়ান ও তাবারী প্রমুখ প্রাচীন টীকাকারগণ উহার অর্থে লিখিয়াছেন, খোদাতায়ালা মনুষ্যকে সৎ-অসৎ কার্য অবগত করাইয়াছেন ও শিক্ষা দিয়াছেন। ইহার এরূপ অর্থ নহে যে, তিনি লোককে সদসৎ কার্য্য করিতে উত্তেজিত করেন বা উভয় কার্য্যের প্রবৃত্তি তাহার অন্তরে জন্মাইয়া দেন। এই আয়তের পরেই খোদা বলিতেছেন, যে ব্যক্তি আত্মা পরিশুদ্ধ করিয়াছে, সে-ই মুক্তিপ্রাপ্ত হইয়াছে, আর যে ব্যক্তি উহা কলুষিত করিয়াছে, সে-ই ব্যর্থ জীবন হইয়াছে। যদি খোদাতায়ালা মনুষ্যের অন্তরে ভাল মন্দের প্রবৃত্তি জন্মাইয়া দেন, তবে উল্লিখিত আয়তদ্বয়ের কোন অর্থই হয় না। খোদাতায়ালা যাহাকে ইচ্ছা করেন, হেদায়েৎ বা গোমরাহ করেন, এই আয়ত বা তকদীর সংক্রান্ত হাদিছের সমালোচনা অন্য স্থলে করা হইবে।

ছমুদ জাতির ইতিবৃত্ত

ছমুদ আবেরের পুত্র; আবের এরেমের পুত্র; এরেম ছামের পুত্র ও ছাম হজরত নুহ (আঃ) এর পুত্র। আ'দ জাতি বিনষ্ট হওয়ার পরে ছমুদ বংশধরেরা আরব হইতে শাম পর্য্যন্ত বাসস্থান স্থির করিয়াছিল। তাহারা এই বিস্তৃত ভূখণ্ডে বহু প্রস্তর নির্ম্মিত মনোরম প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিল। তাহারা বহু প্রস্রবণ খনন ও ক্ষেত্র কর্ষণ করিতে অনেক অর্থ ব্যয় করিয়াছিল। অবশেষে তাহারা প্রস্তর নির্ম্মিত প্রতিমা-পূজা করিতে রত হইল। সেই সময়ে হজরত ছালেহ (আঃ) প্রেরিতত্ব লাভ করিয়া তাহাদিগকে প্রতিমা-পূজা ত্যাগ করিয়া এক খোদাতায়ালার উপাসনা করিতে উপদেশ দিতে লাগিলেন। তাহারা তাঁহার নিকট কোন অলৌকিক ক্রিয়া (নিদর্শন) দেখিতে চাহিল। অবশেষে তাহারা প্রতিমাকে

নানা বেশ ভূষায় সজ্জিত করিয়া পর্বতের উপর স্থাপন করিল এবং অনুনয় বিনয় সহকারে বহুক্ষণ উহার নিকট কোন অলৌকিক ক্রিয়া দেখিতে চাহিল, কিন্তু কিছুই হইল না। অবশেষে জোন্দা নামক জনৈক লোক হজরত ছালেহকে বলিল, যদি আপনার প্রার্থনায় প্রস্তরময় পর্বত হইতে এরূপ লক্ষণ বিশিষ্ট দশ মাসের গর্ভবতী একটি উষ্ট্রি বহির্গত হইয়া কিছুক্ষণ পরে তত্তুল্য একটী শাবক প্রসব করে, তবে আমরা আপনার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিব। হজরত ছালেহ (আঃ) খোদাতায়ালার নিকট প্রার্থনা করায় পর্ব্বত হইতে উপরোক্ত প্রকার একটি উষ্ট্রি বহির্গত হইয়া কিছুক্ষণ পরে একটি শাবক প্রসব করিল। এতদ্দর্শনে জোন্দা ছয় সহস্র লোকসহ তাঁহার প্রতি ইমান আনিল। তখন অন্যান্য ধর্ম্মদ্রোহীরা তাঁহাকে কুহকি বলিয়া বিদ্রূপ করিতে লাগিল। হজরত ছালেহ (আঃ) বলিলেন, তোমরা অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়াছ। যাহা হউক, উক্ত উষ্ট্রি ও শাবকটিকে যত্ন সহকারে রক্ষা কর। যত দিন ঐ জন্তুদ্বয় এই নগরে থাকিবে, তত দিবস তোমাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ হইবে না। উক্ত জন্তুদ্বয় যে বনে বিচরণ করিত বা যে ঝরণার পানি পান করিত, অন্যান্য পশু সকল ভয়ে তথা হইতে পলায়ন করিত। উক্ত জন্তুদ্বয় প্রস্রবণের সমস্ত পানি পান ও তৃণ ক্ষেত্রের সমস্ত তৃণ ভক্ষণ করিত এবং উষ্ট্রিটি সন্ধ্যাকালে নগরে প্রবেশ করিলে, লোকেরা উহার দুগ্ধ পানে তুষ্ট হইত। নগরবাসীরা উষ্ট্রীর অত্যাচারের অনুযোগ উপস্থিত করিল; ইহাতে তিনি বলিলেন, যে দিবস তোমাদের জন্তু সকল তৃণক্ষেত্রে বিচরণ করিবে, সেই দিবস আমি জন্তুদ্বয়কে আবদ্ধ করিয়া রাখিব। তৎপর দিবস এই জন্তুদ্বয় তৃণক্ষেত্রে বিচরণ করিবে, তোমরা তোমাদের চতুষ্পদ জন্তু সকলকে বদ্ধ করিয়া রাখিবে। এইরূপ ঝরণার পানি পান করা সম্বন্ধেও উষ্ট্রির ও অন্যান্য চতুষ্পদের জন্য

পৃথক পৃথক সময় নির্দ্দেশ করিলেন ; কিন্তু কিছু দিবস পরে ইহাও তাহাদের পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল। তাহাদের মধ্যে কোদার নামক একটী লোক এক বেশ্যার প্রেমে আকৃষ্ট ছিল। এক দিবস সে উক্ত বেশ্যার সহিত বিবাহের প্রস্তাব করায় বেশ্যাটি বলিল, যদি তুমি উক্ত উষ্ট্রিকে হত্যা করিতে পার, তবে আমি ইহাতে স্বীকৃত আছি। কোদার কাম রিপুর বশীভূত হইয়া কয়েক জন সহকারী সহ উক্ত উষ্ট্রিকে বিনষ্ট করিল ও তাহার মাংস বণ্টন করিয়া লইল। এতদ্দর্শনে শাবকটি ভয়ে পর্বতের মধ্যে পলায়ন করিল। তৎশ্রবণে হজরত ছালেহ (আঃ) দুঃখিত হইয়া নগরবাসীদিগকে বলিলেন, 'তোমাদের উপর খোদাতায়ালার কোপ অবতীর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা। এক্ষণে যদি তোমরা মহাশাস্তি হইতে উদ্ধার প্রার্থনা কর, তবে উষ্ট্রি শাবককে সযত্নে নগরে রক্ষা কর ; কিন্তু তাহারা তাঁহার উপদেশ উপেক্ষা করিল। তখন হজরত ছালেহ (আঃ) ইমানদারগণ সহ শাবকটিকে আনয়ন করিতে প্রান্তরে গমন করিলেন। শাবকটি হজরত ছালেহকে দেখিয়া তিনবার উচ্চশব্দ করিয়া পর্বত-গহ্বরে লুক্কায়িত হইল। হজরত ছালেহ (আঃ) দুঃখিত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং নগরবাসীদিগকে উহার তিনবার উচ্চশব্দ করার নিগূঢ় তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া বলিলেন, তোমরা তিন দিবস তিন প্রকার উপদ্রবে পতিত হওয়ার পরে সমূলে বিনষ্ট হইবে। তোমাদের মুখমণ্ডল প্রথম দিবসে হরিদ্বর্ণ, দ্বিতীয় দিবসে রক্তবর্ণ ও তৃতীয় দিবসে কালবর্ণ হইয়া যাইবে ; তৎপর দিবসে তোমরা নিহত হইবে। ধর্মদ্রোহিরা বুধবারে উষ্ট্রিটিকে হত্যা করিয়াছিল, বৃহস্পতিবার প্রভাতে তাহাদের নিদ্রাভঙ্গ হইলে, তাহারা নিজেদের মুখমণ্ডল হরিদ্বর্ণ দেখিয়া হজরত ছালেহ (আঃ) এর কথা সত্য অবধারণ পূর্বক কোদার ও অন্যান্য আটজন লোক ক্রোধান্বিত অবস্থায়

শপথ করিয়া বলিল, আমরা তিন দিবসের মধ্যে তাঁহার হত্যা সাধন করিব। এক সময়ে হজরত ছালেহ (আঃ) মছজিদে উপবেশন করিতেছিলেন, তখন তাহারা নয়জন তাঁহার হত্যা সাধন মানসে মছজিদের দিকে ধাবিত হইল তথাকার একটি বৃক্ষ অলৌকিক ভাবে বাকশক্তিবিশিষ্ট হইয়া উক্ত হজরতকে তাহাদের আক্রমণের সংবাদ প্রকাশ করিল। ইহাতে তিনি গৃহে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন। তাহারা তাঁহার দ্বার ভগ্ন করিয়া উহার মধ্যে প্রবেশ করিতে কৃত-সংকল্প হইলে, আকাশের ফেরেশতাগণ তাঁহার সহায়তায় উপস্থিত হইয়া আক্রেমণকারীদের হত্যা সাধন করিলেন। শুক্রবারে নগরবাসী ধর্মদ্রোহীদের মুখমণ্ডল লোহিতবর্ণ হইলে, তাহারা কোদার প্রভৃতি নয় জন স্বমতাবলম্বীকে অনুসন্ধান করায় উক্ত হজরতের গৃহের নিকট তাহাদের মৃতদের প্রাপ্তে তাঁহাকে তাহাদের হত্যাকারী ধারণা করিল এবং ইহার প্রতিশোধ লইতে তাহারা সদলবলে তাঁহার উপর আক্রমণ উদ্দেশ্যে তাঁহার দ্বারদেশে উপস্থিত হইল। উক্ত হজরত বলিলেন, তাহারা আমার প্রতি আক্রমণ করায় ফেরেশতাগন কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে। এই সময়ে ধর্ম্মপরায়ণ 'জোন্দা' বহু সৈন্যসহ তাঁহার সাহায্যের জন্য তথায় আগমন করেন; অবশেষে এই শর্ত্তে সন্ধি স্থাপিত হইল যে, তিনি নগর পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে গমন করিবেন। হজরত ছালেহ (আঃ) বিশ্বাসিগণ সহ নগরের বাহিরে গমন করিলেন। শনিবা'রে তাহাদের মুখমণ্ডল কালবর্ণ হইয়া গেল, তখন তাহারা ব্যতিব্যস্ত হইয়া শাস্তি হইতে রক্ষা প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে দৃঢ় প্রস্তরের গৃহ সকল শূন্য করিল। রবিবার প্রাতে প্রবল ঝটিকা প্রবাহিত হওয়ায় তাহারা উক্ত গৃহ সমূহে প্রবেশ করিল। তৎপরে হজরত জিবরাইল (আঃ) পরপর দুইবার ভয়ঙ্কর শব্দ করেন, ইহাতে তাহাদের হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ হইয়া তাহারা নিহত হয়। মূল মন্তব্য এই যে,

ছমুদ সম্প্রদায়ের লোকেরা কাম, ক্রোধ ইত্যাদি রিপুর বশীভূত হইয়া বিবেক-বুদ্ধিকে কলুষিত করিয়া মহাশাস্তিতে ধৃত হইল। তাহাই খোদতায়ালা নিম্নোক্ত আয়তগুলিতে প্রকাশ করিতেছেন,

(১১) كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا ۞ (১২) إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا ۞ (১৩) فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا ۞ (১৪) فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا ۞ (১৫) وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا ۞

১১। ছমুদ জাতি আপন অবাধ্যতা হেতু অসত্যারোপ করিয়াছিল ; ১২। যে সময়ে তাহাদের মহা দুর্ভাগ্য (ব্যক্তি) উদ্যত (বা উত্তেজিত) হইয়াছিল ; ১৩। অনন্তর খোদাতায়ালার প্রেরিত পুরুষ তাহাদিগকে বলিলেন (তোমরা) খোদাতায়ালার উষ্ট্রি ও তাহার পানি পান সম্বন্ধে (সাবধানতা অবলম্বন কর)।

অনন্তর তাহারা তাঁহার প্রতি অসত্যারোপ করিল, পরে তাহাকে (উষ্ট্রীকে) হত্যা করিল। (বা তাহার পা কর্ত্তন করিল) তৎপরে তাহাদের প্রতিপালক তাহাদের অপরাধের জন্য তাহাদের প্রতি কোপ (বা শাস্তি) অবতারণ করিলেন (কিম্বা তাহাদিগকে শাস্তিতে পরিবেষ্টন করিলেন) পরে উহাকে (উক্ত শক্তিকে) সর্ব্বব্যাপী করিলেন (অন্যার্থে তাহাদিগকে সমান বা একই অবস্থাপন্ন করিলেন), ১৫ ; এবং তিনি উহার পরিণাম ভয় করেন না।—রু, ১।

১১। ছমুদ জাতি অবাধ্যতার কারণে হজরত ছালেহ (আঃ) এর প্রতি অসত্যারোপ করিল। এমাম রাজি বলেন, এই প্রকার

অর্থও হইতে পারে যে, ছমুদ জাতি আগমনকারী শাস্তির প্রতি অসত্যারোপ করিল।

১২। তাহারা এই অসত্যারোপ ঐ সময়ে করিয়াছিলেন যে সময় তাহাদের দলের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক হতভাগা কোদার নামক একটি লোক তাহাদের দ্বারা উত্তেজিত হইয়া উক্ত উষ্ট্রির হত্যা সাধন করিতে উদ্যত হইয়াছিল।

১৩—১৪। তখন হজরত ছালেহ (আঃ) বলিলেন, তোমরা উক্ত উষ্ট্রির প্রতি অত্যাচার করিও না বা তাহার পানি পান করায় বাধা প্রদান করিও না; করিলে তোমাদের প্রতি মহাশাস্তি প্রেরিত হইবে; কিন্তু ধর্ম্মদ্রোহী ছমুদ জাতিরা তাঁহার প্রেরিতত্বের ও ভীতি প্রদর্শনের সম্বন্ধে তাঁহার প্রতি অসত্যারোপ করিল এবং উষ্ট্রির পা কর্ত্তন করিয়া তাহার নিপাত সাধন করিল। খোদা-তায়ালা এই অপরাধের জন্য উক্ত ধর্ম্মদ্রোহীদিগকে কোপ ও শাস্তিতে পরিবেষ্টন করিলেন।

১৫। খোদাতায়ালা কিম্বা হজরত ছালেহ (আঃ) এই শাস্তির পরিণামের কোন আশঙ্কা করেন না, কিম্বা উক্ত মহা হতভাগ্য কোদার উক্ত শাস্তির পরিণামের ভয় করিত না, সেই হেতু শাস্তিতে ধৃত হইয়াছে।

টিপ্পনী :—

বাবু গিরীশ চন্দ্র সেন উক্ত সুরায় ১৩ আয়তের অনুবাদে লিখিয়াছেন, 'ঈশ্বরের উষ্ট্রিকে (ছাড়িয়া দাও) ও তাহাকে জল পান করাও।' এস্থলে এইরূপ অনুবাদ হওয়া সঙ্গত, 'ঈশ্বরের উষ্ট্রি ও তাহার জল পান করা সম্বন্ধে (তোমরা সাবধান থাকিও বা বাধা প্রদান করিও না)

তিনি ১৪ আয়তের অনুবাদে লিখিয়াছেন, 'কে তাহাকে (উষ্ট্রীকে) হত্যা করিতে অনুসরণ করিল।' এস্থলে প্রকৃত

অনুবাদ এইরূপ হইবে, অনন্তর তাহারা তাহাকে (উষ্ট্রিকে) হত্যা করিলে (কিম্বা তাহার পা কর্ত্তন করিল)।'

তিনি ১৫ আয়তের অনুবাদে লিখিয়াছেন,—'প্রতিফল দানকে' এস্থলে 'পরিনামের' হইবে।

এই ছুরার প্রথম কয়েকটি আয়তের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—

সূর্য্য—আত্মা (রুহ); উহার জ্যোতিঃ সমস্ত শরীরে বিস্তৃত হয়। চন্দ্র—হৃৎপিণ্ড (কলব), ইহা আত্মা হইতে জ্যোতিঃ আকর্ষণ করে। দিবস প্রকাশিত হয়;—আত্মার জ্যোতিঃ আকৃতি ধারন পূর্বক প্রকাশিত হয়। রাত্রি অন্ধকারময় হয়—জীবাত্মার (নফসের) অন্ধকার আত্মার জ্যোতিকে আচ্ছাদন করে। আকাশ অন্তরিন্দ্রিয় ভূখণ্ড দেহ। খোদাতায়ালা জীবনী-শক্তিকে বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা হিতাহিত জ্ঞান প্রদান করিয়াছেন; যে ব্যক্তি তাহাকে মা'রেফাতের জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান করিয়াছে, সে ব্যক্তি সিদ্ধ পুরুষ হইয়াছে। যে ব্যক্তি তাহাকে কলুষিত করিয়াছে, সে পাপপুরুষ হইয়াছে।—তফছির কবির, আজিজী, এবনো কছির ও এবনে-আরাবি।

— - ——

ছুরা লাএল (৯২)

মক্কা শরিফে অবতীর্ণ, ২১ আয়ত, ১ রুকু।

এই ছুরাটী হজরত আবুবকর (রাঃ) ও ধর্ম্মদ্রোহী ওমাইয়ার সম্বন্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিল; মক্কাশরিফে দুইজন ধনাঢ্য, সম্ভ্রান্ত সমাজের নেতা লোক ছিলেন; একজন হজরত আবুবকর (রাঃ)-ও দ্বিতীয় খালাফের পুত্র ওমাইয়া। উভয়ে ভিন্ন প্রকারে অর্থ ব্যায় করিতেন। ওমাইয়া দ্বাদশটি কিঙ্কর দ্বারা নানা প্রকারে বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিল। একজনকে কৃষিকার্য্যের এক

জনকে উদ্যান সমূহের, একজনকে চিত্রাঙ্কিত মূল্যবান বস্ত্রসমূহের ব্যবসায়ের ও একজনকে পালিত চতুষ্পদ জন্তু সমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, প্রভৃতি বিষয়ের এক এক জনকে এক এক প্রকার কার্য্যের অধ্যক্ষ করিয়াছিল। এরূপ ধনবান হওয়া সত্বেও সে এক কপর্দ্দকও দরিদ্রদিগকে দান করিত না। যদি কোন দাস কোন দরিদ্রকে কিছু দান করিত, তবে সে তাহাকে ভৎসনা ও পদচ্যুত করিত। যদি কেহ তাহাকে বলিত যে, তুমি পরকালের সম্বলের জন্য কোন কিছু দান করিতেছ না? ইহাতে সে বলিত, আমি পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করি না। আমি বিপুল অর্থ সম্পদ থাকিতে কল্পিত বেহেশতের সম্পদ লাভের প্রয়াসী নহি। হজরত বেলাল নামক তাঁহার একজন ক্রীতদাস ছিলেন। ইনি গুপ্তভাবে ইসলাম ধর্ম্মাবলম্বী হইলেন। লোকপরম্পরায় এই সংবাদটি তাঁহার প্রভুর কর্ণগোচর হওয়ায় সে তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া এক খোদাতায়ালার এবাদত ত্যাগ করিতে আদেশ প্রদান করিল এবং বলিতে লাগিল যে, যদি তুমি উহা ত্যাগ না কর, তবে আমি তোমাকে কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ করিব। হজরত বেলাল (রাঃ) বলিলেন, আমি উহা ত্যাগ করিতে পারিব না, তোমার যাহা ইচ্ছা হয় কর। তখন প্রভু ক্রোধান্বিত হইয়া তাঁহার প্রতি কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করিল। তদাদেশানুযায়ী তাহার কর্ম্মচারীগণ দিবসের প্রথম ভাগে তাহার শরীরে বাবলার কণ্টক বিদ্ধ করিত, দিবসের মধ্যম ভাগে উত্তপ্ত মরুভূমিতে তাঁহাকে উর্দ্ধমুখে শয়ন করাইয়া তাঁহার বক্ষদেশে বৃহৎ প্রস্তর স্থাপন করিত ও তাঁহার চতুর্দ্দিকে অগ্নি প্রজ্জ্বলন করিত এবং সন্ধ্যাকালে তাঁহাকে একটি অন্ধকারময় কুটিরে আবদ্ধ করিয়া প্রভাত অবধি কশাঘাত করিত। ইহাতে তাঁহার সর্বশরীর ক্ষত হইয়া গিয়াছিল। এমতাবস্থায় তিনি উচ্চৈঃস্বরে খোদাতায়ালার একত্ববাদ প্রচার করিতেন। এক সময়

হজরত আবুবকর (রাঃ) রাত্রিতে ওমাইয়ার গৃহে ক্রন্দনের শব্দ শ্রবণ পূর্বক প্রভাতে তথায় উপস্থিত হইয়া হজরত বেলালের বিপন্ন দশার কথা অবগত হইলেন। হজরত আবুবকর (রাঃ) দুঃখিত হইয়া ওমাইয়াকে তাঁহার মুক্তি প্রদানের সদুপদেশ দিলেন, কিন্তু ইহাতে কোন ফল হইল না। হজরত আবুবকর (রাঃ) বারম্বার এই প্রস্তাব করায় সে বলিতে লাগিল, যদি তাঁহার প্রতি আপনার এত দয়া হইয়া থাকে; তবে তাঁহাকে ক্রয় করুন। অবশেষে তাঁহার স্বীয় নাস্তাশ নামক ক্রীত কিঙ্কর ও চল্লিশ আওকিয়ার (স্বর্ণমুদ্রা বিশেষ) বিনিময়ে তাহাকে ক্রয় করেন; নাস্তাশের মূল্য দশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা ছিল। যখন হজরত আবুবকর (রাঃ) তাঁহাকে কারাগার হইতে বাহির করিয়া লইয়া যান, তখন ওমাইয়া বলিতে লাগিল, ইনি এরূপ বিবেচক লোক হইয়া একটি নগণ্য লোককে একটি সুচতুর মূল্যবান দাস ও বহু স্বর্ণমুদ্রা দ্বারা ক্রয় করিলেন, যাহার মূল্য আমাদের নিকট এক কপর্দ্দক ও নহে। তৎশ্রবণে হজরত আবুবকর (রাঃ) বলিলেন, এই কিঙ্করটি আমার নিকট এত অধিক মূল্যবান যে, আমি সমস্ত ইমন রাজ্য দ্বারা তাহাকে ক্রয় করিতে সম্মত হইতে পারি। তৎপরে তিনি হজরতের নিকট তাঁহাকে উপস্থিত করিয়া বলিলেন, 'আপনি সাক্ষী থাকুন, আমি ইহাকে মুক্তি প্রদান করিলাম। ইহাতে হজরত মহানন্দিত হইলেন। আরও ইসলাম ধর্ম্মাবলম্বী সাতজন কিঙ্কর ধর্ম্মদ্রোহিদের অত্যাচারে মহা যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিল, হজরত আবুবকর (রাঃ) তাহাদিগকে ক্রয় করিয়া মুক্তি দিয়াছিলেন; তন্মধ্যে তিনি আমের-বেনে কোহায়রাকে অর্দ্ধসের স্বর্ণদ্বারা ক্রয় করিয়াছিলেন। আরও তিনি জোবায়ারা নাম্নী একটি দাসীকে ক্রয় করিয়াছিলেন। এই স্ত্রীলোকটি মুক্তি পাইবার পরে অন্ধ হইয়া যায়, সেই হেতু তাহার প্রভু তাহাকে বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'তুমি ইসলাম গ্রহণের

জন্য প্রতিমার অভিশাপে পতিত হইয়া অন্ধ হইয়াছে।' তদুত্তরে সেই স্ত্রীলোকটি বলিয়াছিল যে, 'খোদাতায়ালা ভিন্ন কাহারও কিছু করিবার অধিকার নাই।' ইহা বলা মাত্র সে চক্ষের জ্যোতিঃ পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছিল। হজরত আবুবকর (রাঃ) এই দাস-দাসীকে ক্রয় করা ভিন্ন আরও চল্লিশ সহস্র দেরম (রৌপ্যমুদ্রা বিশেষ) হজরত নবি করিম (ছাঃ) এবং মুসলমানদিগের হিতার্থে ব্যয় করিয়াছিলেন। তৎপর হজরত, মছজিদের ভূমি ক্রয় ও অন্যান্য বিষয়ের জন্য ছয় সহস্র দেরেম ব্যয় করিয়াছিলেন। হজরত নবি করিম (ছাঃ) বলিয়াছিলেন, আমি আবুবকরের অর্থে যেরূপ লাভবান হইয়াছি, সেইরূপ অন্য কাহারও অর্থে লাভবান হই নাই। —তঃ আজিজ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সর্ব্বপ্রদাতা দয়ালু খোদাতায়ালার নামে (আরম্ভ করিতেছি)

(١) وَ الَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى ۙ (٢) وَ النَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰى ۙ (٣) وَ مَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَ الْاُنْثٰى ۙ (٤) اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتّٰى ۙ (٥) فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَ اتَّقٰى ۙ (٦) وَ صَدَّقَ بِالْحُسْنٰى ۙ (٧) فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْيُسْرٰى ۙ (٨) وَ اَمَّا مَنْۢ بَخِلَ وَ اسْتَغْنٰى ۙ (٩) وَ كَذَّبَ بِالْحُسْنٰى ۙ (١٠) فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْعُسْرٰى ۙ (١١) وَ مَا يُغْنِيْ عَنْهُ مَالُهٗۤ اِذَا تَرَدّٰى ۙ

১। রাত্রির শপথ যে সময়ে উহা (জগৎকে) আচ্ছাদন করে; ২। এবং দিবসের শপথ যে সময়ে উহা আলোকিত হয়; ৩। এবং পুরুষ ও স্ত্রীর সৃষ্টির শপথ (অন্যার্থে—এবং যিনি পুরুষ ও স্ত্রী সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার শপথ); ৪। নিশ্চয়ই তোমাদের চেষ্টা পৃথক পৃথক। ৫। অনন্তর কিন্তু যে ব্যক্তি দান করিয়াছে ও সাধুতা সম্পাদন করিয়াছে; ৬। এবং সৎধর্মের (বা সৎ বিনিময়ের কিম্বা উত্তম কথার) প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে; ৭। অনন্তর অচিরে আমি তাহাকে সহজ পথের জন্য সহায়তা করিব অন্যার্থে তাহার পক্ষে সৎপথ গমনে সাহায্য করিব)। ৮। এবং কিন্তু যে ব্যক্তি কৃপণতা অবলম্বন করিয়াছে ও নিশ্চিন্ত হইয়াছে; ৯। এবং সৎ কথার (বা সৎ বিনিময়ের বা সৎ ধর্ম্মের) প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছে; ১০। অনন্তর অচিরে আমি কঠিন পথ (বা কষ্টের স্থান) তাহার পক্ষে সহজ করিব। ১১। এবং যে সময় সে বিনষ্ট (বা অধোগামী) হইবে, (তখন) তাহার অর্থ তাহার জন্য ফলদায়ক হইবে না (অন্যার্থে তাহাকে রক্ষা করিব না)।

টিকা ;—

১—৪। খোদাতায়ালা অন্ধকারময় রাত্রি, আলোকিত দিবস এবং নর-নারীর শপথ করিয়া বলিতেছেন যে, যেরূপ রাত্রির অন্ধকার ও দিবসের আলোক পৃথক পৃথক এবং নর-নারী পৃথক পৃথক, সেইরূপ মনুষ্যের চেষ্টাও পৃথক পৃথক। কেহ নেকি সঞ্চয় করিতে চেষ্টা করে কেহ বা গোনাহ সঞ্চয় করিতে চেষ্টা করে; কেহ বেহেশ্‌তের কার্য্য করে এবং কেহ দোজখের কার্য্য করে।—তঃ এবনে-কছির ও আজিজি।

৫—৭। যে ব্যক্তি জাকাত, ফেৎরা ইত্যাদি দরিদ্রকে দান করিয়াছে, খোদাতায়ালার ভয় করিয়া শরিয়তের নিষিদ্ধ কার্য্য

হইতে বিরত হইয়াছে এবং পরকালের সুফল, পুরস্কার, কলেমা, বেহেশ্‌ত ও শরিয়তের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, খোদা-তায়ালা তাহাকে সমস্ত সৎকার্য্য করিতে সহায়তা করেন, কিম্বা তাহার পক্ষে বেহেশ্‌তের পথ সহজ করেন। যাহারা সৎকার্য্য করিতে সর্বদা রত থাকে, তাহাদের আত্মা উক্ত সৎকার্য্যের জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান্ হয়, তাহাদের পক্ষে উক্ত কার্য্য করা সহজ হইয়া পড়ে। এই সৎকার্য্যের জন্য মৃত্যু তাহাদের পক্ষে সহজ হয়; মোন্‌কের ও নকিরের প্রশ্নোত্তর, কেয়ামতের হিসাব ও বিশাল সেতু অতিক্রম করা তাহার পক্ষে সহজ হয়। এই আয়তসমুহ হজরত আবু বকর (রাঃ) এর সম্বন্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিল।—তঃ আজিজি ও এবনে-কছির।

৮—১১। যে ব্যক্তি সদ্ব্যয় করিতে কৃপণতা করে, খোদা-তায়ালা, পরকালের সুফল কিম্বা বেহেশ্‌তের সম্পদ হইতে নিশ্চিন্ত থাকে এবং শরিয়দ, কলেমা বেহেশ্‌তে ও পরকালের সুফলের প্রতি অসত্যারোপ করে, খোদাতায়ালা তাহার পক্ষে দোজখের পথ সহজ করেন। যে ব্যক্তি অসৎ কার্য্য করিতে থাকে; তাহার পক্ষে অসৎ কার্য্য করা সহজ হইয়া পড়ে; মৃত্যু তাহার পক্ষে কঠীন হইবে। মোন্‌কের নকিরের প্রশ্নোত্তর, হিসাব-নিকাশ ও বিশাল সেতু অতিক্রম করা তাহার পক্ষে কঠিন হইবে। হজরত বলিয়াছেন, যদি কোন ব্যক্তি সৎকার্য্য করিতে রত থাকে, তবে ইহা তাহার বেহেশ্‌তবাসী হইবার লক্ষন বুঝিতে হইবে। আর যদি কেহ অসৎ কার্য্যে লিপ্ত থাকে, তবে ইহা তাহার দোজখবাসী হইবার লক্ষণ বুঝিতে হইবে। যে সময়ে সে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, কিম্বা দোজখে পতিত হইবে, তখন তাহার ধন-সম্পদ তাহাকে রক্ষা করিতে পারিবে না। এই আয়তসমূহ উমাইয়ার সম্বন্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিল। তঃ কবির, এবনে-কছির ও আজিজি।

(١٢) إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ ۝ (١٣) وَإِنَّ لَنَا

لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ ۝ (١٤) فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ ۝

(١٥) لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى ۝ (١٦) الَّذِي كَذَّبَ

وَتَوَلَّىٰ ۝ (١٧) وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ۝ (١٨) الَّذِي

يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ ۝ (١٩) وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن

نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ ۝ (٢٠) إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ ۝

(٢١) وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ ۝

১২। নিশ্চয়ই আমার প্রতি পথ প্রদর্শন করা; ১৩। এবং নিশ্চয় আমার জন্য (আমার আয়ত্তাধীনে) পরজগৎ এবং ইহজগত: ১৪। অনন্তর আমি তোমাদিগকে এরূপ অগ্নির ভীতি প্রদর্শন করিলাম—যাহা স্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করে।

১৫—১৬। যে মহাহতভাগ্য অসত্যারোপ করিয়াছে এবং বিমুখ হইয়াছে, (তাহা) ব্যতীত (কেহ) উহাতে প্রবেশ করিবে না। ১৭।১৮। এবং অচিরে উক্ত মহাসাধু উহা হইতে দূরীকৃত হইবে, যে পবিত্রতা লাভেচ্ছায় স্বীয় অর্থ দান করে; ১৯।২০। এবং তাহার সর্বোচ্চ প্রতিপালকের সন্তোষ লাভ উদ্দেশ্য ব্যতীত তাহার উপর কাহারও অনুগ্রহ (উপকার) নাই যে, তাহার প্রতিফল দেওয়া যাইবে। ২১। এবং অবশ্য অচিরে সে সন্তুষ্ট হইবে। (র, ১, আ, ২);

টিকা :—

১২। খোদাতায়ালা বাহ্যেন্দ্রিয়, অন্তরিন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও বিবেক-শক্তি প্রদান করিয়া; প্রেরিত পুরুষ, ধর্মগ্রন্থ, সত্যধর্ম্ম, দীক্ষাগুরু, ধর্ম্মোপদেষ্টা প্রেরণ করিয়া প্রত্যেক ব্যক্তিকে সদসৎ কার্য্যের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। বল প্রয়োগ করিয়া সৎপথে চালন বা অসৎ পথ হইতে বিরত রাখা আল্লাহতায়ালার কার্য্য নহে, বরং উভয় পথের কোন একটি মনোনীত করিয়া উহাতে চলা মনুষ্যের সঙ্কল্প ও ইচ্ছার উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে, যদি এরূপ না হইত, তবে পরীক্ষা ও স্বাধীনতার কোন অর্থই থাকিত না এবং সৎ-অসৎ পথে লোকের মধ্যে প্রভেদ করাও সম্ভব হইত না, কারণ যদি এইরূপ ধরা যায় যে, আল্লাহ মনুষ্যকে জোর করিয়া সৎ বা অসৎ পথে পরিচালিত করেন, তবে সৎলোক ও অসৎলোকের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না এবং হেদায়েৎ ও গোমরাহি শব্দদ্বয়ের কোন অর্থই প্রকাশ পায় না এবং মনুষ্য—কাষ্ঠ, প্রস্তর, পানি, মৃত্তিকা ইত্যাদির ন্যায় জড় ও অক্ষম বলিয়া পরিগণিত হইবে; ইহাতে মনুষ্যের প্রাকৃতিক বিশেষত্বটা মুছিয়া ফেলা হইবে এবং তাহার ভালমন্দ উভয় কার্য্য সমান হইয়া পড়িবে —তঃ আঃ।

১৩। খোদাতায়ালা ইহজগৎ ও পরজগতের একমাত্র অধিপতি। যে ব্যক্তি ইহজগতের অন্বেষণ করে, তিনি তাহাকে ইহজগতে ভাগ্যবান করেন। আর যে ব্যক্তি পরজগতের চেষ্টা করে, তিনি তাহাকে পরজগতে ভাগ্যবান করিবেন।

১৪—১৬। খোদাতায়ালা এইরূপ শিখা-বিশিষ্ট অগ্নির ভীতি প্রদর্শন করিয়াছেন,—যাহার শিখা বহু দূর পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া ধর্ম্ম-দ্রোহীকে পরিবেষ্টন করিবে। যে মহাহতভাগ্য খোদাতায়ালার একত্ব হজরত নবি করিমের প্রেরিতত্বের প্রতি আস্থা স্থাপন না করিয়াছে এবং তৎপ্রচারিত ধর্মের অনুসরণ করিতে বিমুখ হইয়াছে,

সেই ব্যক্তি উহাতে নিক্ষিপ্ত হইবে। এই আয়তটি ধর্ম্মদ্রোহী উমাইয়ার সম্বন্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিল।

১৭—১৮। যে মহাধার্ম্মিক বা সাধু ব্যক্তি স্বীয় চিত্তশুদ্ধির উদ্দেশ্যে অর্থ দান করে, সে উক্ত শিখাযুক্ত অগ্নি হইতে পরিত্রাণ পাইবে। এই আয়তটি হজরত আবুবকর (রাঃ) এর সম্বন্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিল। খোদাতায়ালা বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি বেশী ধার্ম্মিক হইবে, সেই ব্যক্তি বেশী মর্য্যাদাধারী হইবে। উক্ত আয়ত-দ্বয় হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, হজরত আবুবকর (রাঃ) এই মণ্ডলীর (উম্মতের) মধ্যে শ্রেষ্ঠতম পুরুষ ছিলেন।

১৯—২০। হজরত আবুবকর (রাঃ) কেবল খোদাতায়ালার সন্তোষ লাভেচ্ছায় দান করিতেন, তিনি কাহারও প্রত্যুপকারের জন্য ইহা করেন নাই। হজরত বলিয়াছেন, যে কেহ আমার কোন উপকার করিয়াছে, আমি তাহার প্রত্যুপকার করিয়াছি, কিন্তু হজরত আবুবকর আমার যে উপকার করিয়াছেন আমি তাহার প্রত্যুপকার করিতে সক্ষম হই নাই; খোদাতায়ালা কেয়ামতে তাঁহার উপযুক্ত পুরস্কার দিবেন। আর এক হাদিছে বর্ণীত আছে, হজরত আবুবকর (রাঃ) কয়েকজন মুসলমান দাসদাসীকে ক্রয় করিয়া মুক্তি দান করিয়াছিলেন; ইহাতে তাহার পিতা হজরত আবু কোহাফা (রাঃ) বলিলেন, যদি দাস-দাসীদিগকে ক্রয় করিয়া মুক্তি দেওয়া তোমার অভিপ্রায় ছিল, তবে উপজীবিকা সঞ্চয় করিতে ও তোমাদিগকে সাহায্য করিতে সক্ষম হয়, এইরূপ দাস-দাসীদিগকে মুক্তি দেওয়া উচিৎ ছিল। তুমি অক্ষম দাস-দাসীদিগকে মুক্তি দিয়া তাহাদের ভরণ-পোষণের ভার গ্রহণ করিয়াছ, ইহাতে তোমার কি ফল হইবে? তদুত্তরে হজরত আবুবকর (রাঃ) বলিয়াছেন, 'খোদাতায়ালার সন্তোষ লাভ ভিন্ন আমার অন্য কোনই উদ্দেশ্য নাই।'

২১। সত্বরেই খোদাতায়ালা হজরত আবুবকর (রাঃ) এর প্রতি প্রসন্ন হইবেন, কিম্বা হজরত আবুবকর (রাঃ) খোদাতায়ালার প্রতি সন্তুষ্ট হইবেন।

দারকুৎনি বর্ণনা করিয়াছেন, এক সময় হজরতের সহচরবৃন্দ পরস্পরে তাঁহাদের মর্য্যাদা সম্বন্ধে বাদানুবাদ করিতেছিলেন, ইহাতে হজরত তথায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 'সাবধান ! তোমরা কাহাকেও আবুবকর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম মনে করিও না।'

হজরত আলি (রাঃ) একটি হাদিছ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, 'প্রেরিত পুরুষগনের (পয়গম্বরগণের) পরে জগতে হজরত আবুবকরের তুল্য কেহই নাই।'

খতিব একটি হাদিছে উল্লেখ করিয়াছেন, 'প্রেরিত পুরুষগণের ন্যায় হজরত আবুবকর (রাঃ) কেয়ামতে বহু লোকের সুপারিশ করিবেন।—তঃ এবনে-কছির, আজিজি ও কবির।

এই ছুরার প্রথমে কয়েকটি আয়তের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা :—

১। রাত্রি আচ্ছাদন করে—জীবাত্মার কালিমা, আত্মার জ্যোতিকে আচ্ছাদন করে। ২। দিবস আলোকিত হয়—আত্মার জ্যোতি প্রকাশিত হয়। আত্মা ও জীবাত্মার সম্মিলনে হৃদয়ের (কলবের) সৃষ্টি হয়। উহার এক মুখ আত্মার দিকে থাকে, উহাকে হৃৎপিণ্ড فؤاد (ফোয়াদ) বলে। উহার অন্য মুখ জীবাত্মার দিকে থাকে, তাহাকে বক্ষ (ছিনা) বলে। ৩। নর-নারীর সৃষ্টি হইয়াছে ; আত্মা নর-তুল্য জীবাত্মা নারী তুল্য ; উভয়ের সংযোগে হৃদয়ের সৃষ্টি হইয়াছে। ৪। কোন মনুষ্য আন্তরিক আলোকের পরিমাণে আত্মার দিকে আকৃষ্ট হইতে থাকে এবং কেহ অন্তরের কালিমার পরিমাণে জীবাত্মার দিকে আকৃষ্ট হইতে থাকে। ৪—৭। যে ব্যক্তি খোদাতায়ালা হইতে বিচ্ছিন্নকারী বস্তুসমূহ হইতে পৃথক থাকে জীবাত্মার কু-কামনা হইতে পরিত্রাণ পায় এবং বিশ্বাসের

দৃঢ়তা সাধন করে, সে ব্যক্তি মা'রেফাতের উচ্চ শিখরে উপস্থিত হইতে পারিবে। ৮—১০। যে ব্যক্তি পার্থিব সম্পদের প্রেমে উন্মত্ত হইয়া উহা সংগ্রহের চেষ্টা করে, মা'রেফাতের উচ্চ শ্রেণী লাভে নিশ্চেষ্ট থাকে এবং পরকাল ও তথাকার উচ্চ পদের প্রতি অসত্যারোপ করে, সে ব্যক্তি মা'রেফাত লাভে বঞ্চিত হইবে।—তঃ এবনে আরাবি।

টিপ্পনী ;—

বাবু গিরিশচন্দ্র সেন এই ছুরার ১৯—২০ আয়তদ্বয়ের অনুবাদে লিখিয়াছেন, 'এবং স্বীয় সমুন্নত প্রতিপালকের আনন অন্বেষণ ব্যতীত কোন ব্যক্তির জন্য বিনিময় দেওয়া যাইতে পারে (এমন) সম্পদ তাহার নিকট নাই।' এস্থলে প্রকৃত অনুবাদ এইরূপ হইবে ;—'এবং স্বীয় সর্ব্বোচ্চ প্রতিপালকের সন্তোষ অন্বেষণ ব্যতীত তাহার উপর কাহারও উপকার নাই যে, তাহার প্রতিফল দেওয়া যাইবে।'

মৌলবি আব্বাছ আলি সাহেব এস্থলে লিখিয়াছেন :—'কোন ব্যক্তির জন্য বদল দেওয়া হইবে এমন নিয়ামত তাহার নিকটে নাই' এই স্থলে এইরূপ হইবে—'তাহার উপর কাহারও উপকার নাই যে তাহার প্রতিফল দেওয়া যাইবে।' তিনি ১৪ আয়তে লিখিয়াছেন, 'ভয় দেখাইতেছি' এস্থলে 'ভয় দেখাইতেছি' 'ভয় দেখাইলাম' লিখিলে ভাল হইত।

সুরা জোহা। (৯৩)

মক্কা শরিফে অবতীর্ণ, ১১ আয়াত, ১ রুকু।

এই ছুরা অবতীর্ণ হইবার কারণ এই যে, যে সময়ে হজরত নবি করিম (সাঃ) মক্কা শরিফে ইসলাম প্রচার করিতে লাগিলেন,

সেই সময়ে মক্কা শরিফের লোকেরা মদিনা শরিফের ইহুদিগণের নিকট লোক পাঠাইয়া দিয়া প্রকাশ করিল যে, আমাদের মধ্যে একজন লোক প্রেরিতত্বের (পয়গম্বরির) দাবি করিতেছেন। তোমরা প্রাচীন গ্রন্থধারী, তোমরা প্রেরিত পুরুষের কোন লক্ষণ আমাদিগকে জ্ঞাপন কর, যদ্দারা আমরা তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে পারি। ইহুদীগণ বলিয়া পাঠাইল, তাঁহার নিকট 'জোলকার-নায়েনে'র ও 'আসহাব-কাহাফে'র (গর্ত্ত নিবাসিগণের) ইতিবৃত্ত এবং আত্মার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা কর। ইহাতে তিনি সত্যপরায়ণ কিনা, প্রকাশ হইয়া পড়িবে। মক্কার লোকেরা হজরতের নিকট উক্ত তিন বিষয়ের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিল। তদুত্তরে হজরত বলিলেন, আমি কল্য তোমাদিগকে ইহার সংবাদ প্রদান করিব। কিন্তু তিনি ভ্রম বশতঃ 'খোদাতায়ালা যদি ইচ্ছা করেন' انشاء الله এই কথাটী বলিলেন না। তজ্জন্য সেই হইতে দশ, পনর কিম্বা চল্লিশ দিবস পর্য্যন্ত তাঁহার উপর কোর আন শরিফ অবতীর্ণ হইল না। হজরত তজ্জন্য দুঃখে মর্ম্মাহত হইলেন। আবু জেহল ইত্যাদি ধর্ম্মদ্রোহিগণ বিদ্রূপ করিয়া বলিতে লাগিল, 'তোমার খোদাতায়ালা তোমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন।' সেই সময়ে এই সুরা অবতীর্ণ হইয়াছিল। ইহা বহু টিকাকারের মত। এমাম বোখারি ও তেরমেজি বর্ণনা করিয়াছেন যে, হজরতের একটি অঙ্গুলী প্রস্তরাঘাতে এরূপ আহত হইয়াছিল যে, তিনি দুই কিম্বা তিন রাত্রি তাহাজ্জদ পড়িতে পারেন নাই। তখন আবু লাহাবের স্ত্রী 'উম্মে জমিলা' বলিতে লাগিল যে, যে জেন আপনাকে শিক্ষা দিয়া থাকে সে আপনাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। এই স্ত্রীলোকটী ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তি হইয়া হজরত জিবরাইল ফেরেশ্‌তাকে জেন বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিল। সেই সময়ে উক্ত আয়ত অবতীর্ণ হইয়াছিল। জায়েদ বেনে আছলাম

বলিয়াছেন, "হজরতের গৃহে একটি কুকুর শাবক ছিল, তজ্জন্য কয়েক দিবস তাঁহার উপর কোর-আন অবতীর্ণ হয় নাই; তৎপরে গৃহ হইতে কুকুর বাহির করিয়া দিলে; উক্ত ছুরা অবতীর্ণ হইয়াছিল। হজরত নবি করিম (সাঃ) হজরত জিবরাইল (আঃ) কে এই বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন যে, যে গৃহে কোন কুকুর বা মুর্ত্তি থাকে, আমরা ইহাতে প্রবেশ করি না।—তঃ মনির, মায়ালেম, খাজেন ও এব,নে কছির।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সর্বপ্রদাতা দয়ালু খোদাতায়ালার নামে (আরম্ভ করিতেছি)

(١) وَالضُّحٰى ۙ (٢) وَالَّيْلِ اِذَا سَجٰى ۙ

مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى ۙ (٤) وَلَلْاٰخِرَةُ

خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى ۙ (٥) وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ

رَبُّكَ فَتَرْضٰى ۙ

১। মধ্যাহ্নের (কিম্বা দিবসের) শপথ; ২। এবং রাত্রির শপথ—যে সময় আচ্ছাদন করে; ৩। তোমার প্রতিপালক তোমাকে পরিত্যাগ করেন নাই এবং শত্রুরূপে গ্রহণ করেন নাই, ৪। এবং অবশ্য শেষাবস্থা (বা পরজগৎ) তোমার পক্ষে প্রথমাবস্থা (বা ইহজগৎ) হইতে উত্তম, ৫। এবং অবশ্য অচিরে তোমার প্রতিপালক তোমাকে দান করিবেন, তৎপরে তুমি সন্তুষ্ট হইবে।

টীকা.—

১—৩। খোদাতায়ালা আলোকিত দিবসের বা মধ্যাহ্নের এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রির শপথ করিয়া বলিতেছেন যে, তিনি হজরত মোহম্মদ (সাঃ) কে ত্যাগ করেন নাই বা তাঁহাকে বৈরী স্থির করেন নাই। এমাম জা'ফর ছাদেক, মোকাতেল ও কাতাদা উহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, খোদাতায়ালা উক্ত মধ্যাহ্নের শপথ করিয়াছেন—যাহাতে তিনি হজরত মুছা (আঃ) এর সহিত কথোপকথন করিয়াছিলেন, এবং হজরত মে'রাজের রাত্রির শপথ করিয়াছেন। এমাম রাজি লিখিয়াছেন, মধ্যাহ্নের ইশারা হজরতের মুখ মণ্ডল। রাত্রের ইশারা তাঁহার মস্তকের কেশ। মধ্যাহ্নের ইশারা কোর-আন অবতীর্ণ হইবার সময় এবং ;রাত্রির ইশারা উহার বন্ধ হইবার সময়। ম্যাহ্নের ইশারা ইসলামের উন্নতির সময় এবং রাত্রির ইশারা তাহার অবনতির সময়। কোন বিদ্বা ন বলিয়াছেন, মধ্যাহ্ন উক্ত সময়কে বলা হইয়াছে—যে সময় তরিকত পন্থিগণ মোকাশাফার জ্যোতিতে গুপ্ততত্ত্ব দর্শন করেন। রাত্রি উক্ত সময়কে বলা হইয়াছে—যে সময়ে তাঁহাদের হৃদয় কালিমার আবরণে আচ্ছাদিত হয়। মধ্যাহ্ন, হজরতের প্রতি কোর আন অবতীর্ণ হইবার কাল। যে রাত্রিতে চন্দ্র উদিত হয়, তাহা চারি ছাহাবার খেলাফতের কাল। যে অন্ধকারময় রাত্রিতে প্রদীপ ইত্যাদি প্রজ্বলিত করা হয়, তাহা চারি এমাম ও মা'রেফাতসিদ্ধ পীরগণের সময়। যে অন্ধকারময় রাত্রিতে একটি প্রদীপ না থাকায় জগৎ গাঢ় তমসাচ্ছন্ন হয়, তাহা ইসলামের পূর্ব্বের ধর্ম্মদ্রোহিতার সময়।

৪। আপনার প্রথমাবস্থা হইতে শেষাবস্থা উন্নত হইবে। প্রত্যেক দিবস পরে আপনার পদমর্য্যাদা অধিক হইবে, অবশেষে আপনি আধ্যাত্মিক জোতিতে সম্পূর্ণ জ্যোতিষ্মান হইবেন। ইহ-

জগৎ অপেক্ষা পরজগৎ আপনার পক্ষে উত্তম হইবে, সেই দিবসে আপনি সমস্ত লোকের নেতা হইবেন। জগদ্বাসিরা আপনার সুপারিশের অপেক্ষা করিবে।

৫। হজরত এবনে আব্বাছ (রাঃ) এই আয়তের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, খোদাতায়ালা তাঁহাকে সুপারিশ করিবার পদ কেয়ামাতে প্রদান করিবেন, ইহাতে তিনি সন্তুষ্ট হইবেন। হাদিছ শরিফে বর্ণিত হইয়াছে যে, এই আয়ত অবতীর্ণ হইবার পরে হজরত বলিয়াছেন, "আমার একজন উম্মত (অনুগামী) দোজখে থাকিতে আমি কখনই সন্তুষ্ট হইব না" হজরত নবি করিম ছাঃ) বদরের যুদ্ধে ও মক্কাশরিফ জয়ের দিবস শত্রুদের প্রতি জয়যুক্ত হইয়াছিলেন, বহুসংখ্যক লোক দলে দলে ইসলামে দীক্ষিত হইয়াছিলেন এবং তিনি অন্যান্য স্থানে বিপদের প্রতি প্রবল ছিলেন; তাঁহার পরবর্ত্তী স্থলাভিষিক্ত (খলিফা) বহু দেশ অধিকার করিয়াছিলেন; বহু রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন; বহু মূল্যবান লুণ্ঠিত বস্তু করায়ত্ত করিয়াছিলেন, বহু স্থানে, ইসলাম প্রচার করিয়াছিলেন এবং বহু লোককে ইসলামে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। এই আয়তে তৎসমস্তের ভবিষ্যদ্বাণী উল্লিখিত আছে।—তঃ মুনির, মায়ালেম ও খাজেম।

উক্ত আয়তে হজরতের বহু অলৌকিক শক্তি ও পদমর্য্যাদার বিষয় ইঙ্গিত করা হইয়াছে; যথা—হজরত যেরূপ সম্মুখ হইতে দেখিতে পাইতেন, সেইরূপ পশ্চাতের দিক হইতেও দেখিতে পাইতেন। তিনি যেরূপ দিবাভাগে দেখিতেন, সেইরূপ অন্ধকারময় রাত্রিতেও দেখিতেন। তাঁহার নিষ্ঠিবন লবণাক্ত পানিতে পতিত হইলে, উহা মিষ্ট পানিতে পরিণত হইয়া যাইত। তাঁহার নিষ্ঠিবন কোন শিশু গ্রাস করিলে, সমস্ত দিবস সে ক্ষুধার্ত্ত হইত না। তাঁহার কণ্ঠস্বর বহু দূর পর্য্যন্ত পৌছিত। তিনি বহু দূর হইতে

লোকের কণ্ঠধ্বনি শ্রবণ করিতেন। তাঁহার চক্ষু নিদ্রিত হইলেও তাঁহার অন্তর জাগরিত থাকিত। তিনি কখনও জৃম্ভন করিতেন না। তাঁহার স্বপ্নদোষ হইত না। তাঁহার ঘর্ম্ম মৃগণাভি অপেক্ষা অধিক সুগন্ধিযুক্ত ছিল। ভূমি তাঁহার মলমূত্র গ্রাস করিয়া লইত; কেহ তাহা দেখিতে পাইত না, কেবল তথা হইতে সৌরভ বাহির হইত। তিনি ত্বকচ্ছেদ ও নাড়িচ্ছেদ অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন।। তিনি ভূমিষ্ঠ হইয়া ছেজদাতে পতিত হইয়া আকাশের দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়াছিলেন। সেই সময় একটি জ্যোতিঃ প্রকাশিত হইয়া সুরিয়া দেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। শৈশবাবস্থায় ফেরেশ্তাগণ তাঁহার দোলনা সঞ্চালন করিতেন। ঐ সময়ে তিনি কথা বলিতেন। সূর্য্যের প্রচণ্ড উত্তাপে মেঘ তাঁহার মস্তকের উপর ছায়া নিক্ষেপ করিত। তিনি কোন বৃক্ষতলে উপস্থিত হইলে, উহার ছায়া তাঁহার মস্তকের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিত। হজরতের শরীরের ছায়া ছিল না। তাঁহার গাত্রে বা মস্তকে মক্ষিকা বসিত না। ছারপোকা তাঁহাকে দংশন করিত না। তিনি কোন জন্তুর পৃষ্ঠদেশে আরোহণ করিলে, ঐ জন্তু মলমূত্র নিক্ষেপ করিত না। তিনি জগতের প্রথমেই সৃষ্টি হইয়াছিলেন। তিনি আত্মিক জগতে সকলের পূর্ব্বে খোদাতায়ালার একত্ব স্বীকার করিয়াছেন। তিনিই কেবল 'বোরাক' আরোহণ পূর্বক মে'রাজ গমন করিয়াছিলেন ফেরেশতাগণ যুদ্ধকালে তাঁহার সাহায্য করিয়াছিলেন। কেয়ামতের তিনিই প্রথমে জীবিত হইয়া বোরাকে আরোহণ পূর্বক ৭০ সহস্র ফেরেশতা সমভিব্যাহারে আর্‌শের দক্ষিন পার্শ্বে উপবেশন করিবেন। তিনি 'মকামে'-মাহমুদ' নামক স্থান সমুন্নত হইয়া প্রশংসার পতাকা (لوای حمد) স্বহস্তে গ্রহণ করিবেন। সমস্ত আদম-সন্তান উহার তলদেশে আশ্রয় লইবেন। সমস্ত

প্রেরিত পুরুষ তাঁহাদের মণ্ডলীসহ হজরতের পশ্চাদ্‌গমন করিবেন। তিনিই প্রথমে খোদাতায়ালার দর্শন লাভ করিবেন। সকলের জন্য প্রথমে তিনিই সুপারিশ করিবেন। তিনিই সর্ব্বপ্রথমে দোজখের পৃষ্ঠোপরি স্থাপিত বিশাল সেতু অতিক্রম করিবেন। সমস্ত বিচার-প্রান্তরবাসীকে আদেশ করা হইবে, 'তোমরা চক্ষু বন্ধ কর, এই সময়ে হজরতের কন্যা হজরত ফাতেমা (রাঃ) বিশাল সেতু অতিক্রম করিবেন। প্রথমে তাঁহার জন্য বেহেশতের দ্বার উদ্‌ঘাটন করা হইবে। তাঁহাকেই কেবল 'অছিলা' (মন্ত্রীপদে) বরণ করা হইবে। তাঁহার শরিয়তে কেবল যুদ্ধের লুণ্ঠিত বস্তু বৈধ করা হইয়াছে। সমস্ত ভূখণ্ড তাঁহার মণ্ডলীর নিমিত্ত ছেজদাস্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। মৃত্তিকা তাঁহাদের জন্য পবিত্র ও পবিত্র কারী স্থির করা হইয়াছে। তাঁহাদের জন্য রমজান, জোমা কদরের রাত্রি, ছুরা ফাতেহা, আজান ও একামত বিশিষ্ঠ বিষয় স্বরূপ। তাঁহার প্রতি অজস্র 'তাজাল্লির' জ্যোতিঃ পতিত হইতেছে। তাঁহার উম্মতেরা বর্ণনাতীত আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহাদীগকে 'মা'রেফাত' ভাণ্ডার ও অসংখ্য তত্ত্বজ্ঞান প্রদত্ত হইয়াছে।—তঃ আজিজি।

(٦) اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاٰوٰى ۝ (٧) وَوَجَدَكَ

ضَالًّا فَهَدٰى ۝ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَاَغْنٰى ۝ (٩) فَاَمَّا

اَلْيَتِيْمَ فَلَا تَقْهَرْ ۝ (١٠) وَاَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ۝

(١١) وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۝

৬। তিনি কি তোমাকে পিতৃহীন প্রাপ্ত হন নাই ? অনন্তর তিনি (তোমাকে) স্থান দান করিয়াছেন।

৭। এবং তিনি তোমাকে সত্যান্বেষী (নিরুদ্দেশ বা অনবগত) পাইয়াছিলেন; অনন্তর তিনি (তোমাকে) পথ প্রদর্শন করিয়াছেন।

৮। এবং তিনি তোমাকে দরিদ্র পাইয়াছিলেন; অনন্তর তিনি (তোমাকে) ধনবান করিয়াছেন।

৯। অনন্তর কিন্তু তুমি পিতৃহীনের প্রতি বল প্রয়োগ করিও না।

১০। এবং অনন্তর কিন্তু তুমি ভিক্ষুককে ভৎসনা করিও না।

১১। এবং কিন্তু তোমার প্রতিপালকের দান বিষয়ে বর্ণনা কর।

টীকা;—

৬। হজরত যে সময়ে ছয় মাস মাতৃগর্ভে ছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার পিতা আবদুল্লাহ ইহলীলা সম্বরণ করেন। তৎপরে ভূমিষ্ঠ হইবার পর তিনি তাঁহার মাতা ও পিতামহ আবদুল মোত্তালেবের আশ্রয়ে ছিলেন। তাঁহার ছয় বৎসর বয়সে তাঁহার পিতমহও কালকবলে পতিত হন। তিনি মৃত্যুর পূর্বে আবু তালেবকে হজরতের সযেত্নে প্রতিপালনের জন্য উপদেশ দিয়াছিলেন। তৎপরেহজরত চল্লিশ বৎসর বয়সে প্রেরিতত্ব পদ লাভ করিলে, আবুতালেব তাঁহাকে যথোচিত সহায়তা করেন; অবশেষে তিনিও ইহধাম ত্যাগ করেন। খোদাতায়ালা এই আয়তে এই বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন।

৭। হজরত শরিয়তের অবস্থা অবগত ছিলেন না; তৎপরে খোদাতায়ালা তাঁহাকে তাহা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। হজরত এবনে আব্বাস (রাঃ) উক্ত আয়তের ব্যাখ্যায় নিম্নোক্ত ঘটনা

উল্লেখ করিয়াছেন,—"হজরত নবি করিম (ছাঃ) শৈশবাবস্থায় মক্কা শরিফের কোন পর্ব্বতের মধ্যস্থলে পথ ভুলিয়া ইতস্তত ভ্রমণ করিতেছিলেন, এমতাবস্থায় আবু-জেহল ক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে তাঁহাকে উষ্ট্রের উপর আরোহন করাইয়া তাঁহার পিতামহ আবদুল মোত্তালেবের নিকট আনয়ন পূর্বক বলিল, "নাজানী তোমার এই পৌত্রের দ্বারা আমাদের উপর কি বিপদ উপস্থিত হইবে।" তিনি ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, আবু জেহল বলিল, "আমি প্রথমে আপনার পৌত্রকে আমার পশ্চাদ্বাগে উপবেশন করাই, ইহাতে আমার উষ্ট্রি বসিয়া পড়িল; কিছুতেই অগ্রসর হইল না। অবশেষে আমি আহাকে তামার সম্মুখে উপবেশন করাইলে উষ্ট্রী ধাবিত হইল এবং বাকশক্তি পাইয়া বলিতে লাগিল, "ইনি তোমাদের অগ্রণী, অতএব কিরূপে পশ্চাতে উপবেশন করিবেন।"

কোন টীকাকার উহার ব্যাখ্যায় নিম্নোক্ত ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন, যে সময় হজরতের দুগ্ধ-মাতা হালিমা বিবি তাঁহাকে তাঁহার পিতমহ আবদুল মোতালেবের নিকট পৌঁছাইবার উদ্দেশ্যে মক্কাশরিফের দ্বারদেশে উপস্থিত হন, তখন হজরত নিরুদ্দেশ হইয়া গেলেন; ইহাতে তিনি অস্থির হইয়া 'হোবল' নামক প্রতিমার নিকট উচ্চৈস্বরে অনুযোগ উপস্থিত করিলেন। যে সময়ে তিনি হজরতের নাম উচ্চরণ করিলেন, সেই সময় সমস্ত প্রতিমা অধো-মুখে ভূপতিত হইল। উহাদের মধ্য হইতে এই শব্দ প্রকাশিত হইল যে, "তুমি কাহার নাম লইতেছ ? উক্ত বালকের দ্বারা আমাদের ধ্বংস সাধিত হইবে।" ইতিমধ্যে হজরত জিবরাইল (আঃ) তাঁহার হস্ত ধরিয়া তাঁহার পিতামহের নিকট তাঁহাকে উপস্থিত করেন। হালিমা বিবি প্রতিমার নিকট হইতে নিরাশ হইয়া আবদুল মোত্তালেবের নিকট উপস্থিত হওয়া মাত্র হজরতকে তথায় দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত হইলেন।

এমাম বাগাবী বর্ণনা করিয়াছেন, "হজরত একসময় তাঁহার পতৃব্য আবুতালেবের সহিত অন্যান্য ব্যবসায়িদের দলভুক্ত হইয়া শাম দেশের দিকে যাত্রা করিয়াছিলেন। জহরত নবি করিম (ছাঃ) যে উষ্ট্রের উপর আরোহণ করিয়া যাইতেছিলেন, শয়তান অন্ধকার রাত্রে উপহার বজ্জু ধারণ করিয়া তাঁহাকে দল হইতে বিচ্ছিন্ন কবিরার চেষ্টা করিতেছিল, তখন হজরত জিব্রাইল (আঃ) শয়তানকে পদাঘাত করিয়া আবিসিনিয়ায় নিক্ষেপ করেন এবং হজরতের উষ্ট্রকে দলের মধ্যে ফিরাইয়া আনেন। খোদাতায়ালার উক্ত আয়তে এই কথার ইঙ্গিত করিতেছেন।

বাবু গিরীশচন্দ্র সেন এই আয়তের অনুবাদে লিখিয়াছেন, "তিনি তোমাদের বিপথগামী পাইয়াছিলেন, ইহা তাঁহার ভ্রমাত্মক ব্যাখ্যা, ইহার প্রকৃত অর্থ এই যে, তিনি তোমাকে সত্যান্বেষী নিরুদ্দেশ অথবা অনবগত পাইয়াছিলেন, কারণ খোদাতায়ালা কোরআন শরিফের ছুরা নজমে বর্ণনা করিয়াছেন ,—

ما ضل صاحبكم و ما غوى

"তোমাদের সহচর (হজরত) মোহম্মদ বিপথগামী হন নাই এবং পথভ্রান্ত হন নাই।" এস্থলে খ্রীষ্টানেরা অন্যায় ভাবে কোরআন শরিফের অর্থ পরিবর্ত্তন করিয়া হজতরকে গড়িয়া পিটিয়া গোনাহগার সাব্যস্ত করিতে প্রয়াস পান· কিন্তু কোরআন শরিফের শেষোক্ত আয়ত তাহাদের এরূপ অমূলক ব্যাখ্যার ঘোর প্রতিবাদ করিতেছে :

টিপ্পনী;—

গোল্ডসেক সাহেব এই আয়তের টীকায় লিখিয়াছেন,— "এই বাক্যে অলস্তভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে, মোহাম্মদ সাহেব পাপী ছিলেন। ফলতঃ ইহার ব্যাখ্যায় জালালুদ্দীন স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন,—

وجدك ضالا عما انت عليه الان من الشريعة فهدي اي هداك اليها ★

'শরিতের – যাহার উপর তুমি এখন আছ, তাহা হইতে বিপথ গমনে প্রাপ্ত হইয়া তৎসম্বন্ধে হেদায়াৎ করিয়াছিলেন।"

আমরা বলি, উক্ত আয়তে কখনই উহা সপ্রমান হয় না। বরং ছুরা অন্নজমের আয়তের হজরতের বে-গোনাহ হওয়ার প্রমান হয় সাহেব বাহাদুর এমাম জালালুদ্দিনের কথার ভ্রান্তিমূলক অনুবাদ করিয়াছেন, উহার প্রকৃত অনুবাদ এইরূপ হইবে,—তুমি বর্ত্তমানে যে শরিয়তের উপর আছ, খোদা তোমাকে উক্ত শরিয়তে অনবগত পাইয়াছিলেন, তৎপরে তিনি তোমাকে উক্ত শরিয়তের দিকে পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

আরও সাহেব বাহাদুর লিখিয়াছেন,—'সাহা আবদুল আজিজ লিখিয়াছেন যে, মোহাম্মদ সাহেব যৌবনে উপনীত হইলে তিনি প্রতিমা পূজা অস্বীকার করিয়া ঐ সমস্ত কুকার্য্য পরিত্যাগ করিলেন এবং এবরাহিমের উপাস্য আল্লার পরিচয় প্রাপ্ত হইলেন।"

আমরা বলি, সাহ আবদুল আজিজ দেহলবী লিখিয়াছেন, হজরত নবি (ছাঃ) বালেগ হওয়ার পরেই (অর্থাৎ অনুমান ১২ বৎসর বয়সে) তীক্ষ্ণবুদ্ধি বলে এতটুকু বুঝিতে পারিলেন যে, প্রতিমা পূজা ও ইছলামের পূর্ব্ব জামানার রীতি নীতি অতি কদর্য্য ও বাতীল, কাজেই তিনি সত্য দীনের অনুসন্ধানে লিপ্ত হইলেন, আরও তিনি বৃদ্ধ লোকদের মুখে শ্রবণ করিয়াছিলেন যে, হজরত এবরাহিম (আঃ) এর দীন আরববাসীগের মূল দ্বীন, তখন তিনি সঙ্কল্প করিলেন যে, প্রতিমা পূজা ও জাহেলিয়েতের নিয়ম পদ্ধতি উপেক্ষা করিয়া হজরত এবরাহিম (আঃ) এর খোদার এবাদতে মনোনিবেশ করেন, কিন্তু এবরাহিমী দীনের ব্যবস্থা কাহারও স্মরণে ছিল না, কোন কেতাবে উহা লিপিবদ্ধ ছিল না এবং

তিনি কেতাব পাঠ করিতে জানিতেন না, কাজেই তিনি উহা অবগত হইতে বিরত ও ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, অবশ্য তিনি সেই সময়ে উক্ত দ্বীনের অতি প্রসিদ্ধ কতকগুলি কার্য্য করিতেন, তৎপরে খোদাতায়ালা অহি প্রেরণ করিয়া এবরাহিমী দ্বীনের মূল ও আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাগুলি অবগত করাইয়া দিলেন, তখন তিনি যেন হারান-বিষয়গুলি প্রাপ্ত হইলেন, এবং তাঁহার সেই ব্যস্ততা ও চিত্তচাঞ্চল্যের অবসান হইয়া গেল।

নিরপেক্ষ পাঠক, ইহাতে এমন কোন কথা নাই, যাহাতে হজরতের প্রতিমা পূজা করা সাব্যস্ত হয়। যখন তিনি ১২ বৎসর বয়সেই প্রতিমা পূজা ও জাহেলিয়েতের নিয়ম-পদ্ধতির প্রতি উপেক্ষা করিয়া এক খোদার ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন, তখন তিনি উক্ত কার্য্য কিরূপে করিলেন? ১২ বৎসরের পূর্ব্বে যে হজরত প্রতিমা পূজা করিয়ছিলেন, না ইহার কোন শাস্ত্রীয় প্রমান আছে, না কোন ঐতিহাসিক প্রমান আছে। নিজে উক্ত শাহ সাহেব তফছীরের ২৮০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—"ইহা অকাট্য সত্য বলিয়া জানা কর্ত্তব্য যে, পয়গম্বরগণ পয়গম্বরী লাভের পূর্ব্বেও গোমরাহী ও সকল প্রকার কাফেরি-মূলক কার্য্য হইতে নির্ম্মল থাকেন, বরং ইচ্ছাকৃত গোনাহ হইতেও পাক থাকেন। হাদিছ শরীফে উল্লিখিত হইয়াছে যে, হজরত বলিয়াছেন, 'আমি কখনও জাহেলিয়েতের কোন কার্য্য করার ইচ্ছা করি নাই, কিন্তু কেবল দুইবার গীত-বাদ্য শ্রবণ করার ইচ্ছা করিয়াছিলাম, কিন্তু কেবল দুইবার খোদার অনুগ্রহই আমাকে গাঢ় নিদ্রায় মগ্ন করিয়া উহা হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন।"

হাশিয়ার-জোমাল, ৪।৫৫৩ পৃষ্ঠা,—

জামাখশারি বলিয়ছেন, যদি কেহ দাবী করে যে, হজরত মোহাম্মদ (ছঃ) কোফরিমূলক কার্য্য করিয়াছিলেন, তবে ইহা

একেবারে বাতীল, কাফেরী তদূরে থাকুক, পয়গম্বরগণ পয়গম্বরীর পূর্বে ও পরে ক্ষুদ্র বৃহৎ সমস্ত গোনাহ হইতে পাক হইয়া থাকেন।

তৎপরে সাহেব বাহাদুর বয়জাবি হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

(و وجدك ضالا) عن علم الحكم و الاحكام (فهدي)
فعلمك بالوحى و الالهام ★

"তিনি তোমাকে ব্যবস্থার জ্ঞান হইতে বিপথ গমনে প্রাপ্ত হইয়া ওয়াহি ও এলহাম (প্রত্যাদেশ) দ্বারা তোমাকে হেদায়েৎ করিয়াছেন।"

এস্থলে সাহেব বাহাদুর অনুবাদে ভুল করিয়াছেন, প্রকৃত অনুবাদে এইরূপ হইবে,—"এবং তিনি তোমার হেকমত (সূক্ষ্ম জ্ঞান) ও ব্যবস্থা সমূহের জ্ঞানে অনবগত পাইয়াছিলেন, তৎপরে তিনি পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন অর্থাৎ 'অহি' ও 'এলাহাম' দ্বারা তোমাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন।" "ব্যবস্থার জ্ঞান হইতে বিপথ গমনে" ইহা একেত ভ্রমাত্মক অনুবাদ, দ্বিতীয় ইহা অর্থশূন্য কথা।

তৎপরে সাহেব বাহাদুর লিখিয়াছেন,—

"অন্য কেহ কেহ আয়তের উপরোক্ত ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট না হইয়া এই গল্প রচনা করেন যে, মোহাম্মদ সাহেব সুরিয়া দেশে যাইতে পথ হারাইয়াছিলেন। অন্য কেহ কেহ বলেন যে, হালীমা বিবি যে সময়ে তাঁহাকে মক্কায় লইয়া যায়, সেই সময়ে পথহারা হইয়াছিল ইত্যাদি. এই আয়ৎ যে বাস্তবিক যৌবনকালীন পাপ, বিশেষতঃ তাঁহার কৃত প্রতিমা পূজা সম্বন্ধীয়, তাহাতে সন্দেহ নাই।"

আমাদের উত্তর,—

উপরোক্ত প্রকার ব্যাখ্যা হজরতের বিশ্বাসভাজন ছাহাবা ও তাবেয়ী কর্ত্তৃক উল্লিখিত হইয়াছে, তাঁহারাই কোর-আন শরিফের মর্ম্ম বুঝিতে অগ্রণী, তাঁহাদের উল্লিখিত ব্যাখ্যাকে রচিত কথা

বলা, বাতুলতা নহে কি? আরও সাহেব বাহাদুর যে উহার ব্যাখ্যায় হজরতের যৌবনকালীন গোনাহ ও প্রতিমার পূজার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বৈব অমূলক ও কল্পিত কথা।

তৎপরে সাহেব বাহাদুর লিখিয়াছেন,—

সুরা আল্-ফতেহের ২য় আয়তে লিখিত 'তোমার যে কিছু পাপ পূর্ব্বে হইয়াছে' কোর-আনের উক্ত আয়েত মোহাম্মদ সাহেবের যৌবনকালের কৃত পাপের প্রতি লক্ষ্য করে।

আমাদের উত্তর,—

তফছিরে জোমালের ৪।১৫৮ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, আরবি غفران 'গাফরাণ' শব্দের অর্থ 'অন্তরাল' বা প্রতিবন্ধক হওয়া, ইহা দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়, প্রথম—গোনাহ্ হইতে রক্ষা করা, দ্বিতীয়—শাস্তি হইতে রক্ষা করা। এস্থলে প্রথম অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। এক্ষেত্রে সুরা ফৎহের ২য় আয়তের অর্থ এইরূপ হইবে 'যেন আল্লাহ তোমাকে পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী গোনাহ হইতে বাঁচাইয়া রাখেন।" ইহাতে হজরতের বে-গোনাহ হওয়া সপ্রমাণ হইল।

আরও সাহেব বাহাদুর মেশকাত কেতাব হইতে হজরতের গোনার মাফ চাওয়া সংক্রান্ত একটি হাদিছ উদ্ধৃত করিয়াছেন। আমরা বলি, এই পারার শেষভাগে সুরা-নছরের তফছিরে ইহার উত্তর ও যথাযথ মর্ম্ম লিখিত হইয়াছে;

৮। হজরত অতিশয় নিঃস্ব ছিলেন, তৎপরে খোদাতায়ালা তাঁহাকে তাঁহার পিতামহ আবদুল মোত্তালেবের অর্থ সাহার্য্যে, তৎপরে তাঁহার পিতৃব্য আবু তালেবের অর্থ সাহার্য্যে, তৎপরে তাঁহার সহধর্ম্মিনী হজরত খোদায়জার (রাঃ) অর্থ সাহার্য্যে, তৎপরে তাঁহার শ্রেষ্ঠতম ও প্রিয় সহচর হজরত আবুবকর (রাঃ) অর্থ সাহার্য্যে, তৎপরে মদিনাবাসী সহচরদিগের (আনসার সম্প্রদায়ের) অর্থ সাহায্যে এবং অবশেষে যুদ্ধের লুণ্ঠীত বস্তুসমূহের

দ্বারা ধনবান করিয়াছিলেন। কোন টীকাকার উক্ত আয়তের এইরূপ অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, হজরত নির্ধন ছিলেন, কিন্তু তিনি খোদাতায়ালার অনুগ্রহে হৃদয়ের প্রসারতা হেতু অল্পে তুষ্ট হইতেন। হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি বিপুল অর্থের অধিকারী তাহাকে ধনবান বলিও না, বরং যে ব্যক্তি হৃদয়ের প্রসারতা-হেতু অভাবে পড়িয়াও ধৈর্য্যচ্যুতির কোন লক্ষণ প্রকাশ করেন না এবং অল্পে তুষ্টি লাভ করেন, তাঁহাকেই প্রকৃত ধনবান বলা যাইতে পারে।

কোন টীকাকার উক্ত আয়তের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন যে, হজরত নবি করিম (ছাঃ) হজরত ওমারের বীরত্বে নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। ইনি ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক বলিলেন, বিধর্ম্মীরা প্রকাশ্য ভাবে প্রতিমা পূজা করিবে, আর আমরা গুপ্তভাবে খোদাতায়ালার উপাসনা করিব, ইহা বিস্ময়জনক বিষয়। হজরত বলিলেন, 'এখনও অধিক লোক আমাদের ধর্ম্মাবলম্বী হন নাই।' হজরত ওমার বলিলেন, ' 'খোদাতায়ালা আপনার সহায় এবং আমি প্রাণপণে আপনার সাহয্য করিব।" সেই সময় হজরত সহচরবৃন্দ সহ উচ্চৈঃস্বরে নামাজ আরম্ভ করেন; তৎশ্রবণে ধর্ম্মদ্রোহিগণ বাধা প্রদানের জন্য তথায় ধাবিত হয়। ইহাতে হজরত ওমার তরবারী হস্তে ধারন করিয়া বলিলেন, "যে ব্যক্তি আমাদের এবাদত কার্য্যে বাধা প্রদান করিবে, আমি তাহার শিরচ্ছেদন করিব। হজরত ওমারের বীরত্ব-বাক্য শ্রবণে তাহারা প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

৯। এই আয়তে প্রমাণিত হয় যে, পিতৃহীন বালক-বালিকাকে ঘৃণা করা, তাহাদের অর্থ সম্পত্তি আত্মসাৎ করা, তাহাদের জন্য মুখ বিরস করা, তাহাদিগকে লাঞ্ছিত করা ও তাহাদের মনে কষ্ট দেওয়া মহা গোনাহ্।

হজরত বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি কোন পিতৃহীন সন্তানের ভরণ পোষণ করে, কেয়ামতে ইহা তাহার পক্ষে দোজখাগ্নির অন্তরাল স্বরূপ হইবে।

এক ব্যক্তি হজরতের নিকট উপস্থিত হইয়া হৃদয়ের কাঠিন্যের প্রতিকার জানিতে চাহিল, তদুত্তরে হজরত বলিলেন, "পিতৃহীন সন্তানের প্রতি অনুগ্রহ কর এবং তাহার মস্তকে হস্ত রাখ।"

প্রাচীন মনীষিগণ বলিয়াছেন, কোন পিতৃহীন সন্তান ক্রন্দন করিলে, খোদাতায়ালার আরশ কম্পিত হইতে থাকে।

হজরত মুছা (আঃ) বলিয়াছেন, "হে খোদাতায়ালা, আমি কি জন্য এরূপ পদ প্রাপ্ত হইয়াছি?" তদুত্তরে খোদাতায়ালা বলিলেন "হে মুছা, তোমার কি স্মরণ নাই যে, একটি ছাগী-শাবক দল পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিল, তখন তুমি তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া তাহাকে ধরিয়া প্রহার করিলে না, বরং বলিয়াছিলে, 'হে ছাগ, তুমি ক্লান্ত হইয়াছ;' তৎপরে তুমি তাহাকে বহণ করিয়া দলের মধ্যে পৌঁছাইয়া দিয়াছিলে; এই হেতু আমি তোমাকে প্রেরিতত্ব-পদে মনোনীত করিয়াছি।" একটী ছাগ-শাবকের প্রতি দয়া করায়, যখন একজন মহাপুরুষের এই পদলাভ হইয়াছিল, এক্ষেত্রে পিতৃহীনের প্রতি দয়া করিলে কত নেকী লাভ হইবে, তাহাই বিবেচ্য বিষয়।

১০। প্রার্থীকে যথাসাধ্য দান করা এবং অভাবপক্ষে মিষ্ট কথা বলিয়া বিদায় দেওয়া কর্ত্তব্য। ভিক্ষুককে রূঢ়কথা বলা অন্যায় কার্য্য। ছহিহ বোখারিতে বর্ণিত আছে, হজরত কখনও কোন ভিক্ষুককে নিরাশ করিয়া ফিরাইয়া দেন নাই।। ছহিহ তেরমেজিতে বর্ণিত আছে যে হজরতের নিকট বাহরাএন দেশ হইতে ৯০ সহস্র দেরহম পৌঁছিয়াছিল; তিনি প্রভাত হইতে মধ্যাহ্নের মধ্যে উহা সমস্তই বিতরণ করিলেন' তৎপরে একজন

ভিক্ষুক উপস্থিত হইয়া কিছু যাচ্ঞা করিল, হজরত বলিলেন "আমার নিকট কিছুই নাই, কিন্তু তুমি অমুক ব্যবসায়ীর নিকট গমন পূর্ব্বক আমার নামে কিছু ক্রয় কর; পরে আমি উহার মূল্য পরিশোধ করিব।" হজরত ওমার বলিলেন, 'আপনি সাধ্যাতীত কার্য্য করিতে আদিষ্ট নহেন।' ইহাতে হজরত অসন্তুষ্ট হইলেন। তখন একজন মদিনাবাসী সহচর বলিলেন: "আপনি দান করিতে থাকুন, খোদার নিকট অভাব অনাটনের আশঙ্কা নাই।" তৎশ্রবণে হজরত আহ্লাদিত হইলেন।

হজরত এত অধিক দান করিতেন যে, খোদাতায়ালা তন্নিমিত্ত তাঁহাকে মধ্যম ধরণের দান করিতে আদেশ করেন। এক হাদিছে বর্ণিত আছে যে, হজরত একস্থানে উপবেশন করিয়াছিলেন, এমন সময়ে হঠাৎ একটি বালক তথায় উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিল যে, আমার মাতার পিরহান নাই, তিনি একটি পীরহানের প্রার্থনা করিয়াছেন। হজরত বলিলেন, তুমি একটু পরে উপস্থিত হইবে: বালকটী কিছুক্ষণ পরে উপস্থিত হইয়া বলিল, আপনার গাত্রে যে পীরহানটী আছে, আমার মাতা তাহাই চাহিতেছেন।" তৎশ্রবণে হজরত গৃহে গমন পূর্বক স্বীয় গাত্র হইতে উক্ত পীরহানটী খুলিয়া তাহাকে প্রদান করিলেন। হজরত বিবস্ত্র গাত্রে গৃহে বসিয়া থাকিলেন। তাঁহার সহচরগণ বহুক্ষণ তাঁহার আগমনের অপেক্ষা করিয়া অবশেষে বিষন্ন মনে চলিয়া গেলেন, সেই সময়ে খোদাতায়ালা এই আয়ত প্রেরণ করেন, "আপনি অতিরিক্ত দান করিবেন না।"

পীর এবরাহিম আদহাম বলিয়াছেন, ভিক্ষুকগণ আমাদের পাথেয় বহন করিয়া পরজগতে পৌঁছাইয়া দেয়।

এমাম নখয়ি বলিয়াছেন, ভিক্ষুকগণ আমাদের বাহক স্বরূপ আমাদের উপঢৌকন আমাদের মৃত আত্মীয়ের নিকট পৌঁছাইয়া দিবার জন্য আমাদের দ্বারে উপস্থিত হয়।

কোন টীকাকার বলেন, এস্থলে প্রার্থীর মর্ম্ম শরিয়ত ও মা'রেফাত শিক্ষার্থী ব্যক্তি। উক্ত শিক্ষার্থীকে যত্ন সহকারে শিক্ষা প্রদান করা ও ভৎ´সনা না করা কর্ত্তব্য।

১১। এই আয়তে খোদাতায়ালা হজরত নবী করিমকে (ছাঃ) তাঁহার প্রেরিতত্ব ও কোরআন লোকের নিকট প্রচার করিতে আদেশ করিয়াছেন। কোন টীকাকার বলেন, খোদাতায়ালা হজরতের প্রতি যে সমস্ত অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া এই ছুরায় উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা লোকের নিকট প্রকাশ করতঃ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে আদেশ করিয়াছেন।

হজরত বলিয়াছেন, যদি কেহ তোমাকে দান করে, তবে তুমি উহার প্রতিফল প্রদান কর, অভাব পক্ষে তাহার প্রশংসা কর। যে ব্যক্তি উপকারী ব্যক্তির প্রশংসা করে, সে তাহার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিল, আর যে ব্যক্তি উহা গোপন করে, সে অকৃতজ্ঞতা করিল। যে ব্যক্তি মনুষ্যের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করে, সে খোদার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিল না।

আরও বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি জীর্ণ-শীর্ণ বস্ত্র পরিধান করত: হজরতের নিকট উপস্থিত হইল। "হুজুর বলিলেন, "তোমার অর্থ আছে কি না ?" সে বলিল, "আছে।" হজরত বলিলেন "তোমার অর্থ আছে কি না ?" সে বলিল 'আছে।' হজরত বলিলেন, "খোদাতায়ালা তোমাকে সম্পদ প্রদান করিয়াছেন, তোমাকে তাহার চিহ্ন প্রকাশ করা কর্ত্তব্য।" তঃ কবির আজিজ, মায়ালেম, খাজেন ও মুনির।

টিপ্পনী

বাবু গিরীশচন্দ্র সেন সুরা জোহার ৯ আয়তে يتيم শব্দের অর্থ "নিরাশ্রয় লিখিয়াছেন, এস্থলে "পিতৃহীন সন্তান" হইবে—বঙ্গানুবাদ।

ছুরা এন্‌শেরাহ্‌। (৯৪)

মক্কাতে অবতীর্ণ, ৮ আয়ত, ১ রুকু।

এই ছুরা অবতীর্ণ হইবার কারণ এই যে, এক সময় হজরত নবি করিম (ছাঃ) খোদাতায়ালার নিকট প্রার্থনা করেন, হে খোদা। আপনি হজরত এবরাহিম (আঃ) কে বন্ধু (খলিলুল্লাহ) উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন; হজরত মুছা (আঃ) এর সহিত কথোপকথন করিয়াছেন, বলিয়া তাঁহাকে (কলিমুল্লাহ্‌) নামে অভিহিত করিয়াছেন, হজরত দাউদ (আঃ) এর জন্য পর্ব্বত ও লৌহ বশীভূত করিয়াছেন এবং হজরত সোলায়মান (আঃ) এর জন্য মানব, দানব, বায়ু ও অগ্নিকে বশীভূত করিয়াছেন। আমার জন্য আপনি বিশিষ্ট কোন্‌ সম্পদ দান করিয়াছেন? সেই সময় এই সূরা অবতীর্ণ হয়। ইহাতে হজরতের আত্মিক উন্নতির কথা বর্ণিত হইয়াছে। তঃ আঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সর্বপ্রদাতা দয়ালু খোদাতায়ালার নামে (আরম্ভ করিতেছি)।

(١) اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۙ (٢) وَ وَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ۙ (٣) الَّذِيْٓ اَنْقَضَ ظَهْرَكَ ۙ

(٤) وَ رَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ؕ (٥) فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۙ

(٦) اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ؕ (٧) فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ۙ

(٨) وَاِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ ۠

১। আমি কি তোমার জন্য তোমার বক্ষ প্রসারিত (বা উন্মুক্ত) করি নাই? ২—৩। এবং আমি তোমা হইতে তোমার আর যাহা তোমার পৃষ্ঠদেশকে ভারি করিয়াছে, দূরীভূত করিয়াছি। ৪। এবং আমি তোমার জন্য তোমার উল্লেখ (বা প্রশংসা) সমুন্নত করিয়াছি। ৫। অনন্তর নিশ্চয় ক্লেশের সঙ্গে শান্তি আছে; ৬। নিশ্চয় ক্লেশের সঙ্গে শান্তি আছে। ৭। অনন্তর যে সময় তুমি অবকাশ প্রাপ্ত হইবে, তখন সাধ্য-সাধনা করিও (বা সংলিপ্ত হইও); ৮। এবং অনন্তর তোমার প্রতি-পালকের দিকে মন নিবিষ্ট করিও।

টিকা :—

১। খোদাতায়ালা হজরতের বক্ষদেশ প্রসারিত করিয়াছিলেন, উদ্দেশ্য এই যে, এই কারণে তাহার হৃদয়, লোকের ধর্ম্মের দিকে আহ্বান, স্বীয় মণ্ডলীর চিন্তা সহ্য ও আধ্যাত্মিক তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে সক্ষম হয়, তাঁহা হইতে দ্বেষ, হিংসা, অহঙ্কার, গরিমা ও শত্রুতা ইত্যাদি কদর্য্য স্বভাবগুলি দূরীভূত হইয়া যায়, তাহা বিশ্বাস (ইমান) ও সূক্ষ্মজ্ঞানের জ্যোতিতে পরিপূর্ণ হয় এবং খোদাতায়ালার প্রত্যাদেশের (ওহির) সমস্ত নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝিতে সক্ষম হয়। তরিকত-পন্থী পীরগণ বলেন, হৃদয়ের (কল্‌বের) দুইটি দ্বার আছে, একটি নাফছের (জীবাত্মার) দিকে, উহাকে বক্ষ (ছিনা) বলে। আর একটি আত্মার (রুহের) দিকে, উহা অতি প্রশস্ত, ইহার হিসাবে বক্ষ অতি সঙ্কীর্ণ। যাহার বক্ষ প্রসারিত হয়, তাহার হৃদয়ের উক্ত প্রশস্ত দ্বার পূর্বাপেক্ষা বহুগুণে প্রসারিত হয়। এই হেতু এস্থলে হৃদয়ের উল্লেখ না করিয়া বক্ষদেশের উল্লেখ করা হইয়াছে। বক্ষ হৃদয়ের দুর্গ স্বরূপ। শয়তান মনুষ্যের পার্থিব কামনা ও লোভের জন্য নাফছের দিক্

হইতে হৃদয়ের প্রথম দ্বার বক্ষের উপর আক্রমণ করিয়া উহা সঙ্কীর্ণ করিয়া ফেলে, কাজেই উহার সঙ্কীর্ণতা হেতু হৃদয় সঙ্কীর্ণ হইয়া যায় এবং ইমানের আসক্তি ও এবাদতের ভক্তি কম হইয়া যায়। যদি হৃদয়ের এই দ্বার প্রসারিত হয়, তবে হৃদয় শান্তি সহ এবাদত কার্য্যে রত হয়। যাহার বক্ষদেশের যত প্রসারতা হয়, তাহার তত অধিক পদ ও সিদ্ধ লাভ হয়।

হজরত নবি করিমের দুই ভাবে বক্ষ প্রসারিত করা হইয়াছিল। প্রথম এই যে, ফেরেশতাগণ তাঁহার বক্ষদেশকে চারিবার বিদীর্ণ করিয়াছিলেন ;—

প্রথম, হজরত চারি বৎসর বয়সে যে সময় তাঁহার দুগ্ধ-মাতা হজরত হালিমার নিকট ছিলেন, সেই সময় হজরত জিবরাইল (আঃ) তাঁহার বক্ষদেশ বিদীর্ণ করিয়া তাঁহার হৃৎপিণ্ড (কল্‌ব) বাহির করিয়াছেন, তৎপরে হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ করিয়া উহা হইতে এক প্রকার গাঢ় কাল রক্ত বাহির করিয়া বলিলেন, 'এই রক্ত শয়তানের অধিকার স্থান, এক্ষণে তাঁহার হৃদয়ের আর শয়তানের কুমন্ত্রণা স্থান পাইবে না।' তৎপরে উহা তুষারের পানি দ্বারা ধৌত করিয়া পরিষ্কার করতঃ পুনরায় বক্ষঃদেশে স্থাপন করিলেন। এই বক্ষ বিদীর্ণ হইবার উদ্দেশ্য এই যে, বালকের হৃদয়ে বাল্যকালে যে ক্রীড়া কৌতুকের বাসনা উদিত হয়, তাহা হইতে হজরত নিষ্কৃতি পাইবেন।

দ্বিতীয়, দশম বৎসর বয়সে তাঁহার বক্ষদেশ বিদীর্ণ করা হয়, ইহার উদ্দেশ্য এই যে, তাঁহার হৃদয় যেন দয়া ও অনুগ্রহে পরিপূর্ণ হয় এবং তিনি কাম, ক্রোধ ইত্যাদি যৌবনের কুপ্রবৃত্তি হইতে পবিত্র থাকেন।

তৃতীয়, ওহির (প্রত্যাদেশের) জ্যোতিঃ আকর্ষণ করিতে সক্ষম হওয়ার জন্য তাঁহার প্রেরিতত্ব লাভের সময় তাহার বক্ষ বিদীর্ণ করা হইয়াছিল।

চতুর্থ—আকাশ, বেহেশত আরশ-ভ্রমণ ও আত্মিক জ্যোতিঃ-দর্শনে সক্ষম হওয়ার জন্য মে'রাজের রাত্রে তাঁহার বক্ষ বিদীর্ণ করা হইয়াছিল।

দ্বিতীয়তঃ খোদাতায়ালা তাঁহার হৃদয় এরূপ প্রসারিত করিয়াছিলেন যে, উহা এক অনন্ত প্রান্তর স্বরূপে পরিণত হইয়াছিল, যাহাতে একটী বৃহৎ অট্টালিকা আছে, তন্মধ্যে বারটী বৈঠকখানা আছে, উহার প্রথমটীতে একজন বাদশাহ আছেন, যাঁহার নিকট জগতের বাদশাহগণ উপস্থিত হইয়া রাজ্য পরিচালনার নিয়ম শিক্ষা করিতেছেন। দ্বিতীয়টিতে একজন হাকিম আছেন—যাঁহার নিকট জগতের হাকিমগণ গার্হস্থ্য-নীতি ও চরিত্র গঠন ইত্যাদি শিক্ষা করেন। তৃতীয়টীতে একজন কাজি (বিচারক) আছেন—যিনি বিচার-নিষ্পত্তির ভার গ্রহণ করিয়াছেন এবং জগতের বিচারকগণ যাঁহার উপদেশকে আইন স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। চতুর্থটীতে একজন প্রবীণ মুফতী (ব্যবস্থাদাতা) আছেন—যাঁহার মুখ হইতে অসংখ্য বিধি-ব্যবস্থা নিঃসারিত হইতেছে এবং যিনি কোরাণ ও হাদিছ অনুযায়ী অস্পষ্ট ব্যবস্থাগুলি আবিস্কার করিতেছেন এবং জগতের হাদিছ প্রচারকগণ তাহা লিপিবদ্ধ করিতেছেন। পঞ্চমটিতে একজন ফৌজদারী হাকিম আছেন—যাঁহার নিকট প্রানঘাতকেরা ও আসামীরা উপস্থিত আছে এবং প্রত্যেক অপরাধি শাস্তি গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতেছে। উপযুক্ত লোকেরা তাঁহার নিকট ফৌজদারী নিয়ম শিক্ষা করিতেছেন। ষষ্ঠটিতে একজন কারী আছেন—জগতের কোর-আন শিক্ষার্থীরা তাঁহার নিকট কোর-আন পাঠের সপ্ত প্রকার প্রনালী শিক্ষা করিতেছেন। সপ্তমটিতে একজন তাপস আছেন, যিনি সর্বদা কোর-আন পাঠ ও জেক্‌রে সংলিপ্ত থাকেন, ফেরেশতাগণ তথায় উপস্থিত হয়েন ও শিক্ষার্থীগণ তাঁহার নিকট উক্ত কার্য্য

শিক্ষা করিয়াছেন। অষ্টমাটিতে একজন মা'রেফাত-তত্ত্বজ্ঞ সিদ্ধ পীর আছেন—যিনি খোদাতায়ালার জাত ও ছেফাতের তত্ত্বজ্ঞান ও অসংখ্য নিগূঢ় তত্ত্ব প্রকাশ করেন। নবমটীতে একজন উপদেষ্টা আছেন—যিনি সর্ব প্রকার উপদেশ দানে সকলকে ইস্‌লামের দিকে আহ্বান করিতেছেন। দশমটীতে একজন শ্রেষ্ঠতম প্রেরিত-পুরুষ (উলোল-আজম-রছুল) আছেন—যিনি লোককে স্বীয় মণ্ডলীভুক্ত ও ধর্ম্মপথে আনয়ন করিতে বিহিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন এবং স্বীয় সহচরবৃন্দকে সাধারণের পথ প্রদর্শনের জন্য নানা দেশে প্রেরণ করিতেছেন। একাদশটীতে একজন তরিকত-পন্থী সিদ্ধ পীর আছেন— যাঁহার নিকট সহস্রাধিক শিক্ষার্থী উপস্থিত হইয়া মা'রেফাতের পথ অনুসন্ধান করেন এবং তিনি শিক্ষার্থী সকলের অন্তরে তাওয়াজ্জহ দান করতঃ পার্থিব মোহ-জাল ছিন্ন করিয়া তাহাদিগকে খোদাপ্রাপ্তির পথ প্রদর্শন করেন এবং তরিকতের উচ্চ পদে সমুন্নত করেন। দ্বাদশটীতে একজন রূপবান প্রেমাস্পদ (মহবুব) আছেন—যাঁহার উপর অবিরত তাজল্লির জ্যোতিঃ পতিত হইতেছে এইং শত সহস্র প্রেমিক তাঁহার প্রেমে উন্মত্ত হইয়া তাহার দিকে ধাবিত হইতেছেন। এই পদ বড় পীর হযরত আবদুল কাদের জিলানী ও পীর হজরত নেজামুদ্দিন আওলিয়া কোঃ) প্রভৃতি কয়েক জন সিদ্ধ পীর ব্যতীত অন্য কেহই প্রাপ্ত হন নাই। প্রকৃত পক্ষে উক্ত কার্যাসমূহ হজরতের হৃদয়ের অনুপম জ্যোতির প্রতিচ্ছায়া মাত্র।—তঃ আজিজি।

কোর-আন শরিফে আরও বর্ণিত হইয়াছে,—"হে আমার প্রতিপালক! আমার জন্য আমার বক্ষঃদেশ (ছিনা) প্রসারিত কর।"

হজরত মুছা (আঃ) খোদাতায়ালার নিকট বক্ষঃ প্রসারি হইবার জন্য যে প্রার্থনা করিয়াছিলেন তাহাই উক্ত আয়তে বর্ণিত

হইয়াছে। এমাম রাজি উহার মর্ম্ম এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন,— ''হজরত নবি করিম (ছাঃ) বক্ষঃ প্রসারিত হওয়া সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হওয়ায় বলিয়াছিলেন যে, হৃদয়ে একটি 'নূর' (আধ্যাত্মিক) জ্যোতিঃ) প্রজ্জ্বলিত হওয়ার নামই বক্ষঃ প্রসারিত হওয়া; তৎপরে লোকে উহার চিহ্ন জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিয়াছিলেন, ''পৃথিবী (পার্থিব বিষয়) হইতে বিছিন্ন হওয়া, পরকালের দিকে মনো নিবিষ্ট করা এবং মৃত্যুর অগ্রে উহার জন্য প্রস্তুত হওয়াই ইহার লক্ষণ।'' — তঃ কবির।

আল্লামা হক্কি লিখিয়াছেন ;—

উক্ত জ্যোতির লক্ষণ এই যে, জড় জগতের কামনা ও উহার সৌন্দর্য্য এবং কুপ্রবৃত্তি সমূহের প্রতি অন্ধ অনুরক্তি দূরীভূত হইয়া পরজগত ও সংকার্য্য সমূহের প্রতি আসক্ত এবং সংচরিত্র ও সদাচারী হওয়া। উহার আরও লক্ষণ এই যে, খোদাতায়ালার জেক্‌রে নূর (জ্যোতিঃ) প্রাপ্ত ব্যাক্তিগণের হৃদয় কোমল হয়, খোদাতায়ালার দর্শন ও তাঁহার নৈকট্য লাভের জন্য তাঁহাদের আগ্রহ বলবৎ হয়; পার্থিব শ্রমসাধ্য ব্যাপার এবং পাশবিক ও দানবীয় স্বভাব সমূহের ভার বহণ করিতে তাঁহারা অক্ষম হন, এতদনিবন্ধন তাঁহারা খোদাপ্রাপ্তির দিকে ধাবমান হইতে থাকেন। অনন্তর তাঁহারা খোদাতায়ালার ছেফাত সমূহের (গুণাবলীর) জ্যোতিঃ, লাওয়ায়েহের জ্যোতিঃ, লাওয়ামেয়ের জ্যোতিঃ, মোশাহাদার জ্যোতিঃ, মোহাজারার জ্যোতিঃ, মোকাশাফার জ্যোতিঃ ও জামালে-ছামাদিয়েতের জ্যোতিঃ আকর্ষণ করেন।

এমাম অস্তি বলিয়াছেন, হৃদয় প্রসারিত হওয়ার জ্যোতিঃ খোদাতায়ালার এক মহা অনুগ্রহ; খোদাতায়ালা যাঁহার প্রতি অনুগ্রহ দান করেন, কেবল সেই ব্যক্তিই উহা আকর্ষণ করিতে সক্ষম হন। তঃ রুহোল-বায়ান।

কোর-আন শরিফের ছুরা জোমারে উক্ত হইয়াছে,—খোদা-তায়ালা যাহার হৃদয় ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করিয়াছেন, সে ব্যক্তি তাহার প্রতিপালকের জ্যোতির উপর আছে।

উক্ত আয়তের মর্ম্ম এইরূপ বিবৃত হইয়াছে :—

খোদাতায়ালা যাঁহার হৃদয় স্বীয় মা'রেফাতের জন্য প্রসারিত করিয়াছেন, সে ব্যক্তি তাঁহার জ্যোতির উপর থাকেন এবং উক্ত জ্যোতিঃ কর্ত্তৃক অদৃশ্য বিষয় সমূহ দর্শন করেন এবং আপন রুহ ও ছের্‌ সহ উহার জন্য মোরাকাবায় নিমগ্ন থাকেন।"

এমাম জাফর ছাদেক (রঃ) বলিয়াছেন, "খোদাতায়ালা অলি-উল্লাহদিগের হৃদয় প্রসারিত করিয়াছেন, উহা তাঁহার গুপ্ত ধন-ভাণ্ডার, ইঙ্গিতের খনি ও বাঞ্ছিত বস্তুর আলয়।"

শেখ শিবলি বলিয়াছেন, "খোদাতায়ালা যাহাদের হৃদয় প্রসারিত করিয়াছেন, তাঁহাদের অন্তর আলোকিত হইয়াছে, তাঁহাদের রসনা তত্ত্বজ্ঞান (হেকমত) প্রকাশ করিতেছে, তাঁহারা রিপু দমন পূর্ব্বক শিষ্টাচার, সাধুতা অবলম্বন করিয়া সিদ্ধ (কামেল) গুলি ও ছিদ্দিক হইয়াছেন।"

এমাম নূরী বলিয়াছেন, "খোদাতায়ালার নৈকট্যের জ্যোতিতে তাঁহাদের অন্তরপরিপূর্ণ হয়।"

অনেকে বলেন, "উক্ত জ্যোতিতে তাঁহারা খোদাতায়ালার মোশাহাদার উপর বিশ্বাস স্থাপন করেন এবং ক্রমে ত্রিজগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বেলায়েতের পদলাভ করেন—আরায়েছোল-বায়ান

২—৩। যে সময়ে ওহি অবতীর্ণ হইত, সেই সময় উহা হজরতের পক্ষে অতি ভারী বোধ হইত, এমন কি তাঁহার সমস্ত শরীর ঘর্ম্মাক্ত হইয়া যাইত; তৎপরে হজরতের বক্ষ প্রসারি হইলে, উহা তাঁহার পক্ষে অতি সহজ হইয়া পড়িল।

প্রথমবার হযরত নবি করিম, হযরত জিবরাইলকে দর্শন

করিয়া বিকম্পিত হইয়াছিলেন, এমন কি তাঁহার অধীন হইয়া পর্বতের উপরি অংশ হইতে নিম্নদেশে পতিত হইবার সম্ভব হইয়াছিল, তৎপরে খোদাতায়ালার অনুগ্রহে তিনি তাহার দর্শনে এরূপ বিকম্পিত হন নাই।

খোদাতায়ালা তাঁহার প্রতি প্রেরিতত্বের ভারার্পণ করিয়াছিলেন, তাহার সমস্ত কার্য্য নিরাপদে সম্পাদন করা সঙ্কটজনক হইয়াছিল, তৎপরে খোদাতায়ালা তাঁহার সহচরবৃন্দের সহায়তায় উহা সহজ করিয়াছিলেন।

মক্কায় ধর্ম্মদ্রোহিরা তাঁহার উপর যে সমস্ত অত্যাচার করিত খোদাতায়ালা ইস্‌লামকে জয়যুক্ত করিয়া তাহা নিবারণ করিয়াছিলেন।

কোরেশ জাতি বিশুদ্ধ এবরাহিমী মতকে নানা প্রকার কুসংস্কার দ্বারা ও পবিত্র কা'বা গৃহকে প্রতিমা সমূহ দ্বারা কলুষিত করিয়া রাখিয়াছিল, ইহা তাঁহার পক্ষে অসহ্য ছিল; তৎপরে খোদাতায়ালা পবিত্র ইসলাম ধর্মকে প্রবল করিয়া উক্ত ধর্ম্মের সংস্কার ও উক্ত গৃহের শুদ্ধি সাধন করিয়াছিলেন।

হজরতের উম্মতের (অনুগামী দলের) গোনাহ ও ক্রিয়াকলাপ তাঁহার নিকট পেশ করা হইত, ইহাতে তিনি অতি দুঃখিত ও চিন্তিত হইতেন, তৎপরে খোদাতায়ালা তাঁহার প্রতি শাফায়াতের (সুপারেশের) ভারার্পণ করিয়া তাহার দুঃখ ও চিন্তা নিবারণ করিয়াছিলেন।

খোদাতায়ালা তাঁহার বক্ষঃ বিদীর্ণ করিয়া অসৎকার্য্যের কামনা হইতেও তাঁহাকে পবিত্র রাখিয়াছিলেন।—তঃ কবির, আজিজি ও মুনির।

৪। আজান, একামহ কলেমা, আত্তাহিয়াতো ও খোৎবা ইত্যাদিতে খোদাতায়ালার নামের সঙ্গে তাঁহার নাম সংযোগ করা

হইয়াছে। তাঁহার আদেশ পালন করিলে, খোদাতায়ালার আদেশ পালন করা হইবে। খোদাতায়ালা তাঁহার উপর শান্তির জ্যোতিঃ (দরুদ) অবতারণ করেন, ফেরেশতাগণ আকাশ সমূহে তাঁহার মঙ্গল কামনা করেন। জগতের মুসলমানগণ তাঁহার প্রতি দয়া বর্ষণের প্রার্থনা করিতে আদিষ্ট হইয়াছেন। সমস্ত প্রেরিত-পুরুষের ধর্ম্মগ্রন্থে তাহার প্রশংসা উল্লিখিত হইয়াছে। আদিকালে প্রেরিত-পুরুষগণ হজরতের প্রতি বিশ্বাস করিতে ও তাহার সাহায্য করিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন। তাহার প্রচারিত ধর্ম্ম নিষ্কলঙ্ক ভাবে কেয়ামত পর্য্যন্ত জগতে স্থায়ী থাকিবে :—তঃ এবনে কছির, এবনে-জবির, ছেরাজ, মুনির ও মায়ালেম।

৫—৬। এমাম বাগাবি ও খতিব বর্ণনা করিয়াছেন, কোরাএশ জাতি হজরত ও তাহার সহচরবৃন্দের দরিদ্রতা দর্শনে বলিতে লাগিল যে, যদি তোমরা খোদাতায়ালার প্রিয়পাত্র হও, তবে তোমরা কেন দরিদ্র হইয়াছ? আমরাই বা কেন ধনবান হইয়াছি? এমন কি হজরত ধারনা করিলেন যে, তাহারা দারিদ্রতা হেতু ইসলাম ধর্মের প্রতি অভক্তি প্রকাশ করিতেছে। সেই সময় খোদাতায়ালা উক্ত দুই আয়তে তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান করেন। হজরত আয়তদ্বয়ের অবতীর্ণ হওয়ার পরে বলিয়াছিলেন, একটি কষ্ট দুইটি সুখের উপর কখনই প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। হাদিছের মর্ম্ম এই যে, মুসলমানগণ উপস্থিত মহাকষ্টে আছেন, কিন্তু ইহার পরে তাঁহারা পার্থিব সুখ ও পারলৌকিক সম্পদ লাভে সমর্থ হইবেন—তঃ মায়ালেম, ছেরাজ ও দোরে মনছুর।

৭—৮। মোজাহেদ ইহার অর্থে বলেন, যখন তুমি পার্থিব কার্য্য সমাধা করিয়া নামাজের জন্য দণ্ডায়মান হইবে, তখন বিশুদ্ধ ভাবে খোদাতায়ালার দিকে মন নিবিষ্ট কর।

হজরত এবনে মছউদ (রাঃ) বলিয়াছেন যে, তুমি ফরজ নামাজ সমাপ্ত করিয়া তাহাজ্জদ নামাজের জন্য দণ্ডায়মান হও, কিম্বা ফরজ নামাজ সমাপ্ত করিয়া উপবেশন পূর্ব্বক খোদাতায়ালার ধেয়ানে (জেকরে) মন নিবিষ্ট কর।

হজরত এবনে আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, নমাজ সমাপ্ত করিয়া খোদাতায়ালার নিকট মঙ্গল কামনা (দোওয়া) কর। বেহেশ্ত লাভ ও দোজখ হইতে উদ্ধারের জন্য অনুনয় বিনয় কর।

এমাম জায়েদ ও জোহাক বলেন, জেহাদ সমাপ্ত করিয়া খোদাতায়ালার উপাসনায় সংলিপ্ত হও।—তঃ এবনে কছির দোরে মনছুর ও মুনির।

এমাম বাগাবি লিখিয়াছেন, নামাজ সমাপ্ত করিয়া সযত্নে প্রার্থনা (দোওয়া) কর।—তঃ মায়ালেম।

কোন টিকাকার বলেন, যখন তুমি ফরজ নামাজ শেষ করিবে, তখন মঙ্গল প্রার্থনার জন্য দুই হস্ত উত্তোলন কর, কিম্বা যখন আত্তাহিয়াতো শেষ করিবে, তখন ইহজগত ও পরজগতের মঙ্গল কামনা কর।—তঃ আজিজি।

টিপ্পনী

এই ছুরার প্রথম আয়াতের টীকায় গোল্ডসেক সাহেব হজরতের বাল্যকালের ও মে'রাজের রাত্রিতে এই দুইবার বক্ষ বিদারণের কথা উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন,—"এই আশ্চর্য্য গল্প প্রসিদ্ধ মেশকাতে ও অন্যান্য পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায় এবং মুসলমান লেখকগণ ইহা অলঙ্কৃত করিয়া বিস্তৃত বিবরণে পরিণত করিয়াছেন। অনেকে বলেন যে, সেই সময়ে মহম্মদ সাহেবের অন্তঃকরণ এমন ভাবে ধৌত করা হইয়াছিল যে, তিনি তৎপরে কখনও কোন পাপ করেন নাই; কিন্তু হয় ফেরেশতাগণ প্রক্ষালন কার্য্য ভালরূপে সাধন করেন নাই, না হয় মহম্মদ সাহেব স্বয়ং

খোদাতায়ালার অভিপ্রায় ব্যর্থ করেন, যেহেতু মে'রাজের রাত্রিতে "এইরূপ শুচিকরণের কার্য্য পুনরায় আবশ্যক হওয়াতে দুইজন ফেরেশতা কর্ত্তৃক মহম্মদ সাহেবের নিকট জম্‌জম্‌ জল দ্বারা তাঁহার হৃদয় ধৌত করা হয়।"

উত্তর। আমরা বলি, হজরতের কয়েকবার বক্ষঃ বিদারণের ভিন্ন ভিন্ন কারণের কথা তফছির-আজিজি হইতে ইতিপূর্বে লিখিত হইয়াছে, মে'রাজের রাত্রিতে বক্ষ বিদারণের কারণ শুচিকরণ নহে, বরং আছমান, বেহেশ্‌ত, আরশ-ভ্রমণ ও আত্মিক জ্যোতিঃ দর্শনই এই বিদারণের কারণ, কাজেই ফেরেশতাগণ প্রত্যেকবারে ভালরূপে প্রক্ষালন কার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন এবং হযরত মোহম্মদ (ছাঃ) খোদার অভিপ্রায় ব্যর্থ করেন নাই।

যাহারা পয়গম্বরগণের প্রতি অযথা দোষারোপ করা নিজেদের ব্যবসা করিয়া লইয়াছেন তাঁহারাই কেবল এইরূপ ব্যাপারগুলিকে হাস্যোদ্দীপক গল্প বলিয়া দাবি করিয়া থাকেন। প্রচলিত বাইবেলে উল্লিখিত হইয়াছে যে, শয়তান যীশুখ্রীষ্টকে পরীক্ষা হেতু পর্ব্বতের উপর লইয়া ক্রীয়া-পুত্তলি বলিয়াছিলেন ইহা হাস্যোদ্দীপক কাহিনী হইবে কিনা?

ছুরা তীন (৯৫)

মক্কা শরীফে অবতীর্ণ, ৮ আয়ত রুকু, ১।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সর্ব্বপ্রদাতা দয়ালু খোদাতায়ালার নামে (আরম্ভ করিতেছি)।

(١) وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ ۙ (٢) وَطُوْرِ سِيْنِيْنَ ۙ

(٣) وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ ۙ (٤) لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ

فِىٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ۝ (৫) ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سٰفِلِيْنَ ۝

(৬) اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ

غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ۝ (৭) فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّيْنِ ۝

(৮) اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِيْنَ ۝

১। আঞ্জির ও জয়তুনের শপথ ; ২। এবং তুর-সিনাইয়ের শপথ ; ৩। এবং এই শান্তিপ্রদ নগরের শপথ ; ৪। সত্যই আমি মনুষ্যকে অত্যুৎকৃষ্ট আকৃতিতে (বা সংগঠনে) সৃজন করিয়াছি ; ৫। তৎপরে আমি তাহাকে অধোগামীদের (মধ্যে) অধিক অধোগামীতে পরিবর্ত্তিত করিয়াছি ; ৬। কিন্তু যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে এবং সৎকার্য্য সমূহের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, অনন্তর তাহাদের জন্য অসীম (বা অখণ্ডিত) বিনিময় আছে ; ৭। অনন্তর (হে মনুষ্য), (ইহার) পরে ধর্ম্ম (বা বিচার-দিবস) সম্বন্ধে অসত্যারোপ করিতে কিসে তোমাকে উত্তেজিত করিতেছে ? ৮। খোদাতায়ালা কি আদেশ প্রদাতাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম আদেশ প্রদাতা নহেন ?

টীকা ;—

১—৩। অধিকাংশ টীকাকারের মতে 'তীন' শব্দের অর্থ আঞ্জির, ইহা আকারে বড় বড় ডুমুরের তুল্যর মৌলবী আব্বাছ আলী সাহেব ১৩১৬ সালের বঙ্গানুবাদিত কোরআনে উহাকে পিয়ারা লিখিয়াছেন, ইহা তাঁর ভ্রমাত্মক কথা; কেননা আঞ্জির পৃথক ফল ও পিয়ারা পৃথক ফল। এবনে জায়েদ বলেন, 'তীন'

দামেস্কের মছজিদের নাম। মোহাম্মদ বেনে কা'ব বলেন, উহা আছহাব-কাহাফের মছজিদ। হযরত এব্‌নে আব্বাছ (রাঃ) বলেন, উহা জুদি পর্বতের উপরিস্থ হযরত নুহের (আঃ) মছজিদ হযরত কা'ব বলেন উহা দামেস্কের নাম। রবি বলেন, উহা হামদান ও হোলওয়ানের মধ্যস্থিত একটি পর্বত। শহর বেনে হোশাব বলেন, উহা কুফার নাম। কেহ বলেন, তীন দামেস্কের একটী পর্ব্বত। জয়তুন একটি ফলের নাম, ইহা অধিকাংশ টিকাকারের মত। এবনে জারেদ বলেন, উহা জিরুজালেমের (বয়তোল-মোকাদ্দাছের) একটি মছজিদ। মোহাম্মদ বেনে কা'ব বলেন, জয়তুন ইলিয়ার মছজিদ। জোহাক বলেন, উহা জিরুজালেমের নাম। রবি বলেন, উহা হামদান ও হোলোয়ানের মধ্যবর্ত্তী একটী পর্ব্বত। শাহর বেনে হোসব বলেন, উহা শামের (সুরিয়ার) নাম।

তুর-সিনিন, বৃক্ষ সমন্বিত বা কল্যানযুক্ত পর্ব্বতকে বলে। হযরত কা'ব বলিয়াছেন, খোদাতায়ালা হযরত মুছা (আঃ) এর সহিত সে পর্বতের উপর কথোপকথন করিয়াছিলেন এবং যাহাতে তিনি তওরাত গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাকেই তুর-সিনিয়া বলা হইয়াছে। হযরত এবনে আব্বাছ ও মোজাহেদ প্রভৃতি টীকাকারগণ বলিয়াছেন যে, শান্তিপ্রদ নগর মক্কা শরিফকে বলা হইয়াছে। কোন বিদ্বান বলিয়াছেন, খোদাতায়ালা এস্থলে তিন জন মহাপুরুষের প্রেরিতত্ব লাভের স্থানের শপথ করিয়াছেন। আঞ্জির ও জয়তুন বৃক্ষ সমন্বিত জিরুজালেম হজরত ইছা (আঃ) এর জন্ম ও প্রেরিতত্ব লাভের স্থান। তুর-সিনিয়া হযরত মুছা (আঃ) এর প্রেরিতত্ব লাভের স্থান। মক্কা শরিফ হযরত মোহাম্মদ সাঃ) এর জন্মস্থান ও প্রেরিতত্ব লাভের স্থান।—তঃ এবনে কছির ও মুনির।

প্রচলিত তওরাতের দ্বিতীয় বিবরণ ৩৩ অধ্যায় ২ পদে লিখিত আছে:—"সদা-প্রভু সীনয় হইতে আসিলেন. সেয়ীর হইতে তাহাদের প্রতি উদিত হইলেন, পারণ পর্বত হইতে আপনা তেজ প্রকাশ করিলেন।" সীনয় তুর পর্বতকে বলে। সেয়ীর জিরুজালেমের একটি পাহাড় ও পারণ হেরা পর্বতের নাম। মূল মর্ম্ম এই যে, তিনজন মহাপুরুষ উক্ত তিন স্থান হইতে প্রকাশিত হইয়াছেন।—বঙ্গানুবাদক।

আঞ্জির সহজ পাচ্য অতি উপাদেয় ফল. কোষ্ঠ-কাঠিন্য নিবারণ করে. কফ দূরীভূত করে: ফুসফুস ও মূত্রনালী পরিস্কার করে: শরীরকে পরিপুষ্ঠ করে. হৃৎপিণ্ড ও প্লীহার ছিদ্রসমূহ উন্মুক্ত করে মুখের দুর্গন্ধ নাশ করে ও কেশ বৃদ্ধি করে।

এমাম রাজি লিখিয়াছেন, "যে সময় হজরত আদম (আঃ) বেহেশতের মধ্যে নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করিয়া উলঙ্গ হইয়া যান সেই সময় তিনি বৃক্ষপত্র দ্বারা গাত্র আবৃত্ত করার উদ্দেশ্যে যে কোন বৃক্ষের নিকট গমন করিয়াছিলেন. তাহা স্বীয় শাখা প্রশাখা সমুন্নত করিয়া তাঁহাকে পত্র দিতে স্বীকৃত হয় নাই। অবশেষে তিনি আঞ্জির বৃক্ষের তলদেশে উপস্থিত হইলে. উহার শাখা-প্রশাখা নত হইয়া যায়। হযরত আদম (আঃ) উহার পত্র লইয়া স্বীয় শরীর আবৃত করিয়া পৃথিবীতে পতিত হন। তিনি একাকী জনশূন্য স্থানে অস্থির হইয়া পড়িলেন; সেই কারনে একটি মৃগ তাঁহার মনের চাঞ্চল্য নিবারণ উদ্দেশ্যে তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে আপ্যায়িত করিল। তজ্জন্য হযরত আদম (আঃ) তাহাকে উক্ত আঞ্জির পত্রের কতকাংশ ভক্ষণ করিতে দিলেন: ইহা ভক্ষণ মাত্র তাহার রূপ অতি সুন্দর ও উহার সুগন্ধে তাহার নাভিতে মৃগনাভি হইয়া গেল।"

জয়তুন অতি উপকারী ও উৎকৃষ্ট ফল, উহাতে পাকশক্তি ও ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়, শরীরের পরিপুষ্টি সাধিত হয় ও বীর্য্য বৃদ্ধি হয়।

কুষ্ঠ রোগ আরোগ্য হয়, গর্ভস্রাব নিবারিত হয় ও দন্ত দৃঢ় হয়। জয়তুন বৃক্ষ যত দীর্ঘকাল জীবিত থাকে, এতকাল কোন বৃক্ষ জীবিত থাকে না। সাধারণতঃ ইহা শাম দেশে উৎপন্ন হয়— যেস্থানে বহু প্রেরিত পুরুষ ও পীরগণের আবাস ভূমি।

মক্কা শরিফকে এই জন্য শান্তিপ্রদাতা স্থান বলা হইয়াছে যে, উহা হস্তী-স্বামী আবরাহা বাদশাহের উপদ্রব হইতে রক্ষিত হইয়াছিল। যে কোন বধ্য ব্যক্তি তথায় প্রবেশ করে, নিরাপদে থাকে। যদি কোন হিংস্র জন্তু কোন চতুষ্পদের পশ্চাতে ধাবিত হয় ও চতুষ্পদটি মক্কা শরিফের হেরমে'র সীমার মধ্যে উপস্থিত হয়, তবে হিংস্র জন্তু প্রত্যাবর্ত্তন করে। অনেকে হেরমের মধ্যে হিংস্র জন্তুকে বিনা উপদ্রবে চতুষ্পদের সহিত এক স্থানে অবস্থিতি করিতে দেখিয়াছেন। মক্কা শরিফে কোন ইমানদার মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, কেয়ামতে নিরাপদে থাকিবে।" তথায় একটী সৎকার্য্য করিলে, লক্ষটী নেকী (পুণ্য) লাভ হয়। কোন পক্ষী উড়িয়া যাইতে যাইতে কা'বা গৃহের নিকট পৌঁছিলে, উহার দক্ষিণ কিম্বা বাম পার্শ্ব দিয়া চলিয়া যায়, উহার উপর দিয়া কখনও গমন করে না। প্রত্যেক বরাতের রাত্রে জমজম কূপ পানিতে পরিপূর্ণ হইয়া যায়।—তঃ কবির ও আজিজি।

৪। খোদাতায়ালা উপরোক্ত কয়েক বস্তুর শপথ করিয়া বলিতেছেন যে, নিশ্চয় আমি মনুষ্যকে অন্যান্য জীবজন্তুর তুল্য অধোমুখ না করিয়া সোজা করিয়াছি তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সৌষ্ঠব-সম্পন্ন করিয়াছি এবং তাহাকে বিবেক, বুদ্ধি, বাকশক্তি, ভদ্রতা ও সৌজন্যে বিভূষিত করিয়াছি।—তঃ মায়ালেম, খাজেন ও মুনির।

৫। এমাম মোজাহেদ, আবুল আলিয়া, হাছান ও এবনে জায়েদ এই আয়তের মর্ম্মে বলেন, তৎপরে আমি উক্ত সৌন্দর্য্যশালী

ও সৌষ্ঠব এবং গুণসম্পন্ন মনুষ্যকে তাহার অধর্ম্মের জন্য দোজখের নিম্নতম শ্রেণীতে পরিনত করিয়াছি।

হজরত এবনে আব্বাছ ও একরামা উহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, তৎপরে আমি উক্ত সৌন্দর্য্যশালী ও সৌষ্ঠব এবং গুণসম্পন্ন মনুষ্যকে এরূপ বার্দ্ধক্যে পরিনত করিয়াছি যে, যাহার শ্রবণ, দর্শন ও জ্ঞান-শক্তি রহিত হইয়াছে। তঃ দোরে মনছুর, এবনে জরির, এবনে কছির ও কবির।

৬। কিন্তু যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন এবং সৎকার্য্য সমূহ করিয়াছেন, তাঁহারা দোজখে পতিত হইবেন না, বরং তাঁহারা অসীম ও অক্ষুন্ন পুন্যের অধিকারী হইবেন।

কিম্বা যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন এবং সৎকার্য্য সকল করিয়াছেন- তাহারা যৌবনকালে যে সৎকার্য্য সকল করিতেন, অতি বার্দ্ধক্যেও সেই সকল কার্য্যের ফল প্রাপ্ত হইবেন। ছহিহ বোখারীতে বর্ণিত আছে, যখন কোন সৎলোক পীড়িত বা প্রবাসী হয়, তখন খোদাতায়ালা বলেন যে, সে ব্যক্তি সুস্থ ও দেশবাসী থাকিতে যে সমস্ত সৎকার্য্য করিত, এই সময়ে তৎসমস্তের পুণ্য প্রাপ্ত হইবে।—তঃ মুনির, খাজেন, মালায়েম ও কবির।

৭। এই আয়তে এই প্রকার মর্ম্ম হইতে পারে, প্রথম এই যে, হে মনুষ্য, উপরোক্ত প্রমান প্রকাশিত হওয়ার পরে তোমাকে কিসে ধর্ম বা বিচার দিবস সম্বন্ধে অসত্যারোপ করিতে উত্তেজিত করিতেছে ?

দ্বিতীয় এই যে, হে মোহাম্মদ (ছাঃ) উপরোক্ত প্রমাণ প্রকাশিত হওয়ার পরে কিসে বা কোন ব্যক্তি ধর্ম্ম বা বিচার দিবস সম্বন্ধে তোমার উপর অসত্যারোপ করিতেছে ?—তঃ বয়জবি, মুনির ও খাজেন।

৮। খোদাতায়ালাই শ্রেষ্ঠতম বিচারক, তিনি ধর্ম্মোদ্রোহী অসত্যারোপকারিদিগকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করিবেন।

সহিহ তেরমেজিতে বর্ণিত আছে, হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি এই ছুরার শেষ আয়ত পাঠ করে, সে ব্যক্তি যেন—

بَلٰى وَ اَنَا عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ

পাঠ করে। অর্থাৎ—অষ্টম আয়তের মর্ম এই—'খোদাতায়ালা কি আদেশ প্রদাতাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম আদেশ প্রদাতা নহেন? উক্ত আয়তের উত্তরে বলিবে হাঁ তিনি শ্রেষ্ঠতম আদেশ প্রদাতা, এবং আমরা তদ্বিষয়ে সাক্ষী আছি।—তঃ দোররে মনছুর, খাজেন ও মুনির।

ইশারা:—

আঞ্জিরের সম্পূর্ণ অংশ ভক্ষণ করা যায়, উহার উপরিস্থ ত্বক, (খোসা) বা অভ্যন্তরস্থ বীজ (আটি) নাই। ইহা তরিকতপন্থী পীরদীগের দৃষ্টান্ত; যেহেতু তাঁহাদের অন্তর বাহির একই সমান।

জয়তুন তৈল জ্বালাইলে উহাতে ধুমশূন্য আলোক প্রকাশিত হয়, সেইরূপ সিদ্ধ পীরগণ কঠোর তপস্যা, মোরাকাবাও মোশাহাদা দ্বারা বিশুদ্ধ জ্যোতিঃ আকর্ষণ করিতে সমর্থ হন।

তীন (আঞ্জীর) পবিত্র আত্মা; জয়তুন—জ্ঞান; তুর-সিনিয়া—হৃদয় ও শান্তিপ্রদ নগর—মা,রেফাত অর্জ্জনের স্থল বক্ষদেশ—তঃ আঃ ও আবাএছ।

টিপ্পনী;—

বাবু গিরিশচন্দ্র সেন এই ছুরার ৭ আয়তের অনুবাদে লিখিয়াছেন, 'অবশেষে ধর্ম্ম (দণ্ড পুরস্কারের বিধি প্রকাশ পাওয়ার) পর (হে মনুষ্য কিসে তোমার প্রতি অসত্যারোপ করিতেছে?'' এস্থলে প্রকৃত অনুবাদ এইরূপ হইবে, 'অনন্তর প্রমাণ প্রকাশিত

হওয়ার পরে ধর্ম্ম (কিম্বা বিচার দিবস) সম্বন্ধে (হে মনুষ্য) কিসে তোমাকে অসত্যারোপ করিতে উত্তেজিত করিতেছে?'

আর এইরূপ অনুবাদও হইতেও পারে;—অনন্তর (হে মহম্মদ, প্রমাণ প্রকাশিত হওয়ার) পরে ধর্ম্ম (কিম্বা বিচার দিবস) সম্বন্ধে কিসে (কিম্বা কোন্ ব্যক্তি) তোমার প্রতি অসত্যারোপ করিতেছে?

——

ছুরা আ'লাক ৯৬

মক্কা শরিফে অবতীর্ণ, ১৯ আয়ত, ১ রুকু।

হজরত আয়েসা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হজরত নবি করিমের উপর প্রথমে সত্য স্বপ্নযোগে প্রেরিতত্বের চিহ্ন (ওহির লক্ষণ) প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি রাত্রিতে যে স্বপ্ন দর্শন করিতেন, দিবসে অবিকল তাহাই সংঘটিত হইত। তৎপরে নির্জ্জন-বাস তাঁহার পক্ষে প্রীতিজনক হইয়াছিল; তিনি হেরা নামক পর্ব্বত-গহ্বরে একাকী কয়েক রাত্রি উপসনা করিতেন এবং তজ্জন্য কিছু খাদ্য সঙ্গে লইয়া যাইতেন, তৎপরে পুনরায় (স্বীয় সহধর্ম্মিনী) হজরত খাদিজার (রাঃ) নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। তৎপরে পুনরায় কয়েক রাত্রির জন্য খাদ্য লইয়া তথায় গমন ও অবস্থিতি করিতেন। অকস্মাৎ তাহার প্রতি ওহি অবতীর্ণ হইল। হজরত জিবরাইল (আঃ) তথায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 'আপনি কোরআন পাঠ করুন।' হজরত বলিলেন, 'আমি কোরআন পাঠ করিতে সক্ষম নহি। তৎপরে তিনি তাঁহাকে ধরিয়া অতি কঠিন ভাবে দাবাইতে লাগিলেন, এমন কি তাহার শ্বাস রুদ্ধ হইতেছিল, তৎপরে তিনি তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন। দ্বিতীয়বার তিনি বলিলেন, 'আপনি কোর-আন পাঠ করুন।' হজরত বলিলেন,

'আমি কোর-আন পাঠ করিতে সক্ষম নহি।' তৎপরে তিনি তাঁহাকে দ্বিতীয়বার দাবাইতে লাগিলেন, এমন কি তিনি (হযরত) অবসন্ন হইয়া পড়িলেন, তৎপরে তিনি তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন। তৃতীয়বার তিনি বলিলেন, 'আপনি কোর-আন পাঠ করুন।' হজরত বলিলেন, 'আমি কোর-আন পড়িতে সক্ষম নহি।' তৎপরে তিনি তাঁহাকে ধরিয়া তৃতীয়বার দাবাইতে লাগিলেন, এমন কি তাঁহার প্রাণ ওষ্ঠাগত হইতেছিল, কিছুক্ষন পরে (তিনি তাঁহাকে) ছাড়িয়া দিলেন, তৎপরে তিনি এই ছুরার প্রথম পঞ্চ আয়ত পাঠ করিলেন। হজরতের হৃদয় বিকম্পিত হইতেছিল, এই অবস্থায় তিনি উক্ত আয়ত সমূহসহ হজরত খাদিজার (রাঃ) নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বলিলেন, একখণ্ড চাদর দ্বারা আমার শরীর আবৃত কর।' তাঁহাকে চাদরে আবৃত করায় তাঁহার আশঙ্কা দূরীভূত হইল। তৎপরে তিনি (তাঁহার সহধর্মিনী হজরত) খাদিজাকে এই সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন, আমি স্বীয় প্রাণ নষ্টের আশঙ্কা করিতেছি (হজরত) খাদিজা (রাঃ) বলিলেন, কখনই না, আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, খোদাতায়ালা আপনাকে কখনও লাঞ্ছিত করিবেন না; নিশ্চয়ই আপনি আত্মীয় স্বজনের সহিত সদ্ব্যবহার করিয়া থাকেন, অনাথের ভরণ-পোষণ করিয়া থাকেন, দরিদ্রকে খাদ্য দান করেন, অতিথী-সেবা করিয়া থাকেন এবং বিপন্নকে সহায়তা করেন; তৎপরে তিনি হযরতকে তাঁহার পিতৃব্য-তনয় অরাকার নিকট লইয়া গেলেন। ইনি ইসলামের আবির্ভাবের পূর্ব্বে খ্রীষ্টান হইয়াছিলেন; ইব্রীয় পুস্তক লিপিবদ্ধ করিতেন। তিনি অতি বৃদ্ধ ও অন্ধ হইয়াছিলেন। হজরত খাদিজা (রাঃ) বলিলেন, আপনি আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রের অবস্থা শ্রবণ করুন। অরাকা বলিলেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র, আপনি কিরূপ দেখিয়া থাকেন? হজরত তাঁহার নিকট সমস্ত প্রকাশ করিলেন। তখন অরাকা বলিলেন, ইনিই ফেরেশ্তা

(স্বর্গীয় দূত) জিবরাইল (আঃ)—যাহাকে খোদাতায়ালা (হজরত) মুছার (আঃ) প্রতি অবতারণ করিয়াছিলেন। আক্ষেপ! যদি আমি (এ সময়ে) যুবা থাকিতাম এবং যে সময়ে আপনার স্বজাতি আপনাকে (মক্কা হইতে) বাহির করিয়া দিবে, সেই সময় জীবিত থাকিতাম, (তবে কি উত্তম হইত)! হজরত বলিলেন, তাহারা কি আমাকে বাহির করিয়া দিবে? তিনি বলিলেন, হাঁ আপনার ন্যায় যে, কোন ব্যক্তি প্রেরিতত্ব লাভ করিয়াছেন, শত্রুদের শত্রুতা হইতে পরিত্রান পাইতে পারেন নাই। যদি আমি জীবিত থাকিতাম, তবে আমি প্রাণপনে আপনার সহায়তা করিতাম, তৎপরে অরাকা কিছু দিবসের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। —ছহিহ্ বোখারী।

অধিকাংশ টীকাকারের মতে এই ছুরার প্রথম পাঁচটি আয়ত সর্ব প্রথমে অবতীর্ণ হইয়াছিল। তৎপরে ছুরা ফাতেহা, তৎপরে ছুরা মোদ্দাছ্ছের অবতীর্ণ হইয়াছিল উপরোক্ত হাদিছ প্রমানিত হয় যে, হজরত জিবরাইল (আঃ) হজরতকে ধরিয়া সজোরে দাবাইয়া অতি মাত্রায় আত্মিক জ্যোতিঃ তাঁহার হৃদয়ে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, ইহাকেই তরিকতপন্থী বিদ্বাগণ তাওয়াজ্জোহ, নামে অভিহিত করেন। এই তাওয়াজ্জোহ (জ্যোতি নিক্ষেপ) চারি প্রকার, — প্রথম 'এনয়েকাছি ফয়েজ', ইহার দৃষ্টান্ত এই যে, একজন লোক কোন সুগন্ধি দ্রব্য গাত্রে মর্দ্দন করিয়া কোন সভায় উপস্থিত হইলে, তাহার সুগন্ধে সভাস্থ লোকদের মস্তিষ্ক বিমোহিত হয়। ইহা চারি প্রকারের মধ্যে অতি তেজহীন তাওয়াজ্জোহ, কারণ উক্ত ব্যক্তির উপস্থিত থাকা পর্য্যন্ত ইহার প্রভাব স্থায়ী থাকে; তাহার গমনান্তে উক্ত ক্ষীণ প্রভাব বিলুপ্ত হইয়া যায়।

দ্বিতীয় 'এলকায়ী ফয়েজ', ইহার দৃষ্টান্ত এই যে, এক ব্যক্তি একটি প্রদীপে পলিতা ও তৈল সংগ্রহ করিয়া রাখে এবং এক

ব্যক্তি স্বীয় অগ্নিদ্বারা উহা জ্বালাইয়া দেয়, ইহার প্রভাব প্রথমাপেক্ষা অধিক কাল স্থায়ী। পীরের অনুপস্থিতে কিছুকাল উহার প্রভাব স্থায়ী থাকে, কিন্তু প্রবল ঝটিকা ও বারিপাতের তুল্য কোন বিঘ্ন উপস্থিত হইলে উক্ত প্রভাব বিনষ্ট হইতে পারে। এই প্রকার তাওয়াজ্জোহ দানে শিষ্যের সুক্ষ্ম লতিফা ও নফছ বিশুদ্ধ হয় না।

তৃতীয় 'এছলাহী ফয়েজ' ইহার দৃষ্টান্ত এই যে সমুদ্র কিংবা কূপ হইতে একটি পাণি-পাত্রে পানি সংগ্রহ করা হয় এবং তথা হইতে জলাশয়ের মধ্যবর্ত্তী পথ, তৃণ ও আবর্জ্জনা পরিষ্কার করা হয় এবং উক্ত জলপথ দ্বারা জলাশয়ে পানি প্রবাহিত করা হয়। ইহার প্রভাব প্রথম দুই প্রকার অপেক্ষা অধিক প্রবল। ইহাতে নফছ ও লতিফা সমূহ বিশুদ্ধ হইয়া যায়।

চতুর্থ 'এত্তেহাদী ফয়েজ'— সিদ্ধ (কামেল) পীরগণ এই প্রকার তাওয়াজ্জোহ দানে নিজের আত্মাকে সজোরে শিষ্যের আত্মার সহিত সংযোগ করিয়া স্বীয় আত্মিক জ্যোতিঃ তাঁহার আত্মার উপর নিক্ষেপ করেন। ইহার প্রভাব সর্বাপেক্ষা অধিক প্রবল, যেহেতু ইহাতে দীক্ষা-গুরুর সম্পূর্ণ অধ্যাত্মিক ক্রিয়া (ফয়েজ) শিষ্যের হৃদয়ে সংক্রামিত হইতে থাকে। এক দিবস হজরত খাজা বাকিবিল্লাহ সাহেবের গৃহে কয়েকজন অতিথি আগমন করিয়াছিল, কিন্তু সে দিবস তাহার গৃহে কোন প্রকার খাদ্য সামগ্রী ছিল না। তিনি অতিথি সেবার জন্য খাদ্য সংগ্রহ করিতে বিব্রত ছিলেন, এক জন দোকানদার ইহা দর্শনে কিছু খাদ্য তাহাকে প্রদান করিল। খাজা সাহেব ইহাতে অতীব আনন্দিত হইয়া বলিলেন, তুমি আমার নিকট কিছু যাচ্ঞা কর। সে ব্যক্তি বলিল, আপনি আমাকে আপনার তুল্য করিয়া দিন। তিনি বলিলেন, তুমি ইহা সহ্য করিতে পারিবে না, অন্য কিছু যাচ্ঞা কর। সে ব্যক্তি বারম্বার

প্রথমোক্ত বিষয় যাচঞা করিতেছিল এবং হজরত খাজা সাহেব উহা অস্বীকার করিতেছিলেন। অগত্যা খাজা সাহেব তাহাকে কুঠিরে লইয়া গিয়া এত্তেহাদী তাওয়াজ্জোহ প্রদান করিলেন। যে সময় তাহারা উভয়ে কুঠির হইতে বাহির হইলেন, তাহাদের উভয়ের আকৃতি একই ভাবাপন্ন অনুমিত হইতেছিল; অন্য কেহ উভয়ের মধ্যে প্রভেদ করিতে সক্ষম হইল না। কেবল এইটুকু প্রভেদ ছিল যে, খাজা সাহেব সচেতন ও শিষ্য অচৈতন্য। কয়েক দিবস পরে শিষ্য মৃত্যুমুখে পতিত হইল।

সেইরূপ হজরত জিবরাইল (আঃ) স্বীয় সুক্ষ্ম আত্মাকে হজরতের লোমকূপ যোগে তাহার দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করাইয়া তাহার আত্মার সহিত একই ভাবাপন্ন হইয়াছিলেন এবং দুগ্ধ ও শর্কারার ন্যায় মিলিত হইয়া এক অপূর্ব ভাব ধারণ করিয়াছিলেন। —তঃ আজিজি।

হজরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি হজরতের নিকট জ্ঞাপন করিয়াছিলাম যে, আমি আপনার নিকট হাদিছ শ্রবণ করিয়া থাকি, কিন্তু উহা বিস্মৃত হইয়া যায়। হজরত বলিলেন, তোমার চাদরটি বিস্তৃত কর অনন্তর আমি উহা বিস্তৃত করিলাম। তখন হজরত দুই হস্ত দ্বারা উহার দিকে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, 'তুমি উহা গুটাইয়া লও', তৎপরে আমি উহা গুটাইয়া লইলাম। সেই হইতে আমি আর কিছুই বিস্মৃত হই নাই।—ছহিহ, বোখারী।

এই হাদিছে প্রমাণিত হয় যে, হজরত নবি করিম (ছাঃ) ছাহাবা আবু হোরায়রার অন্তরে তাওয়াজ্জোহ প্রদান করায় তাঁহার হৃদয় এরূপ প্রভাবিত হইয়াছিল যে, তিনি আর কখনও কোন হাদিছ বিস্মৃত হন নাই।—বঙ্গানুবাদক।

জনাব নবি করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন, আমি খোদাতায়ালাকে উৎকৃষ্ট গুনসম্পন্ন দেখিয়াছিলাম। অনন্তর তিনি বলিলেন, (হে মোহাম্মদ,) ফেরেশতাগণ কি বিষয়ে কলহ করেন? আমি

বলিলাম, 'তুমি শ্রেষ্ঠতম অভিজ্ঞ অন্তর্যামী।' তৎপরে খোদাতায়ালা অনুগ্রহের জ্যোতিঃ (রহমতের ফয়েজ) আমার অন্তরে নিক্ষেপ করিলেন। ইহাতে আমি তাহার স্নিগ্ধত্ব স্বীয় হৃদয়ে অনুভব করিতে লাগিলাম এবং আমি আকাশ ও ভূতল-স্থিত যাবতীয় বিষয় অবগত হইলাম। অন্য এক হাদিছে বর্ণিত আছে যে, প্রত্যেক বিষয় আমার পক্ষে প্রকাশিত হইল এবং আমি (তৎসমুদয়ের) তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলাম'—মেশকাত।

এই হাদিছে প্রমাণিত হয় যে, হযরতের অন্তরে খোদাতায়ালার অনুগ্রহের জ্যোতিঃ অর্পিত হইয়াছিল, ইহাকে তাওয়াজ্জোহ বলে কোরআন ও হাদিছে এই তাওয়াজ্জোহ প্রদান করার আরও বহু প্রমাণ আছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সর্ব প্রদাতা দয়ালু খোদাতায়ালার নামে (আরম্ভ করিতেছি)।

(১) اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ۚ (২) خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۚ (৩) اِقْرَاْ وَ رَبُّكَ الْاَكْرَمُ ۙ (৪) الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۙ (৫) عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۙ

১। তুমি তোমার প্রতিপালকের নামের সাহায্যে পাঠ কর—যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন। ২। তিনি মনুষ্যকে গাঢ় রক্তদ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন; ৩। তুমি পাঠ কর, এবং তোমার প্রতিপালক মহামহিমান্বিত (বা পরোপকারী কিম্বা দানশীল); ৪। যিনি

লেখনী দ্বারা শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন, ৫। তিনি মনুষ্যকে যাহা জানিত না, তাহা শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন।

টিকা :—

১। হজরত জিবরাইল (আঃ) হজরতকে বলিয়াছিলেন, আপনি কোরআন পাঠ করুন, তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, আমি কোরআন পড়িতে জানি না, সেই হেতু এস্থলে বলা হইয়াছে, আপনি সমস্ত জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা খোদাতায়ালার নামের সাহায্যে পাঠ করুন, ইহাতে কোরআন পাঠ করা আপনার পক্ষে সহজ হইবে।

কিম্বা আপনি বিশুদ্ধ ভাবে খোদার নামে কোর-আন পাঠ করুন, কারণ ইহাতে শয়তান স্বীয় প্রভাব আপনার উপর বিস্তার করিতে পারিবে না মূল কথা এই যে, প্রথমে বিছমিল্লাহ পাঠ করিয়া তৎপরে কোরআন পাঠ করুন।

২। খোদাতায়ালা অস্পৃশ্য গাঢ় রক্ত হইতে বিবেক বুদ্ধি-সম্পন্ন গৌরবশালী মনুষ্যকে সৃষ্টি করিয়াছেন।

৩—৪। খোদাতায়ালা প্রথম আয়তকে দৃঢ় করার জন্য বলিতেছেন, আপনি কোরআন পড়ুন। টিকাকারেরা দুইবার কোরআন পাঠ করার কয়েক প্রকার মর্ম্মও প্রকাশ করিয়াছেন; প্রথম নিজে নেকী লাভেচ্ছায় কোরআন পড়ুন, দ্বিতীয় লোককে খোদার হুকুম পৌঁছাইবার জন্য কোরআন পড়ুন। প্রথম, নামাজের মধ্যে কোরআন পড়ুন দ্বিতীয়, নামাজের বাহিরে কোরআন পড়ুন। প্রথম, নিজে শিক্ষার জন্যে কোরআন পড়ুন; দ্বিতীয়, লোককে শিক্ষা দিবার জন্য কোরআন পড়ুন। মহিমান্বিত বা মহাদানশীল খোদাতায়ালা লেখনী দ্বারা মনুষ্যকে শিক্ষা দান করিয়াছেন। প্রাচীন উম্মতদের বাদশাহগণের, প্রেরিত পুরুষ-গণের, পীরগণের ও দূরবর্ত্তী দেশসমূহের সংবাদ লেখনী দ্বারা

অবগত হওয়া যায়। সমস্ত প্রকার বিদ্যা ও ধর্ম্মগ্রন্থসমূহ লেখনী দ্বারা লিপিবদ্ধ করা হয়। হজরত কাতাদা বলিয়াছেন; যদি লেখনী না হইত, তবে কোন ধর্ম্ম স্থায়ী থাকিত না এবং জীবন-যাত্রাও সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইত না। এমাম কোরতবি বলেন লেখনী তিন প্রকার; প্রথম—যে লেখনী দ্বারা লওহো-মহফুজে (সুরক্ষিত প্রস্তর-ফলকের) উপর সমস্ত লিপিবদ্ধ করা হয়। দ্বিতীয়,—ফেরেশতাগণ যে লেখনী দ্বারা ঘটনা সকল লিপিবদ্ধ করেন। তৃতীয়,—মনুষ্যেরা যে লেখনী প্রস্তুত করেন। কা'ব বলেন, "হজরত আদম (আঃ) প্রথম লেখনী দ্বারা লিখিয়াছেন।" জোহাক বলেন, "হজরত ইদরিছ (আঃ) প্রথম তদ্দারা লিখিয়াছিলেন।"

৫। খোদাতায়ালা মনুষ্যকে জ্ঞানেন্দ্রিয় ও অন্তরেন্দ্রিয় কিম্বা বিবেক বুদ্ধি দ্বারা অজানিত বিষয় গুলি শিক্ষা দিয়াছিলেন এবং ইন্দ্রিয় ও বিবেক-বহির্ভূত বিষয়গুলি প্রেরিত পুরুষগণের দ্বারা অবগত করাইয়াছেন।

(٦) كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى (٧) أَنْ رَّآهُ

اسْتَغْنَى ۝ (٨) إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى ۝

(٩) أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى ۝ (١٠) عَبْدًا إِذَا صَلَّى ۝

(١١) أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى ۝ (١٢) أَوْ أَمَرَ

بِالتَّقْوَى ۝ (١٣) أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ۝

(١٤) أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى ۝

৬। সাবধান! নিশ্চয়ই মনুষ্য উদ্ধত হইতেছে; ৭। যেহেতু সে আপনাকে ধনবান (নিশ্চিন্ত) হইয়াছেন বলিয়া ধারণা করিয়াছে; ৮। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন। ৯—১০। তুমি কি উক্ত ব্যক্তিকে দেখিয়াছ, যে একজন সেবককে নিষেধ করে, যে সময় সে নামাজ অনুষ্ঠান করে? ১১। তুমি কি দেখিয়াছ? যদি সে সৎ পথের উপর থাকে, ১২। কিম্বা সাধুতা সম্বন্ধে আদেশ করে; ১৩। তুমি কি দেখিয়াছ? যদি সে অসত্যারোপ করে ও পরাঙ্মুখ হয়, ১৪। সে কি অবগত হয় নাই যে, নিশ্চয় খোদাতায়ালা দেখিতেছেন?

টিকা;—

উপরোক্ত কয়েকটি আয়ত অবতীর্ণ হইবার এইরূপ কারণ লিখিত আছে যে ধর্ম্মদ্রোহী আবু জেহল একদল কোরায়েশের মধ্যে বলিয়াছিল, (হজরত) মোহাম্মদ (ছাঃ) কি তোমাদের সাক্ষাতে ছেজদা (মৃত্তিকায় মস্তক অবনত) করিয়া থাকেন? তাহারা তদুত্তরে বলিল, হাঁ, করিয়া থাকেন। আবু-জেহল বলিল, আমি প্রতিমার শপথ করিয়া বলিতেছি, যদি আমি তাহাকে ছেজদা করিতে দেখি, তবে আমি তাঁহার গ্রীবাদেশে পদাঘাত করিব ও তাঁহার মুখমণ্ডল মৃত্তিকায় প্রোথিত করিব। তৎপরে হজরতের নামাজ পাঠ-কালে আবুজেহল উক্ত অপকার্য্য করার উদ্দেশ্যে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল এবং পরক্ষণেই দুই হস্ত প্রসারিত করিয়া পশ্চাৎপদ হইল। তাঁহার অনুচরেরা বলিতে লাগিল, হে আবু-জেহল! তোমার কি হইয়াছে? সে বলিল, আমি তাঁহার উপর আক্রমণ করিতে গিয়া দেখিলাম যে, আমার সম্মুখে একটি অগ্নিকুণ্ড রহিয়াছে; ফেরেশতাগণ পক্ষ দ্বারা পৃথিবী হইতে আকাশ পর্য্যন্ত রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন এবং একটি অজগর আমার উপর আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইতেছে। আমি

তদ্দর্শনে উক্ত বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইবার উদ্দেশ্যে দুই হস্ত প্রসারিত করিয়া ভীত ভাবে পলায়ণ করিলাম।

একটি হাদীছে হজরত হইতে বর্ণিত আছে যে, যদি আবু জেহল আমার অতি নিকট উপস্থিত হইত, তবে ফেরেশতাগণ উহাকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া উড়াইয়া লইয়া যাইতেন।—তঃ আজিজি, মুনির দোর্য়ে মনছুর।

৬—৭। আবু জেহেলের ন্যায় মনুষ্য পদ মর্য্যাদা, অর্থ-সম্পত্তি বল-বিক্রম ও সুখ-শান্তিতে বিভূষিত হইয়া আপনাকে নিশ্চিন্ত ধারণা করিয়া আত্মগরিমা ও অহঙ্কারে উন্মত্ত হয় এবং খোদা-তালায়ার বিরুদ্ধে ধর্ম্মদ্রোহিতা ও মানবজাতির প্রতি অত্যাচার করিতে বদ্ধপরিকর হয়। আবুজেহেল কিছু অর্থ পাইয়া গৌরব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নানাবিধ পরিচ্ছদ ও বাহন ক্রয় করিয়াছিল। এমাম রাজি বলেন, খোদতায়ালা প্রথম পঞ্চ আয়তে ধর্ম্ম বিদ্যার প্রশংসা এবং ষষ্ঠ ও সপ্তম আয়তে অর্থ সম্পত্তির অপবাদ করিয়াছেন। খোদাতায়ালা কোরআন শরিফে বর্ণনা করিয়াছেন 'মনুষ্য জাতির মধ্যে বিদ্বানগণ খোদাতালায়ার ভয় করেন।' অন্য স্থানে আরও বলিয়াছেন, 'যদি খোদাতায়ালা মনুষ্যদের জীবিকা প্রসারিত করিতেন, তবে অবশ্য তাহারা পৃথিবীতে উদ্ধত হইত।' হজরত এবনে-মছউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, দুই শ্রেণীর লোক এরূপ লোলুপ আছে যে, কখনও তাহাদের তৃপ্তিলাভ হয় না। প্রথম বিদ্বান শ্রেণী, দ্বিতীয় ধনাঢ্য ও সম্পদশালী শ্রেণী, কিন্তু দুইশ্রেণী সমতুল্য নহে; শিক্ষার্থী লোক খোদাতায়ালার সন্তোষ লাভের চেষ্টা করেন। ধনবান ও সম্পত্তিশালী লোক কেবল উদ্ধতাচরণের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে।—তঃ এবনে কছির ও কবির।

এমাম রাজি বলেন, আয়তদ্বয়ের এরূপ মর্ম্ম হইতে পারে যে, যে ধনাঢ্য ব্যক্তি ধারণা করে যে অর্থ-সম্পত্তি তাহার নিজের

সাধনা বলেই অর্জ্জিত হইয়াছে, ইহাতে খোদাতায়ালার সাহায্যের কোন আবশ্যক নাই, এই ধারণায় সে ঔদ্ধত্যাবলম্বন করিতেছে।—তঃ কবির।

যাহারা অর্থ-সম্পতি লাভে সীমা অতিক্রম করে, তাহারাই দোষী, নতুবা ধার্ম্মিক লোকের পক্ষে অর্থ সম্পত্তি অহিতকর নহে। হজরত ছোলায়মান (আঃ) ছাহাবা হজরত ওছমান ও আবদুর রহমান (রাঃ) মহাসম্পদশালী হইয়াও ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। একটি হাদিছে উল্লেখ আছে 'সৎ ব্যক্তির পক্ষে পবিত্র অর্থ অতি উত্তম।

৮। উপরোক্ত আয়তদ্বয় অবতীর্ণ হইলে, আবু জেহল বলিয়াছেন, 'হে মোহাম্মদ। আপনি কি ধারণা করেন যে, ধনাঢ্য ব্যক্তি উদ্ধত হইয়া থাকে? আপনি মক্কা শরিফের পর্বত-গুলিকে স্বর্ণ ও রৌপ্যের পর্বতে পরিণত করুন তা হইলে আমরা উহা গ্রহণ করিয়া স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনার ধর্ম্মে দীক্ষিত হইব।" সেই সময় হজরত জিব্রাইল (আঃ) অবতীর্ণ হইয়া বলিলেন, যদি আপনি উহা যাচ্ঞা করেন, তবে খোদাতায়ালার হুকুমে তাহাই হইবে। কিন্তু যদি তাহারা ইসলাম ধর্ম্মে দিক্ষীত না হয়, তবে প্রাচীন উম্মতদের ন্যায় বিনষ্ট হইবে।' তৎশ্রবণে হজরত দয়াপরবশ হইয়া উহা যাচ্ঞা করিতে বিরত থাকিলেন। খোদাতায়ালা বলিতেছেন, 'তোমরা উদ্ধত হইতেছ, কিন্তু মৃত্যুর পরে ও পুনরুত্থানকালে আমার নিকট উপস্থিত হইয়া ইহার শাস্তি প্রাপ্ত হইবে।'

৯—১০। আবুজেহল হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) কে নামাজ পাঠ করিতে নিষেধ করিতেছে।

১১—১২। কিন্তু হজরত সত্য পথে আছেন এবং লোককে সৎকার্য্যের আদেশ করিতেছেন।

১৩। আবু-জেহল সত্য ধর্ম্মের প্রতি অসত্যারোপ করিতেছে এবং সত্য পথ হইতে বিমুখ হইতেছে, ইহাই বিস্ময়কর বিষয়।

১৪। সেই আবুজেহল কি জানে না যে, খোদাতায়ালা তাহার এই অধর্ম্মচরণসমূহ অবগত আছেন এবং পরিশেষে ইহার প্রতিফল প্রদান করিবেন।—তঃ খাজেন ও মায়ালেম।

হজরত আলি (রাঃ) ঈদগাহে ঈদের অগ্রে এক দল লোককে নফল নামাজ পাঠ করিতে দেখিয়া বলিলেন, 'ইহাদিগকে সংবাদ প্রদান কর যে, হজরত এরূপ নামাজ পড়িতেন না।' লোকে বলিল, 'আপনি কি জন্য তাহাদিগকে ভৎসনা করিয়া নিষেধ করিতেছেন না? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, 'খোদাতায়ালা নামাজ নিষেধকারীর নিন্দাবাদ করিয়াছেন, সেই হেতু আমি স্পষ্টভাবে নিষেধ করিতে আশঙ্কা করি।'

এমামগন যে কয়েক স্থানে বা যে সমস্ত সময়ে নামাজ পড়িতে নিষেধ করিয়াছেন, তাহা খোদাতায়ালা ও তাঁহার মহাপুরুষ হজরতের মতানুযায়ী নিষেধ করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহাদের কোন দোষ হইতে পারে না। আল্লামা বয়জবি উপরোক্ত আয়তগুলির এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 'যে ব্যক্তি একজনকে নামাজ পাঠ করিতে নিষেধ করিতেছে, সে কি জানে না যে, যদি সে সত্য পথের উপর থাকে এবং সৎকার্য্যের হুকুম করিয়া থাকে, তাহাও খোদাতায়ালা জানেন, আর যদি সত্য ধর্মের প্রতি অসত্যারোপ করিয়া থাকে এবং সত্য পথ হইতে বিমুখ হইয়া থাকে, তাহাও খোদাতায়ালা জানেন এবং পরকালে তাহাকে ন্যায় কিম্বা অন্যায় যাহা করিয়া থাকে, তদনুযায়ী প্রতিফল দেওয়া যাইবে।'—তঃ আজিজি ও বয়জবি।

আল্লামা আবুছউদ এরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 'হে শ্রোতা, তোমার বিবেক কে জিজ্ঞাসা কর যে, নামাজ নিষেধকারী সত্যপথে

আছে ও সৎকার্য্যের হুকুম করিতেছে কিম্বা সত্য ধর্ম্মের উপর অসত্যারোপ করিতেছে অথবা সত্য পথ হইতে বিমুখ হইতেছে? অর্থাৎ নিশ্চয় যে বিপথগামী হইতেছে ও সত্য ধর্ম্মের প্রতি অসত্যারোপ করিতেছে।—তঃ আবু-দাউদ

তরিকতপন্থীগণ শেষ আয়তের এইরূপ ব্যাখ্যা প্রকাশ করিয়াছেন, হে গোনাহগার, অনুতাপ কর; কেননা খোদাতায়ালা তোমার অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। হে সন্ত্রমান্বেষী তাপস বিশুদ্ধভাবে উপসনা কর; কেননা খোদাতায়ালা তোমার অন্তর্যামী। হে সংসার বিরাগী! নির্জ্জনে গোনাহ কামনা ত্যাগ কর, কেননা খোদাতায়ালা তোমার স্পষ্ট ও অস্পষ্ট সমস্তই অবগত আছেন।—তঃ হোচেনি।

(১৫) كَلَّا لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ ۙ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ۙ

(১৬) نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ۚ (১৭) فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ ۙ

(১৮) سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ۙ (১৯) كَلَّا ؕ لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ

وَاقْتَرِبْ ۩ ۱۴ سجدة

১৫—১৬। নিশ্চয় যদি সে নিরস্ত না হয়, (তবে) অবশ্য আমি (তাহার) ললাটের কেশ, (অর্থাৎ) মিথ্যাবাদী, পাপাচারী (ব্যাক্তির) ললাটের কেশ ধরিয়া সজোরে আকর্ষণ করিব। ১৭। অনন্তর সে যেন স্বীয় পারীষদবর্গকে আহব্বান করে, ১৮। অচিরে আমি দোখজের রক্ষক ফেরেশতাদিগকে আহব্বান করিব। ১৯। কখনই না, তুমি তাহার আদেশ পালন করিও না এবং (খোদারজন্য) ছেজদা (ভূমিতে মস্তক নত) কর ও (তাঁহার) নৈকট্য লাভ কর।—রো, ১, ১৯ আয়ত।

টিকা ,—

১৫—১৬। খোদাতায়ালা বলিতেছেন,—যদি আবুজেহেল হজরতের প্রতি অত্যাচার করিতে নিরস্ত না হয়, তবে আমি উক্ত পাপাচারী মিথ্যাবাদী ব্যাক্তির ললাটের কেশ সজোরে ধরিয়া দোজখে নিক্ষেপ করিব কিম্বা পৃথিবীতে উহার ললাটের কেশ সজোরে ধরিয়া টানিয়া লাঞ্ছীত করিব। দ্বিতীয় মর্ম্ম এই যে, ফেরেশতাগণ তাহার ললাটে চপেটাঘাত করিবেন। তৃতীয় এই যে, আমি তাহার মুখমণ্ডল কালিমাময় করিব। চতুর্থ, তাহার নাসিকা ললাটে চিহ্ন স্থাপন করিব। হজরত এবনে-মছউদ (রাঃ) বদর যুদ্ধের দিবস আবুজেহলের মুণ্ডপাত করিয়া তাহার কর্ণ ছিদ্র করতঃ রজ্জু দ্বারা বন্ধন পূর্ব্বক হজরতের নিকট টানিয়া আনিয়াছিলেন। তঃ কবির ও মুনির।

এস্থলে মিথ্যাবাদা ও পাপাচারীর ললাট বলিয়া আবূজেহলকে পাপাচারী ও মিথ্যাবাদী বলা হইয়াছে, যেহেতু সে খোদার আদেশের বিরুদ্ধে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিত এবং বলিত যে, তিনি হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) কে তত্ত্বাহক বলিয়া প্রেরণ করেন নাই এবং জরত মোহাম্মদ (ছাঃ) ঐন্দ্রজালিক বা মিথ্যাবাদী।

১৭ ১৮। হজরত এবনে আব্বাছ (রাঃ) বলেন, এক সময় হজরত নবি করিম (ছাঃ) মক্কা শরিফের মকামে-এবরাহিম নামক স্থানে নামাজ পাঠ করিতেছিলেন; তখন আবূ-জেহল বলিয়াছিল, 'হে মোহাম্মদ (ছাঃ), আমি কি আপনাকে এস্থলে নামাজ পাঠ করিতে নিষেধ করি নাই?' হজরত ইহাতে তাহাকে বহু তিরস্কার করেন, সে বলিল, 'হে মোহাম্মদ (ছাঃ)। আপনি আমাকে কিসের ভীতি প্রদর্শন করিতেছেন? খোদাতায়ালার শপথ, এই প্রান্তরে আমার পারিষদ সংখ্যা সকল অপেক্ষা অধিক'

সেই সময়ে এই আয়ত অবতীর্ণ হইয়াছিল যে, আবুজহল নিজ সহায়তায় যেন স্বীয় পরিষদবর্গকে উপস্থিত করে, আমিও হজরত (ছাঃ) এর সহায়তায় দোজখের রক্ষক ফেরেশতাগণকে উপস্থিত করিব।—তঃ এবনে-জরির।

১৯। আবুজেহল কখনও স্বীয় পারিষদগণকে উপস্থিত করিতে পারিবে না। আবুজেহলের মতে ছেজদা ত্যাগ করিবেন না, বরং আপনি নামাজ সম্পাদন করুন ও খোদার নৈকট্য লাভের চেষ্টা করুন। এই আয়ত পাঠ করিয়া ছেজদা করা ওয়াজেব। তঃ মুনির।

টিপ্পনী ;—

গোল্ডসেক সাহেব ছুরা আ'লাকের টিকায় উক্ত ছুরার নাজেল হওয়ার কারণ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—'ছিরাত-উব রছুল' কেতাবে লিখিত আছে হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) বলিয়াছেন, জিব্রাইল আমার নিকট স্বপ্নযোগে এই আয়তগুলি নাজেল করিয়াছিল। মোহাম্মদ সাহেবের এই বাক্য দ্বারা বুঝা যায় যে, তাঁহাই দৈববাণী গ্রহণ একটি অলীক স্বপ্ন ভিন্ন আর কিছুই নহে।' তদুত্তরে আমাদের বক্তব্য এব যে, সর্বজনমানিত ছহিহ বোখারীতে লিখিত আছে যে, এই ছুরা আ'লাকের প্রথম কয়েকটি আয়ত হজরত নবি (ছাঃ) এর চৈতন্যাবস্থায় নাজেল হইয়াছিল, কাজেই সিরাৎ উর-রাছুলের রেওয়ায়েতটি কিছুতেই সত্য হইতে পারে না সিরাৎ-উর-রাছুলের রেওয়ায়েতের ছনদ সাহেব বাহাদুর উল্লেখ করিলেই উহার বাতীল হওয়া প্রতিপন্ন হইয়া যাইবে। দ্বিতীয়, নবিগণের নিদ্রা, সাধারণ লোকের নিদ্রার তুল্য নহে' উক্ত মহাত্মাগণের হৃদয় নিদ্রাকালে জাগরিত থাকে, কাজেই নিদ্রিত অবস্থার প্রাপ্ত ওহিকে অলীক স্বপ্ন বলিয়া দাবী করা একেবারে বাতীল। যীশুখ্রীষ্টের নিকট জিবরাইল (আঃ) স্পষ্ট

ভাবে 'ওহি নাজিল করিতেন কিনা? যদি ইহার প্রমাণ না থাকে, তবে তিনিও স্বপ্নযোগে 'ওহি' পাইয়াছিলেন?

ছুরা কদর (৯৭)

অধিকাংশ টীকাকারের মতে এই ছুরাটী মদিনা শরীফে অবতীর্ণ হইয়াছিল, আবার কেহ কেহ বলেন যে, উক্ত ছুরা মক্কা শরিফেই অবতীর্ণ হইয়াছিল; কিন্তু প্রথমোক্ত মতটি যুক্তিযুক্ত। ইহাতে পাঁচটী আয়ত আছে।

এই সুরা অবতীর্ণ হইবার কারণ এই যে, এমাম এবনে আবি হাতেম ও বয়হকি এমাম মোজাহেদ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, এক সময়ে হজরত নবি করিম (সাঃ) কোন কথা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন যে ইস্রায়েল বংশধর একজন লোক (হজরত শমউন) সহস্র মাস কাল দিবসে রোজা-ব্রত পালন ও ধর্ম্মযুদ্ধ করিতেন এবং রাত্রি জাগরণপূর্বক নামাজ সম্পাদন করিতেন; তৎশ্রবণে তাঁহার সহচরগণ বলিলেন, সাধারণতঃ আমাদের বয়স ষাট কিম্বা সত্তর বৎসর, তন্মধ্যে কতকাংশ শৈশবাবস্থায়, কতকাংশ নিদ্রিতাবস্থায়, কতকাংশ পীড়ীত ও শৈথিল্যাবস্থায়, কতকাংশ জীবিকা সঞ্চয় করিতে অতিবাহিত হয়; অবশিষ্টাংশ আমরা কতটুকু সৎকার্য্য করিতে সক্ষম হইব? ইহাতে হজরত (সাঃ) দুঃখিত হইয়াছিলেন।

দ্বিতীয় এমাম মালেক ও বয়হকি বর্ণনা করিয়াছেন যে, এক সময়ে হজরত আপন মণ্ডলীর (উম্মতের) অল্প আয়ুর সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া বলিতে লাগিলেন যে, প্রাচীন কালের লোকেরা অধিক আয়ু পাইয়া অধিক সৎকার্য্য করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন; কেয়ামতে তাঁহারা আমার মণ্ডলী অপেক্ষা উচ্চপদ লাভ করিলে, আমার মণ্ডলী তাঁহাদের সমক্ষে লজ্জিত হইবেন।

তৃতীয়—এবনে-আবি হাতেম বর্ণনা করিয়াছেন যে, হজরত এক দিবস এস্রায়েল বংশধর হজরত আইউব জাকারিয়া, হেজকিল ও ইউশা' (আঃ) এর নাম সকল উল্লেখ করিয়া বলেন যে, তাঁহাদের প্রত্যেকে অশিতী বৎসর খোদাতায়ালার উপসনা (এবাদত) করিয়াছিলেন এবং এক নিমেশের নিমিত্ত তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করেন নাই। তৎশ্রবণে তাঁহার সহচরগণ বিস্ময়ান্বিত হন।

উল্লিখিত কারণ সমূহের জন্য খোদাতায়ালা উক্ত ছুরা অবতারণ করিয়া হজরতকে সান্ত্বনা দিয়াছেন যে, আমি আপনার মণ্ডলীর জন্য এমন একটি রাত্রি নির্বাচন করিয়াছি—যাহা সহস্র মাস অপেক্ষা উত্তম।—তঃ এবনে জরির, নায়ছাপুরি ও দোররে-মনছুর।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সর্ব্বপ্রদাতা দয়ালু খোদাতায়ালার নামে (আরম্ভ করিতেছি)।

(১) اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۚ (২) وَمَا اَدْرٰىكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۚ (৩) لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۙ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ ۚ (৪) تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ ۚ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ ۚ (৫) سَلٰمٌ ۛ هِىَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۚ

১। নিশ্চয় আমি উহাকে কদরের রাত্রিতে অবতারণ করিয়াছি; ২। এবং তুমি কি জান, কদরের রাত্রি কি?

৩। কদরের রাত্রি সহস্র মাস অপেক্ষা উত্তম; ৪। ফেরেশতাগণ এবং আত্মা (বা জিবরাইল) উহাতে তাহাদের প্রতিপালকের অনুমতিতে প্রত্যেক কার্য্যের জন্য অবতীর্ণ হন; ৫। উহা প্রভাত উদয় পর্য্যন্ত শান্তিপ্রদ।

টিকা;—

১। খোদাতায়ালা ফেরেশতাগণ কর্ত্তৃক সম্পূর্ণ কোর-আন শরিফকে একেবারে প্রথম কদরের রাত্রিতে 'লওহো মহফুজ' হইতে প্রথম আকাশের 'বয়তোল এজ্জত' নামক স্থানে অবতারণ করিয়াছিলেন, তৎপরে হজরত জিবরাইল (আঃ) তথা হইতে ২৩ বৎসরে ক্রমাগত আবশ্যক অনুযায়ী কিছু কিছু করিয়া পৃথিবীতে হজরত নবি করিমের প্রতি অবতারণ করেন। ইহা বড় বড় ছাহাবা ও তাবেয়ী কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে, ইহাকে প্রমাণহীন কথা বলিয়া দাবি করা একেবারে বাতীল।

কদরের প্রথম অর্থ নিরূপণ করা; খোদাতায়ালা উক্ত রাত্রিতে এক বৎসরের জন্য জীবন, মরণ, জীবিকা, বারিপাত ইত্যাদি বিষয় নিরুপণ করিয়া তৎসমুদয়ের ভার হজরত জিবরাইল মিকাইল, ইস্রাফিল ও আজরাইল (আঃ) এর উপর ন্যাস্ত করেন; এই হেতু উহাকে কদরের রাত্রি বলে। উহার দ্বিতীয় অর্থ—মর্য্যাদা, এই রাত্রির মর্যাদা সহস্র মাস অপেক্ষা অধিক, সেই হেতু ইহাকে কদরের রাত্রি বলা হয়। উহার তৃতীয় অর্থ সঙ্কীর্ণ হওয়া; এই রাত্রিতে এত অধিক পরিমাণ ফেরেশ্‌তা অবতরণ করেন যে, পৃথিবী তাহাদের পক্ষে সঙ্কীর্ণ হইয়া যায়। কদরের রাত্রি রমজানের কোন এক অনির্দ্দিষ্ট রাত্রিতে হইয়া থাকে। হজরত নবি করিম (সাঃ) রমজানের শেষ দশ রাত্রে জাগরণ করিতেন; স্বীয় পরিজনকে জাগ্রত করিতেন এবং কঠোর পরিশ্রম করিতেন। অন্য হাদিছে বর্ণিত আছে, তোমরা রমজানের

শেষ দশ রাত্রিতে কদর চেষ্টা কর। এক হাদিছে বর্ণিত আছে: তোমরা শেষ বিজোড় পঞ্চ রাত্রিতে কদর অনুসন্ধান কর। বিদ্বানগণের মতে অধিকাংশ সময়ে রমজানের ২৭শে কদর হইয়া থাকে।

এমাম এবনে আবি হাতেম বর্ণনা করিয়াছেন, সপ্তম আকাশে ছেদারাতোল-মোন্তাহা নামক একটি স্থান আছে: তথায় অসংখ্যক ফেরেশতা থাকেন। তাঁহাদের মধ্যস্থলে হজরত জিবরাইল (আঃ) অবস্থিতি করেন। খোদাতায়ালা প্রত্যেক কদরের রাত্রিতে হজরত জিব্রাইল (আঃ) কে তথাকার অধিবাসী ফেরেশতাগণ সহ পৃথিবীতে অবতরণ করিতে আদেশ করেন। তাঁহারা বিশ্বাসিদিগের প্রতি অতিরিক্ত স্নেহ প্রকাশ করেন। তাঁহারা সূর্য্য অস্তমিত হওয়ার সময় হইতে অবতরণ করিতে থাকেন। তাঁহারা প্রত্যেক স্থানে ছেজদা বা দণ্ডায়মান অবস্থাতে ইমানদার লোকের জন্য মঙ্গল প্রার্থনা করেন। তাঁহারা কেবল যে স্থানে প্রতিমা, মল-মূত্র, আবর্জ্জনা বা কোন নেশাকর ও অপবিত্র বস্তু থাকে, কিম্বা যে স্থানে অগ্নি পূজা করা হয়, তৎসমস্ত স্থলে অথবা খৃষ্টান য়িহুদীর গির্জ্জাতে গমন করে না। হজরত জিবরাইল যে কোন ইমানদার—নামজ, তছবিহ কোরআন পাঠ ইত্যাদিতে সংলিপ্ত থাকে, তাহার হস্ত ধরিয়া 'মোছা—ফাহা' করেন; তিনি যাহার মোসাফাহা করেন, তাঁহার দেহ রোমাঞ্চিত হয়, হৃদয় কোমল হয় এবং অশ্রুপাত হইতে থাকে। যে কোন ইমানদার ঐ রাত্রিতে তিনবার কলেমা পাঠ করেন, তাঁহার গোনাহ ক্ষমা হইবে এবং সে দোজখ হইতে মুক্তি পাইয়া বেহেশতে প্রবেশ করিবে। ফেরেশতাগণ প্রভাত পর্য্যন্ত এইরূপ করিতে থাকেন। প্রভাত হইলে প্রথমেই হজরত জিবরাইল (আঃ) পূর্ব্ব আকাশ প্রান্তে উড্ডীয়মান হইয়া স্বীয় নীলবর্ণ বিশিষ্ট

পক্ষদ্বয় সূর্য্যের উপর বিস্তৃত করেন; সেই হেতু সেই দিবস সূর্য্যের জ্যোতিঃ অতিশয় ক্ষীণ হইয়া থাকে। [তৎপরে হজরত জিবরাইল (আঃ) ও তাঁহার অনুচর ফেরেশতাগণ সেই দিবস পৃথিবী ও আকাশের মধ্যে দণ্ডায়মান থাকিয়া রোজাদার ও ইমানদার পুরুষ ও স্ত্রীলোকের জন্য মঙ্গল প্রার্থনা করেন। সন্ধ্যাকালে তাঁহারা প্রথমে আকাশে পৌঁছিয়া তথাকার ফেরেশতাগণের নিকট এই উম্মতের সৎকার্য্য ও গোনাহ কার্য্যের পরিচয় দেন, তাঁহারা সৎলোকদের জন্য মঙ্গল প্রর্থনা করেন। এইরূপ ছেদরাতোল-মোন্তাহা পর্য্যন্ত তাহাদের পরিচয় দিতে থাকেন।

ছহিহ বোখারী ও মোসলেমে একটি হাদিছে বর্ণিত আছে যে, যে ইমানদার ব্যক্তি সুফল প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে কদরের রাত্রি জাগরণ করিয়া নামাজ ইত্যাদিতে সংলিপ্ত থাকে, তাঁহার পূর্বকার সমস্ত গোনাহ ক্ষয় হইয়া থাকে। এমাম বায়হকি একটি হাদিছে বর্ণনা করিয়াছেন, সপ্তম আকাশে 'হজিরাতোল কোদছ' নামক একটি স্থান আছে, তথায় ফেরেশতাগণের এক বিরাট বাহিনী অবস্থিতি করেন, তাঁহাদিগকে 'রুহানী' নামে অভিহিত করা হয়। তাঁহারা কদরের রাত্রিতে পৃথিবীতে অবতরন করিতে খোদাতায়ালার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করেন। ইহাতে খোদাতায়ালা তাঁহাদিগকে অবতরণ করিতে অনুমতি দেন, তৎপরে তাঁহারা যে কোন লোককে মছজেদে নামাজ সম্পন্ন করিতে দেখেন, তাঁহার জন্য মঙ্গল প্রার্থনা করেন, সেই হেতু তাহার প্রতি শান্তির জ্যোতিঃ অবতীর্ণ হয়।

তিনি আরও একটি হাদিছে বর্ণনা করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি সমস্ত রমজানে মাগরেব ও এশার নামাজ জামায়াত সহ সম্পাদন করেন, সে ব্যক্তি কদরের রাত্রির মহানেকী লাভে সমর্থ হন।

এমাম মালেক ও বায়হকি বর্ণনা করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি কদরের রাত্রিতে জামায়াত সহ এশার নামাজ সম্পন্ন করেন, তিনি কদরের ফল প্রাপ্ত হন; এবনে আবি-শায়বা বর্ণনা করিয়াছেন, 'কদরের দিবসে সৎকার্য্য করিলে, কদরের রাত্রির ন্যায় ফল পাওয়া যায়।

এমাম তেরমেজী ও নাছায়ী একটি হাদিছে বর্ণনা করিয়াছেন, 'যদি তোমরা কদরের রাত্রি প্রাপ্ত হও, তবে নিম্নোক্ত দোওয়া উচ্চারণ করিও:'—

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّىْ

এবনে আবি-শায়বা নিম্নোক্ত দোওয়া পড়িবার কথা বর্ণনা করিয়াছেন :—

اَسْاَلُ اللّٰهَ الْعَفْوَ وَ الْعَافِيَةَ

এমাম বায়হকি আবাদা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন,—তিনি পরীক্ষা করিয়াছেন যে, এক সময়ে রমজানের ২৭শে রাত্রিতে সমুদ্রের পানি মিষ্ট হইয়াছিল। তিনি আইয়ুব হইতে আরও বর্ণনা করিয়াছেন যে, এক সময় তিনি রমজানের ২৩শে রাত্রে অবগাহান (গোছল) করিতে গিয়া সমুদ্রের পানিকে মিষ্ট পানিতে পরিণত হইতে দেখিয়াছিলেন।

এমাম বাগাবী বর্ণনা করিয়াছেন, খোদাতায়ালা কদরের রাত্রির নির্দ্দিষ্ট সময় লোকের পক্ষে প্রকাশ করেন নাই, ইহার উদ্দেশ্য এই যে, তাহারা উহা প্রাপ্তির জন্য রমজানের সমস্ত রাত্রি উপাসনা কার্য্যে সাধ্য সাধনা করে। এইরূপ তিনি জোমার যে সামান্য সময়ে মনুষ্যের প্রার্থনা মঞ্জুর হইয়া থাকে, তাহা নির্দ্দিষ্ট ভাবে ব্যক্ত করেন নাই। উদ্দেশ্য এই যে লোকে সকল সময়

প্রার্থনা করিতে থাকিবে। তিনিই পঞ্চ নামাজের মধ্যে মধ্যম নামাজ ব্যক্ত করেন নাই, উদ্দেশ্য এই যে, লোকে প্রত্যেক নামাজ সযত্নে সম্পন্ন করিবে। খোদাতায়ালা কোরআন শরীফে তাহার অন্যান্য নাম সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম নামটি (এছমে-আজমটী) অব্যক্ত রাখিয়াছেন, উদ্দেশ্য এই যে, লোকে সমস্ত নাম পড়িবে। তিনি কেয়ামতের সময়টী প্রকাশ করেন নাই, উদ্দেশ্য এই যে, লোকে উহার ভয়ে প্রত্যেক সময়ে সৎকার্য্যে সংলিপ্ত হইবে—তঃ খাজেন, মায়ালেম, এবনে কছির ও দোরে-মনছুর।

২—৩। খোদাতায়ালা কদরের রাত্রির সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া নিজেই উত্তর দিয়াছেন যে, উক্ত রাত্রির এবাদত কার্য্য এরূপ সহস্র মাসের এবাদত কার্য্য অপেক্ষা অধিকতর ফলদায়ক—যাহাতে কদরের রাত্রি নাই। সহস্র মাসে ৮৩ বৎসর ৪মাস হইয়া থাকে। মূল কথা এই যে, প্রাচীন ধর্ম্মাবলম্বীদের সময়ে কদর ছিল না ইহা কেবল শেষ তত্ত্ববাহক হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) এর অনুগামী-দিগের জন্য বিশিষ্ট দান। প্রাচীন লোকেদের ৮৩ বৎসর ৪ মাসের সৎকার্য্য অপেক্ষা এই উম্মতের এক কদরের রাত্রির সৎকার্য্য শ্রেষ্ঠতম।

৪—৫। চতুর্থ আয়তে যে روح 'রুহ' শব্দের উল্লেখ আছে, এমাম এবনে কছির বলেন, উহার অর্থ হজরত জিবরাইল। কতক সংখ্যক বিদ্বান বলেন যে, রুহ এক প্রকার বিশিষ্ট ফেরেশতাদলের নাম। খতিব বলেন, আর্শের নিম্নদেশে একজন ভয়ঙ্কর রূপধারী ফেরেশতা থাকেন, তাহাকেই 'রুহ' বলা হইয়াছে। কোন কোন টীকাকার বলেন, উহার অর্থ পবিত্রাত্মা। খতিব বর্ণনা করিয়াছেন, উক্ত রাত্রিতে বহু ফেরেশতার সহিত হজরত জিবরাইল অবতরণ করেন; তাঁহার সহিত চারিটি পতাকা থাকে। তিনি হজরত নবি করিমের গোর শরিফের উপর একটি পতাকা, বয়তোল-

মোকাদ্দাছের উপরিভাগে একটি পতাকা, কাবা-শরিফের উপরিভাগে একটি পতাকা ও তুর-সিনিয়া পর্বতের উপরিভাগে একটি পতাকা স্থাপন করেন। যে কোন গৃহে কোন বিশ্বাসী পুরুষ কিম্বা স্ত্রীলোক থাকেন, তিনি তথায় প্রবেশ করতঃ তাহাকে ছালাম জ্ঞাপন করেন এবং বলেন, 'হে ইমানদার পুরুষ কিম্বা স্ত্রীলোক! শান্তিদায়ক খোদাতায়ালা তোমাদিগকে ছালাম জ্ঞাপন করিতেছেন কেবল যে ব্যক্তি সর্বদা মদ্য পান করে, আত্মীয় স্বজনের সহিত অসদ্ব্যবহার করে, কিম্বা শূকর মাংস ভক্ষণ করে, সেই ব্যক্তি খোদাতায়ালার ছালাম হইতে বঞ্চিত হইবে।

আয়তদ্বয়ের মূল মর্ম্ম এই যে, ফেরেশতাগণ ও হজরত জিবরাইল (আ:) উক্ত রাত্রিতে দলে দলে খোদাতায়ালার নিরূপিত প্রত্যেক কার্য্যের জন্য তাহার অনুমতিতে প্রভাত পর্য্যন্ত অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। কিম্বা ফেরেশতাগণ তাহার অনুমতিতে উক্ত রাত্রিতে প্রত্যেক মঙ্গলজনক ও শান্তিদায়ক বিষয় সহ প্রভাত পর্য্যন্ত অবতীর্ণ হইতে থাকেন। উক্ত রাত্রি প্রভাত পর্য্যন্ত—ঝটিকা, বজ্রপাত এবং প্রত্যেক বিপদ হইতে শান্তি প্রদ। কিম্বা ফেরেশতাগণ উক্ত রাত্রিতে প্রভাত উদয় পর্য্যন্ত সাধু লোককে ছালাম জ্ঞাপন করেন। কিম্বা খোদাতায়ালা উক্ত রাত্রিতে কোন অশান্তিকর বিষয় সংঘটন করেন না। কিম্বা শয়তান উক্ত রাত্রিতে অহিত ও অনিষ্ট সাধন করিতে সক্ষম হয় না। তঃ খাজেন, এবনে কছির।

———

ছুরা বাইয়েনাত [৯৮]

নায়ছাপুরি ও এবনো জরির—

এমাম আবু-ছইদ বলেন, এই ছুরা যে কোন স্থানে অবতীর্ণ হইয়াছিল তৎসম্বন্ধে বিদ্বানগনদের মতভেদ আছে। এমাম রাজি,

এবনে কছির ও বয়জবি বলেন যে, 'উক্ত ছুরা মদিনা শরিফে অবতীর্ণ হইয়াছিল।' কিন্তু খতিব বলেন, 'ইহইয়া বেনে ছালামের মতে উহা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হইয়াছিল।' কিন্তু উহার মদিনা শরীফে অবতীর্ণ হওয়াই অধিকাংশ বিদ্বানের মত। উহাতে ৮টী আয়ত আছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সর্বপ্রদাতা দয়ালু খোদাতায়ালার নামে (আরম্ভ করিতেছি)।

(١) لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ

وَالْمُشْرِكِيْنَ مُنْفَكِّيْنَ حَتّٰى تَاْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ۙ

(٢) رَسُوْلٌ مِّنَ اللّٰهِ يَتْلُوْا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ۙ (٣) فِيْهَا

كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ۙ (٤) وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ

اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ ۙ (٥) وَمَآ اُمِرُوْا

اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۙ حُنَفَآءَ وَيُقِيْمُوا

الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ ۙ

১। যাহারা ধর্মদ্রোহী হইয়াছে, অর্থাৎ গ্রন্থধারিগণ ও অংশীবাদিগণ তাহাদের নিকট প্রকাশ্য প্রমাণ উপস্থিত (না)

হওয়া পর্য্যন্ত (ধর্ম্মদ্রোহিতা হইতে) বিচ্ছিন্ন (বারিত) হয় নাই; ২। (উক্ত প্রকাশ্য প্রমান) খোদাতায়ালার (পক্ষ হইতে) একজন প্রেরিত পুরুষ — যিনি পবিত্র পুস্তিকা (বা ছুরা) সকল পাঠ করেন, ৩। যাহাতে অকাট্য সত্য ব্যবস্থা সকল (বা লিপি সকল) আছে; ৪। এবং যাহাদিগকে গ্রন্থ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহারা তাহাদের নিকট স্পষ্ট প্রমান উপস্থিত হওয়ার পরেই বিভিন্ন হইয়াছেন ; ৫। ও তাহারা অংশীবাদিত্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক খোদাতায়ালার একত্ববাদ গ্রহণ করিয়া তাহার জন্য ধর্ম্ম বিশুদ্ধ করতঃ কেবল খোদাতায়ালার উপসনা করিতে ও নামাজ সুসম্পন্ন করিতে ও জাকাত প্রদান করিতে (তওরাত ও ইঞ্জিলে) আদিষ্ট হইয়াছেন, এবং ইহাই সত্য ধর্ম্মের ব্যবস্থা (বা দৃঢ় বিশ্বাসিদের ধর্ম্ম)।

টিকা;—

১—৫। এমাম রাজি উক্ত আয়ত কয়েকটির এইরূপ মর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছেন যে, আরবের য়িহুদিগণ হজরত ওজাএর (আঃ)কে খোদাতায়ালার পুত্র বলিত, এবং খ্রীষ্টানগণ হজরত ইছা (আঃ) কে খোদাতায়ালার পুত্র বলিত, সেই হেতু তাহাদিগকে এস্থলে ধর্ম্মদ্রোহী বলা হইয়াছে। আরবের অগ্নিপূজক, নক্ষত্রোপাসক ও পৌত্তলিকগণ সম্পূর্ণ ধর্ম্মদ্রোহী অংশীবাদী। হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) এর আবির্ভাবের পূর্ব্বে য়িহুদি ও খৃষ্টানগণ তওরাত ও ইঞ্জিল পাঠে এবং উক্ত অংশীবাদীগণ তাহাদের মুখে শ্রবণ পূর্ব্বক হজরতের বিষয় অবগত হইয়াছিল, সেই হেতু তাহারা সকলেই একবাক্যে বলিত যে, শেষ তত্ত্বাবাহক আগমণ করিয়া নির্ভুল ও অকাট্য সত্য ব বস্থা সমন্বিত ধর্ম্মগ্রন্থ প্রকাশ করিলে, আমরা তৎপ্রবর্ত্তিত ধর্ম গ্রহণ করিব, তৎপরে যে সময়ে শেষ তত্ত্বাবাহক হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) প্রেরিতত্ব লাভ করতঃ কোর-আনের

শিক্ষা প্রচার করিতে লাগিলেন, সেই সময় তাহারা ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া একদল তাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিল, অন্য দল তাঁহার প্রতি আস্থা স্থাপন না করিয়া প্রকৃত ধর্ম্ম শিক্ষার বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিল; কিন্তু তাহাদের মুল ধর্ম্মপুস্তকে আংশিবাদিত্ব ত্যাগ করিয়া খোদাতায়ালার একত্ববাদ স্বীকার পূর্ব্বক বিশুদ্ধ ভাবে তাঁহার উপাসনা, নামাজ সুসম্পন্ন ও জাকাত প্রদান করার আদেশ ছিল, ইহা প্রাচীন সমস্ত তত্ত্ববাহকের ধর্ম্ম।—তঃ কবির।

কোন কোন টিকাকার উক্ত আয়তগুলির মর্ম্মে প্রকাশ করিয়াছেন যে, আরবের য়িহুদী ও খৃষ্টানগণ গ্রন্থধারী হইলেও প্রকৃত ধর্ম্মের শিক্ষা অমান্য করতঃ কতকগুলি কলুষিত কল্পিত মতের অনুসরণ করিতে গিয়া অংশীবাদিতে পরিণত হইয়াছিল এবং পৌত্তলিক অগ্নিপূজক বা নক্ষত্রোপাসকেরা অংশীবাদিত্বের শেষ সীমায় উপস্থিত হইয়াছিল; এক্ষেত্রে তাহাদের পক্ষে উক্ত অংশীবাদিত্ব ত্যাগ করতঃ প্রকৃত ধর্ম্ম শিক্ষা লাভ করা অসম্ভব ছিল, তৎপরে উজ্জ্বল প্রমাণ স্বরূপ শেষ তত্ত্ববাহক হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) প্রেরিতত্বপদ প্রাপ্ত হইয়া নির্ম্মল নির্দ্দোষ ও অকাট্য সত্য ব্যবস্থা সমন্বিত কোরআন প্রচার করিতে আরম্ভ করিলে, তাহাদের কতক সংখ্যক তাঁহার অনুসরণ করিয়া সত্য ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইল। সমস্ত খ্রীষ্টান ও য়িহুদী জাতি তাঁহার আবির্ভাবের পূর্ব্বে শেষ তত্ত্ববাহকের প্রেরিতত্ব স্বীকার করিতেন, কিন্তু তাঁহার আবির্ভাবের পরে কতক সংখ্যক পুর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাঁহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিল, অন্য একদল অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়া বিপথগামী থাকিল, অথচ তাহাদের মুল ধর্ম্মগ্রন্থে অংশীবাদিত্বের বিরুদ্ধে একাত্ববাদ স্বীকার নামাজ সুসম্পন্ন ও জাকাত প্রদান করার আদেশ আছে, ইহাই অকাট্য সত্য ধর্ম্ম।—তঃ মায়ালেম।

(٦) اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ

وَ الْمُشْرِكِيْنَ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ط اُولٰٓئِكَ

هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ۞ (٧) اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا

الصّٰلِحٰتِ لا اُولٰٓئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۞ (٨) جَزَآؤُهُمْ

عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ

خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ط رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوْا عَنْهُ ط

ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهٗ ۞

৬। নিশ্চয় যাহারা ধর্মদ্রোহী, হইয়াছে—অর্থাৎ গ্রন্থধারিগণ ও অংশীবাদীগণ, দোযখের অগ্নিতে থাকিবে, (তাহারা) তথায় অনন্তকাল অবস্থিতি করিবে, তাহারাই সৃষ্ট বস্তুর (মধ্যে) অতি নিকৃষ্ট।

৭। নিশ্চয় যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন, এবং সৎকার্য্য সমূহের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহারাই সৃষ্ট বস্তুর (মধ্যে) অত্যুত্তম।

৮। তাহাদের প্রতিফল তাহাদের প্রতিপালকের নিকট চিরস্থায়ী স্বর্গোদ্যান সকল আছে—যাহারা নিম্নদেশ হইতে প্রস্রবণ সকল প্রবাহিত হইতেছে, (তাহারা) তথায় চিরকাল অবস্থিতি করিবেন, খোদাতায়ালা তাঁহাদের উপর প্রসন্ন হইয়াছেন এবং

তাঁহারা তাহার উপর সন্তুষ্ট হইয়াছেন; ইহা ঐ ব্যক্তির জন্য যে স্বীয় প্রতিপালকের ভয় করিয়াছেন। (রোঃ)।

টীকা,—

৬। ধর্মদ্রোহীরা বিবেক বুদ্ধির মস্তকে পদাঘাত করিয়া কুপ্রবৃত্তির প্ররোচনায় খোদাতায়ালার আদেশ লঙ্ঘন ও তাঁহার প্রেরিত মহাপুরুষের প্রতি অবজ্ঞা করিয়াছে, কিন্তু তাহার সৃষ্টির মধ্যে অন্য কোন জীব এইরূপ দুষ্কর্ম করে নাই, সেই হেতু তাহারা জীব ও জড় জগতের মধ্যে অতি অধম বলিয়া কথিত হইয়াছে।

৭। যাহারা প্রেরিত পুরুষগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ও সৎ কার্য্যসমূহ সম্পন্ন করিয়াছে, তাহারা রিপুকে-বুদ্ধির বশীভূত করিয়াছে, কিন্তু সাধারণ ফেরেশতাগণ রিপুর প্ররোচনা হইতে পবিত্র ও তাহাদের বিপথগামী হইবার কোন কারণ নাই, সেই হেতু প্রথমোক্ত বিশ্বাসী সাধুদল জড় ও জীব জগতের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন। ইহাতে অনুমিত হয় যে, প্রেরিত পুরুষগণ প্রধান প্রধান ফেরেশতা হইতে শ্রেষ্ঠ এবং পীরগণ সাধারণ ফেরেশতা হইতে শ্রেষ্ঠ।—তঃ আজিজি।

ছুরা জেল্‌জাল [৯৯]

এমাম এবনে কছির ও রাজি বলেন; উক্ত ছুরা মক্কা শরিফে অবতীর্ণ হইয়াছিল। খতিব বলেন, হজরত এবনে আব্বাছ ও কাতাদার মতে উহা মক্কা শরিফে অবতীর্ণ হইয়াছিল এবং হজরত এবনে মছউদ, আতা ও জাবেরের মতে উহা মদীনা শরিফে অবতীর্ণ হইয়াছিল, উক্ত ছুরায় আটটি আয়ত আছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সর্ব্ব প্রদাতা দয়ালু খোদাতায়ালার নামে (আরম্ভ করিতেছি)।

(١) اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا ۝ (٢) وَ اَخْرَجَتِ

الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا ۝ (٣) وَ قَالَ الْاِنْسَانُ مَا لَهَا ۝

(٤) يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا ۝ (٥) بِاَنَّ رَبَّكَ

اَوْحٰى لَهَا ۝ (٦) يَوْمَئِذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا لا

لِّيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ ۝ (٧) فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ

خَيْرًا يَّرَهٗ ۝ (٨) وَ مَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ ۝

১। যে সময় ভূমিকে স্বীয় উপযুক্ত কম্পনে কম্পিত করা হইবে, ২। এবং ভূমি আপন ভারসমূহ বহির্গত করিয়া দিবে, ৩। এবং মনুষ্য বলিবে, উহার কি হইয়াছে ? ৪। সেই দিবস সে আপন বিবরণসমূহ বর্ণনা করিবে, ৫। এই হেতু যে, তোমার প্রতিপালক তাহাকে আদেশ করিয়াছেন, ৬। সেই দিবস লোক ভিন্ন ভিন্নভাবে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে, যেহেতু তাহাদিগকে তাহাদের কার্য্যকলাপ প্রদর্শন করা হইবে; ৭। অনন্তর যে ব্যক্তি এক বিন্দু পরিমাণ সৎকার্য্য করে, সে তাহা দেখিতে পাইবে, ৮। এবং যে ব্যক্তি একবিন্দু পরিমাণ অসৎ কার্য্য করে, সে তাহা দেখিতে পাইবে। (রোঃ)

টিকা,—

১—৩। হজরত এছরাফিল (আঃ) দ্বিতীয়বার ছুরে ফুৎকার করিলে খোদাতায়ালার কোপে মহা ভূমিকম্প হইবে, সেই সময় ভূগর্ভস্থিত মৃতসকল বহির্গত হইয়া পড়িবে। ধর্মদ্রোহিগণ পুনর্জ্জীবিত হইয়া বিস্ময়ান্বিত ভাবে বলিবে, ভূমির কি হইয়াছে যে, উহা ভীষণভাবে বিকম্পিত হইতেছে এবং তন্মধ্যস্থ মৃতগুলিকে বাহিরে নিক্ষেপ করিতেছে ?

কোন কোন টিকাকার বলেন যে, যে সময় হজরত এছরাফিল (আঃ) প্রথমে ছুরে ফুৎকার করিবেন, সেই সময় উক্ত ভূমিকম্প সংঘটিত হইবে। ইহাতে ভূমি বিদীর্ণ হওয়ায় পর্ব্বত-তুল্য স্বর্ণ ও রৌপ্যের খনি প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। ছহিহ মোছলেমে বর্ণিত হইয়াছে যে, স্বর্ণ-রৌপ্যের খনি প্রকাশিত হইলে, প্রাণঘাতক ব্যক্তি তথায় উপস্থিত হইয়া বলিবে, ইহার জন্যই প্রাণ হত্যা করিয়াছিলাম; যে ব্যক্তি আত্মীয়-স্বজনের সহিত অসদ্ব্যবহার করিয়াছিল, সে ব্যক্তি বলিবে, ইহার জন্যই তাহাদের সহিত অসদ্ব্যবহার করিয়াছিলাম। চোর বলিবে, ইহার জন্যই আমার হস্ত কর্ত্তন করা হইয়াছিল। তৎপরে তাহারা উহা গ্রহণ না করিয়া চলিয়া যাইবে।—তঃ মায়ালেম ও এবনে-কছির।

৪—৫। বিচার দিবসে ভূমি মনুষ্যের সৎ-অসৎ কার্য্যের সাক্ষ্য দিবে, উদ্দেশ্য এই যে, তজ্জন্য গোনাহগারেরা লাঞ্ছিত এবং সাধুরা প্রশংসিত হইবে। এমাম তেবরানী এই হাদিছটি বর্ণনা করিয়াছেন,— "তোমরা ভূমি হইতে সাবধান হও, কারণ উহা তোমাদের মাতৃতুল্য। যে কেহ উহাতে যে কোন নেকি-বদি করিয়াছে, সে তাহা (কেয়ামতে) প্রকাশ করিবে।", খোদাতায়ালা ভূমিকে আদেশ প্রদান করিবেন, এই হেতু সে লোকের নেকি-বদির সাক্ষ্য দিবে। এইরূপ আকাশ, নক্ষত্র, গ্রহ, রাত্রি দিবা ও মনুষ্যের

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাহাদের ভালমন্দ কার্য্যের সাক্ষ্য দিবে।—তঃ এবনে-কাছির, দোরে-মনছুর ও আজিজি।

যদি ফনোগ্রাফ দ্বারা শব্দ উচ্চারিত হওয়া সম্ভব হয়, তবে মনুষ্যের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বা ভূমির বাকশক্তি সম্পন্ন হওয়া কিছুতেই অসম্ভব নহে।—বঙ্গানুবাদক।

৬। কেয়ামতের দিবসে, মনুষ্যেরা পুনর্জ্জীবিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন দলে বিচার-প্রান্তরে উপস্থিত হইবে। একদল বিশ্বাসী, অন্য দল ধর্ম্মদ্রোহী, একদল নির্ভিক, অন্যদল ভীত, একদল গোনাহগার, অন্যদল নেককার। তাহারা তথায় কার্য্যলিপিসমূহ দর্শন করিবে। হজরত এবনে আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, কতক লোক ডাহিন দিকে বেহেশতে স্বীয় সৎকার্য্যের সুফল ও কতক লোক বাম দিকে দোজখে স্বীয় কুকর্ম্মের শাস্তি প্রাপ্ত হইবে একদল সহাস্য, সহর্ষ, উৎকৃষ্ট বসনে বেহেশতী যানে আরোহণ করিয়া এবং অন্য দল উলঙ্গ, মলিন মুখে পদব্রজে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া বিচার প্রান্তরে উপস্থিত হইবে। একজন ঘোষনাকারী প্রথম দলকে খোদাতায়ালার বন্ধু ও দ্বিতীয় দলকে তাহার শত্রু বলিয়া ঘোষণা করিবে।—তঃ এবনে কছির নয়াছাপুরী ও মায়ালেম।

৭—৮। হজরত এবনে-আব্বাছ (রাঃ) উক্ত আয়তদ্বয়ের টিকায় লিখিয়াছেন, কোন বিশ্বাসী ধর্মদ্রোহী যে কোন সৎ অসৎ কার্য্য করে, খোদাতায়ালা বিচার দিবসে তাহার নিকটে তাহা প্রকাশ করিবেন" কিন্তু তিনি বিশ্বাসী ব্যক্তির গোনাহসমূহ ক্ষমা করিবেন এবং নেকিসমূহের সুফল প্রদান করিবেন এবং ধর্ম্মদ্রোহী ব্যক্তির নেকিসমূহ বাতিল করিবেন ও গোনাহসমূহের শাস্তি প্রদান করিবেন।

এমাম মোহাম্মদ বেনে কা'ব উক্ত আয়তদ্বয়ের ব্যাখ্যায় বলেন,

যদি কোন ধর্মদ্রোহী ব্যক্তি পৃথিবীতে একবিন্দু পরিমাণ সৎকার্য্য করে তবে খোদাতায়ালা তাহাকে ও তাহার স্ত্রী, পুত্র, কন্যাকে শারীরিক স্বাস্থ্য, ধন ও সম্পদ দ্বারা সুখী করিয়া এই পৃথিবীতে উক্ত সৎকার্য্যের প্রতিফল প্রদান করেন, এইজন্য মৃত্যুকালে তাহার একটি মাত্র নেকি সম্বল থাকিবে না।

যদি কোন ধর্ম্মপরায়ণ (ইমানদার) ব্যক্তি এক বিন্দু পরিমান অসৎ কার্য্য করে, তবে খোদাতায়ালা তাঁহাকে ও তাহার পুত্র-কুলত্রকে কোন বিপদে নিক্ষেপ করতঃ ইহজগতে উক্ত গোনাহ কার্য্যের শাস্তি প্রদান করেন,—এমন কি, মৃত্যুকালে তাহার একটি গোনাহ ও অবশিষ্ট থাকিবে না।

এমাম এবনে-জরির বর্ণনা করিয়াছেন,—'হজরত আবুবকর (রাঃ) এক সময়ে হজরত নবি করিম (ছাঃ) এর সঙ্গে কিছু ভক্ষণ করিতেছিলেন, তখন উক্ত আয়তদ্বয় অবতীর্ণ হয়, ইহাতে হজরত আবুবকর (রাঃ) ভক্ষণ করা ত্যাগপূর্ব্বক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আমি কি একবিন্দু কুকর্ম্মের প্রতিফল প্রাপ্ত হইব ? তদুত্তরে হজরত বলিলেন, ইহজগতে তুমি যে কোনও সময়ে বিপদাপন্ন হও উহা তোমার বিন্দু বিন্দু অসৎ কার্য্যের প্রতিফল এবং তোমার বিন্দু বিন্দু নেকিকে সম্বল স্বরূপ তিনি তোমার জন্য রক্ষা করেন, পরজগতে তৎসমস্তের প্রতিফল তোমাকে প্রদান করিবেন।'

কোন কোন টীকাকার বলেন, একজন লোক একটি খোর্ম্মা বা এইরূপ কোন যৎসামান্য বস্তু দান করা বিফল ধারণা করিয়া বলিত, ইহাতে কি নেকি লাভ হইবে ? আমরা যে পরিমাণ বস্তুকে অধিক বলিয়া বিবেচনা করি, তাহা দান করিলেই নেকী লাভ হইতে পারে। আর একজন লোক মিথ্যা বলা, পরনিন্দা করা ও পরস্ত্রীর দিকে দৃষ্টিপাত করা তুচ্ছ বোধে বলিত, মহা, মহা গোনাহতে শাস্তি হইবে এবং এইরূপ অকিঞ্চিৎকর কার্য্যে শাস্তি

হইতে পারে না; সেই সময় উক্ত আয়তদ্বয় অবতীর্ণ হইয়া এই শিক্ষা প্রচার করিল যে, সামান্য সৎকার্য্য এবং অল্প অল্প গোনাহ একত্রিত হইয়া পর্বত তুল্য হইয়া যায়।

ছহিহ বোখারীর একটী হাদিছে বর্ণিত হইয়াছে যে, তোমরা খোর্মার একাংশ দান করিয়াও দোজখের অগ্নি হইতে মুক্তির পথ অন্বেষণ কর।

অন্য স্থানে বর্ণিত আছে, আপন ডোল হইতে অন্যের পাত্রে পানি ঢালিয়া দেওয়ার এবং হাস্যমুখে কোন মুসলমান ভ্রাতার সহিত সাক্ষাৎ করার নেকিকে তুচ্ছ জ্ঞান করিও না।

অন্য স্থানে আছে, 'হে ধর্মপরায়ণা রমণীগণ। তোমরা প্রতিবেশীনী-স্ত্রীলোকদিগকে ছাগের পায়ের ক্ষুর দান করার নেকিকে তুচ্ছ বোধ করিও না।

এমাম অহমদ একটি হাদিছে বর্ণনা করিয়াছেন, 'অয়ি আয়েসা (রাঃ) তুমি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোনাহ করিও না, কারণ খোদার পক্ষ হইতে উহার প্রতিফল প্রদান করিতে একজন আছে।—তঃ ইবনে জরির, এবনে কছির, দোরে মনছুর ও খাজেন।

এমাম তেরমেজি একটি হাদীছে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ছুরা জেলজাল পাঠে কোরআন শরিফের এক চতুর্থাংশ পাঠের নেকি লাভ হয়।—তঃ এবনে কছির।

টিপ্পনী:—

বাবু গিরীশচন্দ্র সেন ছুরা বাইয়েনাতের প্রথম আয়তের অনুবাদে লিখিয়াছেন—'গ্রন্থাধিকারীদিগের অনুগত কাফেরগণ এবং অংশিবাদিগণ।

মৌলবি আব্বাছ আলী সাহেব উক্ত স্থলে লিখিয়াছেন—'কেতাবওয়ালাদিগের মধ্যে যাহারা কাফের হইয়াছে, তাহারা এবং মোশরেকগণ।

উক্ত স্থলে প্রকৃত অনুবাদ এইরূপ হইবে,—'যাহারা ধর্ম্মদ্রোহী হইয়াছে, অর্থাৎ গ্রন্থধারিগণ ও অংশিবাদিগণ।'

বাবু গিরীশচন্দ্র সেন উক্ত আয়তের অনুবাদে লিখিয়াছেন,—'যে পর্য্যন্ত না উজ্জ্বল'। মৌলবী আব্বাছ আলী সাহেব লিখিয়াছেন, 'উপস্থিত না হইলে 'না' শব্দটিকে বন্ধনীর মধ্যে লেখা উচিত ছিল।

মৌলবী আব্বাছ আলী সাহেব ৮ আয়তের ذلك শব্দের অনুবাদ লেখেন নাই। 'ঐ ব্যক্তির' পূর্বে 'ইহা' শব্দ বসিবে।

বাবু গিরীশচন্দ্র সেন ছুরা জেলজালের প্রথম আয়তের অনুবাদে লিখিয়াছেন, 'স্বীয় কম্পনে কম্পিত হইবে।' এস্থলে এইরূপ অনুবাদ হওয়া উচিত,—স্বীয় উপযুক্ত কম্পনে কম্পিত করা হইবে।

তিনি ৬ আয়তের يصدر শব্দের অনুবাদে লিখিয়াছেন,—'পরিবর্ত্তিত হইবে।' এস্থলে 'প্রত্যাবর্ত্তন করিবে।' লিখিলে উত্তম হইত।

মৌলবী আব্বাছ আলী সাহেব উক্ত ছুরার ২ আয়তের اثقال শব্দের অনুবাদে 'বোঝা' লিখিয়াছেন, উক্ত স্থানে 'বোঝা সকল' হইবে।

৬ আয়তে 'তাহাদের' এই শব্দের পূর্বে 'যেহেতু' শব্দ হইবে।

——

ছুরা আ'দিয়াত (১০০)

আবু ছউদ বলেন, কোন কোন টীকাকার উক্ত ছুরার মদিনা শরিফে অবতীর্ণ হইবার মতাবলম্বন করিয়াছেন; কিন্তু এমাম রাজি ও এবনে কছির প্রভৃতির মতে উহার মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হওয়া যুক্তিসঙ্গত। উহাতে ১১টী আয়ত আছে।

এই ছুরার অবতীর্ণ হওয়ার কারণ এই যে, হজরত নবি করিম (ছাঃ) তদীয় সহচর মোনজের-বেনে-আমর (রাঃ) কে একদল অশ্বারোহী-সহ ধর্ম্মদ্রোহী 'বনী-কানানা' সম্প্রদায়ের প্রতি আক্রমণ করিতে প্রেরণ করেণ এবং এই আদেশ প্রদান করেন যে, তোমরা অমুক দিবস তাহাদের প্রতি আক্রমণ করিবে এবং অমুক দিবস তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। পথের এক স্থান জলপ্লাবিত হওয়ায় তাহাদের প্রত্যাবর্ত্তনে বিলম্ব হইয়াছিল, এই হেতু কপটেরা উক্ত আক্রমণকারী মোছলমানদের সমুলে বিনষ্ট হওয়ার অমূলক সংবাদ রটনা করিল। তৎশ্রবণে অন্যান্য মোছলমানগণ দুঃখিত হইলেন, সেই সময় খোদাতায়ালা উক্ত ছুরা অবতরণ পূর্ব্বক আক্রমনকারী ঘোটকবৃন্দের ও তাহাদের শত্রুদলের প্রতি আক্রমণ করার বিষয় উল্লেখ করিয়া, মোছলমানদিগকে সান্ত্বনা প্রদান করিলেন। কোন কোন টিকাকার বলেন, খোদাতায়ালা ঘোটকদলের বিষয় উল্লেখ করিয়া জেহাদের (ধর্ম্মযুদ্ধের) প্রতি ইঙ্গিত করিতেছেন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সর্বপ্রদাতা দয়ালু খোদাতায়ালার নামে (আরম্ভ করিতেছি)।

(১) وَالْعٰدِيٰتِ ضَبْحًا ۝ (২) فَالْمُوْرِيٰتِ قَدْحًا ۝

(৩) فَالْمُغِيْرٰتِ صُبْحًا ۝ (৪) فَاَثَرْنَ بِهٖ نَقْعًا ۝

(৫) فَوَسَطْنَ بِهٖ جَمْعًا ۝ (৬) اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ

لَكَنُوْدٌ ۝ (৭) وَاِنَّهٗ عَلٰى ذٰلِكَ لَشَهِيْدٌ ۝ (৮) وَاِنَّهٗ

لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ ۝

১। দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে দ্রুত গমনকারী (অশ্বদলের) শপথ, ২। অনন্তর প্রস্তরের উপর পদাঘাতে অগ্নি উদ্দীপক (অশ্বশ্রেণীর) শপথ; অনন্তর প্রভাতে লুণ্ঠণকারী (ঘোটক বৃন্দের) শপথ; ৪। অনন্তর উহারা উক্ত সময়ে ধুলি উৎক্ষেপ করিয়াছেন (উড়াইয়াছে); ৫। অনন্তর উহারা উক্ত সময়ে (শত্রু) দলের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে; ৬। নিশ্চয়ই মনুষ্য স্বীয় প্রতিপালকের পক্ষে অকৃতজ্ঞ; ৭। এবং নিশ্চয়ই সে ইহার উপর সাক্ষী, ৮। এবং নিশ্চয়ই সে অর্থের অনুরাগে দৃঢ়।

টিকা:—

১। খোদাতায়ালা উক্ত ঘোঠকবৃন্দের শপথ করিয়াছেন—যাহারা ধর্ম্মযুদ্ধের জন্য দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে দ্রুত গমন করে। ইহা হজরত এবনে আব্বাছের (রাঃ) মত। হজরত আলি (রাঃ) বলিয়াছেন উক্ত আয়তে খোদাতায়ালা হজ্জ যাত্রিদীগের উষ্ট্রশ্রেণীর শপথ করিয়াছেন—যাহারা গলদেশ সমুন্নত করিয়া আরফা প্রান্তর হইতে 'মোজদালেফা'র দিকে ধাবিত হয়।

২। খোদাতায়ালা উক্ত যুদ্ধের ঘোটকশ্রেণীর বা হাজিদের উষ্ট্রশ্রেণীর শপথ করিয়াছেন,—যাহারা পদাঘাত করিয়া প্রস্তর হইতে অগ্নি উদ্দীপন করে, কিম্বা উক্ত অশ্বারোহিদের শপথ করিয়াছেন যাহারা 'মোজাদালেফা' নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে।

৩। খোদাতায়ালা উক্ত ঘোটকবৃন্দের শপথ করিয়াছেন—যাহারা প্রভাতে শত্রুদের উপর লুণ্ঠন করে; কিম্বা হাজীদের অথবা তাহাদের উষ্ট্রশ্রেণীর শপথ করিয়াছেন—যাহারা জেলহজ্জের দশম দিবসের প্রভাতে মোজাদালেফা হইতে মিনার দিকে দ্রুত গমন করে।

৪। উক্ত ঘোটকবৃন্দ বা উষ্ট্রশ্রেণী প্রভাতে এরূপ দ্রুত গমন করে যে, উহাতে ধূলি উড়িতে থাকে।

৫। উক্ত ঘোটকশ্রেণী শত্রুদের দলের মধ্যে প্রবেশ করে, কিম্বা হজ্জ যাত্রীদের উষ্ট্র সকল মোজদালেফার মধ্যস্থলে সমবেত হয়।

৬। খোদাতায়ালা উপরোক্ত কয়েকটি বিষয়ের শপথ করিয়া বলিতেছেন যে, মনুষ্য খোদাতায়ালার অনুগ্রহ প্রাপ্তে কৃতজ্ঞতা-স্বীকার করে না, বরং অসৎ কার্য্যে সংলিপ্ত হয়, তাহার প্রদত্ত দান রাশির কথা বিস্মৃত হইয়া বিপদ সমূহের কথা আলোচনা করিতে থাকে, নিজে ভক্ষণ করে, স্বীয় ক্রীতদাসকে অনাহারে রাখিয়া প্রহার করে এবং স্বীয় অর্থরাশী হইতে লোককে বঞ্চিত রাখে; ইহা সাধারণ মনুষ্যের প্রকৃতি, কিন্তু খোদাতায়ালা যাহাকে রক্ষা করেন, সেই ঐরূপ অসৎ স্বভাব হইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হয়। হজরত এবনে আব্বাছ (রাঃ) বলেন, ইহা কোর্ত্ত এবনে-আব্দুল্লাহ বা আবু-লাহাবের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিল।

৭। খোদাতায়ালা মনুষ্যের উক্ত অসৎ স্বভাবগুলির বিষয় অবগত আছেন, কিম্বা মনুষ্য নিজে তাহার অসৎ প্রকৃতির বিষয় অবগত আছেন।

৮। মনুষ্য ধনাসক্তিতে অতি দৃঢ় কিন্তু উপসনা (এবাদৎ) কার্য্যে অতি দুর্ব্বল; কিম্বা অর্থের অনুরাগে কৃপণতা অবলম্বন করে।

হইয়াছে, মনুষ্য বৃদ্ধ হয়, কিন্তু তাহারা দুইটি বিষয় যৌবন প্রাপ্ত হয়,—অর্থ সঞ্চয় করার আশক্তি ও বহুকাল জীবিত থাকিবার আশা। তঃ এবনে কছির, মুনির ও খাজেন।

(৯) أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ ۙ

(১০) وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ۙ (১১) إِنَّ رَبَّهُمْ

بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ ۙ

৯—১১। অনন্তর সে কি জানিতেছেন না যে, যে সময় যাহা গোর সমূহের মধ্যে আছে উৎখাত করা হইবে এবং যাহা কিছু হৃদয় সমূহে আছে, প্রকাশ করা হইবে, নিশ্চয়ই তাহাদের প্রতিপালক সেই দিবস তাহাদের সম্বন্ধে অবগত আছেন।

টিকা,—

৯—১১। উক্ত মনুষ্য অবগত আছে যে, কেয়ামতের দিবস খোদাতায়ালা মৃতদিগকে গোর হইতে উত্তোলন করিবেন এবং মনুষ্যের অন্তর্নীহিত ইমান, চিন্তা ও কৃপণতা ইত্যাদি ব্যক্ত করিয়া প্রত্যেককে যথোচিত শাস্তি প্রদান করিবেন।—তঃ খাজেন ও মুনির।

ছুরা কারেয়া (১০১)

এই ছুরা মক্কা শরিফে অবতীর্ণ হইয়াছে, কেহ কেহ বলেন, উক্ত ছুরার আটটি আয়ত আছে, কোন টিকাকার বলেন, উহাতে দশটি আয়ত আছে, কিন্তু এমাম রাজি ও খতিবের মনোনীত মতে উহাতে ১১টি আয়ত আছে।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সর্ব্বপ্রদাতা দয়ালু খোদাতায়ালার নামে (আরম্ভ করিতেছি)।

(١) اَلْقَارِعَةُ ۙ (٢) مَا الْقَارِعَةُ ۚ (٣) وَمَا

اَدْرٰكَ مَا الْقَارِعَةُ ۙ (٤) يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ

الْمَبْثُوثِ ۙ (٥) وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ

(٦) فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ۙ (٧) فَهُوَ فِي عِيشَةٍ

رَّاضِيَةٍ ۙ (٨) وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ۙ (٩) فَأُمُّهُ

هَاوِيَةٌ ۙ (١٠) وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ ۙ نَارٌ حَامِيَةٌ ۙ

১। আঘাতকারী; ২। আঘাতকারী কি ? ৩। এবং তুমি কি জান যে, আঘাতকারী কি ? ৪। (ইহা এক দিবস) যাহাতে লোকে বিচ্ছিন্ন পতঙ্গের (বা পঙ্গপালের) তুল্য হইবে; ৫। এবং পর্বত সকল ধুনিত বিবিধ বর্ণ বিশিষ্ট লোমের ন্যায় হইবে। ৬। অনন্তর কিন্তু যাহার (নেকির) পরিমাণ সমূহ ভারী হয়; ৭। পরে সে সন্তোষ-জনক জীবনে থাকিবে; ৮। এবং কিন্তু যাহার (নেকির) পরিমাণ সমূহ হাল্কা হয়, ৯। পরে তাহার অবস্থিতি স্থান হাবিয়া হইবে। ১০। এবং তুমি কি জান যে, উহা কি ? ১১। (উহা) অতি উত্তপ্ত অগ্নি।

১—৪। খোদাতায়ালা এস্থলে কেয়ামতকে আঘাতকারী (কারেয়া) বলিয়াছেন, কারণ সেই দিবস মহা আতঙ্কে মনুষ্যের হৃদয় বিকম্পিত ও কর্ণ আহত হইবে। ছুরের ভীষণ শব্দে আকাশ পৃথিবী বিধ্বস্ত হইবে; নক্ষত্রপুঞ্জ ভূপতিত হইবে, ভূখণ্ড এক নুতন ভূখণ্ডে পরিবর্ত্তিত হইবে এবং ধর্ম্মদ্রোহী ও অংশীবাদীগণ মহা শাস্তিতে লাঞ্ছিত হইবে। কোন কোন টিকাকার বলেন, হজরত এছরাফিল (আঃ) এর ছুরের ভীষণ শব্দকে আঘাতকারী বলা হইয়াছে।

৪। কেয়ামতের দিবস হজরত এস্রাফিল (আঃ) ছুরে ফুৎকার করিলে মানবমণ্ডলী জিবীত হইয়া পতঙ্গের বা পঙ্গপালের ন্যায় বিব্রত ও বিক্ষিপ্তভাবে ধাবমান হইবে এবং কতক সংখ্যক লাঞ্ছিত অবস্থায় অগ্নির দিকে গমন করিবে।

৫। যেরূপ বিবিধ বর্ণের ধুনিত লোম উড্ডীয়মান হইতে থাকে, সেইরূপ কৃষ্ণ, শ্বেত ও লোহিত বর্ণ বিশিষ্ট পর্বত সকল ছুরের ভীষণ শব্দে চূর্ণ বিচুর্ণ হইয়া শূন্যমার্গে উড্ডীয়মান হইবে।

৬—৯। হজরত এবনে আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন যে, বিচারের দিবসে মনুষ্যের সৎকার্য্য সকল উৎকৃষ্ট আকৃতিতে ও অসৎ কার্য্যসমূহ ভীষণ আকৃতিতে উপস্থিত হইবে, তৎপরে উক্ত মুর্ত্তিমান সৎকার্য্য ও অসৎ কার্য্যকে পাল্লাতে ওজন করা হইবে। কোন হাদিছে বর্ণিত হইয়াছে যে, মনুষ্যের কার্য্যালিপিকে (নেকি-বদির খাতাকে) পাল্লাতে স্থাপন করতঃ ওজন করা হইবে। যাহার গোনাহ অপেক্ষা নেকি অধিক হইবে, সে ব্যক্তি শান্তিদায়ক বেহেশতে অনন্ত জীবনে অধিকারী হইবে। যাহার নেকি বদি সমান হইবে, সে ব্যক্তি সহজ বিচারে বিচারিত হইবে। আর যাহার নেকি অপেক্ষা গোনাহ অধিক হইবে, তাহাকে দোজখে অবস্থিতি করিতে হইবে কিম্বা সে ব্যক্তি অধোমস্তকে দোজখে পতিত হইবে। যদি সেই গোনহগার ব্যক্তি ইমানদার হয়, তবে শাস্তি ভোগ করিয়া কিম্বা কাহারও সুপারেশে অবশেষে নিষ্কৃতি লাভ করিবে, কিন্তু যদি সে ব্যক্তি ধর্ম্মদ্রোহী বা অংশীবাদী হয়, তবে তথায় নিত্যস্থায়ী হইবে।

এমাম এবনে জরির বর্ণনা করিয়াছেন; কোন ইমানদার মৃত্যু-মুখে পতিত হইলে, ফেরেশতাগণ তাহার আত্মাকে অন্যান্য ইমানদার লোকের আত্মার নিকট লইয়া যান এবং তাহাদিগকে বলেন, তোমরা তোমাদের ভ্রাতাকে শান্তি প্রদান কর কারণ সে

পৃথিবীতে বিবিধ চিন্তায় বিব্রত ছিল। তৎপরে তাহারা বলেন অমূক ব্যক্তির অবস্থা কি? তদুত্তরে সেই আত্মা বলে, সে ব্যক্তি মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়াছে, সেকি তোমাদের নিকট উপস্থিত হয় নাই? তাহারা বলে, তবে সে ব্যক্তি হাবিয়াতে (ছিজ্জিনে) উপস্থিত হইয়াছে।

১০—১১। হাবিয়া মহা উত্তপ্ত অগ্নি। ছহিহ বোখারীতে বর্ণিত আছে, পৃথিবীর অগ্নি অপেক্ষা দোজখের অগ্নি সত্তর গুণ বেশী তাপযুক্ত। ছহিহ তেরমেজিতে বর্ণীত আছে, দোজখের অগ্নি প্রথমে সহস্র বৎসর উত্তপ্ত করা হয়, ইহাতে উহা লোহিত বর্ণ বিশিষ্ট হইয়া যায়। তৎপরে উহা আরও সহস্র বৎসর উত্তপ্ত করা হয়, ইহাতে উহা শ্বেতবর্ণবিশিষ্ট হইয়া যায়। অবশেষে উহা আরও সহস্র বৎসর উত্তপ্ত করা হয়, ইহাতে উহা অন্ধকারময় হইয়া যায়। ছহিহ বোখারী ও মোছলেমে বর্ণিত আছে যে, দোজখ খোদাতায়ালার নিকট স্বীয় মহা উত্তপ্ত অগ্নির অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিল, ইহাতে তিনি উহাকে শীত ও গ্রীষ্ম এই দুই ঋতুতে দুইবার নিশ্বাস ত্যাগ করিতে অনুমতি প্রদান করেন, সেই হেতু শীতকালের শৈত্য ও গ্রীষ্মকালের তাপ দোজখের শৈত্য ও তাপ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে।—তঃ এবনে জরির, কবির, এবনে কছির দোরে মনছুর, খাজেন ও মুনির

ছুরা তাকাছোর (১০২)

এই ছুরা মক্কা শরিফে অবতীর্ণ হইয়াছে এবং উহাতে আটটি আয়ত আছে। এই ছুরা অবতীর্ণ হইবার কারণ এই যে, কোরেশ-কুলের একটি শাখার নাম বনি আব্দে-মেনে-মানাফ, অন্য শাখার নাম বনি ছাহম তাহাদের প্রত্যেক শ্রেণী অহঙ্কারে মত্ত হইয়া

বলিতে লাগিল, আমার অর্থ ঐশ্বর্য্য, সম্ভ্রম ও লোকসংখ্যায় শ্রেষ্ঠতর—এমন কি, প্রত্যেক দল স্বীয় গৌরব বর্দ্ধনের জন্য আপন দলভুক্ত লোকদিগকে গণনা করিতে আরম্ভ করিল। এই গণনায় আব্দেমানাফ বংশের লোকসংখ্যা অধিক হইল। তখন ছাহ্‌ম বংশধরেরা বলিল, আমাদের লোক যুদ্ধে নিহত হইয়াছে, এজন্য প্রকৃত লোকসংখ্যা অবগতির জন্য মৃত ও জীবিত উভয় শ্রেণীর গণনা করা একান্ত আবশ্যক। অনন্তর এই দ্বিতীয় গণনায় ছাহ্‌ম বংশের লোকসংখ্যা অধিক হইয়াছিল। এই সময়ে তাহারা লোকসংখ্যা তদন্ত করিতে গোরস্থানে উপস্থিত হইয়াছিল। সেই কারণে উক্ত ছুরা অবতীর্ণ হয়। ইহা মোকাতেল ও কালবীর মত এমাম কাতাদা বলেন, এক সময়ে য়িহুদিগণ বলিয়াছিলেন যে, আমরা অমুক দল অপেক্ষা সংখ্যায় অধিক; সেই সময় এই ছুরা অবতীর্ণ হয়। এমাম এবনে কছির বলেন, মদিনাবাসী বনি-হারেছ ও বনি-হারেছা এই দুইদল পরস্পর ধন ঐশ্বর্য্যের অহঙ্কার করিয়াছিল, সেই জন্য উক্ত ছুরা অবতীর্ণ হইয়াছিল।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সর্ব্বপ্রদাতা দয়ালু খোদাতায়ালার নামে (আরম্ভ করিতেছি)।

(১) اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ ۙ (২) حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۙ

كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ (৪) ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ

(৫) كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ ۙ (৬) لَتَرَوُنَّ

اَلْجَحِيْمَ ۙ (٧) ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ ۙ (٨) ثُمَّ

لَتُسْـَٔلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ ۙ

১। (ধন-জনের) আধিক্যের আকাঙ্খা (বা গর্ব) তোমাদিগকে (খোদাতায়ালার উপসনা হইতে) বিরত রাখিয়াছে; ২। এমন কি তোমরা গোরস্থানসমূহে উপস্থিত হইয়াছ; ৩। নিশ্চয় সত্বরে তোমরা অবগত হইবে; ৪। অনন্তর নিশ্চয় সত্বরে তোমরা অবগত হইবে; ৫। নিশ্চয় যদি তোমরা প্রকৃত তত্ব অবগত হইতে (কিম্বা মৃত্যুজ্ঞান লাভ করিতে), (তবে উক্ত আকাঙ্খা ও গর্ব্ব হইতে নিরস্ত হইতে)। ৬। (খোদাতায়ালার শপথ) অবশ্য তোমরা দোজখ দর্শন করিবে; ৭। অনন্তর অবশ্য তোমরা নিশ্চত দৃষ্টিতে উহা দর্শন করিবে, ৮। অনন্তর অবশ্য তোমরা সেই দিবস সম্পদ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইবে।

টীকা.—

১—২। খোদাতায়ালা বলিতেছেন, হে মানবকুল। তোমরা এক অন্য অপেক্ষা ধন, ঐশ্বর্য্য, সম্ভ্রম ও লোকসংখ্যায় শ্রেষ্ঠতর হইবার আকাঙ্খা ও গর্ব করিতেছ, এমন কি তোমরা লোক সংখ্যা স্থির করিতে গোরস্থান পর্য্যন্ত উপস্থিত হইয়াছ, অতএব তোমরা খোদাতায়ালার উপসনা ও পরকালের মুক্তিদায়ক কার্য্য হইতে বিরত হইতেছ।

খতিব উক্ত আয়তদ্বয়ের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন, হে মানব জাতি! তোমরা পার্থিব কামনায় ও ধন-জনের গর্বে উন্মত্ত হইয়া পরকালের বিষয় ভুলিয়া আছ; এই অবস্থায় তোমরা কাল-করলে পতিত হইতেছ।

ছহিহ বোখারীতে এই হাদীছটির উল্লেখ আছে,—'যদি আদম সন্তান এক প্রান্তরপরিপূর্ণ স্বর্ণরাশি লাভ করে, তবে তাহার হৃদয়ে তদপেক্ষা দ্বিগুণ স্বর্ণরাশি প্রাপ্তির আকাঙ্খা বলবতী হয়। তাহার এই আকাঙ্খা পূর্ণ হইলে, তাহার হৃদয়ে তদপেক্ষা তিনগুণ অর্থরাশি লাভের কামনা প্রবল হয়; মৃত্তিকা ব্যতীত অন্য কিছুতেই তাহার শূন্য উদর পরিপূর্ণ করিতে পারিবে না।

ছহিহ মোছলেমে এই হাদিছটী বর্ণিত হইয়াছে,—'মনুষ্য বলিয়া থাকে যে, ইহা আমার অর্থ, ইহা আমার অর্থ; কিন্তু সে যাহা ভক্ষণ করিয়া নষ্ট করিয়াছে, যাহা পরিধান করিয়া ছিন্ন করিয়াছে এবং যাহা দান করিতে ব্যয় করিয়াছে, তাহাই তাহার; তদ্ভিন্ন সমস্ত অন্যের হস্তে পতিত হইবে।

ছহিহ বোখারীতে বর্ণীত হইয়াছে, হজরত বলিয়াছেন; মৃতের সঙ্গে সঙ্গে (গোর পর্য্যন্ত) তিনটি বস্তু উপস্থিত হয়—আত্মীয়-স্বজন, অর্থরাশি ও তাহার কৃতকর্ম্ম, তৎপরে আত্মীয়-স্বজন ও অর্থরাশি প্রত্যাবর্ত্তন করে, কিন্তু কেবল কৃতকর্ম্ম তাহার সহচর থাকে।

৩—৪। খোদাতায়ালা বলিতেছেন, নিশ্চয় তোমরা মৃত্যুকালে কিম্বা গোরে উক্ত আস্থা বা গর্বের পরিণাম বুঝিতে পারিবে; তৎপরে নিশ্চয় তোমরা কেয়ামতে বা দোজখে উহার পরিণাম বুঝিতে পারিবে।

এমাম রাজি তাবেয়ী শ্রেষ্ঠ এমাম হাছান হইতে উক্ত আয়ত দ্বয়ের এইরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন, তোমরা ধনজনের বাহুল্যে প্রতারিত হইও না; কারণ ইহা মরীচিকা তুল্য। মৃত্যুকালে তোমরা ধনজন হইতে বিছিন্ন হইবে, তোমরা একা পুনর্জ্জীবিত হইবে, তোমরা একা বিচারিত হইবে।

খতিব উক্ত আয়তদ্বয়ের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, তোমাদের ধারণা

যে ভ্রান্তি মূলক, ইহা তোমরা প্রথমে গোরের শাস্তিতে, তৎপরে দোজখের শাস্তিতে নিক্ষিপ্ত হইলে বুঝিতে পারিবে।

৫। হে মানবকুল! যদি তোমরা মৃত্যুর পরের ভয়াবহ অবস্থাগুলির প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিতে, তবে তোমরা পার্থিব ধনজনের আকাঙ্খা ও গর্ব ভুলিয়া যাইতে।

হজরত বলিয়াছেন, আমি যেরূপ প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইয়াছি যদি তোমরা তদ্রূপ অবগত হইতে, তবে অল্প হাস্য করিতে, বিস্তর ক্রন্দন করিতে এবং (গৃহ হইতে) বহির্গত হইয়া প্রান্তরে প্রান্তরে (রোদন করিয়া) মুক্তি প্রার্থনা করিতে।

৬—৭। খোদাতায়ালা শপথ করিয়া বলিতেছেন যে, তোমরা দুইবার দোজখ দর্শন করিবে। কোন টীকাকার উহার ব্যাখ্যায় বলেন যে, তোমরা প্রথমে গোরে দোজখের শাস্তি দর্শন করিবে, তথায় তোমরা উহার উত্তপ্ত বায়ু, গোনাহরাশির ভীষণ আকৃতি ও অগ্নি ময় মুদ্গরে শাস্তিগ্রস্ত হইবে। তৎপরে তোমরা দোজখের নিকটে দণ্ডায়মান হইয়া উহা দর্শন করিবে। খতিব উহার ব্যাখ্যায় বলেন, প্রথমে তোমরা দোজখ অন্তরের চক্ষে, তৎপরে চর্ম্মচক্ষে দর্শন করিবে। এমাম রাজি উহার ব্যাখ্যায় বলেন, প্রথমে তোমরা দোজখ দূর হইতে দ্বিতীয়বার অতি নিকট হইতে দর্শন করিবে।

এমাম এবনে কছির বর্ণনা করিয়াছেন, যে সময় দোজখকে বিচার-প্রান্তরে আনয়ন করা হইবে, সেই সময়ে উহা এমন ভীষণ গর্জ্জন করিবে যে, তাহার আতঙ্কে প্রত্যেক নিকটবর্ত্তী ফেরেশতা ও প্রেরিত পুরুষ (নবি) অধোমুখে ভুতলশায়ী হইবেন, এমতাবস্থায় হজরত এবরাহিম (আঃ) বলিবেন, হে করুণাময় খোদাতায়ালা! তুমি আমার আত্মাকে উদ্ধার কর। হজরত ইছা (আঃ) স্বীয় জননী মরিয়ম (আঃ)কে ভুলিয়া গিয়া স্বীয় আত্মার উদ্ধার প্রার্থনা করিবেন।

৮। এমাম মোজাহেদ বলেন, খোদাতায়ালা বিচার দিবসে প্রত্যেক শান্তিদায়ক বিষয়ের সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবেন। অন্যান্য হাদিছে প্রমাণিত হয় যে, খোদাতায়ালা মনুষ্যের নিকট চক্ষু, কর্ণ, অন্তঃকরণ, শারীরিক স্বাস্থ্য; শীতল পানি, বাহন পাদুকা, গৃহের ছায়া, অঙ্গসৌষ্ঠব, নিদ্রা, নিরাপদ থাকা, স্ত্রী, উপজিবীকা ইত্যাদি সম্বন্ধে, প্রশ্ন করিবেন। কোন টিকাকার লিখিয়াছেন, তাহারা ইসলাম, কোরআন ও শেষ তত্ত্বাবাহক হজরত মোহম্মদ (ছাঃ) এর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইবেন। ছহিহ হাদিছে বর্ণিত হইয়াছে যে, বিচার দিবসে প্রত্যেক মনুষ্যের একপদ অগ্রসর হওয়ার পূর্বে তাহাকে চারি বিষয়ের হিসাব দিতে হইবে,—'সে আপন জীবনকে কি কি কার্য্যে অতিবাহিত করিয়াছিল, যৌবনকে কি ভাবে নষ্ট করিয়াছিল; অর্থ কি প্রকারে সংগ্রহ ও ব্যয় করিয়াছিল, বিদ্যা অর্জ্জন করিয়া কি কি কার্য্য করিয়াছিল?

এমাম আহমদ একটি হাদিছে উল্লেখ করিয়াছেন, যে বিচার দিবসে এই তিন বস্তুর হিসাব দিতে হইবে না,—'যিনি বস্ত্র দ্বারা লজ্জাস্থান আবৃত করিয়াছিল, যে রুটি দ্বারা ক্ষুধা নিবৃত্তি করিয়াছিল। এবং শীত গ্রীষ্ম হইতে রক্ষার জন্য যে কুটিরে আশ্রয় লইয়াছিল। কোন টিকাকার লিখিয়াছেন, ধর্ম্মপরায়ণ লোকেরা সহজ বিচারে বিচারিত হইবেন। খোদাতায়ালা স্বীয় অসীম দান স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য তাহাদের নিকট প্রত্যেক সম্পদ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবেন। ধর্ম্মদ্রোহীদিগকে মহা শাস্তিতে নিক্ষেপ করার জন্য খোদাতায়ালা তাহাদের নিকট প্রত্যেক সম্পদের নিকাশ লইবেন। হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি একবার ছুরা তাকাছোর পড়ে, সে ব্যক্তি সহস্র আয়ত পাঠের ফল প্রাপ্ত হইবে,—তঃ কবির, মুনির, মায়ালেম, খাজেন, এবনে-কছির, এবনে জারির ও দোরে-মনছুর।

ছুরা আছর (১০৩)

অধিকাংশ টিকাকারের মতে এই ছুরা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হইয়াছিল। ইহাতে তিনটি আয়ত আছে। এই ছুরা অবতীর্ণ হওয়ার কারণ এই যে, এক সময়ে হজরত আবুবকর (রাঃ) তাঁহার পূর্ব্বতন বন্ধু কালদার সঙ্গে উপবেশন পূর্বক কিছু আহার করিতে ছিলেন, সেই সময় উক্ত কালদা বলিল, আপনি সর্বদা দক্ষতার সহিত ব্যবসায় বাণিজ্যে লাভবান হইয়া আসিতেছেন, এক্ষণে আপনি স্বীয় পৈতৃক ধর্ম্ম প্রতিমা পুজা পরিত্যাগ পূর্বক তাহার সুপারিশ হইতে নিরাশ হইয়া মহা ক্ষতিগ্রস্থ হইলেন; তদুত্তরে উক্ত হজরত বলিলেন, যে ব্যক্তি সত্যপথ অবলম্বন ও সংকার্য্য সাধন করে, সে ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্থ হইতে পারে না। খোদাতায়ালা সেই সময় এই ছুরা অবতারণ করেণ। হজরত এবনে আব্বাছ (রাঃ) বলেন; উহা অলিদ, আ'ছ কিম্বা আছওয়াদের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিল; মোকাতেল বলেন, অবু লাহাবের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিল; কোন টিকাকার বলেন, আবু জেহেলের জন্য কথিত হইয়াছে। তাহারা বলিত হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) নিশ্চয় ক্ষতিতে আছেন, সেই হেতু খোদাতায়ালা এই ছুরায় তাঁহাদের প্রতিবাদ করিয়াছেন।—তঃ আজিজি ও নায়ছাপুরী।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সর্ব্বপ্রদাতা দয়ালু খোদাতায়ালার নামে আরম্ভ করিতেছি।

(১) وَالْعَصْرِ (২) اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ

(৩) اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا

بِالْحَقِّ ۙ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

১। কালের শপথ ; ২। নিশ্চয়ই মনুষ্য ক্ষতির মধ্যে আছে; ৩। কিন্তু যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন ও সৎকার্য্য সমূহ করিয়াছে ও পরস্পরে সত্যের (বা সত্য ধর্ম্মের) উপদেশ প্রদান করিয়াছে এবং পরস্পরে ধৈর্য্য ধারণের উপদেশ প্রদান করিয়াছে।

টিকা,—

১। খোদাতায়ালা কালের শপথ করিয়াছেন, কেননা উহাতে বহু আশ্চর্য্যজনক ঘটনা সংঘটিত হইয়া থাকে। মনুষ্যের আয়ু উহার অন্তর্গত, উক্ত আয়ু অমূল্য রত্ন, উহাতে পার্থিব ও পারলৌকিক পদমর্য্যাদাসমূহ লব্ধ হইতে পারে, কিন্তু উহা তুষারের তুল্য হ্রাস প্রাপ্ত হইতে থাকে; যদি উহা কিছু মূল্যে বিক্রয় করা যায়, তবে শুভ; নচেৎ উহা বিগলিত হইয়া যায়। এইরূপ যদি এ জীবনে সত্য মত ও সৎকার্য্য সঞ্চয় করা যায়, তবে শুভ, নচেৎ উহা বৃথা নষ্ট হইয়া পরকালের ক্ষতির কারণ হয়।

এবনে- কায়ছান বলেন, খোদাতায়ালা রাত্রি দিবার শপথ করিয়াছেন। কোন টিকাকার উহার ব্যাখ্যায় বলেন, কালের সৃষ্টিকর্ত্তার শপথ। এমাম কাতাদা বলেন; খোদাতায়ালা দিবসের শেষ ভাগের শপথ করিয়াছেন। মোকাতেল বলেন, খোদাতায়ালা বৈকালের (আছরের) নামাজের শপথ করিয়াছেন। অধিকাংশ বিদ্বানের মতে খোদাতায়ালা উক্ত নামাজকে মধ্যম নামাজ বলিয়া বিশিষ্ট ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। হজরত বলিয়াছেন,—'যাহার এই নামাজ নষ্ট হইয়া যায়, তাহার যেন পরিজন ও অর্থ-সম্পত্তি বিনষ্ট হইয়া যায়।' এই সময় লোক বিবিধ কার্য্যে সংলিপ্ত থাকে ও নামাজ পাঠে নানারূপ বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে; সেই হেতু খোদাতায়ালা উক্ত নামাজের শপথ করিয়া উহার প্রতি লোকের বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে ইঙ্গিত করিয়াছেন।

কোন টিকাকার বলেন, খোদাতায়ালা শেষ প্রেরিত পুরুষ হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) এর সময়ের শপথ করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার প্রেরিতত্বের জ্যোতিঃ ও সিদ্ধ (কামেল) পীরগণের পীরত্বের (বেলা-এতের) আলোক প্রকাশিত হইয়াছে। ছহিহ বোখারীর একটি হাদিছের সার মর্ম এই যে, য়িহুদীগণ প্রভাত হইতে দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়া এক 'কিরাত' (এক প্রকার মুদ্রা) বেতন পাইয়াছিলেন। খৃষ্টানগণ দ্বিপ্রহর হইতে আছর পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়া এক 'কিরাত' বেতন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মুছলমানগণ আছর হইতে সূর্য্য অস্তমিত হওয়া পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়া দুই 'কিরাত' বেতন পাইবেন। মুল কথা এই যে, হজরতের মণ্ডলী (উম্মত) অল্প সময় কার্য্য করিয়া অধিক ফল পাইবেন। খোদাতায়ালা সেই হেতু তাঁহার সময়ের শপথ করিয়াছে।

২। নিশ্চয় আবু জেহল প্রভৃতি ধর্ম্মদ্রোহীগণ বিপথগামী হওয়ায় ক্ষতি ও অভিসম্পাতে পতিত হইয়াছে। কোন টিকাকার উহার ব্যাখ্যায় বলেন, প্রত্যেক মনুষ্য ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে, কারণ, তাহার জীবনের প্রত্যেকাংশ যদি অসৎ কার্য্যে অতিবাহিত হইয়া থাকে, তবে উহা যে ক্ষতিতে পরিগণীত হইবে, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আর যদি উহা সৎকার্য্যে অতিবাহিত হইয়া থাকে, তবে ইহা বলা যাইতে পারে যে, সে উক্ত সময়ে তদপেক্ষা উত্তম কার্য্য করিতে সক্ষম ছিল, কাজেই তাহা না করায় তাহার পক্ষে ঐ সময়টি ক্ষতির মধ্যে গণ্য হইতে পারে।

৩।- কিন্তু যাহারা অন্তঃকরণের সহিত ঈমান স্বীকার করিয়াছেন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা সৎকার্য্যসমূহ করিয়াছেন, পরস্পর সত্য মত ধারণ করিতে, সৎকার্য্য করিতে ও অসৎ কার্য্য হইতে বিরত থাকিতে এবং বিপদে ও খোদাতায়ালার হুকুমে ধৈর্য্য ধারণ করিতে উপদেশ প্রদান করেন তাহারাই ক্ষতি হইতে মুক্তি পাইয়া অনন্ত শান্তির অধিকারী হইবেন।

এমাম রাজী লিখিয়াছেন, এইরূপ অনেক আয়তে প্রমানিত হয় যে, ঈমান কেবল মনের বিশ্বাসকে বলে, সৎকর্ম্ম ঈমান নহে; কেননা খোদাতায়ালা এইরূপ স্থলে সৎকর্ম্মকে ঈমান হইতে পৃথক ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন; বহুস্থানে অন্তঃকরণকে ঈমানের স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং অনেক স্থলে অসৎ ব্যক্তিকে ঈমান-দার বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। যদি সৎকর্ম্ম ঈমানের অংশ হইত তবে এইরূপ করিতেন না। ভারত-গৌরব দিল্লী নিবাসী হাদিছ তত্ত্ববিদ মাওলানা শাহ আব্দুল আজিজ সাহেব লিখিয়াছেন, উপরোক্ত আয়তে প্রমাণিত হয় যে, ধর্মপদেষ্টা ও সৎপথ প্রদর্শকগণ অসংখ্য ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, কারণ যে সমস্ত লোক তাহাদের উপদেশ অনুযায়ী সৎপথাবলম্বী হইয়াছেন, তাহারা তৎসমস্তের ফলপ্রাপ্ত হইবেন। সেই হেতু প্রধান প্রধান ধর্ম্মপদেষ্টা ছাহাবাগণ কিম্বা এমামগণ—যাহাদের মজহাব কেয়ামত পর্য্যন্ত স্থায়ী থাকীবে, অথবা তরিকত-পন্থী পীরগণ যাহাদের শিষ্যমণ্ডলী কেয়ামত পর্য্যন্ত জেকর ও মোরাকাবায় লিপ্ত থাকিয়া উচ্চপদ লাভ করিবেন, উক্ত মহাত্মাগণ ক্ষণস্থায়ী জীবনে বহু যুগের নেকী সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের তুল্য কেহই অধিক নেকী সঞ্চয় করিতে সক্ষম হন নাই।—তঃ কবির আজিজী মুনির, এবনে-কছির ও খাজেন।

ছুরা হোমাজা (১০৪)

উক্ত ছুরা মাক্কা শরীফে অবতীর্ণ হইয়াছে এবং উহাতে নয়টি আয়ত আছে। টিকাকারেরা বলেন, ধর্ম্মদ্রোহী আখনাছ, অলিদ, ওবাই, ওমাইয়া, জমিল ও আছ, সাক্ষাতে হজরত নবী করিম (ছাঃ) ও তাহার সহচরগণের বিদ্রূপ ও অসাক্ষাতে তাঁহাদের অপবাদ প্রচার করিত, সেই হেতু উক্ত ছুরা অবতীর্ণ হইয়াছিল।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সর্বপ্রদাতা দয়ালু খোদাতায়ালার নামে (আরম্ভ করিতেছি)।

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۙ (١) الَّذِيْ جَمَعَ مَالًا وَّعَدَّدَهٗ ۙ (٢) يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهٗۤ اَخْلَدَهٗ ۚ (٣) كَلَّا لَيُنْۢبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ۖ (٤) وَمَاۤ اَدْرٰىكَ مَا الْحُطَمَةُ ۙ (٥) نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ ۙ (٦) الَّتِيْ تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْـِٕدَةِ ۙ (٧) اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ ۙ (٨) فِيْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ۚ

১। প্রত্যেক অপবাদকারী বিদ্রূপকারীর জন্য আক্ষেপ; ২। যে অর্থ সংগ্রহ করিয়াছে এবং উহা গণনা করিয়াছে, ৩। সে ধারণা করে যে, নিশ্চয় তাহার অর্থ তাহাকে নিত্যস্থায়ী করিবে; ৪। কখনই না (খোদাতায়ালার শপথ) অবশ্য সে 'হোতামাতে' (চূর্ণকারী অগ্নিতে) নিক্ষিপ্ত হইবে; ৫। এবং তুমি কি জান যে, হোতামা কি? ৬। উহা খোদাতায়ালার প্রজ্জ্বলিত অগ্নি, ৭। যাহা অন্তঃকরণসমূহে সমুদিত হইবে; ৮। নিশ্চয় উহা তাহাদের উপর পরিব্যাপ্ত হইবে; ৯। (তাহারা) দীর্ঘ স্তম্ভসমূহে (আবদ্ধ হইবে)।

টিকা:—

১। এমাম রবি উক্ত আয়তের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি সাক্ষাতে বিশ্বাসীদের নিন্দাবাদ করে ও অসাক্ষাতে তাঁহাদের অপবাদ করে, তাহার জন্য কঠিন শাস্তি আছে কিম্বা সে দোজখের পুঁজ ও রক্তপূর্ণ একটি গর্ত্তে পতিত হইবে। এমাম তেরমেজী বলেন, উহা অতি গভীর; উহার তলদেশে পতিত হইতে দোজখিদের অনেক কাল অতি বাহিত হইবে। এমাম মোজাহেদ উহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি চক্ষু ও হস্তের ইঙ্গীতে তাহাদের নিন্দা প্রচার করে, কিম্বা মৌখিক তাঁহাদের অপবাদ রটনা করে, তাহার জন্য কঠিন শাস্তি আছে। খতিব বর্ণনা করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি এই উদ্দেশ্যে একের কথা অন্যের নিকট প্রকাশ করে যে, উভয়ের মধ্যে কলহ উপস্থিত হয় এবং নির্দ্দোষ লোকের প্রতি অযথা দোষারোপ করে, তাহার জন্য উক্ত কঠিন শাস্তি আছে। এবনে-কছির বলেন, যে ব্যক্তি কথা এবং কার্য্য দ্বারা লোকের অবমাননা ও অবজ্ঞা করে, তাহার জন্য কঠিন শাস্তি আছে। কোন টিকাকার বলেন, আখনাছ, অলিদ, প্রভৃতি অপবাদকারীদের জন্য উক্ত কঠিন শাস্তি আছে।

২। উক্ত ব্যক্তি অর্থ সংগ্রহ করিয়াছে এবং উহা গণনা করিয়া রাখিয়াছে কিম্বা উহা গচ্ছিত রাখিয়াছে, এই গর্বে মত্ত হইয়া বিশ্বাসীদিগকে ঘৃণার চক্ষে দর্শন করে ও তাহাদের নিন্দাবাদ করে। মোহাম্মদ বেনে কা'ব বলেন, সে ব্যক্তি সমস্ত দিবস অর্থের হিসাবে সংলিপ্ত থাকে এবং রাত্রিতে খোদাতায়ালার এবাদত পরিত্যাগ পূর্বক মৃতপ্রায় পড়িয়া থাকে। এমাম এবনে জরির বলেন, সে ব্যক্তি অর্থ সঞ্চয় পূর্বক উহা গণনা করিয়া রাখে এবং উহা খোদা-তায়ালার পথে ব্যয় করে না।

৩। উক্ত ব্যক্তি অর্থের দ্বারা এরূপ কার্য্যকলাপ করে— যাহাতে অনুমতি হয় যে, সে যেন চিরজীবি থাকিবার ধারণা করে।

৪। কখনও ধন-সম্পত্তি তাহাকে চিরজীবি করিবে না। খোদাতায়ালার শপথ, নিশ্চয় উক্ত ব্যক্তি হোতামাতে নিক্ষিপ্ত হইবে। কোন টিকাকার বলেন, হোতামা দোজখের অগ্নির নাম। কোন বিদ্বান বলেন, উহা দোজখের দ্বিতীয় স্তরের নাম। হোতামার আভিধানিক অর্থ চুর্ণকারী, উক্ত অগ্নি বা দোজখ স্তর দোজখিদের অস্থি পঞ্জর চুর্ণ করিয়া ফেলিবে, সেই হেতু উক্ত নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

৫—৬। খোদাতায়ালা বলেন, হে মোহাম্মদ (ছাঃ)। হোতামা কি তাহা কি আপনি জানেন? উহা খোদাতায়ালার হুকুমে প্রজ্জলিত অগ্নি, উহা কখনও নির্বাপিত হয় না। হজরত বলিয়াছেন, উক্ত অগ্নি, তিন সহস্র বৎসরকাল উত্তপ্ত করা হইয়াছিল

৭। পার্থিব 'অগ্নি প্রথমে বাহ্য শরীর আক্রমণ করে, তৎপরে দেহাভ্যন্তরস্থ হৃৎপিণ্ড প্রভৃতির উপর আক্রমণ করে, কিন্তু দোজখের অগ্নি এরূপ কঠিন যে, প্রথমেই উহা হৃৎপিণ্ড আহত করিবে। এমাম রাজী উহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, হৃৎপিণ্ড অতি কোমল, সামান্য ভাবে আহত হইলে, মনুষ্য মৃত্যুমুখে পতিত হয়, কিন্তু দোজখের মহাগ্নি দোজখিদের দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ পুর্বক সম্পূর্ণরূপে হৃৎপিণ্ডকে পরিবেষ্টন করিবে, যেহেতু তাহারা উক্ত হৃৎপিণ্ডে কু-মত ধারণা করিয়াছিল, কিন্তু এরূপ বর্ণনাতীত যন্ত্রণায়ও তাহাদের প্রাণ নাশ হইবে না।

ছাবেত বানানী বলেন, উক্ত অগ্নি হৃদয়কে দগ্ধিভূত করিবে। মোহাম্মদ বেনে ক'াব বলেন, উক্ত অগ্নি সমস্ত শরীর দগ্ধীভূত করিয়া হৃৎপিণ্ড পর্য্যন্ত উপস্থিত হইলে, পুণরায় উক্ত শরীর গঠিত হইবে এবং উহা পুণরায় শরীরের উপর আক্রমণ করিবে।

কোন টিকাকার বলেন, উহোক্ত অগ্নি হৃদয় সমূহের অবস্থা অবগত হইবে, যে হৃদয়ে যেরূপ কু-মত ও অসৎকর্মের কালিমা থাকিবে, উক্ত অগ্নি তাহাকে তদনুরূপ শাস্তি প্রদান করিবে।

৮—৯। কোন লোক জ্বরাক্রান্ত হইলে, দেহাভ্যন্তরস্থ উত্তাপ তাহার লোমকূপ হইতে বহির্গত হইয়া গেলে, কিম্বা হস্ত-পদ সঞ্চালন করিলে, ক্রমন্বয়ে শান্তি ও পীড়ার উপশম উহতে থাকে, কিন্তু উপরোক্ত অগ্নি দোজখিদের দেহাভ্যন্তরে এরূপ ভাবে পরিবেষ্টিত হইবে যে, উহার তাপ তাহাদের লোমকূপ হইতে বহির্গত হইতে পারিবে না এবং তাহারা দীর্ঘ স্তম্ভে এরূপ ভাবে অবরুদ্ধ থাকিবে যে, তাহারা হস্তপদ সঞ্চালন করিতে পারিবে না; এই হেতু তাহাদের যন্ত্রণার সীমা থাকিবে না। কোন টীকাকার বলেন, লম্বা লম্বা স্তম্ভ দ্বারা উক্ত দোজখের দ্বার রুদ্ধ করা হইবে।

টীপ্পনী,—

বাবু গিরীশচন্দ্র সেন ছুরা কারেয়ার ৬৮ আয়তের موازين শব্দের অর্থ 'নিক্তি' লিখিয়াছেন, ঐরূপ মৌলবী আব্বাছ আলী সাহেবও লিখিয়াছেন; কিন্তু উহার প্রকৃত অনুবাদ '(সৎকার্য্যের) পরিমাণসমূহ' হইবে। তাঁহারা ছুরা তাকাছোরের দ্বিতীয় আয়তের অনুবাদে যে 'না' শব্দ লিখিয়াছেন উহা বন্ধনীর মধ্যে হইবে।

বাবু গিরীশচন্দ্র সেন উক্ত ছুরার ৫।৬ আয়তের অনুবাদে লিখিয়াছেন 'যদি তোমরা ধ্রুব তত্ব জ্ঞাত হও, তবে অবশ্য জহিম দেখিবে।' এস্থলে প্রকৃত অনুবাদ এইরূপ হইবে,—'যদি তোমরা ধ্রুবতত্ব অবগত হইতে, (তবে ধন-জনের আধিক্য তোমাদিগকে খোদাতায়ালার এবাদত হইতে বিরত করিত না), খোদার শপথ) অবশ্যই তোমরা জহিম দেখিবে।' এস্থলে বন্ধনীর মধ্যস্থিত উহ্য শব্দগুলি প্রকাশ করা আবশ্যক। এইরূপ মৌলবী

আব্বাছ আলী সাহেব উহ্য শব্দগুলি প্রকাশ করেন নাই এবং তিনি ৫ম আয়তের অনুবাদে লিখিয়াছেন,—অবশ্য বিশ্বাসের সহিত জানিবে।' এস্থলে প্রকৃত অনুবাদ এইরূপ হইবে,—'যদি তোমরা প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইতে, (তবে ধন ইত্যাদি)।' তিনি অষ্টম আয়তের অনুবাদে লিখিয়াছেন,—'পরে নিশ্চয় দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত দেখিবে।' এস্থলে প্রকৃত অনুবাদ এপরূপ হইবে,—'পরে নিশ্চয় তোমরা নিশ্চিত দৃষ্টিতে তাহা দর্শন করিবে।'

বাবু গিরীশচন্দ্র সেন ছুরা আছরের তৃতীয় আয়তের অনুবাদে লিখিয়াছেন,—সত্যভাবে পরস্পরকে উপদেশ দিয়াছে এবং ধৈর্য্যের সহিত পরস্পরকে উপদেশ দান করিয়াছে।' এস্থলে প্রকৃত অনুবাদ এইরূপ হইবে,—'পরস্পরকে সত্যের (বা সত্য ধর্মের) উপদেশ দিয়াছে এবং পরস্পরকে ধৈর্য্য ধারণের উপদেশ দান করিয়াছে।' মৌলভী আব্বাছ আলী সাহেব লিখিয়াছেন, সত্যভাবে উপদেশ দেন।' এস্থলে প্রকৃত অনুবাদ এইরূপ হইবে,—'সত্যের উপদেশ দিয়াছে।' এস্থলে তিনি 'সত্যের' স্থলে 'সত্যভাবে' লিখিয়াছেন এবং 'উপদেশ দিয়াছে' স্থলে উপদেশ দেয়' লিখিয়াছেন। তিনি ছুরা হোমাজার তৃতীয় আয়তের অনুবাদে লিখিয়াছেন,—'তাহার ধন তাহার সঙ্গে চিরকালই থাকিবে।' এস্থলে প্রকৃত অনুবাদ এইরূপ হইবে,— 'নিশ্চয় তাহার ধন তাহাকে চিরজীবি করিবে।

তাহারা উভয়ে ৪র্থ আয়তের অনুবাদে লিখিয়াছেন, 'অবশ্য সে হোতামাতে নিক্ষিপ্ত হইবে।' এস্থলে অবশ্য শব্দের পূর্ব্বে و الله (খোদার শপথ) শব্দ উহ্য আছে, উহা অনুবাদ বন্ধনীর মধ্যে প্রকাশ করা উচিত ছিল, তাহার সপ্তম আয়তের الافئدة শব্দের অর্থ 'অন্তকরণ' ও ৯মআয়তের عمد শব্দের অর্থ 'স্তম্ভ' লিখিয়াছেন, কিন্তু প্রথম স্থলে 'অন্তঃকরণ সমূহ' ও দ্বিতীয় স্থলে 'স্তম্ভ' সমূহ' হইবে।

বাবু গিরীশচন্দ্র সেন এই ছুরার সপ্তম আয়তের টিকায় লিখিয়াছেন.—'এই ছুরাতে নরক যে বাহিরে নয় অন্তরে, ইহাই পরিব্যক্ত হইয়াছে ', পাঠক উক্ত আয়তের প্রকৃত মর্ম্ম পুর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলে তাঁহার ভ্রম বুঝিতে পারিবেন। ইনি ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী ছিলেন, উক্ত মতাবলম্বীগণ বাহ্য বেহেশত-দোজখের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, তাঁহারা আত্মিক বেহেশত-দোজখের মত ধারণ করেণ। কোরআন শরিফে জ্বলন্ত ভাষায় উক্ত মতের খণ্ডন করিয়াছেন। এই ছুরাতেই বাহ্য দোজখের অস্তিত্ব প্রমানিত হয়। তিনি এইরূপ ভ্রমাত্মক টিকা লিখিয়া স্বীয় ব্রাহ্মমত সমর্থন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, ইহাতে তিনি কোরআন শরিফের মর্ম্ম পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, এইরূপ তিনি অনেক স্থলে ভ্রমাত্মক টীকা লিখিয়াছেন। কাদিয়ানি মিষ্টার মোহাম্মদ আলি ও মৌলবী আকরম খাঁ সাহেবদ্বয় পৃথিবীর সমস্ত তফছিরের বিরুদ্ধে উক্ত বাতীল মতের সমর্থন করিয়াছেন।

ছুরা ফীল (১০৫)

উক্ত ছুরা মক্কা শরিফে অবতীর্ণ হইয়াছিল এবং উহাতে পাঁচটি আয়ত আছে।

আবরাহা নামক এক ব্যক্তি আবিসিনিয়ার (হাবশ মুল্লুকের) রাজার অনুমতিতে ইমন প্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিল, হজ্জের সময় বহু লোক তথা হইতে প্রচুর পরিমান উপঢৌকণ সহ মক্কা নগরের দিকে যাত্রা করিতেন- তদ্দর্শনে উক্ত ইমনাধিপতি ঈর্ষ্যাপরতন্ত্র হইয়া ইমনের 'ছানয়া' নামক স্থানে নানাবিধ মুল্যবান প্রস্তর দ্বারা একটি গীর্জ্জা প্রস্তুত করিয়া 'কলিসা নামে আখ্যাত করিল। উহার প্রাচীর স্বর্ণ ও রত্ন-রাশি দ্বারা মণ্ডিত করিল

উক্ত গৃহে নানবিধ সুগন্ধি দ্রব্য স্থাপন করিল। উহার চতুষ্কোণে মনোরম মুর্ত্তি ও প্রতিমাসমূহ স্থাপন করিল। তৎপরে স্বদেশ-বাসীকে তীর্থের জন্য উক্ত গৃহের দিকে যাত্রা করিতে বাধ্য করিল। তৎশ্রবণে কোরাএশকুল ও মক্কাধিবাসীগণ ক্রোধান্বিত হইলেন। ইতিমধ্যে কানানা কুলোদ্ভব একজন লোক উপরোক্ত ইমনাধিপতির নিম্নতম কর্ম্মচারী পদে নিয়োজিত হইল, সে ব্যক্তি অবকাশ বুঝিয়া এক রাত্রিতে উক্ত গৃহের মধ্যে মল ত্যাগপুর্বক উহা অশুচি করতঃ পলায়ণ করিল। যাত্রিরা প্রভাতে উক্ত গৃহকে অপবিত্র দর্শনে পুজা অর্চ্চনা ত্যাগ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল। তত্বানুসন্ধান পরে তাহারা ইহা কানানা বংশীয় লোকের দুষ্টামি বলিয়া স্থির করিল। ইহাতে আবরাহা মহা ক্রোধান্বিত হইয়া কা'বাগৃহে ধ্বংসের সঙ্কল্প করিল। কিছুদিন পরে একদল মক্কাবাসী ব্যবসায়ী উক্ত গীর্জ্জার পার্শ্বদেশে রাত্রিযাপন কালে তথায় অগ্নি প্রজ্বলিত করীতেছিল। বায়ু-বেগে অগ্নি প্রবল ভাবে প্রজ্জলিত হইয়া উক্ত গৃহে পতিত হয়, ইহাতে উহার মুল্যবান মুর্ত্তি, বস্ত্র ও ভূষণাবলী দগ্ধীভূত এবং চিত্রগুলি কালিমাময় হইয়া যায়। তদ্দর্শনে মক্কাবাসীরা ভীতি-বিহ্বল হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করে। গৃহাধি-পতি তদন্তের পরে ইহা মক্কাবাসীদের ষড়যন্ত্র বলিয়া নির্ণয় করে। এই ঘটনার পরে ইমানাধিপতি আবরাহা ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া কাবা ধ্বংসের দৃঢ়সংকল্প করিয়া এবং আবিসিনিয়া রাজার নিকট পত্র প্রেরণ করিয়া বহু সৈন্য-সামান্ত ও ত্রয়োদশটি হস্তী সংগ্রহ করিল। উক্ত হস্তীদলের মধ্যে আবিসিনীয়ারাজ প্রেরিত বৃহদাকার মহা বলিষ্ঠ মহমুদ নামক একটি হস্তী ছিল,—যাহার তুল্য হস্তী কখনও দৃষ্টিগোচর হয় নাই। বৃহৎ বৃহৎ লৌহশৃঙ্খল কা'বা গৃহের স্তম্ভ সমূহে বন্ধন করা হইবে এবং উক্ত শৃঙ্খলের একাংশ হস্তীদের গলদেশে বন্ধন করা হইবে, তৎপরে হস্তীদল সজোরে

টানিয়া কাবা গৃহকে ভূমিসাৎ করিবে, এই ধারণা করিয়া আবরাহা সসৈন্য যাত্রা করিল। জুনাফর নামক ইমন দেশের জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আবরাহার দুরভিসন্ধির বিষয় অবগত হইয়া সদলবলে তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, এই যুদ্ধে সে ব্যক্তি পরাজিত হইয়া আবরাহা কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছিল। তৎপরে আবরাহা পথিমধ্যে খেছয়াম দলভুক্ত নোফায়েল কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া ঘোরযুদ্ধ করণান্তর নোফায়েলকে পরাজিত ও বন্দী করে। তৎপরে তায়েফে উপস্থিত হইলে, তথাকার অধিবাসীগণ তাহার আনুগত্য স্বীকার করে। অবশেষে আবরাহা মক্কা শরিফের সন্নিকটে মোগম্মাছ নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া একদল সৈন্যকে আছওয়াদ নামক জনৈক লোকের নেতৃত্বে মক্কাবাসীদের উষ্ট্র ইত্যাদি চতুষ্পদ জন্তু লুণ্ঠণ করিতে প্রেরণ করে, তাহারা বহু পশু লুণ্ঠণ করিয়া আবরাহার নিকট লইয়া যায়, তন্মধ্যে হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) এর পিতামহ মহাত্মা আব্দুল মোত্তালেবের দুই শত উষ্ট্র ছিল। তৎপরে আবরাহা হান্নাতা নামক জনৈক লোককে মক্কা শরিফে প্রেরণ করিয়া কোরাএশ কুলের নেতাকে তাহার নিকট আনয়ন করিতে আদেশ প্রদান করে। হান্নাতা কোরাএশ-কুলতিলক আব্দুল মোত্তালেবের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রকাশ করিল, ইমনাধিপতি আপনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে আগমন করেন নাই, বরং তিনি কেবল কাবা ধ্বংস করিবার মানসে আগমন করিয়াছেন। যদি আপনারা তাহাতে বাধা প্রদান করেন, তবে তিনি অগত্যা যুদ্ধ করিতে বাধ্য হইবেন। মহাত্মা আব্দুল মোত্তালেব শপথ করিয়া বলিলেন আমরা যুদ্ধ করার বাসনা করি না এবং তাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে সক্ষম নহি। ইহা খোদাতায়ালার সম্মানিত গৃহ ও তাঁহার বন্ধু হজরত এবরাহিম (আঃ) এর নির্ম্মিত গৃহ। যদি খোদাতায়ালা তাহা রক্ষা করেন, তবে শুভ, নচেৎ আমরা তাহা রক্ষা করিতে

ক্ষমতাবান নহি। তৎপরে আব্দুল মোত্তালেব, হাম্লাতা সহ আবরাহার নিকট উপস্থিত হইলে, সে তাহার প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিল, এবং সিংহাসন হইতে অবতরণ করিয়া তাহার সহিত এক আসনে উপবেশন করিল এবং বলিল, আপনার বাসনা কি ? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, আপনার সৈন্যদল আমার যে দুই শত উষ্ট্র লুণ্ঠন করিয়া আনিয়াছে, তাহাই ফেরৎ পাইতে বাসনা রাখি। আবরাহা বলিল, আপনি কেবল উষ্ট্র ফেরৎ চাহিতেছেন, আপনি অবগত হইয়াছেন যে, আমি আপনাদের পুর্ব্বপুরুষগণের উপাসনা-গৃহ কা'বা ধ্বংস করিতে আসিয়াছি, কিন্তু আপনি তৎসম্বন্ধে কিছু বলিতেছেন না কেন ? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, আমি উষ্ট্রদলের মালিক, সুতারাং উহা ফেরত চাহিতেছি, কিন্তু কাবা গৃহের মালিক স্বয়ং খোদাতায়ালা, কাজেই তিনি উহা রক্ষা করিবেন। আবরাহা বলিলেন, তিনি কখনও উহা রক্ষা করিতে পারিবেন না। মহাত্মা আব্দুল মোত্তালেব বলিলেন, তোমার যাহা ইচ্ছা হয়, তুমি তাহাই কর এবং খোদাতায়ালার যাহা ইচ্ছা হয়, তিনি তাহাই করিবেন। আরবের অন্যান্য যে সমস্ত সম্ভ্রান্ত লোক তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলেন তাহারা বলিলেন আমরা মক্কা শরিফের অর্থ বা চতুষ্পদ জন্তু সমুহের দুই তৃতীয়াংশ আপনাকে প্রদান করিতে সম্মত আছি, আপনি কা'বা গৃহের প্রতি কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিবেন না। আবরাহা ইহা স্বীকার করিল, কিন্তু আব্দুল মোত্তালেবের উষ্ট্রগুলিকে ফেরত দিতে আদেশ করিল। মহাত্মা আব্দুল মোত্তালেব প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কোরাএশদিগকে পর্বতে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হুকুম করিলেন এবং তিনি কয়েকজন লোকসহ কা'বা গৃহের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইয়া খোদাতায়ালার নিকট কাবা গৃহ রক্ষার জন্য প্রার্থনা করিলেন; তৎপরে তিনি পর্ব্বত-শৃঙ্গে

আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। পরদিবস প্রভাতে আবরাহা মক্কা নগরে প্রবেশ করণেচ্ছায় প্রথমে মহমুদ নামক হস্তিকে অগ্রসর হইতে উত্তেজিত করিতে আদেশ প্রদান করিল, হস্তীচালক উহাকে অগ্রসর করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিল কিন্তু সে এক পদও অগ্রসর হইল না। অন্য দিকে উহাকে চালাইতে ইচ্ছা করিলে, দ্রুত গমন করিতে লাগিল। হঠাৎ খোদাতায়ালা তাহাদের উপর বহু দল পক্ষী প্রেরণ করিলেন, প্রত্যেকের চঞ্চুতে ও উভয় পদ-নখরে তিন তিন খণ্ড ক্ষুদ্র প্রস্তর ছিল, উক্ত পক্ষীদল আবরাহা ও তাহার সৈন্যদলের উপর প্রস্তর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। যাহাদের উপর প্রস্তর নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহাদের কতকাংশ তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইয়াছিল এবং কতকাংশ আহতাবস্থায় কিছু দূর পলায়ন করিয়া পথিমধ্যে নিহত হইয়াছিল। কোরা-এশগণ তদ্দর্শনে তথায় উপস্থিত হইয়া বহু অর্থ লুণ্ঠন করিয়াছিলেন। হজরত নবি করিম (ছাঃ) এর ভূমিষ্ঠ হওয়ার কিছু দিবস পূর্বে এই ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল। খোদাতায়ালা এস্থলে উপরোক্ত ঘটনা বর্ণনা পূর্ব্বক কোরাএশকুলের উপর যে মহানুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাই নিম্নোক্ত ছুরায় বর্ণনা করিতেছেন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সর্ব্বপ্রদাতা দয়ালু খোদাতায়ালার নামে (আরম্ভ করিতেছি)।

(١) أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحٰبِ الْفِيْلِ

(٢) أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِيْ تَضْلِيْلٍ (٣) وَّ أَرْسَلَ

عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ۙ (٣) تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ

سِجِّيلٍ ۙ (٤) فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ ۙ

১। তুমি কি দেখ নাই (অবগত হও নাই) যে, তোমার প্রতিপালক হস্তী স্বামীদের (আরোহীদিগের বা পরিচালকদিগের) সহিত কিরূপ (ব্যবহার) করিয়াছিলেন? ২। তিনি কি তাহাদের ষড়যন্ত্রকে ক্ষতিতে (কিম্বা নিষ্ফলতায়) স্থাপন করেন নাই? ৩। এবং তিনি তাহাদের উপর দলে দলে পক্ষী সকল প্রেরণ করিয়াছিলেন; ৪। উহারা তাহাদের উপর কঙ্কর শ্রেণীর প্রস্তর সকল নিক্ষেপ করিতেছিল। ৫। অনন্তর তিনি তাহাদিগকে ভক্ষিত তৃণের (তুঁষের) তুল্য করিয়াছিলেন।

টিকা:—

১। এমাম রাজী লিখিয়াছেন, হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) হস্তী স্বামীদের আবরাহা ও তদনুচরবর্গের অবস্থা দর্শন করেন নাই, ইহা সত্ত্বেও খোদাতায়ালা বলিয়াছেন, (হে মোহাম্মদ) তোমার প্রতিপালক হস্তী-স্বামীদের প্রতি কি রূপ ব্যবহার করিয়া ছিলেন, তাহা তুমি কি দেখ নাই?' ইহার কারণ এই যে, উক্ত আয়তের تَرَى শব্দ رُوْيَتْ ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, উহার অর্থ এস্থলে জ্ঞানচক্ষে দর্শন করা। হজরত উক্ত ঘটনা দর্শন করেন নাই সত্য কি তিনি বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছিলেন, সেই উক্ত শব্দ ব্যবহার করা ঠিক হইয়াছে। আয়তের মর্ম্ম এই যে, আপনি ত বিশ্বস্ত-সূত্রে অবগত হইয়াছেন যে, খোদাতায়ালা আবিসিনিয়াবাসী আবরাহা ও তাহার সৈন্যদলের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন।

২। ইমনাধিপতি ও তদনুচরগণ 'ছানয়া'তে গীর্জ্জা প্রস্তুত করিয়া, মক্কা শরীফের যাত্রীদীগকে উক্ত গীর্জ্জার দিকে আকর্ষণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিল ; কিন্তু খোদাতায়ালা উহাতে অগ্নিকাণ্ড ঘটাইয়া এই প্রথম ষড়যন্ত্রকে ক্ষতিজনক কার্য্যে পরিণত করিয়াছিলেন। তৎপরে তাহারা বিরাট বাহিনী ও হস্তীদল লইয়া কা'বা গৃহ ধ্বংসের চেষ্টা পাইয়াছিল, কিন্তু খোদাতায়ালা ক্ষুদ্র পক্ষীদল প্রেরণ পূর্বক তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া উক্ত চেষ্টা বিফল করিয়া দিয়াছিলেন। আয়তের মর্ম্ম এই যে, খোদাতায়ালা তাহাদের চেষ্টাকে ক্ষতিতে পরিণত ও তাহাদের ষড়যন্ত্রকে নিস্ফল করিয়া দিয়াছিলেন।

৩। খোদাতায়ালা উক্ত আক্রমণকারীদের উপর দলে দলে পক্ষী সকল পাঠাইয়াছিলেন, উহারা সমুদ্রের দিক হইতে পরস্পর বহু দলে বিভক্ত হইয়া আসিয়াছিল; উহাদের কতকাংশ শ্বেতবর্ণ, কতকাংশ কালবর্ণ ও কতক সংখ্যক নীলবর্ণ ছিল উহাদের নখ কুকুরের তুল্য, মস্তক হিংস্র জন্তুর তুল্য এবং শুণ্ড হস্তীর তুল্য ছয়ীদ বলেন, ইহা অপূর্ব পক্ষী ছিল। উহারা তিন তিন খণ্ড প্রস্তর চঞ্চু ও পদ-নখরে করিয়া আনিয়াছিল।

৪। উক্ত পক্ষীদল আক্রমণকারীদের উপর কঙ্কর শ্রেণীর প্রস্তর বর্ষণ করিয়াছিল। এই আয়তে سجيل শব্দের উল্লেখ আছে; অনেকে উহার অর্থ কর্দ্দমজাত প্রস্তর অথবা কঙ্কর। জালালায়েনে লিখিত আছে, উহা অগ্নি-পরিপক্ক মৃত্তিকা। ছোরাহ নাম অভিধানে লিখিত আছে, বিদ্বানগণ বলেন, উহা কর্দ্দমজাত প্রস্তর— যাহা দোজখের অগ্নিতে পরিপক্ক হইয়াছে। খাজেনে লিখিত আছে, উক্ত পুস্তকের নাম—যাহাতে ধর্মদ্রোহীদের শাস্তির বয় লিখিত আছে। এক্ষেত্রে আয়তের মর্ম্ম এইরূপ হইবে,—

উহারা তাহাদের উপর প্রস্তর নিক্ষেপ করিতেছিল, উহা উপরোক্ত পুস্তকে লিখিত ছিল। কাশ্শাফে বর্ণিত আছে, উহা খোদাতায়ার কঠিন শাস্তি। মোনিরে লিখিত আছে, উহা দোজখের প্রস্তর। এবনে জরির বলেন, উহা আকারে মছুর অপেক্ষা বৃহৎ এবং ছোলা অপেক্ষা ক্ষুদ্র।

টিপ্পনী;—

মিষ্টার মোহাম্মদ আলী কাদিয়ানী ছাহেব ৪র্থ আয়তের অর্থ বিকৃত করিয়া লিখিয়াছেন,—'পাখীগুলি প্রস্তরের উপর মৃতদের মাংসগুলিকে আছড়াইয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া খাইতেছিল।' মৌলবী আকরাম খাঁ সাহেব লিখিয়াছেন,—'আধুনিকেরা বলেন, পুরাকালে অত্যাচারী ও পাপাশক্ত জাতিদিগকে ধ্বংস করিবার জন্য যেরূপ ঝড় ও শীলাবৃষ্টির কথা কোরআন শরিফের অন্যান্য স্থানে বর্ণিত আছে এবং তাহাদিগের লাশগুলীর উপর শকুনি-গৃধীনীর আগমন ও আপতিত হওয়ার বিবরণ অন্যান্য ছুরায় উল্লিখিত হইয়াছে, এখানে তাহাই বলা হইয়াছে। আল্লাহ ঝড় ও শীলাবৃষ্টির দ্বারা আবরাহার লোক-লস্করকে বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাহার হুকুমে তাহাদের মধ্যে বসন্ত রোগের প্রথম প্রকোপ আরম্ভ হইয়া যায়। ফলে তাহাদের অনেকেই অল্প দিনের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া মক্কার মরু-প্রান্তরে পড়িয়া থাকে এবং চতুর্দ্দিক হইতে শকুনি গৃধিনীর দল তাহাদের লাশের উপর সমবেত হইতে থাকে।

আমাদের বক্তব্য;—

তাঁহাদের মতে আয়তদ্বয়ের এইরূপ অর্থ হইবে, আল্লাহাতায়ালা প্রথমে শকুনি প্রেরণ করিয়াছিলেন, তৎপরে শিলাবৃষ্টি করিয়া সৈন্যদলের ধ্বংস সাধন করিয়াছিলেন। অথবা এইরূপ অর্থ হইবে, আল্লাহ তাহাদের উপর শীলাবর্ষণকালে শকুনির দল পাঠাইয়াছিলেন। ইহা একেবারে অযৌক্তিক। এস্থলে এইরূপ হওয়া

উচিত ছিল যে, আল্লাহ্ তাহাদিগকে শীলাবৃষ্টি দ্বারা ধ্বংস করিয়াছিলেন, তৎপরে শকুনির দল পাঠাইলেন। দ্বিতীয়, যখন আবরাহার সৈন্যদল শীলাবৃষ্টি দ্বারা বিধ্বস্ত হইয়া গেল, তখন শকুনির দল কিরূপে ধ্বংস হইতে রক্ষা পাইল? মূল কথা, কোর-আন শরীফ এইরূপ যুক্তিবিরুদ্ধ কথা প্রকাশ করিতে পারেনা।

তৃতীয়, যখন আল্লাহ্ আবিসিনিয়ার সৈন্যদলকে শীলাবৃষ্টি দ্বারা ধ্বংস করিয়া ফেলিলেন, তখন আবার বসন্ত রোগের প্রকোপ হওয়ার দরকার হইবে কেন? আরও তাহাদের শীলাবৃষ্টিতে ধ্বংস হওয়ার অল্পদিনের পরে তাহাদের মৃত্যুর কথা একেবারে অযৌক্তিক।

চতুর্থ শীলাবৃষ্টিকে আরবীতে حجارة বা سجيل বলা কোরআন, হাদিছ বা অভিধানে পরিলক্ষিত হয় না। তখন উক্ত সাহেবদ্বয়ের মতে খোদা তাহাদের উপর শকুনির দল পাঠাইয়াছিলেন, ইহারা তাহাদের মাংসগুলি কঠিন প্রস্তরের উপর মারিতেছিল ইহা হইল তাহাদের ধ্বংসের পরের অবস্থা, কিন্তু তাহাদের ধ্বংস হওয়ার অবস্থা কি? তাহা এস্থলে বর্ণনা করা হইল না। কোরআন শরীফে একটি ঘটনা এরূপ অসম্পূর্ণ ভাবে প্রকাশ করা কি সম্ভবপর? ষষ্ঠ খাঁ সাহেব লিখিয়াছেন, কাহারও মতে মেঘপুঞ্জ বা আকাশ এই ক্রিয়াপদের কর্ত্তা অর্থাৎ আকাশ হইতে তাহাদের উপর শীলাবৃষ্টি হইতেছিল, কিন্তু মেঘপুঞ্জ বা আকাশের বর্ণনা এই ছুরাতে নাই, কাজেই এইরূপ কল্পিত অর্থ একেবারে বাতীল।

এস্থলে মৌলবী আকরাম খাঁ সাহেব যে সমস্ত বাতীল প্রশ্ন করিয়াছেন, অন্যস্থলে ইহার সদুত্তর প্রদান করা হইবে।

৫। খোদাতায়ালা তাহাদিগকে উক্ত তৃণের তুল্য করিয়াছিলেন—যাহা চতুস্পদ জন্তু ভক্ষণ করিয়া তুষের তুল্য করিয়া ফেলিয়া থাকে। উক্ত ক্ষুদ্রাকার প্রস্তর কাহারও মস্তকে পতিত

হইয়া মলদ্বার দ্বারা বাহির হইয়া গিয়াছিল। উহা দ্বারা কাহারও শরীরে এরূপ চুলকানি হইয়াছিল যে, উহা চুলকাইতে চুলকাইতে তাহার সমস্ত মাংস খসিয়া পড়িয়া গিয়াছিল। উহা দ্বারা কাহারও সমস্ত শরীরে ক্ষত হওয়ায় মাংস বিকৃত হইয়া পড়িয়া গিয়াছিল। আবরাহার সমস্ত আঙ্গুল ও অঙ্গ-প্রতঙ্গ পচিয়া পড়িয়া গিয়াছিল ও তাহার বক্ষদেশে খসিয়া পড়িয়াছিল। তাহার মন্ত্রী আবু ইয়াকছুম পলায়ন করিয়া যাইতেছিল, সেই সময় একটি পক্ষী তাহার মস্তকের উপর দিয়া উড়িয়া যাইতেছিল। মন্ত্রী আবিসিনিয়ার রাজার নিকট এই সংবাদ পেঁছাইলে, পক্ষীটি তাহার উপর প্রস্তর নিক্ষেপ করে, তৎক্ষণাৎ সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তঃ এবনে-জরির এবনে কছির, মায়ালেম, জালালায়েন, দোররে-মনছুর ও মনির।

উক্ত প্রস্তরগুলি বন্দুকের গুলির তুল্য ছিল, উহা বিস্ফোরক ও বিষাক্ত ছিল এবং বহু স্থান হইতে প্রবল বায়ুর সহায়তায় নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। এই হেতু আক্রমণকারী দল উহা দ্বারা অবিলম্বে বা কিছু বিলম্বে নিহত হইয়াছিল। বর্ত্তমান যুগে বিজ্ঞানের যেরূপ উন্নতি সাধিত হইয়াছে এবং নব নব বিস্ফোরক দ্রব্যের আবিষ্কার হইয়াছে তাহাতে ক্ষুদ্র বিস্ফোরক প্রস্তর অথবা গুলি দ্বারা আবিসিনিয়াবাসী সৈন্যদলের নিহত হওয়া কিছুতেই অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না। যদি কেহ বলেন, কোর-আন শরীফের অনেক ছুরায় আবহাবা, ফেরআওন, ছমুদ ও নমরুদ ইত্যাদি ধর্ম্মদ্রোহীদের ইতিবৃত্ত এবং হজরত মুছা, ইছা ও দাউদ (আঃ) প্রভৃতি মহাপুরুষদিগের জীবনী বর্ণিত হইয়াছে। নামাজে প্রার্থনা-সমন্বিত ছুরাসমূহ পাঠ করাই শ্রেয়ঃ। কিন্তু উক্ত ধর্ম্মদ্রোহীদের অথবা মহাপুরুষদিগের ইতিবৃত্ত পাঠ করার কারণ কি ?

উহার হেতুবাদে আমরা বলি, নামাজানুষ্ঠানকারী ব্যক্তি উক্ত ছুরাসমূহে ধর্ম্মদ্রোহীদের পরিণাম ও খোদাতায়ালার মহা দণ্ড

স্মরণ পূর্বক ভীতি-বিহ্বল হইয়া এবং মহাপুরুষদিগের ধর্ম্মভীরুতা ও খোদাতায়ালার মহানুগ্রহ স্মরণ পূর্বক শান্তির আলোকে আলোকিত হইয়া—হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে প্রার্থনা করিবে হে করুণাময় খোদাতায়ালা ধর্মদ্রোহীরা তোমার কোপে পতিত হইয়া বিনষ্ট হইয়াছে, আমাকে তুমি সেইরূপ কোপগ্রস্ত করিও না। এবং মহাপুরুষগণ তোমার অসীম দয়া প্রাপ্ত হইয়াছেন, আমাকে উহা হইতে বঞ্চিত করিও না।—বঙ্গানুবাদক।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

গোল্ডসেক সাহেব আবরাহার ধ্বংস ব্যাপারটি হাস্যজনক বলিয়া অবশেষে লিখিতেছেন,—আমরা এই অদ্ভুত গল্পের বিষয়ে অধিক লিখিতে ইচ্ছা করি না। মুসলমানদের বিশ্বাসে যে খোদা-তায়ালা এই যুদ্ধের কয়েক বৎসর পরে মুসলমানদিগকে কা'বার সমগ্র প্রতিমা ধ্বংস করিতে আদেশ করিয়াছিলেন, তিনি যে উক্ত প্রতিমা পূজকদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া 'শাস্ত্র প্রাপ্ত খৃষ্টিয়ানদের বিনাশ সাধন করিবেন ইহা কিছুতেই সম্ভবপর নহে। সৈয়দ আমির আলীর স্বীকারোক্তিতে বুঝা যায় যে, মোহাম্মদ সাহেব প্রস্তর নিক্ষেপ সম্বন্ধে আরব দেশের প্রচলিত গল্পে বিশ্বাস করিয়া উহা প্রত্যাদেশ বলিয়া স্বীয় কোরআনে সন্নিবেশিত করিলেন।

আমাদের বক্তব্য,—বাইবেল অনেক স্থলে উল্লিখিত হইয়াছে, 'খোদাতায়ালা অনেক স্থানে আকাশ হইতে প্রস্তর বর্ষণ করিয়া ধর্ম্মদ্রোহীদের ধ্বংসসাধন করিয়াছিলেন, এই সমস্ত ব্যাপার হাস্যজনক হইবে কি? যে কা'বা খোদার আদেশে হজরত এবরাহিম (আঃ) কর্ত্তৃক নির্মিত হইয়াছিল, সেই কাবা ধ্বংসকারী দল খ্রীষ্টান হইলেও যে ধর্ম্মদ্রোহীতার শেষ সীমায় উপনীত হইয়াছিল ইহাতে সন্দেহ কি? এইরূপ ধর্ম্মদ্রোহীদিগকে ধ্বংস করা সম্ভব হইবে না কেন? খোদা, পক্ষিগণ কর্ত্তৃক প্রস্তর নিক্ষেপ

করিয়া যে কা'বা রক্ষা করিয়াছিলেন; ইহাতে প্রতিমা পুজকদের পক্ষ অবলম্বন করেন নাই, বরং সত্য ধর্মের সমর্থন করিয়াছিলেন। আরও আল্লাহ্ মুসলমানদিগকে প্রতিমা ধ্বংস করিতে বলিলেও কা'বা ধ্বংস করিতে বলেন নাই, এক্ষেত্রে সাহেব বাহাদুরের আশ্চর্য্যান্বিত হওয়ার কোণ কারণ নাই, সৈয়দ আমির সাহেব মুসলমান হইয়া কখনও বলিতে পানে না যে, হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) অমূলক গল্পকে কোরআনে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, কারণ কোরআন হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) এর কথা নহে, বা তিনি উহাতে তিল বিন্দু নিজ হইতে যোগ করেন নাই।

মুসলমানগণ ইহার উপর দৃঢ়বিশ্বাস স্থাপন করিয়া থাকেন, কাজেই সৈদয় ছাহেব এইরূপ বাতীল মন্তব্য প্রকাশ করিতে পারেন না।

ছুরা কোরায়েশ (১০৬)

অধিকাংশ বিদ্বানের মতে উহা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হইয়াছিল, উহাতে ৪টি আয়ত আছে। কানানার পুত্র নাজারকে কোরায়েশ নামে অভিহিত করা হইত। তৎপরে তাহার বংশধরগণকে উক্ত নামে অভিহিত করা হইত। হজরত নবি করিম (ছাঃ) স্বয়ং ও তাহার চারি জন স্থলাভিষিক্ত (খলিফা) উক্ত বংশোদ্ভব ছিলেন। হজরত বলিয়াছেন, 'আমি কোরাএশ বংশ সম্ভূত, আমার খলিফা-গণ উক্ত বংশ সম্ভূত হইবেন। এই বংশধরেরা কা,বা গৃহের রক্ষক ও তত্বাবধায়ক হইবেন। তাঁহারা আবিসিনিয়াবাসীদের উপর জয়ী হইয়াছিলেন। তাঁহাদের সম্বন্ধে এই ছুরা অবতীর্ণ হইয়াছে।'

হজরত বলিয়াছেন, 'খোদাতায়ালা' হজরত এসমাইল (আঃ) এর বংশধরদের মধ্যে কানানা বংশকে মনোনীত করিয়াছিলেন,

কানানা বংশধরদের মধ্যে কোরাএশ বংশকে মনোনীত করিয়াছিলেন, কোরাএশ বংশধরদিগের মধ্যে হাসেম বংশধরদিগকে মনোনীত করিয়াছিলেন এবং হাসেম বংশধরদিগের মধ্যে আমাকে মনোনীত করিয়াছেন।'

খাজেনে লিখিত আছে قريش কোরাএশ শব্দ قرش 'কাশ' শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, উহার আভিধানিক অর্থ সংগ্রহ করা অথবা উপজীবিকা সংগ্রহ করা, কোরাএশগণ ব্যবসায়ী লোক ছিলেন এবং অর্থ সংগ্রহ করিতে আগ্রাহান্বিত ছিলেন, সেই হেতু কোরাএশ নামে অভিহীত হইয়াছেন। দ্বিতীয়, তাহারা নানা স্থানে বিছিন্নভাবে অবস্থিতি করিতেন, তৎপরে কেলাবের পুত্র কোছাই তাহাদিগকে মক্কা শরিফের একস্থানে সমবেত করিয়াছিলেন সেই হেতু তাহারা কোরাএশ নামে অভিহীত হইয়াছেন। হজরত এবনে আব্বাছ (রাঃ) বলেন, সমুদ্রে কোরাএশ নামক এক প্রকার জলজন্তু আছে, উহা সামুদ্রিক জন্তুদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ; উহা ক্ষুদ্র বৃহৎ যে কোন সামুদ্রিক জন্তুর নিকট উপস্থিত হয়, তাহাকে গ্রাস করে, কিন্তু অন্য জন্তু উহাকে গ্রাস করিতে পারে না। সেইরূপ আরবদেশে কোরাএশ বংশীয় লোকেরা সর্ব্বাপেক্ষাপরাক্রমশালী ছিলেন বলিয়া উক্ত নামে অভিহিত হইয়াছেন। কোরাএশগণ বৎসরে দুইবার বাণিজ্যের জন্য বিদেশে যাত্রা করিতেন, একবার শীতকালে ইমন প্রদেশের দিকে এবং দ্বিতীয়বার গ্রীষ্মকালে শাম (সুরিয়া) দেশের দিকে যাত্রা করিতেন। এই বাণিজ্যে তাঁহারা বস্ত্র, খাদ্য ইত্যাদি আবশ্যকীয় বস্তুগুলি স্বদেশে আনয়ন করিতেন এবং ব্যবসায়ে বেশ লাভবান হইতেন, কারণ তথাকার রাজাগণ মক্কাবাসীদিগের যথোচিত সম্মান করিতেন এবং তাঁহাদিগকে কা'বাগৃহের রক্ষক ও অধিপতি বলিয়া অভিহিত করিতেন। যদি আবিসিনিয়ার কাফেরগণ উক্ত

গৃহ ধ্বংস করিতে পারিত, তাহা হইলে তাঁহাদের সম্মান ও গৌরব হ্রাস প্রাপ্ত হইত এবং তাঁহারা অন্যান্য দেশবাসীদের ন্যায় বিদেশে চোর দস্যুদল কর্তৃক নানা স্থানে আক্রান্ত হইতেন। খোদাতায়ালা আবরাহার দলকে বিনিষ্ট করিলে, তাহাদের মহত্ত্ব লোকদের হৃদয়ে ইদ্ধমূল হইয়াছিল ও রাজাগণ তাঁহাদিগকে সম্মানের চক্ষে দেখিতে লাগিলেন, এই হেতু তাহারা ব্যবসায় বাণিজ্যে প্রচুর লাভবান হইলেন। উক্ত কোরএশদল খোদ-তায়ালার মহানুগ্রহ লাভ করাসত্ত্বেও প্রতিমা পূজা করিতেন, সেই হেতু খোদাতায়ালা উক্ত ছুরা অবতারণ করিয়াছেন।—তং খাজেন, মোনীর ও মায়ালেম।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সর্ব্বপ্রদাতা দয়ালু খোদাতায়ালার নামে (আরম্ভ করিতেছি)

(١) لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ ۝ (٢) اِلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاۤءِ وَالصَّيْفِ ۝ (٣) فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ ۝ (٤) الَّذِيْۤ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ ۝ (٥) وَّ اٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ۝

১, ২। (আশ্চার্য্যান্বিত হয়) শীত ও গ্রীষ্মকালের বিদেশ যাত্রায় কোরেশদিগের আশক্তির জন্য, তাঁহাদের আগ্রহের (জন্য) ৩। অনন্তর তাঁহাদের কর্ত্তব্য এই যে, এই গ্রহের প্রভুর (প্রতি-পালকের) উপাসনা করে; ৪। যিনি তাহাদিগকে ক্ষুধার (পরে) আহার দান করিয়াছেন এবং ভয় হইতে নির্ভর করিয়াছেন।

টিকা:—

১—২। খাজেনে উক্ত আয়তদ্বয়ের টিকায় লিখিত আছে যে, কোরাএশগণ শীত ও গ্রীষ্মকালে দুইবার বিদেশ যাত্রার জন্য মহা যত্নবান হইত, কিন্তু তাহারা কা'বা গৃহের প্রভুর উপাসনা করিত না, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়, অনন্তর তাহাদিগকে উক্ত প্রভুর উপসনা করা কর্ত্তব্য। মোনিরে লিখিত আছে, কোরাএশগণ পর পরই প্রতিমা পুজা করিয়া বিপথগামী হইতেছিল, কিন্তু খোদাতায়ালা ইহা সত্বেও তাহাদের বিছিন্ন দলকে সমবেত করিয়াছিলেন, তাহাদের বিপদ সমুহ উদ্ধার করিয়াছিলেন এবং জীবিকা সঞ্চয় করার পথ সহজ করিয়াছিলেন, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। খাজেনে আরও লিখিত আছে, কোরএশগণ নির্ব্বিঘ্নে জীবন- যাত্রা নির্বাহ করিতে পারে এবং তাহারা যে শীত ও গ্রীষ্মের বিদেশ যাত্রাদ্বয়ের জন্য মহা যত্নবান, তাহা অবাধে প্রচলিত থাকে, এই হেতু খোদাতায়ালা হস্তী-স্বামীদিগকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন।

এবনে কছির উহার অর্থে বলেন, কোরএশগণ সমবেতভাবে আন্তরিক আগ্রহের সহিত মক্কা শরিফে অবস্থিত করিতে এবং আগ্রহের সহিত দুইবার বিদেশে যাত্রা করিতে পারে, এই হেতু খোদাতায়ালা আবিসিনিয়াবাসিদিগকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন মোনিরে লিখিত আছে, খোদাতায়ালার দান অসীম, কোরএশগণ যদিও তাহার অন্যান্য দানের জন্য এবাদত না করিয়া থাকে, তথাচ তিনি যে তাহাদিগকে দুইবার বিদেশ যাত্রার জন্য আগ্রাহান্বিত করিয়াছিলেন, উহার পথ সহজ করিয়াছিলেন এবং উহা তাহাদের উপাজিবীকার অবলম্বন করিয়াছিলেন, এই অনুগ্রহের জন্য তাহাদিগকে তাঁহার এবাদত করা একান্ত কর্ত্তব্য।

দোরে মনছুরে লিখিত আছে, খোদাতায়ালার অনুগ্রহে কোরাএশগণ শীত ও গ্রীষ্মকালে দুইবার বিদেশে যাত্রা করিতে

অভ্যস্ত হইয়াছিল, সেই হেতু উক্ত কার্য্যে তাহাদের কোনই কষ্ট বোধ হইত না। আরও উহার ব্যাখ্যায় লিখিত আছে কোরাএশ দিগের একতা ও সম্মিলন ভঙ্গ না হয়, এই হেতু খোদাতায়ালা আবরাহা ও তদীয় সৈন্যদলকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন।

আজিজিতে লিখিত আছে, কোরাএশদিগের হৃদয়ে মক্কা শরিফে অবস্থিতি করার আগ্রহ বলবৎ হইয়াছিল, এবং তাহারা শীত-গ্রীষ্মকালে বিদেশ যাত্রায় অভ্যস্ত হইয়াছিল, খোদাতায়ালা ইহার শপথ করিয়াছেন। মক্কা শরিফের ন্যায় ফল-শস্যশূন্য স্থানে খাদ্যাভাবে লোকের প্রাণবিয়োগ ঘটিবে, এই আশাঙ্কায় তাহাদের উক্ত স্থান ত্যাগ করতঃ নানাদেশে প্রস্থান করা স্বতঃসিদ্ধ সেই হেতু খোদাতায়ালা উক্ত নগরে কাবা-গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাদের হৃদয় উহার দিকে আকর্ষণ করিলেন এবং তাহাদের জীবন যাপনের জন্য শীত ও গ্রীষ্মকালে বিদেশ যাত্রার আকাঙ্খা তাহাদের হৃদয়ে বলবৎ করিলেন। ইহাতে তাহারা নানা অঞ্চল হইতে উপজিবীকা সঞ্চয় করিয়া উক্ত নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিত। এই দেশ ভ্রমণে অভ্যস্ত হওয়ার জন্য হজরতের প্রেরিতত্ব পদ প্রাপ্তির পরে তাহাদের পক্ষে জন্মভূমি ত্যাগ করতঃ মদিনায় হেজরত করা, তৎপরে ধর্ম্মযুদ্ধের ও ধর্ম্ম প্রচারের জন্য দূরদেশে গমন করা সহজ হইয়াছিল। এই দেশ ভ্রমণে অন্যান্য দেশবাসী-দের চরিত্র অনুসন্ধান করা সহজ হইয়াছিল, তৎপরে তাহারা রাজ্যভার গ্রহণ করিলে, উক্ত অভিজ্ঞতা মহা ফলদায়ক হইয়াছিল। ইহাতে প্রমাণিত হইল যে, তাহাদের বিদেশ ভ্রমণ খোদাতায়ালার মহানুগ্রহ, সেই হেতু তিনি উহার শপথ করিয়াছেন।

৩—৪। তৎপরে উক্ত দানের কৃতজ্ঞতার জন্য তাহাদিগকে কা'বা গৃহের মালিক খোদাতায়ালার উপাসনা করা একান্ত আবশ্যক —যে খোদাতায়ালা নানা দেশ হইতে স্থল ও সমুদ্রপথে ব্যবসায়ি-

দিগকে উক্ত প্রদেশে পৌঁছাইয়া তাহাদের আহার সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন যে, খোদাতায়ালা তাহাদিগকে শত্রুদের আক্রমণ আবরাহার চক্রান্ত এবং বিদেশ যাত্রাকালে দস্যুদের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। কোন টিকাকার বলেন, কোরএশগণ ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ না করায় কয়েক বৎসরকাল দুর্ভিক্ষে প্রপীড়িত হইতেছিল, তৎপরে হজরতের আশীর্বাদে (দোয়ায়) দুর্ভিক্ষ দূরীভূত হইয়া যায়। অন্য কোন টিকাকার বলেন, তাহারা কুষ্ঠ ও মসুরিকা (বসন্ত) রোগ হইতে অতিরিক্ত ভয় করিত, খোদা তায়ালা তাহাদিগকে উক্ত দুই প্রকার ব্যাধি হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। খতিব বলেন খোদাতায়ালা কা'বা শরিফের হেরমবাসিদিগকে দাজ্জাল, কেয়ামতের লক্ষণ স্বরূপ মহা ধূমও প্লেগ হইতে নিরাপদে রাখিবেন। এবনে কছির, ছেরাজ ও খাজেন।

ছুরা মাউন (১০৭)

কোন টিকাকার বলেন, উক্ত ছুরা মক্কা শরিফে অবতীর্ণ হইয়াছিল; কেহ বলেন মদিনা শরিফে অবতীর্ণ হইয়াছিল এবং কতক বিদ্বান বলেন, উহার প্রথম অর্দ্ধেকাংশ মক্কাতে ও শেষ অর্দ্ধাংশ মদিনা শরীফে অবতীর্ণ হইয়াছিল। অধিকাংশ বিদ্বানের মতে উহাতে সাতটি আয়ত আছে। এই ছুরার প্রথম অর্দ্ধেকাংশ ধর্ম্মদ্রোহীদের (কাফেরদের) সম্বন্ধে এবং শেষ অর্দ্ধেকাংশ কপাটদের সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে। আজিজিতে লিখিত আছে, এক সময় কোন অর্থশালী লোক মৃত্যুশয্যায় শায়িত ছিল, এমতাবস্থায় আবু-জেহল তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, তোমার অর্থ-সম্পত্তি ও সন্তানকে আমার নিকট সমর্পন কর, আমি তৎসমুদয়ের তত্ত্বাবধান করিব—যেন অন্য কোন উত্তরাধিকারী তৎসমস্তের প্রতি

অত্যাচার করিতে না পারে। উক্ত ব্যক্তি মৃত্যু-প্রাপ্ত হইলে, আবু-জেহল তাহার সমস্ত অর্থ সম্পত্তি করায়ত্ত করিয়া উক্ত পিতৃহীন সন্তানকে বিতাড়িত করিয়াছিল। সে এইরূপ অনেক পিতৃহীন সন্তানের সহিত অসদ্ব্যবহার করিত। তৎপরে উক্ত বালকটি ক্ষুধার্ত্ত ও বিবস্ত্র অবস্থায় হজরতের নিকট উপস্থিত হইয়া, আবু-জেহলের অত্যাচার কাহিনী প্রকাশ করিল, হজরত উহার প্রতিকারের জন্য তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া কেয়ামতের ভীতি প্রদর্শন করিলেন। তখন উক্ত ধর্ম্মদ্রোহী কেয়ামতের প্রতি অসত্যারোপ করিতে লাগিল, ইহাতে হজরত দুঃখিত মনে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

এমাম রাজি লিখিয়াছেন, এবনে জোরাএজ বলেন, আবু ছুফইয়ান প্রত্যেক সপ্তাহে সম্মান লাভের ইচ্ছায় দুই দুইটি উষ্ট্র কোরবাণী করিয়া সম্ভ্রান্ত কোরাএশদিগকে নিমন্ত্রণ করিত। এক সময়ে একজন পিতৃহীন বালক তথায় উপস্থিত হইয়া কিছু মংাস ভিক্ষা চাহিয়াছিল, ইহাতে সে যষ্টির আঘাত করিয়া তাহাকে বিতাড়িত করে। সেজন্য এই আয়ত অবতীর্ণ হইয়াছিল। কোন কোন টিকাকার বলেন, ইহা কেয়ামত অমান্যকারী ও গোনাহ্ অনুষ্ঠানকারী আ'ছের কিম্বা মহা ধনাঢ্য, অবাধ্য ও অহঙ্কারী অলিদের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিল।

খাজেনে লিখিত আছে, 'উক্ত ছুরার শেষ অর্দ্ধেকাংশ আব্দুল্লাহ বেনে ওবাই কপটির সম্বন্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিল।'

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সর্বপ্রদাতা দয়ালু খোদাতায়ালার নামে (আরম্ভ করিতেছি)।

(١) اَرَاَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ۞ (٢) فَذٰلِكَ

الَّذِىْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ ۞ (٣) وَ لَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ

الْمِسْكِيْنِ ۞ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ۞ الَّذِيْنَ هُم
عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ (৬) الَّذِيْنَ هُمْ يُرَاءُوْنَ ۞
(৭) وَ يَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ۞

১। যে ব্যক্তি ধর্ম্মের (বা বিচার দিবসের) প্রতি অসত্যারোপ করিতেছে, তুমি কি তাহাকে জানিতে পারিয়াছ ? ২। (যদি) তুমি জানিতে ইচ্ছা কর) তবে সে ঐ ব্যক্তি—যে পিতৃহীন সন্তানকে কঠোর ভাবে বিতাড়িত করে; ৩। এবং দরিদ্রকে আহার দানে উৎসাহ প্রদান করে না (অনুজ্ঞা করে না); ৪। অনন্তর উক্ত নামাজানুষ্ঠানকারীদের জন্য আক্ষেপ; ৫। যাহারা আপন নামাজ হইতে অমনোযোগী, ৬। যাহারা লোককে দেখাইবার উদ্দেশ্যে সৎকার্য্য করে; ৭ এবং জাকাত প্রদান করে না (অথচ সাধারণের উপকারী গৃহবস্তু নিষেধ করে)।

টিকা:—

১। খোদাতায়ালা বলিতেছে, হে মোহাম্মদ (ছাঃ), আপনি ইসলাম অথবা কেয়ামত অমান্যকারী ব্যক্তিকে কি জানিতে পারিয়াছেন ?

২—৩। যদি আপনি তাহাকে জানিতে না পারিয়া থাকেন, তবে নিম্নোক্ত দুইটি লক্ষণ দ্বারা জানিতে পারিবেন, প্রথম এই যে, সে পিতৃহীন সন্তানকে মহা কোপে বিতাড়িত করে; দ্বিতীয় নিজ দরিদ্রকে খাদ্য দান করে না বা অন্য লোককে উহা দান করিতে উৎসাহ প্রদান করে না

৪—৫। অনেক টীকাকার বলেন এই আয়তসমূহ কপটীদের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে-। যাহারা সম্মান লাভেচ্ছায় লোকের

সাক্ষাতে নামাজ পড়ে কিন্তু নির্জ্জনে নামাজ আদৌ পড়ে না, তাহাদের জন্য আক্ষেপ, মহানিষ্ট কিম্বা তাহারা দোজখের 'অয়েল' নামক কূপের গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হইবে। কোন টিকাকার বলেন, যাহারা সমস্ত নষ্ট করিয়া নামাজ পড়ে, তাহাদের মহা শাস্তির বিষয় উক্ত আয়তসমূহে বর্ণিত হইয়াছে। এমাম ছুফইয়ান বলেন, যে কপটিরা খোদাতায়ালার সন্তোষের জন্য নামাজ পড়ে না, বরং লোকের নিকট সম্মান লাভের জন্য উহা পড়িয়া থাকে, তাহারা পূঁজ ও ক্লেদ পূর্ণ দোজেখের গহ্বরে পতিত হইবে।

তেরমেজি একটি হাদিছে বর্ণিত আছে,—হজরত বলিয়াছেন, 'তোমরা খোদার নিকট জোব্বল-হোজন হইতে উদ্ধার প্রার্থনা কর।' ছাহাবাগণ বলিলেন, হজরত, উহা কি? তিনি বলিলেন, 'উহা দোজখের একটি নালী, স্বয়ং দোজখ প্রত্যেক দিবস চারি শতবার উহা হইতে উদ্ধার প্রার্থনা করিরা থাকে।' ছাহাবাগণ বলিলেন হজরত, উহাতে কাহারা প্রবেশ করিবে? তিনি বলিলেন, 'যে তাপস-শ্রেণী লোককে দেখাইবার উদ্দেশ্যে সৎকার্য্য সকল করে।' উক্ত গ্রন্থে বর্ণিত আছে,—'হজরত বলিয়াছেন, শেষকালে কতকগুলি লোকের আবির্ভাব হইবে—যাহারা ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে পার্থিব সম্পদ অর্জ্জন করিবে, লোককে কোমলতা দেখাইবার উদ্দেশ্যে মেষের চর্ম সকল পরিধান করিবে, তাহাদের রসনা শর্করা অপেক্ষা অধিক মিষ্ট এবং তাহাদের হৃদয় নেকড়ে ব্যাঘ্রের তুল্য হইবে।'

বয়হকির হাদিছে বর্ণিত আছে,—হজরত বলিয়াছেন, আমি আপন উম্মতের মধ্যে গুপ্ত শেরক ও গুপ্ত কামের আশঙ্কা করি, তৎশ্রবণে মোয়াজ (রাঃ) বলিলেন, হজরত, আপনার উম্মত আপনার পরে কি শেরক (খোদার সহিত অংশী স্থাপন) করিবে? তিনি বলিলেন, অবশ্য করিবে। তাহারা সূর্য্য, চন্দ্র, প্রস্তর ও

প্রতিমা পূজা করিবে না, কিন্তু লোককে দেখাইবার মানসে সৎকার্য্য করিবে।' এমাম অহমদ এই হাদিছটি বর্ণনা করিয়াছেন, 'যে সময়ে খোদাতায়ালা কেয়ামতে বিচারের জন্য লোককে সংগ্রহ করিবেন, (সেই সময়) একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করিবে যে, যে ব্যক্তি যে কার্য্য খোদাতায়ালার জন্য করিয়াছে, উহাতে অন্যকে শরিক করিয়াছে, সে যেন খোদাতায়ালা ভিন্ন অন্যের নিকট হইতে উহার ফল লাভের চেষ্টা করে।'

এবনে মাজার একটি হাদিছে বর্ণিত আছে,—'ছাহাবাগণ দাজ্জালের সমালোচনা করিতেছিলেন' তৎশ্রবণে হজরত বলিলেন, 'আমার নিকট তোমাদের পক্ষে দাজ্জাল অপেক্ষা বেশী ভয়ের কারণ কি, তাহা কি তোমাদিগকে জ্ঞাপন করিব?' তাহারা বলিলেন, অবশ্য জ্ঞাপন করুন? তিনি বলিলেন, 'উহা গুপ্ত শেরক; যথা—কেহ লোকের সাক্ষাতে নামাজ পড়িতে গিয়া উহা অপেক্ষাকৃত বেশী পরিমাণ (অথবা ধীরে ধীরে) পড়িয়া থাকে।'

পাঠক, লোকের নিকট সম্মান প্রাপ্তির আশায় কোন সৎকার্য্য করাকে 'রিয়া' বলা হয়। এই ছুরার ষষ্ঠ আয়তে উহার নিন্দাবাদ করা হইয়াছে। এমাম গাজ্জালি (রহঃ) বলেন, উহা কয়েক প্রকারঃ—প্রথম এই যে কেহ প্রকাশ্যভাবে এসলাম প্রকাশ করে, কিন্তু অন্তরে অবিশ্বাস করে। এইরূপ কেহ অন্তরে বেহেশ্‌তে, দোজখ ও পরকাল অবিশ্বাস করে, অথবা শরিয়ত অমান্যকারী ফকিরদের মত ধারণ করে, কিম্বা কোন প্রকার ধর্ম্মদ্রোহিতামূলক মতাবলম্বন করে; এই সকল ব্যক্তি চিরকাল দোজখে থাকিবে।

দ্বিতীয়—কোন ব্যক্তি লোকের দুর্ণামের ভয়ে ফরজ নামাজ, রোজা জাকাত, হজ্জ ইত্যাদি কার্য্য সম্পন্ন করে কিন্তু যে স্থানে উহার ভয় না থাকে, সে স্থানে উক্ত কার্য্যগুলি সম্পন্ন করে না।

তৃতীয়—কোন ব্যক্তি ছুন্নত বা নফল নামাজ, রোজা দান ইত্যাদি লোকের নিকট সম্মান লাভেচ্ছায় করিয়া থাকে, যদি সে নির্জ্জনে থাকে, তবে উহা করে না।

চতুর্থ—কোন ব্যক্তি একা নামাজে যেরূপ কোরআন পড়ে, রুকু ও ছেজদা করে, লোকের সাক্ষাতে উক্ত কোরআন পাঠ, বা রুকু, ছেজ্‌দার তদপেক্ষা অধিক সময় অতিবাহিত করে।

এরূপ পোষাক পরিচ্ছদে, কথোপকথনে ও ভাব ভঙ্গিতে স্বীয় ধার্মিকতা প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিলে, রিয়ার মধ্যে গণ্য হইবে।

৭। এই আয়তের ماعون শব্দের অর্থ অনেক ছাহাবার মতে জাকাত; এক্ষেত্রে আয়তের মর্ম্ম এরূপ হইবে;—এবং যাহারা জাকাত প্রদান করে না; তাহারাও ক্তুউ নরকের গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হইবে। কোন টিকাকার বলেন যে সমস্ত গৃহ-বস্তু সাধারণতঃ লোকের আবশ্যক হয় এবং একে অন্যের নিকট হইতে চাহিয়া লইয়া কার্য্য সমাধা করে, যথা—কুঠার, কোদাল, পান-পাত্র (পিয়ালা) চামচ, খন্তাকা (হাতা) ডোল, সুতা, হাঁড়ী, তাম্রের হাঁড়ী (দেগ), চন্দ্রাতপ ও সতরঞ্চি ইত্যাদি। তৎসমস্তকে মা'উন বলা হয়। এক্ষেত্রে আয়তের মর্ম এইরূপ হইবে,—যাহারা কোন লোককে উপরোক্ত বস্তু সমুহ হইতে নিষেধ করে, তাহারা মহা শাস্তিতে নিক্ষিপ্ত হইবে। এইরূপ যাহারা অন্যকে পানি, লবণ ও অগ্নি হইতে নিষেধ করে, তাহারাও উক্ত প্রকার শাস্তিগ্রস্থ হইবে। —তঃ এবনে জরির, খাজেন, মোনির, আজিজি ও মেশ্‌কাত।

টিপ্পনী,—

মৌলবী আকরাম খাঁ সাহেব এই ছুরার তৃতীয় আয়তের তফছিরে লিখিয়াছেন,—'যাহারা দেশের অনাথ ও কাঙ্গালদিগের দুঃখ-দৈন্য দূর করার চেষ্টা না করে কেবল নিজে চেষ্টা করা নয়—অন্য

লোকদিগকে ইহার জন্য উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত না করে, সে কপট, সে পরকালে ও কর্ম্মফলে অবিশ্বাসী, বে দীন।'

আমাদের বক্তব্য—

দরিদ্রদিগের দুঃখ-দৈন্য দূর করার চেষ্টা না করা এবং অন্য লোকদিগকে ইহার জন্য উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত না করা গোনাহের কার্য্য হইলেও এইরূপ লোককে অবিশ্বাসী বে-দীন বলা সঙ্গত হইতে পারে না, বরং এইরূপ ফাছেককে অবিশ্বাসী বে-দীন বলা খারেজী দিগের মত, ইহা ছুন্নত জামায়াতের মত নহে। ফৎহোল-বারী, ১'৬২/৬৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ছুরা কওছর (১০৮)

আবু ছউদ ও কবিরে লিখিত আছে যে, উক্ত ছুরা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হইয়াছিল, কিন্তু এবনে কছির উহার মদিনা শরীফে অবতীর্ণ হওয়ার মত ধারণা করিয়াছেন। উহাতে তিনটি আয়ত আছে। মোনীরে লিখিত আছে যে, এই ছুরাটি আবু-জেহল, আবু লাহাব, আ'ছ ও আ'কাবার সম্বন্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিল; হজরতের—তাহের নামক এক পুত্র মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, তাহারা হজরতকে অপুত্রক বলিয়া অভিহিত করিত, সেই হেতু উহা অবতীর্ণ হয়। খাজেন ও মায়ালেমে লিখিত আছে; এক দিবস কোরাএশ বংশীয় নেতৃগণ মছজেদের মধ্যে উপবেশন করিয়াছিল, এমতবস্থায় ধর্ম্মদ্রোহী আ'ছে মছজেদের দ্বারদেশে হজরত নবী করীম (ছাঃ) কে বহির্গত হইতে দেখিয়া তাঁহার সহিত কথোপকথন করিতে লাগিল। তৎপরে আ'ছ কথোপকথন শেষ করিয়া উক্ত কোরাএশদের নিকট উপস্থিত হইলে, তাহারা বলিল হে আ'ছ তুমি কাহার সহিত কথোপকথন করিতেছিলে? সে

বলিল, উক্ত নিঃসন্তান ব্যক্তির সহিত কথা বলিতেছিলাম। হে কোরাএশকুল, তোমরা (হজরত) মোহাম্মদের (ছাঃ) সম্বন্ধে চিন্তা করিও না, কারণ তিনি অপুত্রক, মৃত্যু অন্তে তাঁহার নাম একেবারে বিলুপ্ত হইবে। সেই সময় এই আয়ত অবতীর্ণ হইয়াছিল।

হজরত এবনে আব্বাছ (রাঃ) বলেন, মদিনাবাসী কা'ব বেনেল আশরফ মক্কাশরীফে উপস্থিত হইলে, কোরাএশগণ বলিতে লাগিল, আমরা হজ্জযাত্রীদিগকে জমজম কূপের পাণি পাণ করাইয়া থাকি, আমরা কাবা গৃহের তত্ত্বাবধান করিয়া থাকি এবং আপনি মদিনা শরীফের অগ্রণী; আপনিই বলুন যে, আমরা শ্রেষ্ঠ কিম্বা উক্ত অপুত্রক ব্যক্তি (মোহাম্মদ) শ্রেষ্ঠ? কা'ব বলিল, আপনারাই শ্রেষ্ঠ, সেই সময় উক্ত ছুরা অবতীর্ণ হইয়াছিল।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সর্বপ্রদাতা দয়ালু খোদাতায়ালার নামে (আরম্ভ করিতেছি)।

(১) إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ۞ (২) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۞ (৩) إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ۞

১। নিশ্চয় আমি তোমাকে কওছর দান করিয়াছি; ২। অনন্তর তুমি তোমার প্রতিপালকের জন্য নামাজ সম্পাদন কর এবং গো, উষ্ট্র কোরবনী কর, ৩। নিশ্চয় তোমার সহিত বিদ্বেষকারী ব্যক্তিই নিঃসন্তান (হেয় বা কদর্য্য)

টিকা;—

১। এমাম এবনে কছির এই আয়তের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, খোদাতায়ালা হজরতকে কওছর দান করিয়াছেন, উহা বেহেশতের মধ্যস্থিত একটি নদী, উহার উভয়কুল স্বর্ণরাশি দ্বারা মণ্ডিত, উহার

তলদেশে মুক্তা ও পদ্মরাগ-মনি দ্বারা জড়িত, উহার মৃত্তিকা মৃগনাভি অপেক্ষা অধিক সুগন্ধি, উহার পানি মধু অপেক্ষা অধিক মিষ্ট উহার উভয় কূল তারকা রাশির ন্যায় অসংখ্য পান-পাত্র আছে। হজরত নবী করিম (ছাঃ) মে'রাজের রাত্রিতে আকাশে একটি নদী দর্শন করিয়াছিলেন, উহার উভয় তীরে মুক্তার তাবু ও নীলকান্ত মণির অট্টালিকা সকল স্থাপন করা হইয়াছিল, হজরত জিব্রাইল (আঃ) বলিলেন, ইহাই কওছার নামক নদী। আরও তিনি লিখিয়াছেন, আকাশস্থিত কওছার নদীর দুইটি নালী বিচার প্রান্তরে প্রবাহিত হইবে, উহাকে কওছার নামক প্রস্রবণ বলা হইবে। মেশকাতের একটি হাদিছে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি উক্ত প্রস্রবণের পানি একবার পান করিবে, সে কখনও তৃষ্ণার্ত্ত হইবে না। হজরত বলিয়াছেন একদল পরিচিত লোক উক্ত প্রস্রবণের পানি পান করিতে উপস্থিত হইবে, কিন্তু তাহারা তথা হইতে বিতাড়িত হইবে, তখন আমি বলিব, উক্ত দল আমার অনুগত (উম্মত), তখন ফেরেশতাগণ বলিবেন, তাহারা আপনার পরে যে কুমত সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা আপনিত অবগত নহেন। তৎশ্রবণে আমি বলিব, যে ব্যক্তি আমার পরে ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন করিয়াছে, সে বিধ্বস্ত হইবার উপযুক্ত।

এমাম এবনে জরির লিখিয়াছেন, অন্যান্য টিকাকারেরা বলেন, কওছরের অর্থ বহু সম্পদ; আয়তের অর্থ এই যে, খোদাতায়ালা তাঁহাকে বহু সম্পদ দান করিয়াছেন। খোদাতায়ালা তাঁহাকে সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম ইসলাম, সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ কোর-আন, মহা প্রেরিতত্ব বহু তত্বজ্ঞান, কওছর প্রস্রবণ ও দুই জগতের অন্যান্য বহু সম্পদ দান করিয়াছেন। খাজেনে লিখিত আছে যে, খোদাতায়ালা তাঁহাকে বহু উচ্চপদ দান করিয়াছেন, তন্মধ্যে তিনি বিচার দিবসে গোনাহগারদিগকে সুপারিশ করার পদপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি উক্ত

দিবসে আর্শের দক্ষিন পার্শ্বস্থ মকাম মহমুদে (প্রশংসিতস্থান) উন্নিত হইবেন। তাঁহার উম্মতের (অনুগামী দলের) সংখ্যা অন্যান্য প্রেরিত পুরুষদিগের উম্মত অপেক্ষা অধিক হইবে। তাঁহার ধর্ম্ম সমস্ত ধর্ম্মের উপর জয়যুক্ত হইবে। তিনি বহু শত্রুর উপর পক্রারান্ত হইবেন।

মোনিরে লিখিত আছে, প্রাচীন প্রেরীত পুরুষগণ যে সমস্ত অলৌকিক ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তিনি একা তৎসমস্ত বা তদপেক্ষা অধিক অলৌকিক ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

আজিজিতে লিলিত আছে, খোদাতায়ালা তাঁহাকে বহু সন্তান দান করিয়াছিলেন। হজরত ফাতেমার (রাঃ) পক্ষ হইতে বহু সন্তান কেয়ামত পর্য্যন্ত জগতে স্থায়ী থাকিবে। হজরতের যাবতীয় উম্মতও তাঁহার সন্তান শ্রেনীভুক্ত। হজরত যে রূপ সূক্ষ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, এরূপ কোন প্রাচীন মহাত্মা লাভ করিতে সক্ষম হন নাই।

তিনি যে নামাজ ও কলেমা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা অন্য কেহ প্রাপ্ত হন নাই।—তঃ এবনে কছির, এবনে জরির, খাজেন, আজিজি ও মোনির।

এমাম এবনে কছির উক্ত আয়তের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন, হে মোহাম্মদ (ছাঃ), খোদাতায়ালা আপনাকে উভয় জগতের বহু সম্পদ দান করিয়াছেন, এই হেতু আপনি বিশুদ্ধভাবে তাঁহার জন্য ফরজ, নফল নামাজ সম্পন্ন করুন এবং গো, উষ্ট্র কোরবানী করুন। ইহা বহু সংখ্যক বিদ্বানের মত। এমাম এবনে জরির লিখিয়াছেন, কতক সংখ্যক বিদ্বান উহার মর্ম্মে বলেন, আপনি বিশুদ্ধভাবে তাঁহার জন্য ঈদের নামাজ পড়ুন এবং গো, উষ্ট্র, কোরবানী করুন। কোন টিকাকার বলেন, আপনি মোজদালেফা নামক স্থানে ফরজ নাকাজ সম্পাদন ও মিনা নামক স্থানে গো, উষ্ট্র, কোরবানী করুন।

এমাম এবনে কছির বলেন, কোন টিকাকার وانحر শব্দের অর্থ নামাজে বুকের উপর হস্ত বধা কিম্বা হস্তদ্বয় উত্তোলন করা (রফা য়্যাদানের করা) লিখিয়াছেন, কিন্তু ইহার কোন সত্য প্রমাণ নাই।—তঃ এবনে কছির ও এবনে জরির।

তফছির এবনে কছির, এবনে জরির, মায়ালেম, খাজেন, জামেয়োল-বায়ান, বয়জবি,কাশ্যাফ ও দোরে, মনছুরে এই আয়তের শেষাংশের ব্যাখ্যায় লিখিত আছে, وانحر البدن আরবী البدن শব্দের একবচন البدنة উহার অর্থে সোরাহ নামক অভিধানে গো, উষ্ট্র বলিয়া লিখিত আছে; এক্ষেত্রে উক্ত আয়ত দ্বারা গো কোরবানী করা প্রমাণিত হইতেছে।

কোর-আন ছুরা হজ্জ:—

وَ اَذِّنْ فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ يَاْتُوْكَ رِجَالًا وَّ عَلٰى كُلِّ ضَامِرٍ يَّاْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ لِّيَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمْ وَ يَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِىْ اَيَّامٍ مَّعْلُوْمَاتٍ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ فَكُلُوْا مِنْهَا وَ اَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيْرَ ○

'এবং তুমি লোকদিগের মধ্যে হজ্জের জন্য ঘোষণা কর, তাহারা পদাতিকরূপে এবং দুর্বল উষ্ট্রের উপর (আরোহণ করিয়া) তোমার নিকট উপস্থিত হইবে উহারা (উক্ত উষ্ট্র সকল) প্রত্যেক দূর পথ হইতে আসিবে, এই জন্য যে, তাহারা নিজেদের লাভ সমূহের (ক্ষমা প্রাপ্তি, খোদার সন্তোষ লাভ ইত্যাদির) প্রতি

উপস্থিত হইবে এবং নির্দিষ্ট দিবস সমূহে উক্ত গৃহপালিত চতুষ্পদ সকলের উপর খোদাতায়ালার নাম উচ্চারণ করিবে— যাহা তিনি তাহাদের উপজীবিকা করিয়াছেন। পরে তোমরা তাহার কতকাংশ (মাংশ) ভক্ষণ কর এবং অক্ষম দরিদ্রকে ভক্ষণ করাও।'

তফছির রুহোল-বায়ান, রুহোল-মায়ানি, কবির, জালালায়েন, মায়ালেম, খাজেন ও মদিরে লিখিত আছে, গৃহপালিত চতুষ্পদের অর্থ— গো, ছাগ, মেষ ও উষ্ট্র, খোদাতায়ালা কোরবানীর দিবসে উক্ত জন্তুগুলি কোরবানী করিতে হুকুম দিয়েছেন।

উক্ত ছূরা—

وَ اُحِلَّتْ لَكُمُ الْاَنْعَامُ

'এবং গ্রাম্য পশুসকল (জবাহ করা ও ভক্ষণ করা) তোমাদের পক্ষে বৈধ করা হইয়াছে।'

গ্রাম্য পশুর অর্থ মেষ, ছাগ, গো উষ্ট্র, ইত্যাদি।—তফছির খাজেন মায়ালেম, কবির ও কাশ্শাফ।

উক্ত ছূরা :—

وَ لِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلٰى

مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ ۝

'এবং আমি প্রত্যেক মণ্ডলীর (উম্মতের) জন্য কোরবানী করা নির্দ্দেশ করিয়াছি, এই জন্য যে, তাহারা খোদাতায়ালার নাম উক্ত গৃহপালিত চতুষ্পদ সমূহের উপর উচ্চারণ করে—যাহা তিনি (খোদা) তাহাদের উপজীবিকা করিয়াছেন।'

অর্থাৎ খোদাতায়ালা প্রত্যেক মণ্ডলীর জন্য গো ছাগ, মেষ ও উষ্ট্র, কোরবানি করার হুকুম করিয়াছেন।

উক্ত ছুরা;—

وَ الْبُدْنَ جَعَلْنٰهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ لَكُمْ فِيْهَا

خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا ☐

'এবং গো, উষ্ট্র সকল, আমি উহাদিগকে তোমাদের জন্য খোদাতায়ালার নিদর্শন সমূহ করিয়াছি, তোমাদের জন্য তৎসমূদয়ের মধ্যে মঙ্গল আছে; অনন্তর তোমরা উহাদের উপর খোদাতায়ালার নাম উচ্চারণ কর।' এই আয়াতে بدن শব্দের উল্লেখ আছে উহার একবচন بدنة মায়ালেমে লিখিত আছে যে, আতা ও ছোদি বলেন তাহার অর্থ গো, উষ্ট্র মনিরে লিখিত আছে, এমাম আবু হানিফা (রঃ) উহার অর্থে গো, উষ্ট্র, লিখিয়াছেন। কামূছ নামক অভিধানে উহার অর্থে গো, উষ্ট্র লিখিত আছে। নেহায়া গ্রন্থে লিখিত আছে, যেরূপ উষ্ট্রকে উক্ত নামে অভিহিত করা হয়, সেইরূপ গোকেও উক্ত নামে অভিহিত করা হয়। খলিল ও জওহরি বলেন, উহার অর্থ গো, উষ্ট্র। এমাম নাবাবী বলেন, ইহা অধিকাংশ অভিধানীক পণ্ডিতের মত। ইহা হজরত এবনে ওমার ও জাবের ছাহাবাদ্বয়ের মত। এইরূপ খাজেন, রুহুল- বায়ান ও রুহুল-মায়ানি ইত্যাদিতে লিখিত আছে।

কোরআন ছুরা আনয়াম,—

كُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ وَ لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ط

اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ثَمٰنِيَةَ اَزْوَاجٍ مِّنَ الضَّاْنِ

اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ ط (الى) وَمِنَ الْابِلِ

اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ط

'খোদাতায়ালা যাহা তোমাদের উপজীবিকা করিয়াছেন তাহা তোমরা ভক্ষণ কর এবং তোমরা শয়তানের পথ সমূহের অনুসরণ করিও না' নিশ্চয় সে তোমাদের পক্ষে স্পষ্ট শত্রু; (ভক্ষণ কর) আটটি (পশু), মেষ হইতে দুইটী (পুং ও স্ত্রী) ও ছাগ হইতে দুইটি ... ... এবং উষ্ট্র হইতে দুইটি ও গো হইতে দুইটি।"

এই আয়তে প্রমাণিত হয় যে ছাগ, মেষ, গো ও উষ্ট্র সকল স বই হালাল।

মেশকাতের ১২৭ পৃষ্ঠায় ছহিহ মোসলেমের এই হদিছটি বর্ণিত আছে,—

ان النبى صلعم قال البقرة عن سبعة

والجزور عن سبعة *

নিশ্চয় হজরত নবি করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন, গো সপ্ত জনের পক্ষ হইতে এবং উষ্ট্র সপ্ত জনের পক্ষ হইতে কোরবানী করা (সিদ্ধ)।

উক্ত গ্রন্থের ২৩১ পৃষ্ঠায় নিম্নোক্ত ছহিহ মোছলেমের দুইটি হাদিছে লিখিত আছে:—

قال نحرنا مع رسول الله صلعم عام الحديبية

البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة

তিনি হজরত জাবের (রাঃ) বলেন, আমরা হোদায়বিয়ার সন্ধির বৎসরে হজরত নবি করিমের (ছাঃ) সঙ্গে সপ্ত জন এক একটি উষ্ট্র এবং সপ্ত জন এক একটি গো কোরবানী করিয়াছিলাম।

قَالَ ذَبَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم عَنْ عَائِشَةَ بَقَرَةً يَوْمَ النَّحْرِ

'তিনি (হজরত জাবের) বলিয়াছেন, হজরত নবি করিম (ছাঃ) কোরবানীর দিবসে হজরত আএশা ছিদ্দিকার পক্ষ হইতে একটি গো কোরবানি করিয়াছিলেন।'

মেশকাতের ৩৩৯ পৃষ্ঠায় ছহিহ্ বোখারির এই হাদিছটি বর্ণিত আছে,—'হজরত নবি করিম (ছাঃ) মদিনা শরিফে আগমণ পূর্বক একটি উষ্ট্র বা গো জবাহ্ করিয়াছিলেন।' বঙ্গানুবাদক।

৩। হজরতের সহিত যে ব্যক্তি বিদ্বেষ ভাবে পোষণ করে সেই ব্যক্তি হেয়, ঘৃণ্য, নীচ; অথবা মৃত্যুর পরে তাহার নাম বিলুপ্ত হইবে। বিদ্বানগণ বলিয়াছেন, যে কেহ হজরতের একটি কেশের উপর অপবাদ প্রদান করিবে, সে কাফের হইবে। হজরতের যে ছুন্নতটি অকাট্য ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে এবং মনছুখ হয় নাই, এইরূপ ছুন্নতের প্রতি বিদ্রূপ করিলে কাফের হইবে। হজরতের সন্তান বা উম্মত কেয়ামত পর্য্যন্ত জগতে থাকিয়া কলেমা, আজান ও আত্তাহিয়াতোর মধ্যে তাঁহার নাম উচ্চারণ করিবে ও তাঁহার প্রতি দরুদ পাঠ করিবে, প্রত্যেক বৎসরে তাঁহার গোর শরীফ জেয়ারত করিবে, কিন্তু বিদ্বেষকারী আছে, আবু-জেহেল ও আবু লাহাব প্রভৃতি নরকানলে নিক্ষিপ্ত হইবে এবং তাহাদের নাম জগত হইতে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে।—তঃ আজিজি, বয়জবী ও হোছায়নি।

ছুরা কাফেরুণ (১০৯)

কোন টিকাকারের মতে ইহা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হইয়াছিল এবং কাহারও মতে মদিনা শরিফে অবতীর্ণ হইয়া ছিল' ইহাতে ছয়টি আয়ত আছে। খাজেন ও মায়ালেমে লিখিত আছে, ওমাইয়া, হারেছ, আ'ছ, অলিদ ও আছওয়াদ প্রভৃতি কোরাএশগণ হজরত নবি করিম (ছাঃ) এর নিকট জ্ঞাপন করিয়াছিল যে, আপনি আমাদের ধর্ম্মমতের অনুসরণ করুণ, আমরাও আপনার ধর্ম্মমতের অনুসরণ করিব এবং আমাদের ধর্ম্মের সমস্ত কার্য্যে আপনাকে অংশী করিব, আপনি এক বৎসর আমাদের উপাসিত দেবতা সমুহের পুজা করুন এবং আমরাও এক বৎসর আপনার উপাসিত খোদাতায়ালার উপাসনা করিব, যদি আপনার ধর্ম্ম উত্তম হয়, তবে আমরা উহাতে অংশী হইয়া সুফল লাভ করিতে সমর্থ হইব আর যদি আমাদের ধর্ম্ম উৎকৃষ্ট হয়, তবে আপনি উহাতে অংশী হইয়া সুফল প্রাপ্ত হইবেন; তদুত্তরে হজরত বলিয়াছেন, আমি খোদাতায়ালার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি আমি কখনও তাহার সহিত অংশী স্থাপন করিতে পারিব না। তৎশ্রবণে কোরাএশগণ বলিল আপনি আমাদের উপাসিত দেবতা গুলিকে মান্য করুন, তাহা হইলে আমরা আপনার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিব এবং আপনার খোদাতায়ালার উপাসনা করিব, সেই সময় এই ছুরা অবতীর্ণ হয়। হজরত বলিয়াছিলেন, এই ছুরা একবার পাঠ করিলে, কোর-আন শরিফের এক চতুর্থাংশ পাঠ করার ফল লাভ হয়।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সর্ব্বপ্রদাতা দয়ালু খোদাতায়ালার নামে (আরম্ভ করিতেছি)।

(১) قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ۙ (২) لَآ اَعْبُدُ مَا

تَعْبُدُونَ ۚ (٣) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۚ

(٤) وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ۚ (٥) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ

مَا أَعْبُدُ ۚ (٦) لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ۚ

১। তুমি বল, হে ধর্ম্মদ্রোহিগণ; ২। তোমরা যাহার উপসনা করিতেছ, আমি তাহার উপাসনা করি না; ৩। এবং আমি যাহার উপাসনা করিতেছি, তোমরা তাঁহার উপাসক নও; ৪। এবং তোমরা যাহার উপাসনা করিয়াছ, আমি তাহার উপাসক নহি; ৫। এবং আমি যাহার উপসনা করিতেছি, তোমরা তাঁহার উপাসক নও ৬। তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম (বা প্রতিফল) এবং আমার জন্য (আমার) ধর্ম্ম বা প্রতিফল।

১—৩। হে মোহাম্মদ, (ছাঃ) আপনি সন্ধি-প্রর্থী ধর্ম্মদ্রোহী গণকে বলুন যে আমি ভবিষ্যতে তোমাদের উপাসিত দেবতাগুলির উপাসনা করিব না এবং তোমরাও ভবিষ্যতে আমার উপাসিত প্রকৃত উপাস্য, সৃষ্টিকর্ত্তার উপাসনা করিবে না।

৪—৫। এবং আমি বর্ত্তমান তোমাদের উপাসিত দেবতা সমূহের উপাসনা করি না ও তোমরা ও বর্ত্তমানে আমার উপাসিত, প্রকৃত উপাস্য সর্বময়কর্ত্তা খোদাতায়ালার উপাসনা করিতেছ না। খোদাতায়ালা ত্রিকালজ্ঞ; তিনি উক্ত ধর্ম্মদ্রোহীদের আজীবন ধর্ম্মদ্রোহীতার বিষয় অবগত ছিলেন, সেই হেতু বলিয়াছেন যে, তাহারা বর্ত্তমানে ভবিষ্যতে ধর্ম্মদ্রোহিতা-মূলক সাকার পূজা ত্যাগ করতঃ প্রকৃত উপাস্য খোদাতায়ালার উপাসনা করিবে না।

হজরত নবি করিম (ছাঃ) উপরোক্ত আয়তসমূহ শ্রবণে তাহাদের ইমান সম্বন্ধে নিরাশ হইয়াছিলেন, ফলতঃ তাহারা তৎপরে ধর্ম-দ্রোহিতার প্রতি স্থির-প্রতিজ্ঞ থাকিয়া মৃত্যু-প্রপ্ত বা বদরের যুদ্ধে নিহত হয়।—তঃ এবনে জহির, নাযছাপুরি ও খাজেন।

২—৩ আয়তের ব্যাখ্যায় এমাম বাগাবি বলেন; 'আমি বর্ত্তমানে তোমাদের দেবতা সমূহের পুজা করি না এবং তোমারাও বর্ত্তমানে আমার উপাসিত খোদাতায়ালার পুজা করিতেছ না।'

৪—৫ আয়তের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, 'আমি ভবিষ্যতে তোমাদের উপাসিত দেবতা সমূহের পুজা করিব না এবং তোমরাও ভবিষ্যতে আমার উপাসিত খোদাতায়ালার পুজা করিবে না।'—তঃ মায়ালেম।

২—৫ আয়তের ব্যাখ্যায় শেখ মোহাম্মদ নাবাবী বলেন আমি ভবিষ্যতে তোমাদের উপাসিত দেবতা সমূহের উপাসনা করিব না এবং তোমরাও ভবিষ্যতে আমার উপাসিত খোদাতায়ালার উপাসনা করিবে না।

৪।৫ আয়তের ব্যাখ্যায় তিনি বলিয়াছেন, আমি অতীত কালে (ইসলামের পূর্ব্বে) কখনও তোমাদের প্রতিমা সমূহের পুজা করি নাই; এক্ষণে ইসলামের পরে কিরূপে আমার দ্বারা উহা সম্ভবপর হইবে? এবং তোমরাও অতীত কালে কখনও আমার ন্যায় প্রকৃত উপাস্য খোদাতায়ালার উপাসনা কর নাই।—তঃ মোনির।

আজিজিতে লিখিত আছে, ২।৩ আয়তে উক্ত পৌত্তলিকদের মতের প্রতিবাদ করা হইয়াছে—যাহারা প্রতিমামগুলিকে খোদা-তায়ালার তুল্য (শরিক) ধারণায় উপাসনা করে।

৪।৫ আয়তে উক্ত পৌত্তলিকদের প্রতিবাদ করা হইয়াছে—যাহারা দেবতাগুলিকে খোদাতায়ালার অবতার ধারণা করিয়া উপাসনা করে।

এমাম এবনে কছির দ্বিতীয় ও তৃতীয় আয়তের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন, আমি তোমাদের প্রতিমা ও দেবতা সমূহের উপাসনা করিব না এবং তোমরাও প্রকৃত উপাস্য অদ্বিতীয় খোদাতায়ালার উপাসনা করিবে না।

তিনি চতুর্থ ও পঞ্চম আয়তের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন তোমরা যে নিয়মে উপাসনা করিয়া থাক আমি সেই নিয়ম অবলম্বন করিতে পারিব না, বরং খোদাতায়ালার মনোনীত নিয়ম অবলম্বন করিব। তোমরাও খোদাতায়ালার হুকুম ও শরিয়ত মতে কার্য্য করিবে না, বরং তোমাদের কল্পিত মতানুযায়ী কার্য্য করিবে।

৬। এমাম এবনে জরির এই আয়তের মর্ম্মে বলেন, তোমাদের জন্য তোমাদের কল্পিত ধর্ম্ম তোমরা উহা কখনও পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইবে না। আমার জন্য আমার সত্য ধর্ম আমি কখনও উহা ত্যাগ করিব না।' এমাম বোখারী উহার ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন, 'তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মদ্রোহিতা-মূলক মত আমার জন্য ইসলাম ধর্ম্ম—অর্থাৎ তোমাদের মতের ও আমার মতের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ আছে, তোমাদের মত বাতীল ও আমার মত অকাট্য সত্য। মোনীরে লিখিত আছে, আমি তোমাদিগকে সত্য পথ ও মুক্তির দিকে আহ্বান করিতে তোমাদের নিকট প্রেরিত হইয়াছি, যদি তোমরা ইহা গ্রহণ না কর, তবে তোমরা আমাকে বিরক্ত করিও না ও ধর্ম্মদ্রোহীতার দিকে আহ্বান করিও না।' কোন টিকাকার উহার মর্মে বলেন; 'তোমাদের জন্য তোমাদের হিসাব হইবে, আমার জন্য আমার হিসাব হইবে একজন অন্যের জন্য বিচারিত হইবে না।' নায়ছাপুরিতে লিখিত আছে, 'তোমাদের জন্য তোমাদের মতের প্রতিফল হইবে এবং আমার জন্য আমার মতের প্রতিফল হইবে।'

টিপ্পনি;—

গোল্ডসেক সাহেব এই ছুরার শেষ আয়তের টিকায় লিখিয়াছেন— 'মক্কায় অবস্থানকালে মোহাম্মদ সাহেব এইরূপ বাক্য বলিতেন বটে, কিন্তু পরে তিনি স্বীয় বাক্য পরিবর্ত্তন করিয়া 'ইসলাম ভিন্ন প্রায় সমস্ত ধর্ম্মের ধ্বংস প্রচার করিলেন।' জালালউদ্দীন স্বীকার করিয়াছেন,—'তিনি যে সময় যুদ্ধ করিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন, ইহা সেই সময়ের পূর্ব্বে (প্রকাশিত আয়েৎ)।' আব্বাছ ইহার ব্যাখ্যায় বলেন, 'পরে যুদ্ধের আয়েৎ ইহা মনছুখ করিয়াছিল।'

আমাদের উত্তর :—

কোরআন শরিফে ছুরা বাকারের ১৯০ আয়তে লিখিত আছে:—

وَ قَاتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ

وَ لَا تَعْتَدُوْا ط اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ০

'তোমরা আল্লাহতায়ালার পথে উক্ত লোকদের সহিত সংগ্রাম কর—যাহারা তোমাদের সহিত সংগ্রাম করে এবং তোমরা সীমা অতিক্রম করিও না, নিশ্চয় আল্লাহ, সীমা অতিক্রমকারীদিগকে ভালবাসে না।—"

ছুরা হজ্জ,—

اُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقٰتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا

'যাহারা নিশ্চয় প্রপীড়িত হইয়াছে, এই হেতু সংগ্রাম করিতে বাধ্য করা হইয়াছে তাহাদিগকে অনুমতি প্রদান করা হইয়াছে।'

উপরোক্ত আয়তদ্বয় জেহাদ সংক্রান্ত প্রথম আয়ত, উক্ত আয়তদ্বয়ে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, যে স্থলে মুসলমানদিগের ধর্ম্ম ও

প্রাণ বিপন্ন হইয়াছিল, সেই সেই স্থলে তাহাদিগকে জেহাদ করিতে অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল, যাহারা জেহাদ করিতে অক্ষম—যথা স্ত্রীলোক, বৃদ্ধ, বালক, তাপস, পাদরী তাহাদের সহিত জেহাদ করা নিষিদ্ধ হইয়াছিল, আর যে কোন জাতি মুসলমান-দিগের ধর্ম্ম ও আত্মার প্রতি অত্যাচার না করিয়াছিল, তাহাদের সহিত জেহাদ করার আদেশ দেওয়া হয় নাই, পক্ষান্তরে য়িহুদীদের জেহাদ সংক্রান্ত বিধিতে এরূপ বাদ-বিচার করা হয় নাই। খ্রীষ্টানেরা নিজেদের বিরুদ্ধ মতবলম্বীদিগের ধ্বংস সাধন করিতে যেরূপ সিদ্ধ-হস্ত ছিলেন, তাহাও ইতিহাস তত্ত্ববিদগণের পক্ষে অবিদিত নহে।

ছুরা নছর (১১০)

এই ছুরা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হইয়াছে, ইহাতে তিনটি আয়ত আছে। এই ছুরায় মক্কা শরিফ জয়ের সংবাদ বর্ণিত হইয়াছে। টিকাকারেরা বলেন, হিজরির ষষ্ঠ সালে হজরত নবি করিম (ছাঃ) ছাহাবাগণ সহ ওমরা সম্পন্ন করণেচ্ছায় হোদায়বিয়া নামক স্থানে উপস্থিত হইলে, কোরাএশগণ তাহাদিগকে মক্কা শরিফে প্রবেশ করিতে বাধা প্রদান করে। সেই সময় হজরত নবিকরিম (ছাঃ) ও কোরাএশগণের মধ্যে এই শর্ত্তে একটি সন্ধি স্থাপিত হয় যে, একদল অন্যদলের প্রতি কোন প্রকার অত্যাচার করিতে পারিবে না। মক্কা শরিফের বনুবকর নামক সম্প্রদায় কোরাএশদের পক্ষভুক্ত এবং 'খোজায়া' সম্প্রাদায় হজরতের পক্ষভুক্ত হইল। কিছু দিবস পরে বনুবকর সম্প্রদায় কোরাএশদিগের সহায়তায় উক্ত অঙ্গীকার ভঙ্গ করতঃ 'খোজায়া' দলের প্রতি আক্রমণ করে, তাহারা হেরম শরিফের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করা স্বত্ত্বেও ইহারা তাহাদিগকে

প্রহার করে। সেই হেতু 'খোজায়া' সম্প্রদায়ের একজন নেতা ও অন্য কয়েকজন লোক মদিনা শরিফে হজরতের নিকট উপস্থিত হইয়া সাহায্য প্রার্থনা করিলেন; তজ্জন্য হজরত তাহাদিগকে সাহায্য করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া ছাহাবাগণকে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইতে আদেশ প্রচার করিলেন। কোরাএশগণ অঙ্গিকার ভঙ্গের পরিণাম মন্দ বুঝিয়া আবু-ছুফইয়ানকে পুর্ব অঙ্গীকার দৃঢ় ও উহার সময় বৃদ্ধি করার মানসে মদিনা শরিফে প্রেরণ করে। আবু-ছুফইয়ান প্রথমে হজরতের, তৎপরে ছাহাবাগণের নিকট উক্ত বিষয়ের প্রস্তাব উত্থাপন পুর্বক বিফল মনোরথ হইয়া মক্কা শরিফে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। হাতেম নামক জনৈক ছাহাবা একটি বৃদ্ধ স্ত্রীলোকের এক খণ্ড পত্র সহ গুপ্তভাবে মক্কা শরিফের দিকে প্রেরণ করিয়াছিল। উক্ত পত্রে হজরতের মক্কা শরিফ আক্রমণের বিষয় লিখিত ছিল। হজরত ফেরেশতা কর্ত্তৃক এই সংবাদ অবগত হইয়া হজরত আলী, জোবাএর (রাঃ) প্রভৃতিকে উক্তপত্র অনুসন্ধান করিতে প্রেরণ করেন। তাঁহারা হজরতের নিরুপিত স্থানে তাহার সাক্ষাৎ পাইয়া পত্রখানি কাড়িয়া লন। তৎপরে হজরত হিজরির অষ্টম সালে রমজানের দশম দিবসে দশ সহস্র ছাহাবা সহ মক্কা শরিফ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। হজরত আব্বাছ (রাঃ) হেজরত মানসে মদিনা শরিফের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন, পথিমধ্যে হজরতের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ায় তাঁহার সঙ্গে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তৎপরে হজরত 'মাররোজ্ জাহ্রান' নামক স্থানে রাত্রি যাপন করণেচ্ছায় অবতরণ করিলেন। আবু-ছুফইয়ান প্রভৃতি কয়েকজন লোক পথিকদিগের নিকট মদিনা শরিফের তত্ত্বানুসন্ধান হেতু রাত্রে মক্কা শরিফের অনতিদূরে পরিভ্রমণ করিতে গিয়া কিছু দূরে বহু অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইতেছে দর্শন করতঃ নানারুপ কল্পনা জল্পনা করিতেছিল। হজরত আব্বাছ (রাঃ)

আবু-ছুফইয়ানের সহিত সাক্ষাৎ অন্তে বলিলেন, হজরত নবি করিম (ছাঃ) দশ সহস্র সৈন্যসহ উপস্থিত হইয়াছেন, তোমরা কিছুতেই তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে সক্ষম হইবে না। যদি তোমরা তাঁহাকে মক্কা শরিফ অধিকার করার পূর্বে মুক্তি গ্রহণ করিতে পার, তবে শুভ; নচেৎ সমস্ত কোরেশ বংশ সমূলে ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। তৎশ্রবণে আবু-ছুফইয়ান হজরত আব্বাছের অশ্বতরের উপর আরোহণ পূর্বক হজরতের নিকট উপস্থিত হইল, হজরত ওমার (রাঃ) তাহার শিরচ্ছেদন করিতে ধাবমান হইলেন, কিন্তু হজরত আব্বাছ (রাঃ) বলিলেন, আমি তাহাকে মুক্তিদান করিয়াছি। ইহাতে তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে কিছু বাদানুবাদ উপস্থিত হইয়াছিল। অবশেষে হজরত বলিলেন, আপনি ইহাকে তাম্বুতে লইয়া যান, কল্য প্রভাতে ইহাকে আমার নিকট আনয়ন করিবেন। প্রভাতে আবু-ছুফইয়ান হজরতের নিকট উপস্থিত হইয়া ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইল। হজরত আব্বাছের (রাঃ) প্রার্থনায় হজরত নবি (ছাঃ) বলিলেন, যে কেহ আবু-ছুফইয়ানের বাটিতে কিম্বা কা'বার হেরমে প্রবেশ করিবে, গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া থাকিকে, অথবা নিরস্ত্র থাকিবে, সে মুক্তি পাইবে আবু-ছুফইয়ান মক্কা শরিফে প্রবেশ করিয়া তথাকার অধিবাসী-দিগকে হজরতের বহুসংখ্যক সৈন্যের ভীতি ও উদ্ধারের পথ প্রদর্শন করিল। তৎপরে হজরত নবি করিম (ছাঃ) হযরত খালেদ, জোবাএর ও আবু ওবায়দার (রাঃ) নেতৃত্বে কয়েকদল সৈন্যকে ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে মক্কা শরিফে প্রবেশ করিতে আদেশ করিলেন এবং বলিলেন, যদি কেহ তোমাদের সহিত সংগ্রাম না করে, তবে তোমরাও কাহারও সহিত সংগ্রাম করিও না। কোন কোন স্থানে কোরাএশগণ সামান্য বাধা প্রদান করিয়া পরাজিত হইয়াছিল। হজরত নবি করিম (ছাঃ) সদলবলে মককা শরিফে

প্রবেশ করিয়া কা'বা গৃহ প্রদক্ষিণ করিলেন, তৎপরে তিনি উহার দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইয়া কোরাএশদিগকে বলিলেন, যেরূপ হজরত ইউছোপ (আঃ) তাঁহার ভ্রাতৃগণকে বলিয়াছিলেন, আমিও তোমাদিগকে সেইরূপ বলিতেছি, তোমাদের কোন চিন্তা নাই, তোমরা নির্ভীক হও। ইহাতে তাঁহারা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করিল। তৎপরে হজরত ১৫ দিবস তথায় অবস্থিতি করিয়া তথা হইতে হাওয়াজেনের দিকে যাত্রা করেন। খোদাতায়ালা নিম্নোক্ত ছুরার উক্ত সংবাদ প্রকাশ করিতেছেন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সর্বপ্রদাতা দয়ালু খোদাতায়ালার নামে (আরম্ভ করিতেছি)।

(১) اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ۙ (২) وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا ۙ (৩) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ؕ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ۙ

১। যে সময় খোদাতায়ালার সাহায্য ও জয় উপস্থিত হইবে; ২। এবং তুমি লোকদিগকে দলে দলে খোদাতায়ালার ধর্ম্মে প্রবেশ করিতে দেখিবে; ৩। তখন তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসার সহিত (তাঁহার) পবিত্রতা প্রকাশ কর এবং তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর; নিশ্চয় তিনি মহা ক্ষমাশীল।

টিকা,—

১—৩ কোন কোন টিকাকার বলেন, এই ছুরাটি মক্কা শরিফ জয়ের পূর্ব্বে অবতীর্ণ হইয়াছিল। কোন টিকাকার বলেন, ইহা

মক্কা শরিফ জয়ের পরে অবতীর্ণ হইয়াছিল। প্রথম ক্ষেত্রে উহার এইরূপ মর্ম্ম হইবে,—যে সময় খোদাতায়ালা আপনাকে সাহায্য করিয়া কোরাএশ জাতির উপর প্রবল করিবেন, মক্কা শরিফ আপনার অধিকারভুক্ত করিবেন এবং আপনি আরবের লোকদিগকে বৃহৎ বৃহৎ দলে খোদাতায়ালার মনোনীত ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে দেখিবেন, সেই সময় আপনার পক্ষে অধিক পরিমাণ খোদাতায়ালার পবিত্রতা ও প্রশংসা করা এবং স্বীয় মণ্ডলীর জন্য তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য (যেহেতু ইহার পরে আপনি অবিলম্বে ইহধাম পরিত্যাগ পুর্বক পরলোক প্রাপ্ত হইবেন) খোদাতায়ালা ক্ষমা প্রার্থনাকারীকে ক্ষমা করেন। যদি মক্কা শরিফ জয়ের পর এই ছুরা অবতীর্ণ হইয়া থাকে, তবে উহার এই প্রকারমর্ম্ম হইবে,—যে সময়ে খোদাতায়ালা আপনাকে কোরাএশ জাতির উপর জয়যুক্ত করিয়া মক্কা শরিফকে আপনার অধিকারভুক্ত করিয়াছেন এবং আপনি বহুসংখ্যক আরববাসীকে ইসলাম ধর্ম অবলম্বন করিতে দেখিলেন' (সেই সময় খোদাতায়ালা আপনার কার্য্য পুর্ণ করিয়াছেন ও আপনার প্রতি স্বীয় দান সমাপ্ত করিয়াছেন), অনন্তর আপনি তাঁহার পবিত্রতা ও প্রশংসা প্রকাশ করিতে ও স্বীয় মণ্ডলীর জন্য তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে থাকুন। নিশ্চয় খোদাতায়ালা ক্ষমাপ্রার্থীকে ক্ষমা করেন। আবু মোছলেম বলেন, খোদাতায়ালা হজরত ও তাঁহার স্থলাভী-ষিক্তগণকে বহু জাতি ও বহু সম্প্রদায়ের প্রতি পরাক্রান্ত করিয়া-ছিলেন এবং বহু দেশ তাঁহাদের করতলগত করিয়াছিলেন, প্রথম আয়তে তিনি তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন। এমাম হাছান বলেন, মক্কা শরিফ জয়ের পুর্বে লোকের অতি কষ্টে দুই চারিজন করিয়া ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতেন, কিন্তু যে সময় হজরত মক্কা শরিফ অধিকার করিলেন, সেই সময় আরববাসীরা বলিতে লাগিলেন,

আবরাহা বাদশাহ বহু হস্তী ও লক্ষাধিক সৈন্য লইয়া যে মক্কা শরিফ অধিকারভুক্ত ও যে কোরাএশ জাতির উপরে আধিপত্য স্থাপন করিতে পারেন নাই, হযরত মোহাম্মদ (ছাঃ) সহজেই সেই মক্কা শরিফ করয়ত্ত করিলেন ও সেই কোরাএশ জাতির উপর জয়যুক্ত হইলেন, ইহাই তাঁহার প্রকৃত শেষ তত্ত্ববাহক (পয়গম্বর) হওয়ার জ্বলন্ত প্রমাণ। আমরা তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে সক্ষম নহি। তৎপরে মক্কা, তায়েফ, ইমন, হাওয়াজেন ইত্যাদি আরবের বিভিন্ন প্রদেশস্থ সমগ্র সম্প্রাদায় বৃহৎ বৃহৎ দলে ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। এমাম এবনে জরির ও এবনে কছির বর্ণনা করিয়াছেন, এই ছুরা অবতীর্ণ হইলে, হজরত আব্বাছ (রাঃ) ক্রন্দন করিতে লাগিলেন; হজরত জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি জন্য ক্রন্দন করিতেছেন তিনি বলিলেন, ইহাতে আপনার ইহলোক ত্যাগ করার সংবাদ বুঝিতে পারিতেছি। হজরত বলিলেন, তাহাই সত্য।

হজরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, এই ছুরা অবতীর্ণ হওয়ার পরে হজরত বলিয়াছেন, ইমনবাসীরা আসিয়াছেন, তাহাদের হৃদয় অতি কোমল, ইমনবাসীগণ ইমানে (ধর্ম্ম বিশ্বাসে) ও ফেকৃহ তত্ত্বে (ধর্ম্মতত্ত্বে) অতি নিপুণ।

এই ছুরা অবতীর্ণ হওয়ার পরে হজরত অধিক সময় খোদা-তায়ালার সুখ্যাতি ও পবিত্রতা প্রকাশ করিতেন ও তাঁহার নিকট স্বীয় মণ্ডলীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেন।

টিপ্পনী

পাদরী সাহেবেরা বিশেষতঃ গোল্ডসেক সাহেব এই ছুরার শেষ আয়ত উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, তিনি খোদাতায়ালার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন এবং কতকগুলি হাদিছে উল্লিখিত আছে যে, তিনি প্রত্যহ শতবার ক্ষমা প্রার্থনা করিতেন, ইহাতে তাঁহার গোনাহগার হওয়া প্রতিপন্ন হয়।

তদুত্তরে আমরা বলি, কোরআন শরিফের ছুরা নজমে বর্ণিত আছে;—

فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ

'তোমরা স্ব স্ব আত্মাকে উত্তম মনে করিও না।' বর্ত্তমান ইঞ্জীলে বর্ণিত আছে, যীশু একটি দাসের দৃষ্টান্তে বলিতেছেন,— 'সেই প্রকারে (প্রভুর) আজ্ঞাপিত সমস্ত কর্ম্ম করিলে পর তোমরাও বলিও, আমরা অনুপযোগী দাস, যাহা করিতে বাধ্য ছিলাম, তাহাই করিলাম।' লুক ১৭ অঃ ১০ পদ।

আরও উক্ত ইঞ্জীলে আছে।—'আমাদের পাপ নাই ইহা যদি বলি, তবে আপনারা আপনাদীগকে ভুলাই এবং আমাদের অন্তরে সত্য নাই।' যোহন প্রথম পত্র।

কোরআন শরীফ ও প্রচলিত ইঞ্জীলের শিক্ষা অনুসারে প্রত্যেক বেগোনাহ (নিষ্পাপ) ব্যক্তি আপনাকে গোনাহগার মনে করিয়া খোদাতায়ালার নিকট ক্ষমা প্রর্থনা করিতে বাধ্য হইবেন; এই হেতু হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) বেগোনাহ হইলেও ক্ষমা প্রার্থনা করিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন এবং যীশু আপনাকে অসৎ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন; যথা—'একজন যীশুর সম্মুখে হাটু পাতীয়া তাহাকে 'সদগুরু' বলিয়া সম্বোধন করায় যীশু তাহাকে কহিলেন —'আমাকে সৎ কেন বলীতেছ? এক ঈশ্বর ব্যতিরেকে সৎ আর কেহ নাই।' মার্ক ১০ আঃ ১৭ পদ।

দ্বীতীয়—কোর-আন শরীফে অনেক স্থলে হজরত নবি করিম (ছাঃ) কে উপলক্ষ্য করিয়া কোন কথা বলা হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তৎসমুদয় স্থলে তাঁহার মণ্ডলীকে লক্ষ্য করা হইয়াছে; যথা—কোর-আন শরিফে বর্ণিত হইয়াছে,—

لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ

'অবশ্য যদি তুমি (খোদার সহিত) অংশী স্থাপন কর, তবে নিশ্চয় তোমার কার্য্য নষ্ট হইবে।' হজরতের শেরক করা নিতান্ত অসম্ভব, তবে এস্থলে তাঁহাকে উপলক্ষ্য করিয়া তাঁহার অনুগত (মতাবলম্বী বা ওম্মত) দিগকে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে।

ছুরা ইউনোছ,—

وَ اِنْ كُنْتَ فِىْ شَكٍّ مِّمَّا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ

فَسْئَلِ الَّذِيْنَ يَقْرَؤُنَ الْكِتٰبَ *

'এবং আমি যাহা তোমার প্রতি অবতারণ করিয়াছি, যদি তুমি তৎসম্বন্ধে সন্দিহান হও, তবে যাহারা গ্রন্থ পাঠ করেন, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর।'

হজরতের কোর-আন শরিফের প্রতি সন্দিহান হওয়া একান্ত অসম্ভব, তবে এস্থলে তাঁহাকে উপলক্ষ্য করিয়া তাঁহার মণ্ডলীকে সাবধান করা হইয়াছে।

এমাম জালালুদ্দীন ছিউতি ছুরা মোমেনের টিকায় লিখিয়াছেন, যদিও হজরত বে-গোনাহ ছিলেন, তথাচ খোদাতায়ালা এস্থলে তাঁহার উপলক্ষ্য করিয়া তাঁহার মণ্ডলীকে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে আদেশ করিয়াছেন।

তৃতীয়—প্রবীন উকিল মোয়াক্কেলের অপরাধকে স্বীয় অপরাধ বলিয়া বিচারকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া থাকেন, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। কোরআন শরিফে ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। 'কোর-আন' ছুরা আ'রাফে উল্লেখ আছে,—

قَالَ رَبِّ اغْفِرْلِىْ وَ لِاَخِىْ

'তিনি (হজরত মুছা (আঃ)) বলিলেন, হে আমার প্রতিপালক তুমি আমাকে ও আমার ভ্রাতাকে ক্ষমা কর।'

ইস্রায়েল বংশধরগণ হজরত মুছা (আঃ) এর অনুপস্থিতিতে এবং হজরত হারুন (আঃ) এর অবাধ্যতায় গোবৎস পূজা করিয়াছিলেন, ইহাতে উক্ত নবিদ্বয়ের কোন গোনাহ হইয়াছিল না, কিন্তু ইহা সত্ত্বেও তাঁহারা স্বীয় মণ্ডলীর গোনাহ আপনাদের গোনাহ ধারণায় ক্ষমাচাহিয়াছিলেন। সেইরূপ হজরত মোহাম্মাদ (ছাঃ) অনুগতদের গোনাহকে আপন গোনাহ ধারণা করিয়া ক্ষমা চাহিয়াছিলেন।

মূল কথা এই যে, উক্ত প্রকার আয়তে তাঁহার গোনাহগার হওয়া কিছুতেই প্রমাণিত হয় না।

ছুরা লহব (১১১)

ইহা মক্কা শরিফে অবতীর্ণ হইয়াছিল, ইহাতে ৫টি আয়ত আছে।

এমাম বোখারী ও তাহাবী বলিয়াছেন, খোদাতায়ালা হজরতের আত্মীয় স্বজনের সম্বন্ধে শাস্তির ভীতি প্রদর্শন সংক্রান্ত এই আয়ত

وَ اَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ

অবতারণ করিলে, তিনি ছাফা নামক পর্ব্বতের উপর দণ্ডায়মান হইয়া উচ্চ শব্দে বলিলেন, অদ্য প্রভাত মহা অশান্তিময়, তৎশ্রবণে কোরাএশ বংশীয় বহু লোক তথায় উপস্থিত হইল ও অক্ষম ব্যক্তি নিজের পক্ষ হইতে লোক প্রেরণ করিল। তথায় আবু-লাহাবও

উপস্থিত হইয়াছিল। তৎপরে হজরত তাহাদের সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে কোরাএশগণ! যদি আমি বলি যে, অদ্য প্রভাতে বা সন্ধ্যায় একদল শত্রু তোমাদের উপর আক্রমণ করিতে পর্ব্বতের অপর পার্শ্বে উপস্থিত হইয়াছে তবে তোমরা আমার এই বাক্যের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিবে কি না? তদুত্তরে তাহারা বলিল, অবশ্য আমরা বিশ্বাস স্থাপন করিব। আপনি কখনও মিথ্যা কথা বলেন না ইহা আমরা বেশ পরীক্ষা করিয়াছি তৎপরে হজরত বলিলেন, হে কোরাএশকুল! তোমাদের সম্মুখে জ্বলন্ত দোজখের মহা শাস্তি রহিয়াছে, যদি তোমরা আমার ও কোরআন শরিফের প্রতি আস্থা স্থাপন না কর, তবে তোমরা উহাতে নিক্ষিপ্ত হইবে। হে হাশেমের সন্তানগণ। হে আবদ্-মানাফের সন্তানগণ! হে আব্দুল মোত্তালেবের সন্তানগণ! হে কোছাইার সন্তানগণ! তোমরা স্ব স্ব আত্মাকে উক্ত শাস্তি হইতে রক্ষা কর। অয়ি ফাতেমা! যদি তুমি ঈমান গ্রহন না কর; তবে তুমি আমার সন্তান হইয়াও দোজখের অগ্নি হইতে রক্ষা পাইবে না। তৎশ্রবণে আবুলাহাব বলিতে লাগিল, তুমি এই জন্য আমাদিগকে আহ্বান করিয়াছ? তুমি বিনষ্ট হইয়া যাও।

এমাম এবনে জবির বলেন, আবুলাহাব ইহাও বলিয়াছিল, হে মোহাম্মদ (ছাঃ) যদি আমি ইস্‌লাম ধর্ম্মে দিক্ষীত হই, তবে কি পদ প্রাপ্ত হইব? তদুত্তরে হজরত বলিয়াছিলেন, মুসলমানগণ যেরূপ পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তুমিও সেইরূপ পদ প্রাপ্ত হইবে। আবুলাহাব বলিল, আমি কি তাহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর নহি। হজরত বলিলেন, তুমি কি চাহিতেছ। সেই সময় আবুলাহাব বলিল, যে ধর্ম্মে আমার ও সাধারণ মুসলমান-দিগের মধ্যে কোন রূপ ইতর বিশেষ নাই, এরূপ ধর্ম্মই ধ্বংস প্রাপ্ত হইক।

মোনিরে লিখিত আছে, হজরত নবি করিম (ছাঃ) হজরত নুহ (আঃ) এর ন্যায় দিবসে আবুলাহাবকে ইসলামের দিকে আহ্বান করিয়া রাত্রিতেও তাহার গৃহে আগমণ পুর্ব্বক তাহাকে ইসলামের দিকে আহ্বান করিতে লাগিলেন, এবং বলিলেন, যদি প্রকাশ্য ভাবে ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে তোমার লজ্জা বোধ হয়, তবে তুমি অপ্রকাশ্যে উহাতে দীক্ষিত হও। আবুলাহাব বলিল, যদি এই ছাগী শাবকটি ঈমান স্বীকার করে, তবে আমিও ঈমান স্বীকার করিব। তখন হজরত বলিলেন, হে শাবক আমি কে, তুমি কি জান? শাবকটি বাক্‌শক্তি-সম্পন্ন হইয়া বলিল, আপনি সৃষ্টিকর্ত্তার প্রেরিত পুরুষ এবং সে তাহার প্রশংসা করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে আবুলাহাব ঈর্ষান্বিত হইয়া বলিল, তাহার যাদুর বলে শাবকটিও প্রতারিত হইয়াছে এবং ক্রোধে শাবকটিকে বিনষ্ট করিয়া বলিল, উহার ধ্বংস প্রাপ্ত হওয়াই সঙ্গত, তখন শাবকটি বলিল, তুমি বিধ্বস্ত হইয়া যাও। এই সমস্ত কারণে উক্ত ছুরা অবতীর্ণ হইয়াছিল।—তঃ এবনে জরির, মোনির, এবনে কছির ও নায়ছাপুরী।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সর্বপ্রদাতা দয়ালু খোদাতায়ালার নামে (আরম্ভ করিতেছি)।

(١) تَبَّتْ يَدَا أَبِىْ لَهَبٍ وَّ تَبَّ ۝ (٢) مَا أَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَ مَا كَسَبَ ۝ (٣) سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۝ (٤) وَّ امْرَاَتُهٗ ط حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۝

(٥) فِىْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ۝

১। আবুলাহাবের হস্তদ্বয় বিনষ্ট হইয়াছে এবং সে বিনষ্ট হইয়াছে; ২। তাহার অর্থ এবং সে যাহা উপার্জ্জন করিয়াছে, (তাহা) তাহাকে রক্ষা করিল না; ৩। অচিরে সে শিখাযুক্ত অগ্নিতে প্রবেশ করিবে; ৪। এবং তাহার স্ত্রী ইন্ধন-বহণকারিণী হইয়া (উহাতে প্রবেশ করিবে); ৫। তাহার গলদেশে খোর্ম্মা-বল্কলের রজ্জু থাকিবে।

টিকা—

১। কোন টিকাকার প্রথম আয়তের অনুবাদে লিখিয়াছেন 'আবুলাহাবের দুই হস্ত ভগ্ন হউক এবং (নিশ্চয়) সে বিনষ্ট হইয়াছে।' কোন টিকাকার লিখিয়াছেন, 'আবুলাহাবের হস্তদ্বয় বিনষ্ট হউক এবং সে বিনষ্ট হউক।'

খতিব এই আয়তের টীকায় লিখিয়াছেন, আবু লাহাবের সমস্ত শরীর বিনষ্ট হউক এবং তাহাই সংঘটিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, আবুলাহাবের ইহকাল ও পরকাল বিনষ্ট হইয়াছে এবং সে স্বয়ং বিনষ্ট হইয়াছে।

মোনিরে লিখিত আছে, আবুলাহাবের কার্য্য বিনষ্ট হইয়াছে, এবং সে বিনষ্ট হইয়াছে। খাজেনে আছে, আবুলাহাবের অর্থ ও আধিপত্য বিনষ্ট হইয়াছে এবং সে বিনষ্ট হইয়াছে। আজিজিতে লিখিত আছে, আবুলাহাবের ধর্ম্মজ্ঞান ও কর্ম্ম উভয় বিনষ্ট হইয়াছে এবং স্বয়ং সে বিনষ্ট হইয়াছে। মূলকথা এই যে, এই আয়তে তাহার বিনষ্ট হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণিত হইয়াছে।

টিপ্পনী;—

এই ছুরার টিকায় গোল্ডসেক সাহেব লিখিয়াছেন;—

'একদিন মোহাম্মদ কোরেশগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, আমি তোমাদিগের পক্ষে একজন ভয়-প্রদর্শক। তোমাদের সম্মুখে কষ্টকর শাস্তি রহিয়াছে। তাহাতে আবুলাহাব বলিয়া

উঠিল, তুমি অভিশপ্ত হও। তৎপরে মোহাম্মদ এই অভিশাপ-সূচক ছুরা প্রকাশ করেন। আমরা মোহাম্মদ সাহেবের এই ব্যবহারের সহিত ইছা নবীর আচরণ তুলনা করিতে অনুরোধ করি। ইঞ্জিলে লিখিত আছে যে, মৃত্যুকালে তিনি আপনার হত্যাকারীদের নিমিত্ত ইহা বলিয়া প্রার্থনা করিলেন যে, হে পিতঃ ইহাদিগকে ক্ষমা কর।

আমাদের উত্তর :—

কোরআন শরীফ হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) এর কথা নয়, ইহা আল্লাহতায়ালার বাক্য, কাজেই হজরত নবী (ছাঃ) এর প্রতি এজন্য দোষারোপ করা একেবারে অযৌক্তিক। দ্বিতীয়, মেশকাতের ৫২৯ পৃষ্ঠায় ছহিহ বোখারী ও মোছলেমের নিম্নোক্ত হাদিছটি উদ্ধৃত করা হইয়াছে;—

ما انتقم رسول الله صلعم لنفسه في شيء قط ا لا ان ينتهك حرمة الله فينتقم لله بها ٥

'রাছুলোল্লাহ (ছাঃ) কখনও কোন বিষয়ে নিজের জন্য প্রতিশোধ গ্রহণ করেন নাই; কিন্তু যদি কাহারও কর্ত্তৃক আল্লাহর সম্মান নষ্ট করা হইত, তবে তিনি আল্লাহর জন্য উহার প্রতিশোধ লইতেন।'

প্রচারিত ইঞ্জিলেও এইরূপ শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে,—'আর যে কেহ মনুষ্য পুত্রের (যীশুর) বিরুদ্ধে কোন কথা বলে, সে ক্ষমা পাইবে, কিন্তু যে কেহ পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে কথা কহে, সে ক্ষমা পাইবে না, ইহাকালেও নয়, পরকালেও নয়।' মথি, ১২ অঃ, ৩১-৩৩ পদ।

আরও ছহিহ মোছলেম হইতে উক্ত পৃষ্ঠায় লিখিত আছে;—

عن ابي هريرة قيل يا رسول الله ادع على المشركين قال اني لم ابعث لعانا و انما بعثت رحمة ٥

'আবু হোরায়রা হইতে উল্লিখিত হইয়াছে, লোকে বলিল, ইয়া রাছুলে খোদা, আপনি মোশরেকগণের প্রতি অভিশাপ করুন। হজরত বলিলেন, নিশ্চয় আমি অভিসম্পাতকারীরূপে প্রেরিত হই নাই। অবশ্য আমি 'রহমত' (অনুগ্রহ) রূপে প্রেরিত হইয়াছি।'

তায়েফবাসীগণ কর্তৃক হজরত নির্য্যাতিত হইয়াছিলেন, এমতবস্থায় একজন ফেরেশতা প্রেরিত হইয়া বলিলেন, আপনি হুকুম করুন, আমি ইহাদের নিপাত সাধন করি, তদুত্তরে তিনি বলেন আমি তাহাদিগকে ক্ষমা করিলাম।

মক্কাবাসীগণ তাঁহার উপর যেরূপ উৎপীড়ন করিয়াছিলেন, তাহা সকলেই অবগত আছেন, যখন তিনি জয়ী বেশে মক্কা শরীফে আগমণ করেন, তখন তিনি যে ভাবে তাহাদিগকে মার্জ্জনা করেন, জগতের ইতিহাসে সেরূপ দৃষ্টান্ত অতি বিরল।

হরজতের জীবনী সন্ধান করিলে, এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইতে পারে।

পক্ষান্তরে প্রচলিত ইঞ্জিলে যীশুখৃষ্টের যেরূপ চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা পাঠে যানা যায় যে, তিনি ফরাশিদীগকে সাপের বংশ ইত্যাদি, নিজ প্রিয় শিষ্য পিতরকে শয়তান বলিয়া অভিশাপ দেন। তিনি অকারণে অভিশাপ দিয়া একটিডুম্বর বৃক্ষের নিপাত সাধন করেন। পাদরিগণ ইহার সমালোচনা করিবেন কি?

২। আবুলাহাব বলিয়াছিল যে, যদি আমার ভ্রাতুষ্পুত্রের কথিত শাস্তি সত্য হয়, তবে আমি স্বীয় অর্থ ও সন্তানের বিনিময়ে উহা হইতে মুক্তি লাভ করিতে সক্ষম হইব সেই হেতু খোদাতায়ালা বলিতেছেন, আবুলাহাবের অর্থ ও সন্তান, পিতৃ-সম্পত্তি ও স্বোপার্জিত অর্থ, মূলধন ও উহার লভ্যাংশ কিম্বা চতুষ্পদ জন্তু ও উহার শাবক তাহাকে খোদাতায়ালার কঠোর শাস্তি হইতে রক্ষা করিতে সক্ষম হইবে না।

খতিব বর্ণনা করিয়াছেন, আবুলাহাবের পুত্র ওৎবা হজরত নবী করীম (ছাঃ) এর কন্যার সহিত বিবাহিত হওয়ার পরেই আবুলাহাব ও তাহার স্ত্রী উম্মে জমিলের পরামর্শ অনুসারে হজরতের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে তালাক প্রদান করে এবং কঠোর ভাষায় বলিতে থাকে যে, আমি কোরআন শরিফ মান্য করি না। ইহাতে হজরত বলিলেন, হে খোদাতায়ালা, এই বিশ্বাসহীন লোকের প্রতি তোমার একটি কুকুরকে (ব্যাঘ্রকে) প্রবল কর। তৎশ্রবণে ওৎবা ও আবুলাহাব ভয়াতুর হইল। এক সময় আবুলাহাব তদীয় পুত্রকে লইয়া কোরাএশদিগের দলভুক্ত হইয়া বাণিজ্যহেতু শাম দেশের দিকে যাত্রা করে। একস্থানে একজন খৃষ্টান তাপস বলিল, তোমরা এস্থলে কি জন্য আগমণ করিয়াছ? এখানে অনেক ব্যাঘ্রের আবাস। আবু লাহাব ভীত হইয়া তাহার পুত্রকে অস্ত্রধারী কোরাএশদিগের ও উষ্ট্রদলের মধ্যস্থলে কতকগুলি 'বস্তা' দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া নিজে জাগ্রত রহিল। রাত্রিতে সকলেই নিদ্রিত হইয়া পড়িল। হঠাৎ একটি ব্যাঘ্র তথায় উপস্থিত হইয়া সকলকে ত্যাগ করতঃ ওৎবার মুণ্ড দিখণ্ড ও হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ করিয়া চলিয়া গেল।

বদর যুদ্ধের সপ্ত দিবস পরে আবু লাহাব বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহার আত্মীয় স্বজন আশঙ্কায় তাহার নিকট উপস্থিত হইল না, তাহার সমস্ত শরীর বিগলিত ও দুর্গন্ধময় হইয়া তথায় পড়িয়াছিল; অবশেষে লোকে উহার উপর গৃহের প্রাচীর নিক্ষেপ করিয়া উহাকে প্রোথিত করে।

৩। আবুলাহাব পরকালে দোজখের কঠিন অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইবে।

৪—৫। আবুলাহাবের স্ত্রী তাহার সহিত দোজখের অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইবে, উহার নাম উম্মে-জমিল ও আওরা ছিল। এসাম

এবনে-জরির বলেন, উম্মে জমিলকে এ জন্য ইন্ধনবহনকারিণী বলা হইয়াছে, কারণ উক্ত স্ত্রীলোক অরণ্য হইতে কাষ্ঠ বহন করিয়া আনিত এবং কণ্টকগুলি হিংসা বশতঃ পথে নিক্ষেপ করিত, এই উদ্দেশ্যে যে, যেন মসজেদে গমনকালে হজরতের পায়ে উহা বিদ্ধ হইয়া যায়। মায়ালেমে লিখিত আছে যে, এক সময় উক্ত স্ত্রীলোকটি একটি কাষ্ঠের বৃহৎ বোঝা বহন করিয়া আনিতেছিল, খোর্ম্মা বৃক্ষের রজ্জুতে উহা বন্ধন করা ছিল - যাহার একাংশ উক্ত স্ত্রীলোকের গলদেশে লাগান ছিল, স্ত্রীলোকটি ক্লান্ত হইয়া একখণ্ড প্রস্তরের উপর উপবেশন করতঃ বিশ্রাম করিতেছিল, হঠাৎ বৃহৎ বোঝাটি সরিয়া পড়িল এবং উহার ভারে তাহার গলদেশে এরূপভাবে ফাঁসী লাগিয়া গেল যে, শ্বাসরুদ্ধ হওয়ায় তাহার প্রাণবিয়োগ হইল। ইমাম রাজী বলেন, একজন ফেরেশতা কর্ত্তৃক এরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল। এবনে জায়েদ বলেন, হজরত যে সময় উক্ত নিক্ষিপ্ত কণ্টকের উপর দিয়া যাতায়াত করিতেন, তখন উহা রেশমের ন্যায় কোমল হইয়া যাইত।

এমাম এবনে জরির বলেন, কতক সংখ্যক টিকাকার حمالة الحطب এর মর্ম্ম এরূপ বলেন, উক্ত স্ত্রীলোক সংবাদ বহনকারিণী বা পর-ছিদ্রানুসন্ধান কারিণী ছিল; এক জনের কথা অন্যের নিকট প্রকাশ করতঃ তুমুল কলহের সৃষ্টি করিয়া দিত এবং হজরতকে দরিদ্র বলিয়া বিদ্রূপ করিত। এমাম এবনে জরির প্রথম মর্ম্মটি বেশী যুক্তি যুক্ত বলিয়াছেন। খাজেনে লিখিত আছে যে উহার অর্থ গোনাহ বহনকারিণীও হইতে পারে।

আয়তদ্বয়ের মূল মর্ম্ম এই যে উক্ত স্ত্রীলোক হজরতের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করণেচ্ছায় যে অবস্থায় ইন্ধন বহন করিয়া আনিত অবিকল ঐ অবস্থায় দোজখের শাস্তিতে আবদ্ধ হইবে। এমাম এবনে কছির লিখিয়াছেন, উম্মে জমিল, আবুলাহেবের

পরামর্শে উক্ত অপকার্য্য করিত, সেই হেতু পরকালে দোজখের মধ্যে উক্ত স্ত্রীলোকের মস্তকে অগ্নিময় কণ্টকের বোঝা থাকিবে এবং তাহার গলদেশে অগ্নিময় রজ্জু বন্ধন করা হইবে, এই অবস্থায় সে তাহার স্বামী আবু লাহাবের উপর ঝুকিয়া পড়িবে, ইহাতে উভয়ে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিবে। ছইদ বলেন, উক্ত স্ত্রীলোকের গলদেশে মূল্যবান হার ছিল এবং সে বলিত, (হজরত) মোহাম্মদ (ছাঃ) এর শত্রুতায় উহা ব্যয় করিব, খোদাতায়ালা উহার প্রতিফলে দোজখে অগ্নিময় গলবন্ধন তাহার গলদেশে স্থাপন করিতে হুকুম করিবেন। হজরত এবনে আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, উক্ত স্ত্রীলোকের গলদেশে সত্তর হস্ত লম্বা লৌহ শৃঙ্খল স্থাপন করা হইবে। অন্য কোন টিকাকার বলেন, উহার গলদেশে অগ্নিময় শৃঙ্খল আবদ্ধ করা হইবে, ফেরেশতাগণ উহা দ্বারা তাহাকে আকর্ষণ করিবেন উহাতে স্ত্রীলোকটি ঝুলিতে থাকিবে, তৎপরে উহা ছাড়িয়া দিলে সে দোজখাগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইবে, এইরূপ অনন্তকাল পর্য্যন্ত সে শাস্তি পাইতে থাকিবে এবনে আলি হাতেম বর্ণনা করিয়াছেন, উক্ত ছুরা অবতীর্ণ হইলে উম্মে জমিল একখণ্ড প্রস্তর হস্তে লইয়া মছজিদের নিকট উপস্থিত হয়, তথায় হজরত নবি করিম (ছাঃ) ও হজরত আবুবকর (রাঃ) উপবেশন করিয়াছিলেন, হজরত আবুবকর (রাঃ) তাহাকে বসিতে দেখিয়া বলিলেন, হজরত! উক্ত স্ত্রীলোকটি আপনার প্রতি প্রস্তর নিক্ষেপ করিতে পারে। হজরত বলিলেন, সে আমাকে দেখিতে পাইবে না। তৎপরে হজরত কোরআন শরিফের কয়েকটি আয়ত পড়িলেন, ইহাতে সেই স্ত্রীলোকটি তথায় উপস্থিত হইয়া তাহাকে দেখিতে না পাওয়ায় হজরত আবুবকরকে বলিতে লাগিলেন, আমি শ্রবণ করিয়াছি যে, তোমার সহচর (হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) আমার নিন্দাবাদ করিয়াছেন, তদুত্তরে তিনি বলিলেন, তিনি স্বয়ং তোমার

কোন প্রকার নিন্দাবাদ করেন নাই। তৎশ্রবণে সে বলিতে লাগিল, আমি কোরাএশদের নেতার কন্যা, তৎপরে সে তথা হইতে প্রস্থান করিল।—তঃ এবনে কছির, এবনে জরির, নয়ছাপুরী, মায়ালেম, খাজেন, মনির ও কবির।

ছুরা এখলাছ (১১২)

এমাম রাজি, এবনে কছির ও বাগাবী বলেন, উক্ত ছুরা মক্কা শরিফে অবতীর্ণ হইয়াছিল, একদল বিদ্বান উহার মদিনা শরীফে অবতীর্ণ হওয়ার মতাবলম্বী। অনেকে বলেন উহাতে চারিটি আয়ত আছে।

এমাম এবনে জরির বলেন, অংশীবাদিগণ হজরতের নিকট বলিয়াছিল যে, আপনি স্বীয় উপাস্য খোদাতায়ালার বংশাবলী প্রকাশ করুন। একদল য়িহুদী হজরতের নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, খোদাতায়ালা জড় ও জীব জগৎকে সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু তাহাকে কে সৃষ্টি করিয়াছে? মায়ালেম, খাজেন ও মুনিরে লিখিত আছে, আরবাদ ও আমের হজরতের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, তোমার খোদা স্বর্ণ, রৌপ্য লৌহ, কাষ্ঠ অথবা কোন বস্তু হইতে সৃষ্টি লাভ করিয়াছেন? য়ীহুদীরা বলিয়াছিল, তিনি পানাহার করেন কিনা? তিনি কাহার উত্তরাধিকারী হইয়াছে? তাঁহার উত্তরাধিকারী কে হইবে? সেই কারণে এই ছুরা অবতীর্ণ হইয়াছিল।

এবনে খোজায়মা ও এবনে আবি হাতেম বর্ণনা করিয়াছেন, হজরত মদিনা শরিফে আগমণ করিলে, আমের ও আরবদ তথায় উপস্থিত হইয়া খোদাতায়ালার বিষয় জিজ্ঞাসা করে, তদুত্তরে হজরত উক্ত ছুরা শুনাইয়া দিলেন, কিন্তু তাহারা উহার উপর

বিশ্বাস স্থাপন করিল না। আমের বলিল, যদি আপনি একখানী চুক্তিপত্র লিখিয়া দেন যে, আমি আপনার পরে আপনার স্থলাভিষিক্ত (খলিফা) হইব, তবে আপনার অনুগত হইতে পারি। হজরত বলিলেন, ইহা খোদাতায়ালার ইচ্ছা। তৎপরে আমের ও আরবাদ পরামর্শ করিয়া স্থির করিল যে, তাহারা উভয়ে হজরতকে হত্যা করিয়া দেশের নেতা হইবে। আমের আরবাদকে বলিল, আমি হজরতের সহিত কথোপকথন করিব এবং তুমি সুযোগমত তরবারির দ্বারা তাঁহার মুণ্ডপাত করিবে।

তৎপরে আমের, হজরতকে বলিল, আমি আপনার সঙ্গে নির্জ্জনে কোন কথা বলিব, তৎশ্রবণে হজরত দণ্ডায়মান হইলেন, সে কলহ করিতে করিতে বলিতে লাগিল, আমার তুল্য উপযুক্ত খলিফা আর কে হইবে ? হজরত ইহা অস্বীকার করিতেছিলেন; আমের আরবাদের দিকে ইঙ্গিত করিতেছিল, আরবাদ তরবারি কোষ হইতে বাহির করিতে চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু উহা কিছুতেই বাহির হইল না; তদ্দর্শনে হজরত বলিলেন, খোদাতায়ালা তোমাদের ষড়যন্ত্র হইতে আমাকে রক্ষা করিতে যথেষ্ট হইবেন, হঠাৎ আরবাদের উপর বজ্রপাত হইল এবং তৎক্ষণাৎ সে মৃত্যুমুখে পতিত হইল। আমের বলিতে লাগিল, আপনি আমার সঙ্গীকে হত্যা করিয়াছেন, আমি অশ্বারোহী ও পদাতীক সৈন্য দ্বারা এই প্রান্তর পরিপূর্ণ করিয়া আপনার খোদার নিকট হইতে প্রতিশোধ লইব। হজরত ছাদ কতকগুলি অশ্বারোহী সৈন্যসহ তাহাকে আক্রমণ করিতে দ্রুত-গমন করিলেন; সে পলায়ন করিয়া যাইতে যাইতে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া দেখিল যে, তাহার শরীরে প্লেগের ন্যায় স্ফোটক বাহির হইয়াছে, তৎপরে সে অশ্বারোহন পূর্ব্বক গমনকালে উহার যন্ত্রণায় অধীর হইয়া ভূপতিত হইল এবং তৎক্ষণাৎ মৃত্যু শয্যায় শায়িত হইল।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সর্বপ্রদাতা দয়ালু খোদাতায়ালার নামে (আরম্ভ করিতেছি)

(١) قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۚ (٢) اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۚ (٣) لَمْ يَلِدْ لا وَلَمْ يُوْلَدْ ۚ (٤) وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۚ

১। তুমি বল, সেই খোদাতায়ালা এক; ২। খোদাতায়ালা অভাব রহিত, ৩। তিনি জন্মদান করেন নাই এবং জাত নহেন; ৪। এবং তাহার তুল্য কেহই নাই।

টিকা:—

১। واحد (ওয়াহেদ) এবং احد (আহাদ) এই উভয় শব্দের অর্থ এক, কিন্তু যে একের কোন প্রকার অংশ নাই, তাহাকে احد (আহাদ) বলা হয় এবং যে একের অংশ আছে, তাহাকে واحد (ওয়াহেদ) বলা হয়। কোন টীকাকার বলেন, الله (আল্লাহ) শব্দের মর্ম্ম যিনি—সর্ব্বজ্ঞ, অবিনশ্বর, সর্বশক্তিমান, সৃষ্টিকর্ত্তা সর্ব্ব-দর্শী ও ইচ্ছাময় খোদাতায়ালা। احد (আহাদ) শব্দের মর্ম্ম—যিনি জড় ও জীব নহেন, জড় বা জীবের গুণ হইতে পবিত্র ও স্থান-কাল হইতে সম্বন্ধ শূন্য।

আয়তের মর্ম্ম এই যে, হে মোহাম্মদ (ছাঃ) আপনি প্রশ্নকারি-গণের উত্তরে বলুন সর্বজ্ঞ, অবিনশ্বর, সর্বশক্তিমান, সৃষ্টিকর্ত্তা, সর্বদর্শী ও ইচ্ছাময় খোদাতায়ালা এক, তাঁহার কোন প্রকার অংশ নাই, তিনি জড় জীব নহেন, জড় বা জীবের গুণ বিশেষও নহেন বা স্থান ও কালে আবদ্ধ নহেন।

২। এই আয়তে صمد শব্দের উল্লেখ আছে, উহার বহু প্রকার অর্থ আছে, এস্থলে যে সমস্ত অর্থ গ্রহণ করা সিদ্ধ, তাহা নিম্ন লিখিত হইতেছে ;—

খোদাতায়ালা পানাহার করেন না; তাঁহার কোন অংশ হইতে পারে না; তিনি অভাব রহিত, কিন্তু সমস্ত জগত তাহার সাহয্য প্রার্থী, তিনি মহা মহিমান্বিত, মহা ধৈর্য্যশীল, মহা পরাক্রমশালী বিজ্ঞ, সর্ব্বজ্ঞ, শ্রেষ্ঠতম, অবিনশ্বর, আশ্রয়দাতা, ত্রাণকর্ত্তা, অনাদি, অনন্ত ও বিশুদ্ধ।

৩। তাঁহার পুত্র কন্যা নাই বা তাহার পিতা মাতা নাই।

৪। তাঁহার তুল্য বা স্ত্রী কেহ নাই।

এই ছুরাতে সমস্ত বাতীল মতের অসত্যতা প্রকাশ করা হইয়াছে। নাস্তিকেরা খোদাতায়ালার অস্তিত্ব স্বীকার করে না, অগ্নি উপাসকেরা দুই খোদার অস্তিত্ব স্বীকার করে, খৃষ্টানেরা তিন খোদার অস্তিত্ব স্বীকার করে, অথবা এক খোদাকে তিন অংশে বিভক্ত করে, যীশু ও পবিত্র আত্মাকে খোদার দুইটি অংশ ধারণা করে, য়িহুদীরা ইস্রা (হজরত ওজাএর (আঃ) কে) খোদার পুত্র ধারণা করে এবং অংশবাদিরা প্রতিমাসমূহকে খোদার তুল্য বা জীব বিশেষকে তাঁহার অবতার ধারণা করে, কোরআন শরিফের এই ছুরায় তৎসমুদয়ের প্রতিবাদ করা হইয়াছে।—তঃ এবনে কছির, এবনে জরির, মায়ালেম, খাজেন, মোনির, নায়ছাপুরী।

হজরত বলিয়াছেন, একবার ছুরা এখলাছ, পাঠ করিলে, কোরআন শরীফের এক তৃতীয়াংশ পাঠের ফল হয়। হজরত প্রত্যেক রাত্রিতে শয়নকালে ছুরা এখলাছ, ফালাক ও নাছ পাঠ করিয়া দুই হস্তে ফুক দিতেন এবং দুই হস্ত দ্বারা সমস্ত শরীর স্পর্শ করিতেন। হজরত বলিয়াছেন, যে কেহ প্রত্যহ প্রভাত ও সন্ধ্যায় উক্ত তিনটি ছুরা তিন তিন বার পাঠ করিবে, সে প্রত্যেক সঙ্কট হইতে উদ্ধার পাইবে। ছহিহ বোখারী ও আবু দাউদ।

এমাম আবু ইয়ালী ও বয়হকি বর্ণনা করিয়াছেন যে, হজরত নবি করিম (ছাঃ) তবুকে ছিলেন, এমতাবস্থায় হজরত জিবরাইল

(আঃ) আগমন করতঃ বলিলেন, মোয়াবিয়া লায়িছি নামক আপনার একজন সহচর মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়াছেন, আপনি কি তাঁহার জানাজা পাঠ করিতে ইচ্ছা করেন? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, অবশ্য পড়তে ইচ্ছা করি। হজরত জিবরাইল পদাঘাত করিলেন, ইহাতে সম্মুখীন ভূখণ্ড এক সমতল ভূমিতে পরিণত হইল, মোয়াবিয়ার লাশ হজরতের সম্মুখে নীত হইল হজরত জানাজা পাঠান্তে আপন পশ্চাতে দুই সারি ফেরেশতাকে তাঁহার জানাজায় দণ্ডায়মান দেখিলেন, প্রত্যেক সারিতে সত্তর সহস্র ফেরেশতা ছিলেন। হজরত বলিলেন, হে জিবরাইল, এই ছাহাবা কি জন্য এত উচ্চ পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, এই ব্যক্তি অনবরত ছুরা এখলাছ পাঠ করিতেন, সেই হেতু এইরূপ উন্নত পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই হাদিছের ছনদ জইফ হইলেও হাদিছটী একে বারে অগ্রাহ্য নহে। তঃ এবনে কছির।

ছুরা ফালাক (১১৩)

ইহা কতক সংখ্যক বিদ্বানের মতে মদিনা শরীফে এবং কতক সংখ্যক বিদ্বানের মতে মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হইয়াছিল। ইহাতে পাঁচটি আয়ত আছে।

এমাম এবনে কছির প্রভৃতি হাদিছ তত্ত্ববিদ টিকাকারেরা লিখিয়াছেন, লোবাএদ নামক একজন যিহুদীর কয়েকটি কন্যা ছিল, তাহারা হজরত নবী করিমের মস্তকের কয়েকটি কেশ ও চিরুণীর কয়েকটি দাতের উপর যাদুমন্ত্র পাঠ করিয়া একাদশটি গ্রন্থি দিয়াছিল এবং এক একটি খোস্মা-মুকুলের মধ্যে রাখিয়া জোরয়ান নামক কূপের তলদেশস্থ প্রস্তরের নিম্নদেশে স্থাপন করিয়াছিল, এই যাদুর জন্য হজরতের শরীর এরূপ অসুস্থ হইয়াছিল যে, কখন কখন

তাঁহার ধারণা হইত যে, তিনি অমুক অমুক কার্য্য করিয়াছেন, অথচ তিনি তাহা করেন নাই। হজরত ছয় মাস কাল পর্য্যন্ত এইরূপ ব্যাধিগ্রস্ত ছিলেন, একরাত্রে তিনি স্বপ্নযোগে দেখিলেন যে, একজন ফেরেশতা তাঁহার শিরোদেশে এবং অন্য একজন ফেরেশতা তাঁহার পাদদেশে উপবেশন করিয়া কথোপকথন করিতেছেন, তন্মধ্যে প্রথম ফেরেশতা দ্বিতীয় ফেরেশতার নিকট হজরতের পীড়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, তদুত্তরে শেষোক্ত ফেরেশতা বলিলেন, অমুক অমুক ব্যক্তিরা অমুক বস্তুর উপর যাদুমন্ত্র পড়িয়া অমুক বস্তুর মধ্যে অমুক স্থানে প্রোথিত করিয়া রাখিয়াছে, সেই হেতু তিনি উৎকট রোগগ্রস্ত হইয়াছেন। তৎশ্রবনে হজরত জাগ্রত হইয়া প্রভাতে হজরত আলী, আম্মার ও জোবাএর (রাঃ) কে উক্ত কূপের দিকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা উহার তলদেশ হইতে উক্ত বস্তুগুলি উত্তোলন করিয়া তাঁহার নিকট আনয়ন করিলেন, সেই সময় হজরত জিবরাইল (আঃ) ফালাক ও নাছ এই ছুরাদ্বয় সহ অবতরণ করিলেন, এই ছুরা দুইটিতে একাদশটি আয়ত আছে, তিনি পরস্পর এক এক করিয়া একাদশটি আয়ত পাঠ করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে এক এক করিয়া উহার একাদশটি গ্রন্থি খুলিয়া গেল, তৎক্ষণাৎ হজরত সম্পূর্ণরূপে রোগ হইতে মুক্তি লাভ করিলেন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সর্বপ্রদাতা দয়ালু খোদাতায়ালার নামে (আরম্ভ করিতেছি।

(١) قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝ (٢) مِنْ شَرِّ مَا

خَلَقَ ۝ (٣) وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۝ (٤) وَمِنْ

شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِي الْعُقَدِ ﴿٤﴾ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴿٥﴾

১। তুমি বল, আমি প্রাতঃকালের প্রতিপালকের নিকট (নিম্নোক্ত চারিটি বিষয়ের অপকারিতা হইতে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি, ২। যাহা তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার অপকারিতা হইতে, ৩। ও রাত্রির অপকারিতা হইতে যে সময় অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়; ৪। ও গ্রন্থি সমূহে ফুৎকারকারিণী স্ত্রীলোক সকলের অপকারিতা হইতে, ৫। এবং হিংসুকের অপকারিতা হইতে যে সময় হিংসা (প্রকাশ) করে।

টিকা :—

১। এই আয়তে আরবী فلق (ফালাক) শব্দের উল্লেখ আছে উহার একার্থ প্রাতঃকাল, দ্বিতীয়, দোজখের একটি কুটির বা কূপ যাহার দ্বার উদ্ঘাটন করিলে, উহার অগ্নির মহাতাপে দোজখবাসীগণ মহা চীৎকার করিতে থাকিবে। এমাম রাজী বলেন, যে কোন বস্তু হইতে অন্য বস্তু প্রকাশিত হয়, তাহাকে فلق (ফালাক) বলে; যথা—প্রত্যেক বস্তুর বীজ, প্রস্তর, পর্বত মেঘমালা, ভূমি, জরায়ু, ডিম্ব, হৃদয় জড় ও জীব-জগত। আয়তটির মূল মর্ম্ম এই যে, হে মোহাম্মদ (ছাঃ), আপনি প্রাতঃকালের প্রভুর নিকট, দোজখের কুটির বা কূপের অধিপতির নিকট অথবা সমস্ত জড় ও জীব জগতের সৃষ্টিকর্ত্তার নিকট নিম্নোক্ত কয়েকটি বিষয়ের অপকারিতা হইতে উদ্ধার প্রার্থনা করুন।

২। প্রথম খোদাতায়ালার সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে যে সমস্ত মানবের পক্ষে অহিতকর হয়, তৎসমস্তের অপকারিতা হইতে উদ্ধার প্রার্থনা করুন।

অসৎকার্য্য করা, কাহারও প্রতি অত্যাচার করা, কাহাকেও হত্যা করা, কাহাকে প্রহার করা, কাহাকে কুবাক্য বলা' হিংস্র জন্তুতে কাহারও প্রাণ নাশ করা, সর্পে কাহাকেও দংশন করা, অগ্নিতে কাহারও দগ্ধীভূত হওয়া, কাহারও নদীতে নিমজ্জিত হওয়া এবং বিষাক্ত বস্তু পানে কাহারও মৃত্যু-প্রাপ্তি এই সমস্ত সৃষ্টির অপকারিতা ; খোদাতায়ালা এরূপ সমস্ত অপকারিতা হইতে তাঁহাকে উদ্ধার প্রার্থনা করিতে আদেশ করিয়াছেন।

দৈত্য, শয়তান' হিংস্র জন্তু সর্ব্বতোভাবে মানবের পক্ষে অহিতকর। যে স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, অসৎকার্য্যের দিকে, যে অর্থ সম্পত্তি ধর্ম্মদ্রোহিতার দিকে ও যে কুল, বিদ্যা অহঙ্কারের দিকে আকর্ষণ করে, তৎসমস্তও অহিতকর বিষয়ের মধ্যে গণ্য। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম আয়ত-বর্ণিত তিনটী বিষয়ও অহিতকর বস্তু সমূহের অন্তরগত, কিন্তু অন্যান্য বিষয়ের অপকারিতা প্রকাশ্য এবং এই তিনটী বিষয়ের অপকারিতা অপ্রকাশ্য ও অতি সাংঘাতিক, সেই হেতু উক্ত তিন বিষয় পৃথকভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। মূল কথা এই যে, এস্থলে সৃষ্টির অনিষ্ট হইতে উদ্ধার প্রার্থনা করার হুকুম হইয়াছে।

৩। এই আয়তে আরবি فاسق (গাছেক) শব্দের উল্লেখ আছে, টীকাকারেরা উক্ত শব্দের নিম্নোক্ত কয়েক প্রকার অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, রাত্রি, চন্দ্র, সূর্য্য, উজ্জ্বল নক্ষত্র, কৃত্তিকা নক্ষত্র ثريا ও অন্ধকারময় বস্তু আয়তটির নিম্নোক্ত কয়েক প্রকার অনুবাদ হইতে পারে, 'ও রাত্রির অপকারিতা হইতে যে সময় উহা অন্ধকারাবৃত হয় ; চন্দ্রের, সূর্য্যের কিম্বা উজ্জ্বল নক্ষত্রের উপকারিতা হইতে, যে সময় উহা অস্তমিত হয়, কৃত্তিকা নক্ষত্রের অপকারিতা হইতে, যে সময় উহা অস্তমিত হয় ; অন্ধকারময় বস্তুর অপকারিতা হইতে, যে সময় (উহার, অন্ধকার) ঘনীভূত হয়।' আয়তটির

সার মর্ম্ম এই যে. যে সময় সূর্য্য অস্তমিত হয়. বা রাত্রি অন্ধকারাবৃত হয়. কিম্বা রাত্রিতে যে সময় চন্দ্র বা উজ্জ্বল নক্ষত্র অস্তমিত হইয়া যায়. সেই সময় দৈত্য শয়তানের আবির্ভাব হয়. হিংস্র জীব সমূহের যাতায়াত আরম্ভ হয়. চোর দস্যুদল বহির্গত হয়. কুহকীরা কুহকজাল বিস্তার করে এবং গোনাহ গারেরা অসৎ কার্য্যে সংলিপ্ত হয় সেই অন্ধকারময় সময়ে মানব, দানব ও পশু জাতি সমূহ দ্বারা মানব জাতির প্রতি অনিষ্ট সাধিত হইতে থাকে. সেই হেতু খোদাতায়ালা বলিতেছেন হে মোহাম্মদ (ছাঃ) আপনি আপনার পরম প্রভুর, নিকট রাত্রির অন্ধকারের অনিষ্ট হইতে উদ্ধার প্রার্থনা করুন।

কোন টীকাকার বলেন. যে সময় কৃত্তিকা নক্ষত্র অস্তমিত হয়. সে সময় মহামারীর আধিক্য হয়, সেই হেতু খোদাতায়ালা উক্ত অপকারিতা হইতে উদ্ধার প্রার্থনা করিতে আদেশ করিতে-ছেন। আজিজিতে লিখিত আছে, মনুষ্যের বিবেক. ধর্ম্মদ্রোহিতা, গোনাহ. অসৎ স্বভাব ও অসৎ সঙ্গের জন্য কালিমাময় হইয়া যায়, খোদাতায়ালা এই আয়াতে উক্ত কালিমার অপকারিতা হইতেও মুক্তি প্রার্থনা করিতে বলিতেছেন।

৪। তৃতীয়,—অপবিত্র আত্মা সকল অথবা স্ত্রীলোক সকল যাদু মন্ত্র পাঠ করতঃ গ্রন্থি সমূহে ফুৎকার দিয়া মানবের অহিত সাধন করিয়া থাকে, কোর-আন শরিফে হারুত-মারুতের ঘটনা বর্ণনা স্থলে উল্লেখ হইয়াছে যে, যাদু দ্বারা স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে বিচ্ছেদ সংঘটন করা হয়। ছুন্নি সম্প্রদায়ভুক্ত বিদ্বানগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, যাদু দ্বারা মনুষ্যের অনিষ্ট সাধিত হইয়া থাকে। হাদিছ গ্রন্থে উহার মহা গোনাহ হওয়া প্রমাণিত হইয়াছে। খোদাতায়ালা এই আয়তে উক্ত কুহকীদের অপকারিতা হইতে উদ্ধার প্রার্থনা করিতে আদেশ করিয়াছেন। হাদিছ

শাস্ত্রবিশারদ শাহ অলিউল্লাহ দেহলবি (রহঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, কোর-আন শরিফের ৩৩টি আয়ত প্রত্যেক প্রভাত ও সন্ধ্যায় পাঠ করিলে, যাদুর অনিষ্ট হইতে নিরাপদে থাকিবে। যে কোন মন্ত্রে খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন জ্বেন, দৈত্য, শয়তান ইত্যাদির নামের শপথ করা হয়, অথবা উহাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা হয়, উহাও যাদু এবং শেরেকের মধ্যে গণ্য, ইহাতে ঈমান ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। কোর-আন, হাদিছ, খোদাতায়ালার নাম বা যে কোন দোয়ার মর্ম্মে শেরক না থাকে, উহা দ্বারা তাবিজ করা সিদ্ধ আছে। যে কোন তাবিজের মর্ম্ম অজানিত হয় বা উহার মর্মে কোন প্রকার শেরেক থাকে, উক্ত প্রকার তাবিজ সিদ্ধ নহে। কতক উর্দ্দু পুস্তকে অজানিত মর্ম্মের অথবা শেরেক সমন্বিত তাবিজ লিখিত আছে, অনভিজ্ঞ তাবিজ লেখকগণে উক্ত প্রকার তাবিজ লিখিয়া দেন, ইহাতে তাঁহারা শেরক রূপে মহা গোনাহ কার্য্যে লিপ্ত হইয়া ঈমান নষ্ট করিয়া থাকেন।

তফছির মোনিরে উক্ত আয়তের ব্যাখ্যায় লিখিত আছে, স্ত্রীলোকেরা কুট চক্রের দ্বারা পুরুষদের মতিভ্রম ঘটাইয়া দেয় এবং পুরুষেরা তাহাদের প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া স্ব স্ব মত পরিবর্ত্তন করিয়া তাঁহাদের মতের অনুসরণ করে সেই হেতু খোদাতায়ালা তাহাদের অনিষ্ট হইতে উদ্ধার প্রার্থনা করিতে আদেশ করিয়াছেন।

হজরত বলিয়াছেন, স্ত্রীলোকদের ন্যায় ধর্ম্ম ও বুদ্ধিহীনা, বুদ্ধিমান পুরুষের জ্ঞান নাশকারিণী (কাহাকেও) দর্শন করি নাই।

৫। বিদ্বেষকারি পরের সম্পদ দেখিয়া কাতর হয় এবং উহার ক্ষতির কামনা ও চেষ্টা করে, এই হিংসার জন্য জগতে অত্যাচার রক্তপাত তুমুল কলহ ইত্যাদি নানাবিধ মহা অনিষ্টের সৃষ্টি হয়। খোদা তায়ালা অন্যের প্রতি যে অনুগ্রহ করিয়াছেন, হিংসুক তাহাতে

বিদ্বেষভাব প্রকাশ করিরা খোদাতায়ালার সহিত বিরোধ করিতে প্রয়াস পায়। খোদাতায়ালা অদৃষ্টলিপি অনুসারে লোকের প্রতি যেরূপ সম্পদ বণ্টন করিয়াছেন, হিংস্থক তাহা অমান্য করিয়া থাকে। আকাশে সর্ব্বপ্রথম ইবলিছ হজরত আদমের প্রতি হিংসাভাব প্রকাশ করতঃ অভিসম্পাতগ্রস্ত হইয়াছিল। পৃথিবীতে সর্ব প্রথমে কাবিল, হাবিলের প্রতি হিংসা করতঃ নরহত্যা রূপ মহা গোনাহ কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছিল।

হজরত বলিয়াছেন, 'প্রাচীন মণ্ডলীরা যে পীড়ায় পীড়িত ছিল, তোমাদের মধ্যে সেই পীড়া সংক্রামিত হইয়াছে। সাবধান। সেই পীড়াদ্বেষ-হিংসা, উহা ইসলাম ধর্মের মহা ক্ষতি সাধন করিবে।'

হজরত আরও বলিয়াছেন, যেরূপ অগ্নি কাষ্ঠকে দগ্ধীভূত করে, সেইরূপ হিংসা, সৎকার্য্য সকলকে বিনষ্ট করে। খোদাতায়ালা এই আয়তে হিংস্থকের হিংসার অপকার্য্য হইতে উদ্ধার প্রার্থনা করিতে আদেশ করিয়াছেন।

টিপ্পনি ;—

(১) যদি কেহ বলেন, শ্রেষ্ঠতম প্রেরিত পুরুষের উপর যাছর ক্রিয়া প্রকাশ হওয়া কিরূপে সম্ভব হইবে? তদুত্তরে আনরা বলি, কোরাএশগণ হজরতকে যাছুকর বলিয়া অভিহিত করিত। তৎকালীন যাছুকরেরা ধারণা করিত যে, যাছুকরের উপর যাছুর ক্রিয়া প্রকাশ পাইতে পারে না। এই ধারণার বশবর্ত্তি হইয়া তাহারা বলিত যে, হজরত যদি যাছুকর হন তবে তাঁহার উপর যাছু করিলে তাঁহার কোন ক্ষতি হইবে না। আর যদি তিনি নবি হন, তবে তিনি উহার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন। যদি হজরত যাছুকরের যাছুতে পীড়িত না হইতেন, তবে কুহকীরা হজরতের প্রতি অপবাদ করার সুযোগ পাইত, এই অপবাদ হইতে নিষ্কৃতি লাভ হয়, এই কারণে খোদাতায়ালার ইচ্ছায়, উহা দ্বারা তিনি পীড়িত হইয়াছিলেন ;

(২) মৌলবী আকরাম খাঁ ছাহেব এই ছুরার টিকায় লিখিয়াছেন : 'আধুনিক লেখকেরা এই (যাদুর) বিবরণটি ভিত্তিহীন বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা বলেন, একটা কেশে কয়েকটি গ্রন্থি দিয়া হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার ন্যায় মহাপুরুষের দিব্যজ্ঞানের বিকার ঘটান যদি নবীদের ন্যায় একজন নগণ্য এহুদীর পক্ষে সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে জগতের অভিধান হইতে অসম্ভব কথাটা চিরকালের মত মুছিয়া যাওয়া উচিত। কোর-আনের একটি আয়তে প্রকারান্তরে এই মতের সমর্থনই হইতেছে। ছুরা ফোরকানে বর্ণিত হইয়াছে :—'এবং অত্যাচারী (কাফেরগণ) মুছলমানদিগকে সম্বোধন করিয়া বলে, তোমরা তো একজন জাদু ও মায়াবিষ্ট লোকের অনুসরণ করিতেছ মাত্র। দেখ, তাহারা তোমার সম্বন্ধে কিরূপ উপমার সৃষ্টি করিয়াছে, ইহার ফলে তাহারা ভ্রষ্ট হইয়া গেল, সুতরাং আর পথ পাইতে সমর্থ হইবে না (১ম রুকু)। এই আয়তে স্পষ্টতঃ জানা যাইতেছে যে হজরতকে কেহ যাদু করিয়াছে আরবের কাফেরগণই একথা বলিত। এই আয়তে ঐ প্রকার উক্তির কঠোর প্রতিবাদ করিয়া ঐ মিথ্যা কথার প্রচারক দিগকে অত্যাচারী ও পথভ্রষ্ট বলা হইতেছে।

আমাদের উত্তর :—

খাঁ ছাহেব কাদিয়ানি মিষ্টার মোহম্মদ আলির অনুসরণ করিয়া এইরূপ লিখিয়াছেন, ইনি ভ্রান্ত মো'তাজেলা দলের মত গ্রহণ করিয়াছেন। মুছলমানদিগের সমস্ত তফছিরে, এমন কি ছহিহ বোখারির ২৮৫ পৃষ্ঠায়, ছহিহ মোছলেমের ২।২২১ পৃষ্ঠায় ও ছহিহ নাছায়ির ২।১৭১ পৃষ্ঠায় একজন য়িহুদীর হজরতের উপর যাদু করার কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

ছুন্নত জামায়াতের আলেম মো'তাজেলাদের উক্ত প্রকার মত খণ্ডনে বলিয়াছেন, নবুয়ত ও খোদার হুকুম প্রচার সম্বন্ধে হজরত নবি করিম (ছাঃ) এর সত্যবাদী ও অভ্রান্ত হওয়ার বহু অকাট্য দলিল বর্ত্তমান আছে। যখন মোহাদ্দেছগণের নিকট যাদুর ঘটনা ছহিহ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, তখন ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া উহা অস্বীকার করার দরকার কি ?

উক্ত ঘটনা সত্য বলিয়া স্বীকার করিলে, কাফেরদের সত্যবাদী হওয়া সপ্রমাণ হয় না; কেননা উক্ত কাফেরেরা এই মর্ম্মে উক্ত শব্দ ব্যবহার করিত যে, যাদুতে হজরতের জ্ঞান একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছিল, এই জন্য তিনি পুর্বপুরুষগণের দীন ত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু হাদিছ শরিফে হজরতের উপর যে যাদু করার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাতে তাঁহার জ্ঞান লোপ হওয়ার কথা প্রমাণিত হয় না, ইহাতে তাঁহার শরীরে পীড়া জন্মিবার কথাই বুঝা যায়। ইহা কেহই এনকার করিতে পারে না। কাজি এয়াজ বলিয়াছেন, এই হাদিছের কোন কোন রেওয়াএতে আসিয়াছে যে, তাঁহার শরীর ও বাহ্য অবয়বের প্রতি যাদুর ক্রিয়া হইয়াছিল, তাঁহার অন্তর, জ্ঞান ও বিশ্বাসের প্রতি যাদুর ক্রিয়া হয় নাই, আর শরীরের উপর যাদুর ক্রিয়া প্রকাশ হইলে নবুয়ত ও রেছালতের উপর কোন প্রকার ভ্রান্তি ও সন্দেহ সৃষ্টি হইতে পারে না বা ইহার প্রতি ভ্রান্তদলের কোন প্রকার দোষারোপের সুযোগ থাকে না। হজরত কখনও স্ত্রী-সঙ্গম না করিয়া স্ত্রী-সঙ্গম করার ধারণা করিতেন, ইহা শরীরের পীড়ার আধিক্য বশতঃ ঘটিয়াছিল, কিন্তু হাদিছ শরীফে এরূপ কোন কথা নাই যে কোর-আন শ্রবণ ও জিবরাইলের বাক্য শ্রবণকালে তাঁহার এইরূপ ভ্রম ও সন্দেহ হইত। তফছিরে এবনে কছির, দোরে'ল মনছুর ইত্যাদি পাঠে জানা যায় যে, কোন কোন হাদিছে স্পষ্টই উল্লিখিত হইয়াছে যে, ছুরা নাছ

ও ফালাক' এই যাদু সম্বন্ধে নাজেল হইয়াছিল। উক্ত ছুরা দুইটির মদিনা শরিফে নাজেল হওয়াই ছহিহ মত; উক্ত ছুরাদ্বয়ের মক্কা শরিফে নাজেল হওয়া ছহিহ নহে। তফছির জোমাল, ৪।৬০৫ ফৎহোল-বায়ান, ১০।৩৬৩ ও এৎকান ১৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। ইহাতে খাঁ ছাহেবের প্রশ্নগুলির বাতীল হওয়া প্রকাশিত হইল।

৩) গোল্ড্‌সেক সাহেব এস্থলে লিখিয়াছেন;—

'যখন মোহাম্মদ ছাহেব যাদু দ্বারা বিমুগ্ধ হইতেন, তখন তিনি মনে করিতেন যে, তিনি কোন কার্য্য করিতেছেন, কিন্তু বাস্তবিক তিনি তাহা করেন নাই। তবে হইতে পারে যে, তিনি মনে করিতেন, তিনি জিবরাইলকে দেখিতেছেন ও তাঁহার বাক্য শুনিতেছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেই সমস্ত মোহাম্মদের ভুল।

তদুত্তরে আমরা বলি যে, হজরত মুছা, ইছা প্রভৃতি প্রত্যেক নবীর শারীরিক পীড়া হইত, পীড়া বশতঃ তাঁহাদের অচৈতন্য হওয়া বা ঐরূপ ভ্রমসঙ্কুল ধারণার সৃষ্টি হওয়া অবস্তব ছিল না। প্রচলিত বাইবেলে যীশুর সুরা পান করার কথাও আছে, না জানি উহার নেশা লাগিলে যীশুর কিরূপ মতিভ্রম ঘটিত। এক্ষেত্রে পাদরিগণ যে বাতীল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) এর উপর অযথা অপবাদ প্রয়োগ করিয়া থাকেন, সেই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহারা হজরত মুছা, ইছা প্রভৃতি নবিগণের উপরও উপরোক্ত প্রকার অপবাদ প্রয়োগ করিবেন কি ?

৪) গোল্ড্‌সেক সাহেব এই ছুরা দুইটির কোরআন শরিফের অংশ না হওয়ার দাবি করিয়াছেন; কিন্তু ইহা যে বাতীল দাবি, তাহা আমি প্রথম পারার ছুরা ফাতেহার তফছিরে সপ্রমাণ করিয়াছি।

——

ছুরা নাছ [১১৪]

এই ছুরাটি মক্কা শরিফে অবতীর্ণ হইয়াছিল, কি মদীনা শরিফে অবতীর্ণ হইয়াছিল, ইহাতে বিদ্বানদিগের মতভেদ হইয়াছে। ইহাতে ৬টি আয়ত আছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সর্ব্বপ্রদাতা দয়ালু খোদাতায়ালার নামে (আরম্ভ করিতেছি)।

(۱) قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۙ (۲) مَلِكِ النَّاسِ

(۳) اِلٰهِ النَّاسِ ۙ (۴) مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۙ۬ الْخَنَّاسِ ۙ

(۵) الَّذِيْ يُوَسْوِسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۙ (۶) مِنَ

الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۙ

১—৬। তুমি বল, যে লুক্কায়িত (বা পশ্চাদপদসরণকারী) কুমন্ত্রণাদায়ক (শয়তান) দানব ও মানব জাতীয় লোকদের অন্তর সমূহে কুমন্ত্রণা প্রদান করে, তাহার অনিষ্ট হইতে আমি লোকদিগের প্রতিপালক, লোকদিগের রাজা, লোকদিগের উপাস্যের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি

টিকা :—

খোদাতায়ালা হজরতকে এই ছুরায় বলিতেছেন, হে মোহাম্মদ (ছাঃ), আপনি জেন ও মানব জাতির প্রতিপালক, বাদশাহ ও উপাস্য খোদাতায়ালার নিকট উক্ত শয়তানের কুটচক্র ও কুমন্ত্রণার অনিষ্ট হইতে উদ্ধার প্রার্থনা করুন, যে শয়তান খোদাতায়ালার

নামোচ্চারণ, কোরআন পাঠ ও ফেরেশতাগণের উপস্থিতি কালে পলায়ন করে এবং জেন ও মনুষ্যগণের অন্তরে অসৎ প্রবৃত্তি জন্মাইয়া দেয়।

ছহিহ বোখারিতে বর্ণিত আছে, হজরত বলিয়াছেন, হে সহচরবৃন্দ! তোমাদের প্রত্যেকের সহিত এক একটি শয়তান (নফছ) সহচররূপে সৃজিত হইয়াছে, তাঁহারা বলিলেন, আপনার অবস্থাও কি ঐরূপ? হজরত বলিলেন, তাহাই বটে, কিন্তু এইটুকু প্রভেদ যে, খোদাতায়ালার সহায়তায় সেই শয়তান আমার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে এবং আমাকে কুমন্ত্রণা দিতে পারে না।

ছহিহ বোখারি ও মোছলেমে বর্ণিত আছে, হজরত বলিয়াছেন, শয়তান রক্তের ন্যায় মনুষ্যের ধমনীতে প্রধাবিত হয়।

মেশকাতের একটি হাদিছে উল্লেখ হইয়াছে, শয়তান মনুষ্যের হৃদয়ে উপবিষ্ট থাকে, যখন সে খোদাতায়ালার নামোচ্চারণ করে, তখন উক্ত শয়তান পলায়ন করে এবং যখন সে উহা হইতে অমোনযোগী হয়, তখন শয়তান তাহার অন্তরে কুমন্ত্রণা দিতে থাকে। এহইয়াওল-উলুম ও আজিজিতে লিখিত আছে যে, শয়তানের কুটচক্র বর্ণনাতীত, তন্মধ্যে কয়েকটি নিম্নে লিখিত হইতেছে :—

খোদাতায়ালার জাত ও গুণাবলী (ছেফাত), প্রেরিত পুরুষগণের প্রেরিতত্বের নিগূঢ় তত্ত্ব; পারলৌকিক ঘটনা সমূহের প্রকৃত তত্ত্বোদ্‌ঘাটন, মনুষ্য অক্ষম কিম্বা সক্ষম, ইহার বিশদ ব্যাখ্যা, অদৃষ্টলিপির তত্ত্বানুসন্ধান, হজরতের সহচরবর্গের মধ্যে যে মনো-মালিন্য বা সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কোন্ দল সত্যপরায়ণ ছিলেন, ইত্যাদি বিষয়গুলি যাহা সাধারণ লোকের জ্ঞানাতীত, তৎসমুদয়ের আলোচনা করার আকাঙ্খা শয়তান তাহাদের হৃদয়ে বলবৎ করে। সৎকার্য্য না করিয়াও

মহত্তের সুপারিশে মুক্তিলাভ করা, সামান্য সৎকার্য্যে বহু ফললাভ হওয়া, খোদাতায়ালার কি ধর্ম্মদ্রোহী, কি বিশ্বাসী সকলকেই পর-কালে ক্ষমা করা এবং খোদাতায়ালার শাস্তি হইতে নিশ্চিন্ত হওয়ার কু-ধারণা শয়তান পৌত্তলিকদেয় হৃদয়ে বদ্ধমূল করে। কাহারও হৃদয়ে খোদাতায়ালার দয়া ও সুফল দান হইতে নৈরাশ্য জন্মাইয়া দেয়, এরূপ শয়তান পৌত্তলিকদের হৃদয়ে প্রতিমা পূজায় খোদা-তায়ালার নৈকট্য লাভের আশা এবং দেব-দেবীর উপাসনা ত্যাগে সন্তান ও অর্থের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা বলবৎ করে, নামাজিদের হৃদয়ে সম্মান লাভেচ্ছায় নামাজ পাঠ করার ধারণা জন্মাইয়া দেয়; নামাজের রাকায়াতের হ্রাস বৃদ্ধি বা উহার কোন ফরজ নষ্ট করাইবার চেষ্টা করে; মিষ্টস্বরে কোরআন পাঠের বা আরবী অক্ষরগুলি উচ্চারণের আড়ম্বরে সংলিপ্ত করিয়া নামাজের প্রাণ স্বরূপ খোদাতায়ালার স্মরণ ও আয়তের অর্থজ্ঞান হইতে বিমুখ করে; জাকাত দানে দরিদ্রতা আনয়ন করার ভীতি প্রদর্শন করে, দান খয়রাতে সম্ভ্রম লাভের আকাঙ্খা বলবৎ করে; অবৈধ কর্ম্মে বিপুল অর্থব্যয় করিতে উত্তেজিত করে; ক্রোধের সময় বিপক্ষ দলের নিকট হইতে প্রতিশোধ না লওয়া অক্ষমতা বা লাঞ্ছনার লক্ষণ বলিয়া প্রতিশোধ লইতে উত্তেজিত করে; কাম রিপু চরিতার্থ ও সম্ভ্রম লাভ করাই জগতের প্রকৃত সুখ হওয়ার ধারণা জন্মাইয়া দেয়; উপাসনা কার্য্যে সামান্য কষ্ট করা মহা নেকি বলিয়া প্রকাশ করে; ধর্ম্মদ্রোহিদের পক্ষে প্রতিমা পূজায় মহা মহা কষ্ট করা সহজ করিয়া দেখায়; প্রতিমার জন্য স্বীয় প্রাণ নষ্ট করিতে, সন্তানের স্নেহে বা স্বামীর প্রেমে আত্মাহুতি দানে উত্তেজিত করে; রূপবতী বেশভূষায় সজ্জিতা স্ত্রী থাকিতে রূপহীনা চরিত্রহীনা বেশ্যার প্রেমে উন্মত্ত করে; ধনাঢ্য লোকদিগকে দরিদ্রদের অর্থ-সম্পত্তি আত্মসাৎ করিতে এবং কল্পনার বশবর্ত্তী হইয়া লোকের

প্রাণ নাশ করিতে উত্তেজিত করে ; কাহাকে নফল কার্য্যে লিপ্ত থাকিতে ও ফরজ কার্য্য নষ্ট করিতে উত্তেজিত করে ; কাহাকে সুদ উৎকোচ ইত্যাদি অবৈধ অর্থ সঞ্চয় করিতে এবং তদ্দারা মছজেদ, মাদ্রাছা, পান্থশালা ও সেতু নির্মাণ করিতে উৎসাহ দেয় ; কাহাকে নফল রোজা করিতে, হারাম বস্তুদ্বারা এফতার করিতে, অন্তরে লোকের ভক্তি অর্জ্জনের আকাঙ্খা করিতে ও রসনায় পরনিন্দা করিতে উত্তেজিত করে ; কাহাকেও পরের প্রতি অত্যাচার করিয়া পরের স্বত্ব নষ্ট করিয়া, পরের নিকট ঋণগ্রস্থ থাকিয়া ও অবৈধ অর্থ লইয়া হজ্জ করিতে উৎসাহ দেয়; কতককে মহা গোনাহ কার্য্যে লিপ্ত রাখিয়া লোকের উপদেষ্টা সাজিতে উত্তেজিত করে ; কোন কোন তরিকত—হীন লোককে বাহ্য আড়ম্বর ও বাকপটুতার গুণে আপনাকে তরিকতপন্থী পীর বলিয়া প্রকাশ করিতে উৎসাহ দেয় ; কতক ভণ্ড তপস্বীকে শরিয়তের সীমা অতিক্রম করাইয়া, নিজেকে মহা ফকির বলিয়া প্রকাশ করতে উত্তেজিত করে ; কাহাকে নামাজ, রোজায় লিপ্ত রাখিয়া হজ্জ জাকাত হইতে বিরত থাকিতে উৎসাহ দেয় ; অর্থশালি, সাধু বিদ্বান ও কুলীনদিগকে আত্মগরিমা ও অহঙ্কারে লিপ্ত রাখে ; কতককে নহো, ছরফ, মন্তেক ইত্যাদি বিদ্যা পাঠে আজীবন সংলিপ্ত রাখিরা কোরআন, হাদিছ ও ফেকহ শাস্ত্র পাঠ হইতে বিরত রাখে ; কাহাকে ধর্ম্মের বাহ্যজ্ঞান (জাহিরি এল্‌ম) শিক্ষা করিতে লিপ্ত রাখিয়া উহার আধ্যাত্মিক জ্ঞান (বাতেনি এল্‌ম) হইতে বঞ্চিত রাখিতে প্রয়াস পায়। শয়তানের এইরূপ কুটচক্র সংখ্যাতীত, উহার বিস্তারিত বিবরণ এহইয়াওল উলুম ইত্যাদি গ্রন্থে বর্ণিত আছে।

টিকাকারেরা বলেন, উক্ত ছুরার নিম্নোক্ত প্রকার অনুবাদ হইতে পারে,—'তুমি বল, যে দানব ও মানব জাতীর পশ্চাদপদসরণকারী কুমন্ত্রণাদায়ক (শয়তান) লোকদের হৃদয় সমূহে কুমন্ত্রণা দান করে,

তাহার অনিষ্ট হইতে আমি লোকদিগের প্রতিপালক, লোকদিগের রাজা, লোকদিগের উপাস্তের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি।'

খোদাতায়ালা এই ছুরায় দুই প্রকার শয়তানের অনিষ্ট হইতে,—প্রথম, জেন-জাতীয় শয়তানের অনিষ্ট হইতে—যাহা ইতিপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে, দ্বিতীয়, মানব-জাতীয় শয়তানের অনিষ্ট হইতে উদ্ধার প্রার্থনা করিতে আদেশ করিয়াছেন। এস্থলে কুপথ প্রদর্শক, মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চক লোকদিগকে ও বেদায়াত প্রচারক বিদ্বানগণকে মানব জাতীয় শয়তান বলা হইয়াছে।

হজরত বলিয়াছেন, 'শেষ যুগে মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চক (দাজ্জাল) সকল বাহির হইবে, তোমাদের নিকট এরূপ কথা সকল প্রকাশ করিবে, যাহা তোমরা শুন নাই ও তোমাদের পূর্বপুরুষগণ শুনেন নাই, অনন্তর তোমরা তাহাদের নিকট গমন করিও না এবং তাহাদিগকে তোমাদের নিকট স্থান দিও না, (যেন) তোমাদিগকে বিপথগামী ও ধর্ম্মহীন না করে।'

আরও হজরত বলিয়াছেন, 'শয়তান মানবরূপ ধরিয়া জন-সমাজে আবির্ভূত হওতঃ মিথ্যা প্রকাশ করিবে।

ছুন্নি সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধবাদী বিদ্বান ও শরিয়তের বিরুদ্ধবাদী প্রবঞ্চক ফকির দল এই শ্রেণীভুক্ত।

বয়জবি, মোনির ও নায়ছাপুরি ইত্যাদি গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, পঞ্চম আয়তস্থ فى صدور الناس এর الناس শব্দ মূলে الناسى ছিল, উহার অর্থ অমনোযোগী, এক্ষেত্রে পঞ্চম ও ষষ্ঠ আয়তের অনুবাদ এইরূপ হইবে ;

'যে (শয়তান), অমনোযোগী দানব ও মানব সকলের হৃদয় সমূহে কুমন্ত্রণা প্রদান করে।' অর্থাৎ শয়তান উক্ত জেন ও মনুষ্যদের হৃদয়ে কুমন্ত্রনা দান করে—যাহারা খোদাতায়ালার স্মরণ হইতে অমনোযোগী থাকে।

আজিজিতে লিখিত আছে, শয়তানের কূটচক্র হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য নিম্নোক্ত তিনটী কার্য্য করা একান্ত আবশ্যক :— প্রথম—উহার কূটচক্রের সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান লাভ করিবে ; দ্বিতীয়—উহার কুমন্ত্রণার দিকে ভ্রুক্ষেপ করিবে না ; তৃতীয়—রসনা ও অন্তঃকরণ দ্বারা সর্ব্বদা খোদাতায়ালার জেক্‌র করিবে এবং মনকে কাম ক্রোধ হইতে বিশুদ্ধ করিবে।

টিপ্পনী :—

বাবু গিরীশচন্দ্র সেন ছুরা ফিলের ৩য় আয়তের طير শব্দের অর্থ বিহঙ্গ, ৪র্থ আয়তের حجارة শব্দের অর্থ প্রস্তর এবং ৫ম আয়তের عصف শব্দের অর্থ শস্যক্ষেত্র লিখিয়াছেন। কিন্তু প্রথম স্থলে বিহঙ্গ সকল, দ্বিতীয় স্থলে প্রস্তর সকল ; ও তৃতীয় স্থলে শস্যপত্র বা তৃণ হইবে। মৌলবী আব্বাছ আলী সাহেব দ্বিতীয় স্থলে পাথর লিখিয়াছেন, কিন্তু তথায় প্রস্তর সকল হইবে।

বাবু গিরীশচন্দ্র সেন ছুরা কোরাএশের প্রথম ও দ্বিতীয় আয়তের অনুবাদে লিখিয়াছেন, কোরাএশদের সম্মিলন জন্য, তাহাদের সম্মিলন শীত গ্রীষ্মে বিদেশ যাত্রায় হইয়াছে। মৌলবী আব্বাছ আলী সাহেব লিখিয়াছেন, 'কোরাএশের মিলন জন্য, তাহাদের মিলন শীত এবং গরমির ছফরে হইয়াছে।'

প্রকৃত অনুবাদ এইরূপ হইবে,—('আশ্চর্য্যান্বিত হও) কোরেশদের আগ্রহান্বিত হওয়ার জন্য, তাহাদের শীত ও গ্রীষ্মকালে বিদেশ যাত্রায় আগ্রহান্বিত হওয়ার জন্য।

বাবু গিরীশচন্দ্র সেন ৪র্থ আয়তে লিখিয়াছেন, 'তিনি তাহাদিগকে' এস্থলে 'যিনি তাহাদিগকে' হইবে।

মৌলবী আব্বাছ আলী সাহেব উক্ত আয়তে من جوع এর অর্থ লিখিয়াছেন, 'ক্ষুধার সময়.' কিন্তু মায়ালেম, খাজেন ও মোনিরে উহার অর্থে লিখিত আছে, من بعد جوع "ক্ষুধার পরে।"

বাবু গিরীশচন্দ্র সেন ছুরা মাউনের ২য় আয়তের يَتِيْم শব্দের অর্থ 'নিরাশ্রয়' এবং يَدُعُّ শব্দেব অর্থ 'দুঃখ দেয়' লিখিয়াছেন, কিন্তু প্রথম স্থলে 'পিতৃহীন সন্তান' এবং দ্বিতীয় স্থলে 'কঠোর ভাবে বিতাড়িত করে,' হইবে। তিনি ৪র্থ আয়তের مصلين এর অর্থ উপাসকদিগকে এবং ৭ম আয়তের يمنعون এর অর্থ 'নিবৃত্তি থাকে' লিখিয়াছেন, কিন্তু প্রথম স্থলে 'নামাজানুষ্ঠানকারীদিগকে' এবং দ্বিতীয় স্থলে 'নিষেধ করে' লিখিলে, উত্তম হইত।

বাবু গিরীশচন্দ্র সেন ছুরা কওছরের ২য় আয়তের انحر শব্দের অর্থ 'উষ্ট্র বলিদান কর' লিখিয়াছেন, এস্থলে 'গো, উষ্ট্র কোরবানি কর' হইবে। মৌলবী আব্বাছ আলী সাহেব لربك এর অর্থে 'রবের সামেনে' লিখিয়াছেন, কিন্তু এস্থলে 'রবের (প্রতিপালকের) জন্য' হইবে। বাবু গিরীশচন্দ্র সেন ছুরা কাফেরুনের ৩য় আয়তের অনুবাদে 'তোমরা তাহাকে অর্চনা কর না' লিখিয়াছেন, কিন্তু এস্থলে 'তোমরা তাঁহার পূজক নও' লিখিলে ভাল হইত। এইরূপ মৌলবী আব্বাছ আলি সাহেব লিখিয়াছেন, 'তোমরা তাঁহার এবাদত কর না' এস্থলে 'তোমরা তাঁহার পূজক নও' লিখিলে ভাল হইত। তিনি চতুর্থ আয়তের অনুবাদ লিখেন নাই, পরিত্যক্ত অংশ এই,—'এবং তোমরা তাঁহার পূজা করিয়াছ, আমি তাঁহার পূজক নহি।

বাবু গিরীশচন্দ্র সেন এই আয়তের عبدتم এর অর্থ 'পূজা কর লিখিয়াছেন, এস্থলে প্রকৃত অনুবাদ পূজা করিয়াছ হইবে। তিনি ছুরা নছরের প্রথম আয়তের অনুবাদে লিখিয়াছেন,— 'যখন ঈশ্বরের সাহায্য উপস্থিত হইবে এবং (মক্কা) জয় হইবে। মৌলবী আব্বাছ আলি সাহেব লিখিয়াছেন, 'যখন আল্লাহর সাহায্য আসিবে এবং জয় হইবে এস্থলে 'যখন খোদাতায়ালার সাহায্য ও জয় উপস্থিত হইবে লেখা উচিত ছিল। মৌলবি

আব্বাছ আলি সাহেবকে 'মক্কা' শব্দ বন্ধনীর মধ্যে লেখা উচিত ছিল।

বাবু গিরীশচন্দ্র সেন উক্ত ছুরার ৩ আয়তের অনুবাদে লিখিয়াছেন, 'অতএব আপন প্রতিপালকের প্রশংসার স্তব কর।' মৌলবি আব্বাছ আলি সাহেব লিখিয়াছেন, 'অতএব আপন রবের প্রশংসার তছবিহ কর,' এস্থলে প্রকৃত অনুবাদ এইরূপ হইবে, 'তখন তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসার সহিত (তাহার) পবিত্রতা প্রকাশ কর।' বাবু গিরীশচন্দ্র সেন উক্ত আয়তের تواب শব্দের অর্থ প্রত্যাবর্ত্তনকারী' লিখিয়াছেন, এস্থলে 'মহা ক্ষমাশীল' হইবে।

বাবু গিরিশচন্দ্র সেন ছুরা লহবের প্রথম আয়তের অনুবাদে লিখিয়াছেন, 'আবু লহবের হস্ত বিনষ্ট হউক। এস্থলে প্রকৃত অনুবাদ একরূপ হইবে, আবু লহবের দুই হস্ত বিনষ্ট হউক এবং সে বিনষ্ট হউক।'

দ্বিতীয় আয়তের 'কিছুই' শব্দ বন্ধনীর মধ্যে হইবে; তিনি ৪—৫ আয়তের অনুবাদে লিখিয়াছেন, 'অবশ্য সে এবং তাহার ভার্য্যা শিখাবিশিষ্ট অনলে উপস্থিত হইবে তাহার গ্রীবাদেশে ইন্ধন উত্তোলক খোর্ম্মা বল্কলের রজ্জু থাকিবে।' এস্থলে প্রকৃত অনুবাদ এইরূপ হইবে, অচিরে সে শিখাবিশিষ্ট অনলে উপস্থিত হইবে, এবং তাহার ভার্য্যা ইন্ধন-বহনকারীনী হইয়া (উহাতে উপস্থিত হইবে) তাহার গ্রীবাদেশে খোর্ম্মা বল্কলের রজ্জু থাকিবে। মৌলবী আব্বাছ আলী সাহেব ৪—৫ আয়তের এইরূপ ভ্রমাত্মক অনুবাদ করিয়াছেন 'তাহার স্ত্রী কাঠের মোট বহিয়া বেড়াইত, তাহার ঘাড়ে খেজুর ছালের রশি থাকিত।' প্রকৃত অনুবাদ পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে।

বাবু গিরিশচন্দ্র সেন ও মৌলবী আব্বাছ আলি সাহেব ছুরা এখলাছের দ্বিতীয় আয়তস্থ صمد শব্দের অর্থ 'নিষ্কাম' লিখিয়াছেন

কিন্তু উহার প্রকৃত অর্থ অভাব-রহিত, অবিনশ্বর, অনাদি, অনন্ত ইত্যাদি। উক্ত আয়তের অনুবাদ এইরূপ হইবে, 'খোদাতায়ালা অভাব রহিত বা অবিনশ্বর।'

আরও গিরিশ বাবু তৃতীয় আয়তের অনুবাদে লিখিয়াছেন,—'তিনি জাত নহেন ও জন্মদান করেন নাই।' এস্থলে 'তিনি জন্মদান করেন নাই এবং জাত নহেন' হইবে;

আরও তিনি ছুরা ফালাকের দ্বিতীয় আয়তের ما خلق এর অনুবাদে লিখিয়াছেন, 'যাহা সৃষ্টি হইয়াছে' এস্থলে প্রকৃত অনুবাদ এইরূপ হইবে, 'যাহা তিনি (খোদাতায়ালা) সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি তৃতীয় আয়তের غاسق এর অর্থ 'প্রথম রজনীর অন্ধকার' লিখিয়াছেন, কিন্তু উহার অর্থ রজনী, চন্দ্র, সূর্য্য উজ্জল নক্ষত্র, কৃত্তিকা নক্ষত্র ও অন্ধকারময় বস্তু হইবে, তিনি এই আয়তের অনুবাদে লিখিয়াছেন, 'প্রথম রজনীর অন্ধকার যখন বিকীর্ণ হয় সেই অন্ধকারের অপকারিতা হইতে।' মৌলবী আব্বাছ আলি সাহেব লিখিয়াছেন, 'এবং যখন অন্ধকার ঘন (ঘনীভূত) হইয়া আসে, তাহার অনিষ্ট হইতে।' এস্থলে 'রাত্রির অপকারিতা হইতে যে সময় তমসাবৃত হয়, চন্দ্র, সূর্য্য অথবা উজ্জল নক্ষত্রের অনিষ্ট হইতে যে সময় অস্তমিত হয়, কৃত্তিকা নক্ষত্রের অনিষ্ট হইতে যখন অস্তমিত হয়, কিম্বা অন্ধকারময় বস্তুর অনিষ্ট হইতে যখন (উহার) অন্ধকার ঘনীভূত হয়' হওয়া উচিত। গিরীশ বাবু চতুর্থ আয়তের النفثت শব্দের অর্থ 'কুহককারিণী' লিখিয়াছেন, উহার অর্থ 'ফুৎকারকারিণী' লেখাই উচিত।

মৌলবী আব্বাছ আলী সাহেব ছুরা নাছের ৪—৫ আয়তের অনুবাদে লিখিয়াছেন, 'বল মানুষের অন্তরে যে যে কুহক (কুমন্ত্রণা) দেয়, সেই জ্বেন ও মানুষ তাহাদের অনিষ্ট হইতে, যাহারা কুহক দিয়া লুকাইয়া যায়।'

এস্থলে প্রকৃত অনুবাদ এইরূপ হইবে,— 'তুমি বল, যে দানব ও মানব জাতির লুক্কায়িত (বা পশ্চাদানুসরণকারী) কুমন্ত্রণাদয়ক (শয়তান) মনুষ্যদের হৃদয় সমূহে কুমন্ত্রনা দান করে, তাহার অনিষ্ট হইতে।'

গিরীশ বাবু এই ছুরার فی صدور الناس এর অনুবাদে লিখিয়াছেন, 'মনুষ্যের অন্তরে' এস্থলে 'মনুষ্যের হৃদয় সমুহে' লিখিলে ভাল হইত। 'সেই মনুষ্যের' স্থলে 'মনুষ্যের' হইবে।

তিনি যেরূপ অনুবাদে বহুস্থলে ভ্রম করিয়াছেন, সেইরূপ ফুট নোটে যে টিকা লিখিয়াছেন, তাহাতে বহুস্থলে ভ্রম করিয়াছেন ; নিম্নে তাহার কয়েকটি লিখিত হইতেছে ঃ

তিনি ছুরা তৎফিকের ২৮শ আয়তের টিকায় লিখিয়াছেন, 'ঈশ্বরের সন্নিহিত দেবগণের প্রতি ঈশ্বরের অমিশ্র প্রেম, অতএব তাহাদের পানীয় অমিশ্র ও বিশুদ্ধ হয়। যাহাদের ঈশ্বর-প্রেম সাংসারিক প্রেমের সঙ্গে মিশ্রিত, তাহাদের সুরা অন্য সুরা দ্বারা মিশ্রিত।' তিনি ইহা তফছিরে হোছায়নি হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন তাঁহার এই টীকায় প্রমাণিত হয় যে, স্বর্গিয় ফেরেশতাগণ সুরা পান করিবেন, কিন্তু উহা উক্ত তফছিরে নাই। প্রকৃত টিকা এইরূপ হইবে ; যে অগ্রগামী শ্রেণীর লোকেরা খোদাতায়ালা ভিন্ন অন্য কাহারও প্রেম হৃদয়ে স্থান দেন নাই এবং তাহা ব্যতীত অন্যের ধেয়ানে মন নিবিষ্ট করেন নাই, তাঁহারাই তছনিম নামক ঝরণার বিশুদ্ধ পানি পান করিবেন ; এবং যে সাধুগণ বিশুদ্ধ প্রেম লাভে সক্ষম হয় নাই, তাঁহারা গোলাবের ন্যায় উহা পানির সহিত কিছু কিছু মিশ্রিত করিয়া পান করিতে পারিবেন। তিনি উক্ত ছুরার ২৯—১ আয়তের টীকায় তফছির হোছায়নি হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন,—'একদিন মহাত্মা আলী কতিপয় মুছলমানের সঙ্গে পথ দিয়া যাইতেছিল, কয়েকজন কপট লোক তাঁহাদিগকে

দেখিয়া হাসিয়াছিল এবং নয়নকোণে ইঙ্গিত করিয়াছিল; বন্ধুদিগকে বলিয়াছিল, 'আমাদের না মস্তক হিনি ?' আলী ইহা শ্রবণ করিয়া মহা হাস্য করেন।

উক্ত তফছিরে লিখিত আছে,—'বন্ধুদিগকে বলিয়াছিল, 'আমাদের প্রধানের (আলির) মস্তক অগ্র কেশহীন। (টাকপড়া) ইহা শ্রবণে কপটিরা মহা হাস্য করিতে থাকে।'

তিনি ছুরা ফজরের ৬—৮ আয়তের ফুটনোটে 'শদাদ' শব্দ লিখিয়াছেন, তদস্থলে 'শাদ্দাদ' হইবে।

তিনি ছুরা বালাদের ২য় আয়তের টিকায় তফছির হোছায়নি হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন, 'জন্মদাতা' হজরত মোহাম্মদ এবং 'জাত' এব্রাহিম নামক তাঁহার পুত্র।

উক্ত তফছিরে ইহার বিপরীত লিখিত আছে,—'জন্মদাতা হজরত আদম কিম্বা এব্রাহিম (আঃ), জাত তাঁহাদের বংশধরগণ অথবা হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ)।'

তিনি ছুরা জোহার ১—৩ আয়তের টীকায় তফছির আজিজি হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন, —'অর্থাৎ বাহের ঈশ্বরের দুই শক্তি এবং আলোক অন্ধকার হয়, উভয়ই ঈশ্বরের। ঈশ্বর অপেক্ষা কোন মনুষ্য অধিক ক্ষমতাবান নাই। উক্ত তফছিরে এইরূপ কোন কথা নাই। তিনি ছুরা এনশেরাহের প্রথম আয়তের টিকায় হোছায়নি হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন,—'কথিত আছে যে, তাহা (হজরতের বক্ষঃ বিদীর্ণ হওয়া) দুইবার হইয়াছে;' কিন্তু প্রকৃত পক্ষে চারিবার তাঁহার বক্ষঃ বিদীর্ণ করা হইয়াছিল এবং উক্ত তফছিরে কয়েকবার বক্ষ বিদীর্ণ হইবার কথা আছে, 'দুইবার' কথাটি উহাতে নাই, ইহা গিরীশ বাবুর ভ্রম।

তিনি ছুরা আলাকের প্রথম আয়তের টীকায় হোছায়নি হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন,—'এমন সময়ে স্বর্গীয় দূত জেব্রিল

তাঁহার (হজরত মোহাম্মদের) নিকটে উপস্থিত হইয়া বলেন, 'হে মোহাম্মদ, পরমেশ্বর আমাকে তোমার নিকট পাঠাইয়াছেন, তুমি এই মণ্ডলী সম্বন্ধে ঈশ্বর নিয়োজিত ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক।' ইহা বলিয়াই আদেশ করিলেন 'পড়'। হজরত বলিলেন, 'আমি পাঠক নহি।' তখন তিনি একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন, জেব্রিল তাঁহাকে ধরিয়া হেলাইলেন।'

কেহ কেহ বলেন, 'জেব্রিল রত্ন মানিকাখচিত একখানা গ্রন্থ স্বর্গ হইতে আনয়ন করিয়াছিলেন, তাহা হজরতের সম্মুখে ধারণ করিয়া পাঠ করিতে ক্রমশঃ তিনবার বলিয়াছেন। তাহাতে হজরত তদ্রূপ বলেন ও পরে অচেতন হন; তখন জেব্রিল তাঁহাকে ছাড়িয়া এই সকল আয়ত উচ্চারণ করেন।'

গিরীশ বাবু উক্ত তফছিরের মর্ম্ম ও ভাব একেবারে পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলিয়াছেন; প্রকৃত ভাব ও মর্ম্ম এইরূপ হইবে—হজরত কহিলেন, 'আমি পাঠক নহি।' তখন হজরত জেবরাইল তাঁহাকে ধরিয়া দাবাইতে লাগিলেন, এমন কি তিনি অবসন্ন হইয়া পড়িলেন; এরূপ আরও দুইবার তিনি তাঁহাকে পড়িতে বলেন; হজরত বলেন, আমি পাঠ করিতে সক্ষম নহি এবং প্রত্যেকবারে তিনি তাঁহাকে দাবাইয়া ধরেন ও ছাড়িয়া দেন।

কেহ কেহ বলেন, হজরত জিবরাইল (আঃ) স্বীয় পক্ষের নিম্ন দেশ হইতে মুক্তা ও পদ্মরাগমণি-খচিত, স্বর্গীয় রেশম বস্ত্রে লিখিত একখণ্ড পুস্তিকা বাহির করিয়া হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) এর সম্মুখে ধারণ করেন এবং তাঁহাকে উহা পাঠ করিতে বলিলেন, হজরত বলিলেন, আমি পাঠাভ্যাস করি নাই এবং পুস্তিকায় কোন লিপি দর্শন করিতেছি না, যখত হজরত জিবরাইল (আঃ) তাঁহাকে ধরিয়া সজোরে দাবাইলেন, এমন কি তিনি অচৈতন্য প্রায় হইয়া পড়িলেন, এইরূপ তিনি তিনবার করেন এবং অবশেষে ছাড়িয়া দিয়া তিনি কয়েকটী আয়ত পাঠ করেন।'

ছুরা ফাতেহা প্রথম অথবা আলেফ-লাম-মিম পারায় ছুরা বিশেষ ; সেই হেতু উহার টীকা খোদাতায়ালার অনুগ্রহে প্রথম পারার অনুবাদে লিখিত হইবে, কিন্তু এস্থলে নামাজানুষ্ঠানকারীদের উপকারার্থে কেবল উক্ত ছুরার অনুবাদটি লিখিত হইতেছে ;—

ছুরা ফাতেহা।

উহা মক্কা শরিফে অবতীর্ণ হইয়াছিল এবং উহাতে ৭টি আয়ত আছে।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সর্বপ্রদাতা দয়ালু খোদাতায়ালার নামে (আরম্ভ করিতেছি)।

(۱) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ (۲) اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۙ (۳) مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۙ (۴) اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۙ (۵) اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۙ (۶) صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۙ

১। সমস্ত প্রকার প্রশংসা সমুদয় জীব ও জড়জগতের, প্রভু, প্রকৃত উপাস্যের (খোদাতায়ালার) উপযুক্ত, ২। যিনি

সর্ব্বপ্রদাতা, দয়ালু ; ৩। বিচার-দিবসের কর্ত্তা ; ৪। আমরা কেবল তোমারই উপাসনা করিতেছি এবং কেবল তোমারই নিকট সহায়তা প্রার্থনা করিতেছি ; ৫। তুমি আমাদিগকে সরল পথ প্রদর্শন কর ; ৬। উহাদের পথ (প্রদর্শন কর) যাহাদের প্রতি তুমি কল্যাণ করিয়াছ ; ৭। যাহাদের প্রতি কোপ (প্রকাশ) করা হয় নাই এবং (যাহারা) পথভ্রান্ত নহেন।

মৌলবী অব্বাছ আলী সাহেবের ১৩১৬ সালের বঙ্গানুবাদিত আমপারার সমালোচনা

তিনি ১৩১৩ সালে আমপারার যে অনুবাদ প্রচার করিয়াছিলেন তাহার সমালোচনা ইতিপূর্ব্বে করা হইয়াছে। তৎপরে তিনি ১৩১৬ সালে উহার যে অনুবাদ প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে প্রথম অনুবাদের কতকগুলি ভ্রম সংশোধন করিয়াছেন কিন্তু এখনও অনেকগুলি ভ্রম রহিয়া গিয়াছে। আপনারা প্রথমোক্ত সমালোচনার সহিত এই শেষোক্ত অনুবাদটি মিলাইয়া দেখিলে অবশিষ্ট ভ্রমগুলি বুঝিতে পারিবেন। শেষোক্ত অনুবাদে যে সমস্ত অতিরিক্ত ভ্রম হইয়াছে, এস্থলে কেবল তৎসমস্তের আলোচনা করা হইতেছে।

তিনি ছুরা নবার ৭ আয়তে الجبال শব্দের অর্থ 'পাহাড়' লিখিয়াছেন, এস্থলে 'পাহাড় সকল' হইবে ; ১২ আয়তের 'আছমান' শব্দ বন্ধনীর মধ্যে হইবে।

তিনি ২১ আয়তে مرصاد শব্দের অর্থ 'তাকাইয়া আছে' লিখিয়াছেন, এস্থলে 'প্রতীক্ষাকারী' 'প্রতীক্ষস্থান, (ঘাঁটী) বা গন্তব্যস্থান' হইবে। ২২ আয়তে طاغين শব্দের অর্থ 'দুষ্ট লোকের' লিখিয়াছেন, এস্থলে 'দুষ্ট লোকদের' হইবে, ২৩ আয়তে 'তাহার মধ্যে' শব্দদ্বয়ের পূর্বে '(তাহারা)' শব্দ বসিবে; ৩৭ আয়তে 'আছমান' স্থলে 'আছমান সকল' হইবে।

তিনি ছুরা নাজেয়ার ১২ আয়তে قالوا শব্দের অর্থ ও اذا শব্দের অর্থ 'তাহা হইলে ত' লিখিয়াছেন কিন্তু প্রথম স্থলে 'তাহারা বলিয়াছে' এবং দ্বিতীয় স্থলে 'সেই সময়' হইবে; ২৫ আয়তে 'ইহকাল ও পরকাল' স্থলে 'পরকাল ও ইহকালের' হইবে; তিনি ২৭ আয়তে লিখিয়াছেন, 'তোমাদের সৃষ্টি করা কঠিন' আকাশের ? এস্থলে প্রকৃত অনুবাদ এইরূপ হইবে, 'তোমরা কি সৃষ্টিতে কঠিন, কিম্বা আকাশ ? তিনি ৬৫ আয়তে سعى শব্দের অর্থ 'করিয়াছিল লিখিয়াছেন, এস্থলে 'চেষ্টা করিয়াছিল' হইবে; ৩৭।৪০ আয়তে 'যে ব্যক্তির' পূর্বে কিন্তু শব্দ বসিবে।

তিনি ছুরা আবাছের ২৯ আয়তে غلبا শব্দের অর্থ 'ঢাকা' ছাড়িয়া দিয়াছেন।

তিনি ছুরা তকভিরের ১ম আয়তে شمس এর অর্থ 'আকাশ' লিখিয়াছেন, এস্থলে 'সূর্য্য' হইবে; তিনি ১১ আয়তের অনুবাদে লিখিয়াছেন, 'আর যখন আকাশে তাহার খাল (চর্ম্ম) খোলা (উন্মোচন) করা হইবে। এস্থলে প্রকৃত অনুবাদ এইরূপ হইবে, —'আর যখন আকাশের চর্ম্ম উন্মোচন করা হইবে (বা যখন আকাশ উদ্ঘাটিত করা হইবে' ১৪ আয়তে তখন শব্দ বন্ধনীয় মধ্যে হইবে, ২৩ আয়তে 'আকাশের প্রকাশ্য কিনারায়' স্থলে প্রকাশ্য আকাশ প্রান্তে' এবং ২৭।২৯ আয়তে 'জগতের' স্থলে 'জগদ্বাসিদের' হইবে।

ছুরা এনফেতারের তৃতীয় আয়তে 'সমুদ্র প্রবাহিত হইবে' স্থলে 'সমুদ্র সকল প্রবাহিত (পরিচালিত) করা হইবে।'

ছুরা তৎফিফের ৬ষ্ঠ আয়তে 'জগতের' স্থলে জগদ্বাসিদের হইবে. ১৪ আয়তে 'অন্তরে' স্থলে অন্তর সমূহে', ২১ আয়তে 'খোদার শব্দ বন্ধনীর মধ্যে ; ২৩ আয়তে 'সিংহাসনের' স্থলে 'সিংহাসন সমূহের' হইবে।

তিনি ছুরা এনশেকাকের ১৫ আয়তে كان به بصيرا এর অনুবাদে লিখিয়াছেন,—'তাহাকে দেখিতেন' এস্থলে প্রকৃত অনুবাদ এইরূপ হইবে,—'তাহার বিষয়ে দর্শনকারী ছিলেন।' তিনি ২৫ আয়তে صلحت এর অর্থ সৎকাজ' লিখিয়াছেন, এস্থলে 'সৎকাজ' সকল হইবে।

তিনি ছুরা বুরুজের ৭ আয়তের অনুবাদে লিখিয়াছেন, 'তাহারা মোমেনদিগের প্রতি যাহা করিতে সামনে দেখিত।' এস্থলে প্রকৃত অনুবাদ এইরূপ হইবে,—তাহারা যাহা বিশ্বাসিদিগের সহিত করিতেছিল, তাহার নিকট উপস্থিত ছিল, (কিম্বা তদ্বিষয়ে সাক্ষী ছিল)।' ৮ আয়তে 'আছমান স্থলে আছমান সকল' হইবে। তিনি ৯ আয়তের و الله على كل شيء شهيد এর অনুবাদে লিখিয়াছেন, 'আল্লার সামনে প্রত্যেক দ্রব্য।' এস্থলে প্রকৃত অনুবাদ এইরূপ হইবে—'খোদাতায়ালা প্রত্যেক বিষয়ের উপর সাক্ষী।' ১১ আয়তে সৎকাজ স্থলে সৎকাজ সমুহ হইবে। তিনি ১৯ আয়তে فى تكذيب এর অনুবাদে লিখিয়াছেন, মিথ্যা গণ্য করে' এস্থলে এইরূপ অনুবাদ করা উত্তম, অসত্যারোপ করার মধ্যে আছে।'

তিনি ছুরা আ'লার চতুর্থ আয়তে مرعى শব্দের অর্থ 'চরিবার জন্য' লিখিয়া বন্ধনীর মধ্যে 'ঘাস' লিখিয়াছেন, কিন্তু এস্থলে উহার অর্থ ঘাস হইবে, কাজেই 'চরিবার জন্য' শব্দদ্বয়কে বন্ধনীর মধ্যস্থিত

ও 'ঘাস' শব্দকে বন্ধনীশূন্য করা আবশ্যক। তিনি পঞ্চম আয়তের غُثَاء শব্দের অর্থ লেখেন নাই, উহার অর্থ 'শুষ্ক'।—তিনি সপ্তম আয়তে الجهر শব্দের অর্থ 'যাহা প্রকাশ' লিখিয়াছেন, এস্থলে 'প্রকাশ' হইবে।

তিনি ছুরা গাশিয়ার ২৫ আয়তে اياب শব্দের অর্থ 'পুনরায় আসিতে (হইবে)' লিখিয়াছেন, এস্থলে 'পুনরাগমন' লিখিলে ভাল হইত।

তিনি ছুরা ফজরের ১১শ আয়তে লিখিয়াছেন 'ইহারা সকলে এমন লোক ছিল' এস্থলে 'যাহারা' লিখিলে ভাল হইত কিম্বা সকলে এমন লোক ছিল' এই শব্দগুলি বন্ধনীর মধ্যে লেখা উচিত ছিল। তিনি ১৪শ আয়তে لبالمرصاد শব্দের অর্থ অবশ্যতাকাইয়া আছেন' লিখিয়াছেন এস্থলে প্রকৃত অনুবাদ এইরূপ হইবে 'অবশ্য প্রতীক্ষা স্থলে (বা সঙ্কেত স্থলে) আছেন।' ১৫ আয়তে অনন্তর শব্দের পরে 'কিন্তু' শব্দ হইবে। তিনি ২২ আয়তে লিখিয়াছেন, 'প্রভু আসিবেন' এস্থলে প্রভুর (আদেশ কোপ বা নিদর্শন) উপস্থিত হইবে।' লিখিলে ভাল হইত। তিনি ২৭ আয়তে المطمئنة শব্দের অর্থ অবিরাম শান্তিলাভকারী' লিখিয়াছেন, এস্থলে অবিরাম শব্দটি বেশী লেখা হইয়াছে। ছুরা বালাদের ৬ আয়তে 'বলিয়া থাকে' স্থলে 'বলিতেছে' এবং ১০ আয়তে পথ স্থলে দুইটি অর্থ হইবে। ছুরা শামছের ৯ আয়তে তাহার এই শব্দের পূর্বে 'অনন্তর' শব্দবসিবে। তিনি ছুরা লাএলের ৯ আয়তে استغنى শব্দের অর্থ অভাব রাখে না' লিখিয়াছেন, এস্থলে নিশ্চন্ত হইয়াছে হইবে। ১২ আয়তে 'ভার শব্দ বন্ধনীর মধ্যে; ১৩ আয়তে ইহকাল ও পরকাল স্থলে পরকাল ও ইহকাল, ১৪ আয়তে তোমাকে স্থলে তোমাদিগকে এবং ২১ আয়তে অনন্তর স্থলে এবং হইবে।

ছুরা জোহার ৪র্থ আয়তে 'তোমার' শব্দ বন্ধনীর মধ্যে : ৫ম আয়তে 'বাদ' স্থলে 'অনন্তর' ৬ষ্ঠ আয়তে 'নাই' স্থলে 'প্রাপ্ত হন নাই' : ৭ম আয়তে 'ভ্রান্ত' স্থলে 'সত্যান্বেষী' বা 'নিরুদ্দেশ' এবং ৯ম আয়তে 'বাদ' স্থলে 'অনন্তর কিন্তু' হইবে।

ছুরা এনশেরাহের ২য় আয়তে লিখিয়াছেন, 'যে বোঝায় তোমার পিঠকে ভাঙ্গিয়াছিল।" এস্থলে প্রকৃত অনুবাদ এইরূপ হইবে,— 'তোমার ভার যাহা তোমার পৃষ্ঠদেশকে ভারি করিয়াছে', ৭ম আয়তে 'এবাদতে শব্দ বন্ধনীর মধ্যে হইবে।

ছুরা আলাকের ৭ম আয়তে 'ধ্বনবান' স্থলে 'ধনবান' হইয়াছে বলিয়া' ; ৮ম আয়তে 'ফিরিয়া যাইতে হইবে' স্থলে 'প্রত্যাবর্ত্তন' হইবে।

তিনি ছুরা বাইয়েনাতের প্রথম আয়তوالمشركين শব্দের অনুবাদ করেন নাই, উহার অর্থ 'এবং অংশীবাদিগণ।' ২য় আয়তের সেই প্রমাণ' এবং তৃতীয় আয়তে 'দীন' এই শব্দসমূহ বন্ধনীর মধ্যে, ২য় আয়তে 'আল্লাহ রছুল' স্থলে আল্লাহতায়ালার (পক্ষ) হইতে একজন রছুল' এবং সপ্তম আয়তে 'সংকার্য্য এস্থলে সৎকার্য্য সকল' হইবে।

ছুরা জেলজালের প্রথম আয়তে 'ভূমিকম্প' স্থলে 'কম্পন' এবং ৭ম আয়তে 'করিয়াছে' স্থলে 'করে' হইবে। ছুরা আ'দিয়ার ৩য় আয়তে 'বাদ' স্থলে 'অনন্তর' ; ৪র্থ আয়তে 'উড়ায়' স্থলে উড়িয়াছে' ৫ম আয়তে 'প্রবেশ করে' স্থলে 'প্রবেশ করিয়াছে' ; ৯ম আয়তে 'কবর' স্থলে 'কবর সমূহে' ১০ম আয়তে 'হৃদয়ের' স্থলে 'হৃদয় সমূহে', এবং ১১শ আয়তে 'জ্ঞাত' শব্দের পুর্বে 'অবশ্য' শব্দ হইবে।

ছুরা কারেয়ার ৭ম ও ৯ম আয়তে 'বাদ' স্থলে 'অনন্তর' এবং ১০ম আয়তে 'হাবিয়া' স্থলে 'উহা' হইবে।

ছুরা তাকাছোরের ১ম আয়তে 'সে পর্য্যন্ত' শব্দদ্বয় বন্ধনীর মধ্যে এবং 'কবরের' স্থলে 'কবর সমূহের' হইবে। ছূরা আছরের ২য় আয়তে 'সংকার্য্য' স্থলে 'সংকার্য্য সকল' হইবে। তিনি এই ছূরার

তৃতীয় আয়তের অনুবাদ করেন নাই, এস্থলে এইরূপ হইবে এবং পরস্পরকে ধৈর্য্যধারণ সম্বন্ধে উপদেশ দান করিয়াছে।

ছুরা ফীলের ২য় আয়তে বিফল করেন নাই, এস্থলে বিফলতায় স্থাপন করেন নাই' লিখিলে ভাল হইত। ছুরা কোরাএশের ৩য় আয়তে 'বাস' স্থলে 'অনন্তর' হইবে।

ছুরা কাফেরুণের প্রথম আয়তে লিখিয়াছেন, 'বল হে কাফেরগণ' এস্থলে অনুবাদের ভাবে বুঝা যায় যে, যেন ধর্ম্মদ্রোহীদিগকে বলিতে আদেশ করা হইয়াছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হজরতকে বলিতে আদেশ করা হইয়াছে। প্রকৃত অনুবাদ এইরূপ হইবে—তুমি বল, হে ধর্ম-দ্রোহীগণ।' ছুরা নাছের প্রথম আয়তে 'মক্কা' শব্দ বন্ধনীর মধ্যে হইবে তিনি ছুরা লাহাবের ৪র্থ আয়ত حطب এর অর্থ কাঠের মোট লিখিয়াছেন, ইহার অর্থ ইন্ধন; তিনি এই আয়তের অনুবাদে লিখিয়াছেন এবং তার স্ত্রী (প্রবেশ করিবে) সে কাঠের মোট বহনকারীণী হইয়া (উহাতে) প্রবেশ করিবে।' ছুরা ফালাকের চতুর্থ আয়তের যাদু করিবার উদ্দেশ্যে বন্ধনীর মধ্যে হইবে।

—ঃ সমাপ্ত ঃ—